মুসলিম বিশ্বে সমাদৃত সুবিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ "সুনানে ইবনে মাজাহ"
এর অনন্য ব্যাখ্যা গ্রন্থ

সহজ

দরসে ইবনে মাজাহ

আরবী-বাংলা

তাহকীক ও তাশরীহ
হাফেয মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ জহীরুল ইসলাম
মুহাদ্দিস : মাদরাসা বাইতুল উলূম ঢালকানগর
গেণ্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪

সম্পাদনা
হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
শায়খুল হাদীস
মাদরাসা দারুর রাশাদ, মীরপুর, পল্লবী, ঢাকা।

আল কাউসার প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার || পাঠক বন্ধু মার্কেট
১১, বাংলাবাজার || ৫০, বাংলাবাজার ঢাকা।
ফোন -৭১৬৫ ৪৭৭ মোবাইল ০১৭ ৬ ৮৫৭৭ ২৮

باسمه تعالى

نحمده ونصلى على رسوله الكريم اما بعد

"সুনানু ইবনি মাজাহ" সিহাহ সিত্তাহ তথা হাদীসের বিশুদ্ধতম ছয় কিতাবের অন্যতম একটি কিতাব। পাক-ভারত, উপমহাদেশসহ বিশ্বের প্রায় সকল দ্বীনী মাদরাসার সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত কিতাব এটি। ব্যতিক্রমধর্মী মুকাদ্দমা ও স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে যুগে যুগে উলামায়ে মুহাদ্দিসীনের নিকট কিতাবটির গুরুত্ব, আবেদন ও সমাদর বেড়েই চলছে। তাই তো কিতাবটি রচনার পর থেকে অদ্যাবধি আরবীসহ বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন আঙ্গীকে একে কেন্দ্র করে এত প্রচুর খেদমত হয়েছে যে, সিহাহ সিত্তার কোনো কোনো কিতাবের উপর সে পরিমাণ খেদমত হয় নি। বহির্বিশ্বের বরেণ্য উলামায়ে কিরামের পাশাপাশি এ উপমহাদেশের খ্যাতনামা আলেমগণও এ খিদমতে অংশ নিয়েছেন প্রশংসনীয়ভাবে।

তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সেসব খিদমতের প্রায় অধিকাংশই আজ দুষ্প্রাপ্য। তাই দীর্ঘ দিন থেকে বিশেষত মাদরাসা বাইতুল উলূম ঢালকানগরে সুনানে ইবনে মাজাহর তাদরীসের দায়িত্ব আসার পর থেকে স্বপ্ন দেখছিলাম এ কিতাবের যুগোপযোগী একটি আরবী শরাহ (ব্যাখ্যাগ্রন্থ) সংকলণ করার। সে উদ্দেশ্যে কাজও শুরু করেছিলাম। কিন্তু বর্তমানে আরবী শরাহ বুঝা ও এর প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ দিন দিন যে হারে কমে যাচ্ছে তাতে ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনার গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য তথা হাদীসের মর্ম পরিপূর্ণরূপে অনুধাবন করার বিষয়টি ব্যহত হওয়ার আশংকা করছিলাম প্রবলভাবে। অপর দিকে বাংলা ভাষা-ভাষী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সুনানু ইবনি মাজাহের দুর্বোধ্য ও জটিল বিষয়গুলো হৃদয়াঙ্গম করার জন্য উপযোগী কোনো শরাহ বাংলা ভাষায় আমাদের জানা মতে অনুপস্থিত।

অবশেষে মাদরাসা দারুর রাশাদের শাইখুল হাদীস মুহতারাম হাফেয মাওলানা হাবীবুর রহমান সাহেবের (দা. বা.) পরামর্শ ও রাহনুমায়ীতে বাংলা ভাষাতেই ব্যাখ্যা গ্রন্থটি সংকলনের কাজে হাত দেই। যদিও আমি একথা নিশ্চিতভাবে জানি যে, এ গ্রন্থ রচনার জন্য যে ইলম ও যোগ্যতা থাকার প্রয়োজন তা আমার মধ্যে আদো নেই। তদুপরি, আমার ছাত্রদের পক্ষ থেকে উপর্যুপরি আবদার আর বন্ধু-বান্ধবদের বিপুল উৎসাহে সকল দৈন্যতা সত্ত্বেও

আল্লাহর উপর ভরসা করে গ্রন্থটি তৈরির কাজ চালিয়ে যাই। এক্ষেত্রে আমি আকাবিরের লেখা আরবী-উর্দু কিতাবসমূহ থেকেই প্রচুর সহযোগীতা নিয়েছি। দু'আ করি আল্লাহ পাক তাদের সকলকে সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন। এছাড়া গ্রন্থটি তৈরীতে বিভিন্নভাবে যারা আমাকে সহযোগীতা করেছেন, তাদের সকলের কাছে বিশেষ করে মাওলানা হাবীবুর রহমান সাহেবের (দা. বা.) কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ। কারণ, তাঁর অন্তরঙ্গ তাড়া ও তাগাদা না হলে হয়ত গ্রন্থটি লেখাই হতো না বা প্রকাশের উদ্যোগ না নিলে পড়ে থাকতো তা পাণ্ডুলিপির গহবরে। মহান আল্লাহ তাঁদের সকলকে উপযুক্ত বদলা দান করুন।

ব্যাখ্যাগ্রন্থটি নির্ভরযোগ্য ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর করতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তাই আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় স্বরূপ বলতে পারি গ্রন্থটি সাবলীল, সহজ, সরল ও স্বতস্ফুর্ত প্রকাশ ভঙ্গির কারণে সর্বস্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী হবে এবং নির্ভরযোগ্য ও সারগর্ভ হওয়ার কারণে মুহতারাম উস্তাদবৃন্ধের নিকটেও ব্যাপকভাবে সমাদৃত হবে ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে সম্মানিত পাঠকবর্গ সমীপে অনুরোধ দরসী ব্যস্ততাসহ নানা ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে স্বল্প সময়ে ব্যাখ্যা গ্রন্থটি রচনা করা হয়েছে। বিধায়, ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাওয়া মোটেও বিচিত্র নয়। কোনো সচেতন পাঠকের নজরে এমন কিছু গোচরীভূত হলে তা অনুগ্রহ পূর্বক আমাদেরকে মুক্তমনে অবগত করলে কৃতজ্ঞ থাকব। আর সংশোধনীর ব্যাপারে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মহান মাওলার শাহী দরবারে এ শুভ মুহূর্তে আমাদের বিনীত ফরিয়াদ, ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাদের এ মেহনতটুকু কবূল করুন। গ্রন্থটিকে মকবূলিয়্যাতের মর্যাদায় ভূষিত করুন এবং আমাদের নাজাতের উসীলা বানিয়ে দিন। আমীন॥

বিনীত

জহীরুল ইসলাম

মাদরাসা বাইতুল উলূম

ঢালকানগর গেণ্ডারিয়া ঢাকা

তারিখ : ২১/৯/১০ ইং

সহজ দরসে ইবনে মাজাহ এর
কতিপয় বৈশিষ্ট্যাবলী

- সর্বস্তরের হাদীস অধ্যয়নকারীর প্রতি লক্ষ্য রেখে সহজ সরল ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।
- ইবনে মাজাহ শরীফের হাদীস সমূহ সনদসহ উল্লেখ করা হয়েছে।
- ইবনে মাজাহ শরীফের হাদীসসমূহের পূর্ণাঙ্গ তরজমা করা হয়েছে।
- প্রয়োজনে হাদীসের সনদ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।
- মাযহাব ভিত্তিক প্রশ্নোত্তর আলাদাভাবে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে।
- প্রতিটি শিরোনামের সাথে মূল কিতাবের পৃষ্ঠা নম্বর দেয়া হয়েছে।
- হাদীসের সনদ ও মতন দরসী কপির সাথে মিলানো হয়েছে।
- ইলমে হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরিভাষা ও জরুরী বিষয় কিতাবের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে।
- অনুবাদে উল্লেখিত প্রামাণ্য আরবী ইবারতকে পৃথক করে লেখা হয়েছে।
- জটিল আরবী শব্দগুলোতে হরকত দেয়া হয়েছে।
- কিতাবে উল্লেখিত বিষয়গুলোকে শিরোনাম ও উপ-শিরোনামে সাজানো হয়েছে।
- প্রামাণ্য কিতাবগুলোর নাম আরবীতে লেখা হয়েছে।
- প্রতিটি হাদীসের তাশরীহ এর পর التمرين। শিরোনামের অধীনে সেই হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্ভাব্য প্রশ্ন আরবীতে প্রদান করা হয়েছে।

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

بَابُ اِتِّبَاعِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নতের অনুসরণ

بَابُ تَعْظِيْمِ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসের মর্যাদা দান এবং যে এর বিরোধিতা করে, তার প্রতি কঠোরতা আরোপ

بَابُ التَّوَقِّىْ فِى الْحَدِيْثِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্ক হওয়া

بَابُ التَّغْلِيْظِ فِىْ تَعَمُّدِ الْكِذْبِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ : ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর উপর

بَابُ مَنْ حَدَّثَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثًا وَ هُوَ يَرٰى اَنَّهُ كَذِبٌ

অনুচ্ছেদ : জ্ঞাতসারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর দিকে সম্বন্ধ করে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করা

بَابُ اِتِّبَاعِ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ -

অনুচ্ছেদ : হিদায়েতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ অনুসরণ

بَابُ اِجْتِنَابِ الْبِدَعِ وَالْجَدَلِ

অনুচ্ছেদ : বিদ‘আত ও ঝগড়া-ফাসাদ থেকে বিরত থাকা

بَابُ اِجْتِنَابِ الرَّأىِ وَالْقِيَاسِ

অনুচ্ছেদ : মতামত প্রদান ও কিয়াস করা থেকে বিরত থাকা

بَابٌ فِى الْاِيْمَانِ

অনুচ্ছেদ : ঈমান প্রসঙ্গে

بَابٌ فِى الْقَدْرِ

অনুচ্ছেদ : তাকদীর প্রসঙ্গে

بَابٌ فِىْ فَضَائِلِ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সাহাবীদের ফযীলতের বর্ণনা

فَضْلُ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ الصِّدِّيْقُ

আবূ বকর সিদ্দীক রাযি. এর ফযীলত

فَضْلُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

অনুচ্ছেদ : উমর রাযি.-এর ফযীলত

فَضْلُ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

উসমান রাযি.-এর ফযীলত

فَضْلُ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

আলী ইবনে আবূ তালিব রাযি.-এর ফযীলত

بَابٌ فِىْ ذِكْرِ الْخَوَارِجِ

খারেজী সম্প্রদায়ের আলোচনা প্রসঙ্গে

بَابٌ فِيْمَا اَنْكَرَتِ الْجَهْمِيَّةُ

জাহমিয়া সম্প্রদায় যা অস্বীকার করে সে প্রসঙ্গে

بَابُ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً أَوْ سَيِّئَةً

অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কোনো ভালো অথবা মন্দ কাজের প্রচলন করে

بَابُ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً قَدْ أُمِيْتَتْ

অনুচ্ছেদ : মৃত সুন্নাত জীবিত করা

بَابُ فَضْلِ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ

অনুচ্ছেদ : কুরআন শিক্ষা করা এবং তা শিক্ষা দেওয়ার ফযীলত

بَابُ فَضْلِ الْعُلَمَاءِ وَالْحَثِّ عَلٰى طَلَبِ الْعِلْمِ

অনুচ্ছেদ : আলিমগণের ফযীলত এবং ইলম অর্জনের জন্য উৎসাহ প্রদা

بَابُ مَنْ بَلَّغَ عِلْمًا

অনুচ্ছেদ : ইল্‌মের প্রচার ও প্রসার করা

بَابُ مَنْ كَانَ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ

অনুচ্ছেদ : যারা কল্যাণের চাবিকাঠি তাদের বর্ণনা

সূচীপত্র সমাপ্ত

ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম ও বংশ পরম্পরা

ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. এর নাম মুহাম্মদ, উপনাম আবু আব্দুল্লাহ, উপাধী ইবনে মাজাহ, পিতার নাম এযীদ, দাদার নাম আব্দুল্লাহ, তাঁর পুর্বপুরুষগণ আরবের রাবী'আ গোত্রের মিত্র ছিলেন এবং কাযবীনের বাসিন্দা ছিলেন বলে তাঁকে আররবঈ এবং কাযবীন নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করায় আলকাযবীনীও বলা হয়।

তাঁর বংশ পরম্পরা নিম্নরূপ : আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে এযীদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মাজা আর রাবঈ আল কাযবীনী রহ.

মাজাহ শব্দের বিশ্লেষনঃ এ ব্যাপারে মোট ৩টি উক্তি পাওয়া যায়। যথাঃ

(১) কেউ কেউ বলেনঃ মাজাহ শব্দটি ইবনে মাজাহ রহ. এর মাতার নাম। আল্লামা মুরতাযা যাবেদী রহ. তাঁর "তাজুল আরূস শরহে কামূস" গ্রন্থে এমত-টিকে সঠিক বলেছেন। অনুরূপভাবে, শাহ আব্দুল আযীয রহ. "বুসতানুল মুহাদ্দেসীন" নামক কিতাবে, নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান রহ. তার "আল হিত্তাহ' গ্রন্থে আবুল হাসান সিন্দী রহ. তার "শরহুল আরবাঈন" গ্রন্থে এ মতটির কথা উল্লেখ করেছেন।

(২) অনেকেই ইহাকে তার পিতা এযীদের উপাধি বলে উল্লেখ করেছেন যেমন, আল্লামা শাহ আব্দুল আযীয রহ. তার "উজালায়ে নাফেআহ" নামক কিতাবে, এ মতটির কথা উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য কথা হল, কাযবীনের (ইবনে মাজার জন্মভূমি) ঐতিহাসিকদের মতামত। আর, তারা ইহাকে ইবনে মাজার পিতার উপাধি বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লামা ইবনে কাছীর রহ. তার অমর গ্রন্থ "আল বিদায়া ওয়ান্ নিহায়াহ্" গ্রন্থে কাযবীনের ঐতিহাসিক আবু ইয়ালা আল খলীলী রহ. এর বরাতে এ মতটিকেই নকল করেছেন। অনুরূপভাবে ইবনে মাজাহ রহ. এর প্রসিদ্ধ ছাত্র আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান রহ. অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এ মতটিকেই উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া, আল্লামা নববী রহ. তার "তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত" নামক গ্রন্থে, আল্লামা আজদুদ্দীন ফীরুযাবাদী রহ. তার আল কামূস গ্রন্থে, আল্লামা আবুল হাসান সিন্দী রহ. তাঁর "শরহে ইবনে মাজাতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, ইহা তাঁর পিতার উপাধি।

(৩) আল কামূস গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, ইহা তার পিতার নয় বরং তাঁর দাদার উপাধি। কিন্তু শাহ আব্দুল আজীজ রহ. এ মতটি সঠিক নয় বলে উল্লেখ করেছেন।

শুভ জন্ম ঃ ইবনে মাজাহ রহ. এর শাগরিদ জাফর ইবনে ইদ্রীসের ভাষ্য অনুযায়ী, তিনি ইরাকে আজমের সুপ্রসিদ্ধ শহর কাযবীনে ২০৯ হিজরী মুতাবিক ৮২৪-২৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবনঃ

ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. এর বাল্যকাল ছিল ইসলামী দুনিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির যুগ। তাঁর জন্মস্থান কাযবীন ছিল তখন উলূম ও ফূনূনের সুবিখ্যাত নগরী। বিশিষ্ট বিদ্যানুরাগী খলীফা মামুনুর রশীদ ছিলেন তখন খিলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত। জগৎবিখ্যাত ফুকাহা, মুহাদ্দেসীন, উলামা, সুলাহাদের মিল-নকেন্দ্র ছিল কাযবীন নগরী। ইবনে মাজাহ রহ. প্রথমে সে সব মহান ব্যক্তি বর্গের নিকট থেকে হাদীসের সুবিশাল ভাণ্ডার অর্জন করেন এবং তাঁর জীবনের দীর্ঘ তেইশ বৎসর পর্যন্ত স্বীয় মাতৃভূমিতে থেকেই তা অর্জন করেন। অতঃপর সেই ভাণ্ডারকে আরও সমৃদ্ধ, আরো পূর্ণতা দেয়ার লক্ষ্যে তৎকালীন ইসলামী বিশ্বের ইলমের নগরী আরব, ইরাক, সিরিয়া, খুরাসান, মিশর, কুফা, বসরা, দামেশক সহ অন্যান্য স্থানে ভ্রমণ করেন।

মুহতারাম উস্তাদ বৃন্দ ঃ ইবনে মাজাহ রহ. এর সম্মানিত আসাতিযায়ে কিরামের তালিকা অনেক দীর্ঘ, তবে তার সঠিক সংখ্যা কত? তা আল্লাহ পাকই ভাল জানেন। শুধুমাত্র তার দুই কিতাব তথা, কিতাবুস সুনান ও কিতাবুত তাফসীরে বর্ণিত তাঁর উস্তাদ গণের সংখ্যা ৩১০। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন উস্তাদের নাম হল

(১) আবূ মূসা আবু আহমদ ইবনে আবী বকর।
(২) আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইবনুল মুনজির খিযামী।
(৩) বকর ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব।
(৪) হাসান ইবনে আলী আল খাল্লাল।
(৫) আবূ আবদির রহমান সালামা ইবনে শাবীব নিশাপুরী।
(৬) মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আদনী
(৭) হিশাম ইবনে আম্মার
(৮) আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবী শাইবা
(৯) হান্নাদ ইবনে আসকালানী (১০) ইসমাঈল ইবনে মূসা ফাযারী।

ছাত্রবৃন্দঃ ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. এর নিকট থেকে হাজার হাজার জ্ঞান পিপাসু ছাত্র হাদীস সহ অন্যান্য ইলম অর্জন করেন। তাদের মধ্য হতে বিশেষ কয়েকজনের নাম হলঃ (১) আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান। (২) আলী ইবনে সাঈদ। (৩) ইব্রাহীম ইবনে দীনার। (৪) আহমদ ইবনে ইবরাহীম আল কাযবীনী। (৫) ইসহাক ইবনে মুহাম্মদ কাযবীনী প্রমুখ।

রচনাবলী

ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. এর উম্মতের জন্য রেখে যাওয়া অমরকীর্তিসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (১) কিতাবুস সুনান। (২) আততাফসীর (৩) আততারীখ। যাতে তিনি সাহাবায়ে কিরামের সময় থেকে নিয়ে তাঁর যুগ পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করেছেন।

ওফাত

ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. আব্বাসী খলীফা, আল মু'তামিদ আলাল্লাহ এর খিলাফত কালে ২০/২২শে রমযান ২৭৩ হিজরী মুতাবিক ১৮ই ফেব্রুয়ারী মুতাবিক ৮৮৭/৮৮৬ খীস্টাব্দ রোজ সোমবার ইহকাল ত্যাগ করে মহান প্রভুর সান্যিধ্যে গমন করেন। তাঁর ভাই আবু বকর তাঁর জানাযার নামায পড়ান। তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ ও দুই ভাই আবু বকর ও আবু আব্দুল্লাহ তাঁকে কবরে নামিয়ে দাফন করেন।

সুনানু ইবনে মাজাহ

সুনানু ইবনে মাজাহ-এর পরিচয়ঃ

"সুনান" বলা হয় হাদীসের এমন কিতাবকে, যাতে শরঈ বিধি-বিধান সম্পর্কিত হাদীস সমূহ ফিকহী অধ্যায় অনুসারে বিন্যাস করা হয়। সুনানু ইবনে মাজাহ এমনই ধরনের একটি কিতাব। এটি প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ সমূহের অন্যতম বিশেষতঃ এই কিতাবটি সিহাহ সিত্তাহ তথা হাদীসের বিশুদ্ধতম ছয় কিতাবের ষষ্ঠ কিতাবের মর্যাদায় ভূষিত হয়েছে। এ কিতাবের গ্রহণ যোগ্যতা সম্বন্ধে কিছুটা অনুমান করা যায়, ইমাম আবূ যুরআ রহ. কর্তৃক এ কিতাব সম্বন্ধে নিম্নোক্ত উক্তি থেকে। তিনি বলেছেন–

اَظُنُّ اِنْ وَقَعَ هٰذَا فِىْ اَيْدِى النَّاسِ تَعَطَّلَتْ هٰذِهِ الْجَوَامِعُ اَوْاَكْثَرُهَا

অর্থ্যাৎ "আমার মনে হয় এ কিতাব যদি মানুষের হাতে এসে যায় তাহলে, এসকল জামে গ্রন্থ সমূহ সব বা এর অধিকাংশই অর্থহীন হয়ে পড়বে।"

সিহাহ সিত্তার মধ্যে ইবনে মাজাহ এর স্থান

এক সময় সিহাহ সিত্তার ষষ্ঠ কিতাব কোনটি? তা নিয়ে উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও বর্তমানে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, ষষ্ঠ কিতাব হল সুনানু ইবনে মাজাহ। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, হিজরী ৫ম শতকের শেষ দিকে আল্লামা আবুল ফজল মুহাম্মদ ইবনে তাহের আল মাকদেমী রহ. (মৃত্যুঃ ৫০৭ হিঃ/ ১১১৩ খ্রীঃ) সর্ব প্রথম এই কিতাবকে সিহাহ সিত্তার ষষ্ঠ কিতাব হিসেবে গণ্য করেন। পরবর্তী আলেমদের মধ্যে জালালুদ্দিন সুয়ূতী রহ. শায়খ আব্দুল গনী নাবলূসী রহ. শায়খ আব্দুল গনী

মুজাদ্দেদী রহ. সহ অধিকাংশ উলামায়ে কেরামও ইহাকে ষষ্ঠ কিতাব হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করেন।

কিন্তু আল্লামা মাকদেমী রহ. এরই সম সাময়িক মুহাদ্দিস রাযীন ইবনে মুআবিয়া (মৃত্যু ৫২৫হিঃ/ ১৩৩০ খ্রীঃ) তাঁর সংলন গ্রন্থ আত তাজরীদুস সিহাহ ওয়াস সুনান" গ্রন্থে হাদীসের সহীহ পাঁচখানা কিতাবের সাথে ইবনে মাজাহ এর পরিবর্তে মুয়াত্তা ইমাম মালিক রহ.কে অন্তর্ভুক্ত করেন। পরবর্তীতে আল্লামা ইবুনল আসীর রহ. (মৃত্যুঃ ৬০৬ হিঃ/ ১২০৯ খ্রীঃ) স্বীয় গ্রন্থ "জামিউল উসূল এ মুহাদ্দিস রাযীনের অভিমতকেই প্রধান্য দিয়েছেন এবং আবূ জাফর ইবনে যুবায়র রহ. ও এইমত পোষণ করেন।

পরবর্তীতে আল্লামা আব্দুল গনী নাবলুসী রহ. (মৃত্যুঃ ১১৪৩হিঃ) তার "জাখাইরুল মাওয়ারিছ" গ্রন্থে উপরিউক্ত মতবিরোধটি এভাবে উল্লেখ করেন যে,

وَقَدِ اخْتَلَفَ فِى السَّادِسِ فَعِنْدَ الْمَشَارِقَةِ كِتَابُ السُّنَنِ لِاَبِى عَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدِ بْنِ مَاجَةَ الْقَزْوِيْنِيِّ وَعِنْدَ الْمَغَارِبَةِ كِتَابُ الْمُوَطَّا لِلْاِمَامِ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ الْاَصْبَحِيِّ

অর্থ্যাৎ ছয়খানা প্রমাণ্য হাদীস গ্রন্থের মধ্যে ষষ্ঠখানা সিহাহভুক্ত হওয়া সম্পর্কে মতভেদ আছে। পূর্বাঞ্চলীয় আলেমগণের মতে ষষ্ঠখানা হল, আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে কাযবীনী সংকলিত কিতাবুস সুনান এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় আলেমগণের মতে ইমাম মালিক ইবনে আনাস আসবাহী রহ. রচিত 'মুয়াত্তা'।

তবে একথা অনস্বীকার্য যে, সুনানে ইবনে মাজা গ্রন্থে বেশ কিছু জঈফ ও মুনকার বিওয়ায়াত রয়েছে, এজন্যই কেউ কেউ এই কিতাবের স্থলে সিহাহ সিত্তার ষষ্ঠ কিতাব হিসাবে মুআত্তা মালিকের নাম উল্লেখ করেছেন।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে হাদীসের বিশুদ্ধতত ছয় কিতাবের মধ্যে মুআত্তাকে গণ্য না করে যারা সুনানে ইবনে মাজাকে ষষ্ঠ কিতাব বলেছেন, তারা এটা কিভাবে বললেন? তার উত্তর এই যে, এ গ্রন্থে অপর পাঁচটি হাদীস গ্রন্থ অপেক্ষা অনেক বেশি হাদীস আছে যা 'মুয়াত্তায়" নেই। অন্যথায় হাদীসের বিশুদ্ধতা ও প্রামাণিকতার দৃষ্টিকোন থেকে 'মুয়াত্তার স্থান শুধু সুনানে ইবনে মাজাই কেন? বরং অপর পাঁচ কিতাবের চেয়েও উর্দ্ধে।

এখানে এটাও জেনে রাখা দরকার যে, কোন কোন আলেম সিহাহ সিত্তার ষষ্ঠ কিতাব হিসেবে ইবনে মাজার পরিবর্তে 'সুনানে দারিমী'কে গণ্য করেছেন। তিনি লেখেনঃ

قَالَ شَيْخُ الْاِسْلَامِ وَلَيْسَ دُوْنَ السُّنَنِ الْاَرْبَعَةِ فِى الرُّتْبَةِ بَلْ لَوْضُمَّ اِلَى الْخَمْسَةِ لَكَانَ اَوْلٰى مِنْ اِبْنِ مَاجَةَ فَاِنَّهُ اَقَلُّ مِنْهُ بِكَثِيْرٍ

তবে ইবনে মাহার রহ. এর কার্যকলাপ থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায় না। যেমন তিনি তাঁর 'বুলূগুল মারাম' নামক গ্রন্থে সিহাহ সিত্তার অন্যান্য কিতাব থেকে হাদীস চয়ন করলেও একটি স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও ইমাম দারিমীর নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেননি। মোট কথা, যে যাই বলূক, ষষ্ঠ কিতাব হিসেবে সুনানে দারিমী তো দূরের কথা পরবর্তী উলামায়ে কিরামের নিকট অন্য কোন কিতাবও সুনানে ইবনে মাজার স্থান দখল করতে পারেনি।

সুনানে ইবনে মাজার বৈশিষ্ট্য সমূহঃ

১. সুনানে ইবনে মাজাহতে এমন অনেক হাদীস আছে যা কুতুবে খামসার অন্যান্য কিতাবে বিদ্যমান নেই। এ ধরনের হাদীসের সংখ্যা ১৩৩৯

২. সুনানে ইবনে মাজার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে হাদীসের تَكْرَار (পুনঃউল্লেখ) নেই। অথচ অপর পাঁচ কিতাবে এই বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত।

৩. অন্যান্য কুতুবে সুনান অপেক্ষা এ কিতাবে সংক্ষিপ্ত অথচ, সমস্ত জরুরী মাসায়েল ও আহকাম সন্নিবেশিত হয়েছে।

৪. কোন হাদীসের ব্যাপারে জনমনে সন্দেহ থেকে থাকলে বা কোন হাদীসের ব্যাপারে فَنِّى কোন বক্তব্য থাকলে (কখনো কখনো) তিনি সেটা নিরসন পূর্বক فَنِّى আলোচনা করেছেন।

যেমন এক হাদীস বর্ণনা করার পর তিনি বলেন- قَالَ اَبُو عَبْدِ اللّٰهِ غَرِيْبٌ لَايُحَدِّثُ اِلَّا ابْنُ اَبِى شَيْبَةَ (সুনানু ইবনে মাজাহ) পৃঃ- ৭৭)

তিনি অন্যত্র বলেন-

قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَاجَةَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيٰى يَقُوْلُ اِضْطَرَبَ النَّاسُ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ بِبَغْدَادَ ، فَذَهَبْتُ اَنَا وَ اَبُوْ بَكْرِ الْاَعْيَنِ اِلَى الْعَوَّامِ بْنَ عَبَّادِ بْنِ الْعَوْمِ فَاَخْرَجَ اِلَيْنَا اَصْلَ اَبِيْهِ فَاِذَا الْحَدِيْثُ فِيْهِ اُنْظُرِ السُّنَنَ لِابْنَ مَاجَةَ

৫. ইবনে মাজাহতে ৫টি ثُلَاثِيَّات রয়েছে যা অন্যান্য অনেক সহীহ কিতাবে নেই। এ কিতাবে অধিকাংশ আহকাম ও মাসাইল সংক্রান্ত হাদীস প্রাধান্য পেয়েছে। ফাজাইল সংক্রান্ত হাদীসের সংখ্যা এতে কম।

সুনানু ইবনে মাজার ثُلَاثِيَّات ঃ

عُلُوِّسَنَد তথা সনদের মধ্যে অবস্থিত রাবীদের স্তর কম থেকে কম হওয়ার বিষয়টি মুহাদ্দিসীনদের নিকট একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যুগ যুগ ধরে এর মর্যাদা আকর্ষণ তাদের নিকট স্বীকৃত হয়ে আসছে। এর কারণ হল, সনদের মধ্যস্থতা যতই কম হবে, ততই উহার মধ্যে ভুলের সম্ভাবনা কম থাকবে। এবং এর জন্য ঘাঁটাঘাঁটি কম করা লাগবে। তাইতো দেখা যায় যখন মুহাদ্দিসীনদের আলোচনার প্রসঙ্গ আসে তখন তাদের عُلُوِّسَنَد এর বিষয়টি বিশেষভাবে উঠে আসে। এবং এ

বিষয়ে বিশেষ বিশেষ মুহাদ্দিসীনদের উচ্চ সনদ গুলো নিয়ে বিভিন্ন উলামায়ে কিরাম স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন।

এক্ষেত্রে আইম্মায়ে আরবা'আর মধ্যে একমাত্র ইমাম আবূ হানীফা রহ. এরই এই বৈশিষ্ট্য অর্জিত হয়েছে যে, তিনি বিভিন্ন সহাবায়ে কিরামের সাথে সাক্ষাত লাভের সুবাদে وُحْدَانِيَّات তথা একটি মাত্র মধ্যস্থতায়, প্রিয় নবী সা. থেকে কিছু হাদীস রিওয়ায়াত করতে পেরেছেন। এছাড়া তাঁর অধিকাংশ রিওয়ায়াতই হল ثُنَائِيَّات তথা দুইজনের মধ্যস্থতায় রাসূল সা. থেকে বর্ণিত হাদীস। আর ইমাম মালেক রহ. তাবেঈ ছিলেন না বরং তাবে তাবেঈ ছিলেন তাই, তাঁর সর্বোচ্চ রিওয়ায়াত হল ثُنَائِيَّات অপর দিকে ইমাম শাফেঈ রহ. ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. যেহেতু তাবে তাবেঈ ও ছিলেন না বরং তাবউল আতবা ছিলেন বিধায়, তাদের সর্বোচ্চ রিওয়ায়াত হল ثُلَاثِيَّات অর্থ্যাৎ যা তিন জনের মধ্যস্থতায় রাসূল সা. থেকে বর্ণিত হাদীস।

আর সিহাহ সিত্তার গ্রন্থকারদের মধ্য থেকে ইমাম মুসলিম ও ইমাম নাসাঈ রহ. ছাড়া বাকী ৪ জনের সর্বোচ্চ রিওয়ায়াত হল ثُلَاثِيَّات এর মধ্যে, ইমাম বুখ-ারী রহ.-এর নিকট ২২টি। ইমাম আবু দাউদ রহ. ও ইমাম তিরমিযী রহ. এর প্রত্যেকের নিকট একটি একটি করে এবং ইমাম ইবনে হাজার নিকট ثُلَاثِيَّات হল মোট ৫টি। আর ইমাম মুসলিম ও নাসাঈ নিকট সর্বোচ্চ রিওয়ায়াত হল رُبَاعِيَّات অর্থ্যাৎ ৪ জনের মধ্যস্থতায় বর্ণিত হাদীস। এ হিসাবে ইমাম ইবনে মাজাহ রহ., ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমদ রহ. এর সাথে অংশীদার আছেন। অথচ বয়সে তিনি ঐ দুইজন অপেক্ষা অনেক ছোট ছিলেন। আর তাঁর رُبَاعِيَّات এর সংখ্যা তো প্রচুর। তবে এখানে একটি কথা অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে, সুনানে ইবনে মাজাহ তে অবস্থিত ৫টি ثُلَاثِيَّات ইবনে মাজাহ রহ. جبارة بن المغلس থেকে তিনি كثير بن سليم থেকে তিনি হযরত আনাস রাযি. থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। আর এই সনদের রাবী جبارة بن المغلس ও كثير بن سليم উভয়েই মুহাদ্দিসীনের নিকট অত্যন্ত বিতর্কিত। (বিস্তরিত দেখার জন্য" আসমায়ে রিজালের কিতাব দ্রষ্টব্য।)

নিম্নে সেই ৫টি ثُلَاثِيَّات উল্লেখ করা হচ্ছে

১. مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُكْثِرَ اللّٰهُ خَيْرَ بَيْتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ اِذَا حَضَرَ غَدَاءُهُ وَاِذَا رَفَعَ (بَابُ الْوُضُوْءِ عِنْدَالطَّعَامِ)

২. مَارُفِعَ مِنْ بَيْنِ يَدَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ شِوَاءٍ قَطُّ وَلَا حُمِلَتْ مَعَهُ طُنْفُسَةٌ (بَابُ الشِّوَاءِ)

৩. اَلْخَيْرُ اَسْرَعُ اِلَى الْبَيْتِ الَّذِىْ يُغْشٰى مِنَ الشَّفْرَةِ اِلَى اَسْنَامِ الْبَعِيْرِ (بَابُ الضِّيَافَةِ)

٤. مَرَرْتُ بِلَيْلَةِ اُسْرِىَ بِىْ بِمَلَإِ الْاَعْلٰى ، قَالُوْا : يَامُحَمَّدُ مُرْ اُمَّتَكَ بِالْحَجَامَةِ (بَابُ الْحَجَامَةِ)

٥. اِنَّ هٰذِهِ الْاُمَّةَ مَرْحُوْمَةٌ عَذَابُهَا بِاَيْدِهَا ، فَاِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ رُفِعَ اِلٰى كُلِّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَيُقَالُ : هٰذَا فِدَاءُكَ مِنَ النَّارِ (بَابُ صِفَةِ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ

সুনানে ইবনে মাজাহ এর
রিওয়ায়াত সমূহের মান:

হাফেজ জাহাবী রহ. সুনানে ইবনে মাজাহ সম্বন্ধে বলেনঃ

سُنَنُ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ كِتَابٌ حَسَنٌ لَوْ لَا مَا قَوَّرَتْهُ اَحَادِيْثُ وَاهِيَةٌ لَيْسَتْ بِكَثِيْرَةٍ

অর্থ্যাৎ আবূ আব্দুল্লাহ ইবনে মাজাহ এর সুনান সুন্দর একটি কিতাব, কিছু সংখ্যক উদ্ভট রিওয়ায়াত যদি উহাকে ভেজাল যুক্ত না করতো তবে কতইনা ভাল হত।

প্রশ্ন হল, সেই উদ্ভট রিওয়ায়াত সমূহের সংখ্যা কত? এ ব্যাপারে ইমাম জাহাবী রহ. তার "তাজকিরাতুল হুফফাহ" নামক কিতাবে খোদ ইবনে মাজাহ রহ. এর বক্তব্য নকল করেন–

عَرَضْتُ هٰذِهِ السُّنَنَ عَلٰى اَبِىْ زُرْعَةَ فَنَظَرَ فِيْهِ وَقَالَ : اَظُنُّ اِنْ وَقَعَ هٰذَا فِىْ اَيْدِى النَّاسِ تَعَطَّلَتْ هٰذِهِ الْجَوَامِعُ اَوْ اَكْثَرُ هَا ، ثُمَّ قَالَ : لَعَلَّ لَا يَكُوْنُ فِيْهِ تَمَامُ ثَلَاثِيْنَ حَدِيْثًا مَافِىْ اِسْنَادِهِ ضُعْفٌ

অর্থ্যাৎ আমি যখন এই কিতাবুস সুনানকে ইমাম আবূ যুরআ রহ. এর নিকট পেশ করলাম, তখন তিনি উহা দেখে এই মন্তব্য করেন যে, আমার ধারণা যে, এই কিতাব যদি সর্বসাধারন্যে পৌছে, তবে এই সব জামে কিতাব বা এর অধিকাংশই অর্থহীন হয়ে পড়বে। তবে এর মধ্যে জঈফ রিওয়ায়াতের সংখ্যা ত্রিশ ও পূর্ণ হবে না।

ইমাম আবূ যুরআর রহ. এর মন্তব্য ইমাম যাহাবী রহ. নকল করার পর সিয়ারু আলামিন নুবালা" নামক কিতাবে বলেন– আবূ যুরআহ রহ.-এর এ উক্তি যে, "সম্ভবত উহার জঈফ রিওয়ায়াত সমূহের সংখ্যা ত্রিশ পূর্ণ হবেনা" যদি এটা বাস্তবেই তার কথা হয়ে থাকে তাহলে, তিনি সেই ত্রিশটি বলতে একদম নিক্ষেপণযোগ্য উদ্ভট রিওয়ায়াত উদ্দেশ্য নিয়েছেন। কেননা ঐ কিতাবে দলীল যোগ্য নয় এমন যঈফ রিওয়াতের সংখ্যা ত্রিশ নয় বরং এর সংখ্যা আরো অনেক বেশি সম্ভবত এক হাজার হবে।

তাছাড়া, আল্লামা ইবনুল জাওযী রহ. তার "আল মওজুআত" নামক কিতাবে ইবনে মাজাহ এর মোট ৩৪টি রিওয়ায়াত নকল করেছেন। এবং এগুলোর

জঈফ রিওয়াত সংখ্যা প্রায় ১০০০, জাল রিওয়াত সংখ্যা প্রায় ৩০। ছুল-াছিয়াত সংখ্যা-৫

সুনানে ইবনে মাজাহ এর প্রসিদ্ধ বর্ণনাকারঃ

সুনানে ইবনে মাজার প্রসিদ্ধ রাবী ৪ জন। যথা- (১) আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান। (২) সুলাইমান ইবনে এযীদ। (৩) আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবনে ঈসা। (৪) আবূ বকর হাসেদ আবহুরী।
হাফিজ ইবনে হাজার রহ. আরো দুইজনের নাম উল্লেখ করেছেন-(১) সা'দূন। (২) ইবরাহীম ইবনে দীনার।

তবে সর্বাধিক ব্যাপক গ্রহণ যোগ্যতা লাভ করেছে আবুল হাসান ইবনুল কাত্তানের রিওয়ায়াত। আমাদের দেশে প্রচলিত নুসখা তারই রিওয়ায়াতে বর্ণিত। অবশ্য, তার নুসখাতে তার নিজস্ব অনেক রিওয়ায়াত ও রয়েছে। এমন ক্ষেত্রে তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, قَالَ اَبُو الْحَسَنِ حَدَّثَنِىْ ..... الخ

সুনানু ইবনে মাজাহর, টীকা, পার্শ্বটীকা, ব্যাখ্যাগ্রন্থ সমূহঃ

সুনানে ইবনে মাজাহ রচনার পর থেকে যুগ যুগ ধরে উলামায়ে কিরাম এর উপর অসংখ্য খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। নিম্নে এই কিতাবের প্রসিদ্ধ কয়েকটি ব্যাখ্যা গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হলো।

(১) আলাউদ্দিন মুগলতাঈ রহ. (মৃত্যু- ৭৬২ হিঃ) এটি এই কিতাবের সর্বপ্রথম ব্যাখ্যাগ্রন্থ ৫ ভলিওমে, অসমাপ্ত একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ।

(২) ইবনে রজব যুবায়রী (মৃত্যু- ৮৯২ হি.) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের নাম, শরহু সুনানি ইবনে মাজাহ

(৩) হাফিজ ইবুনল মুলাক্কিন। (মৃত্যুঃ ৮০৪হি.) ৮ ভলিওমে, নাম, মাতামুসসু ইলাইহিল হাজাহ আলা সুনানি ইবনে মাজাহ। এ গ্রন্থে শুধুমাত্র এমন হাদীসের ব্যাখ্যা করা হয়েছে যেগুলো অন্য কিতাবে নেই।

(৪) শায়খ কামালুদ্দীন দামেরী (মৃত্যুঃ ৮০৮ হি.) ৫ ভলিওমে, নাম আদদীবাজা ফী শরহি সুনানি ইবনে মাজাহ

(৫) শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবনে আবূ বকর আল বুসরী (মৃত্যুঃ ৮৪০ হিঃ) নাম, মিযবাহুয যুজাজাহ আলা সুনানি ইবনে মাজাহ

(৬) হাফেজ জালালুদ্দিন সূয়ূতী (মৃত্যুঃ ৯১১ হি.) নামঃ মিসবাহু যযুজাজাহ শরহু সুনানি ইবনে মাজাহ।

(৭) শায়খ আবুল হাসান সিন্দী (মৃত্যুঃ ১৩৩৮) নাম শরহু সুনানি ইবনে মাজাহ,

(৮) শায়খ আব্দুল গনী মুজাদ্দেদী মৃত্যুঃ ১২৯৫ হি. নাম ইনজাহুল মাজাহ। এছাড়াও আরও প্রচুর ব্যাখ্যা রয়েছে এ কিতাবের।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بَابُ اِتِّبَاعِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নতের অনুসরণ

١. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ ابْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَمَرْتُكُمْ بِهٖ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا .

সহজ তরজমা

(১) আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা রহ. .... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি, তা তোমরা গ্রহণ কর আর যে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করেছি, তা থেকে তোমরা বিরত থাক।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اِتِّبَاعُ السُّنَّةِ অধ্যায় দ্বারা কিতাব শুরু করার কারণ

(১) গ্রন্থকারদের কর্মপন্থা থেকে একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে, তাঁরা তাঁদের রচনাবলীকে এমন অধ্যায়ের মাধ্যমে শুরু করেন, যা তাঁদের নিকট নেহাৎ গুরুত্বপূর্ণ। সেই হিসেবে কেউ (২) কখনো আলোচ্য বিষয়ের ধরণ সুস্পষ্ট করার জন্য, (৩) আবার কেউ শরী'অতের মূল উৎসের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য, (৪) আবার কখনো সংশ্লিষ্ট ইলমের প্রতি আস্থা তৈরি হয় এমন বিষয় দ্বারা কখনো বা (৫) কোনো বিষয়ের প্রতি ব্যাপক উদাসীনতা, অজ্ঞতা কিংবা বাড়াবাড়ি ছাড়াছাড়ির বিষয়ে সতর্ক করার জন্য। (৬) অথবা شَرْط ও مَشْرُوْط এর মধ্যে شرط কে প্রাধান্য দিতে হয়– এমন প্রবণতা থেকে তাঁরা নিজ নিজ রচনাবলী শুরু করে থাকেন।

মোটকথা, এ ব্যাপারে কোনো قَاعِدَه كُلِّيَّه নির্ধারিত নেই বরং যুগ চাহিদা সামনে রেখে নিজ নিজ রুচি ও মানসিকতা অনুযায়ী কোনো বিষয় গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে সংশ্লিষ্ট লেখক সেই বিষয় দ্বারা আপন গ্রন্থ রচনা শুরু করে থাকেন।

যেমন : ইমাম বুখারী রহ. সমস্ত উলূমের উৎস-প্রাণ وَحْى হওয়ার কারণে এর অসাধারণ গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করার লক্ষ্যে بَدْءُ الْوَحْىِ অধ্যায়ের মাধ্যমে বুখারী শরীফের সূচনা করেছেন।

অপরদিকে প্রিয়নবী ﷺ থেকে আমাদের পর্যন্ত পূর্ণ দীন ও শরীঅত যাদের মধ্যস্থতায় পৌঁছেছে, সে মহান রাবীগণের প্রতি পূর্ণ আস্থাই যেহেতু দীনের প্রতি আস্থার একমাত্র মাধ্যম, এজন্য ইমাম মুসলিম রহ. এই বিষয়ের প্রতি আস্থা ও নির্ভরতা তৈরির লক্ষ্যে سَنَد এর গুরুত্বের আলোচনা দ্বারা মুসলিম শরীফের সূচনা করেছেন।

অন্যদিকে যেহেতু বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে ঈমানের সত্যতা হয় আর বাহ্যিক আমলসমূহের মধ্যে নামাযের স্থান সর্বপ্রথম; এ নামাযের জন্য অপরিহার্য শর্ত হল طَهَارَت বা পবিত্রতা আর شَرْط সব সময় مَشْرُوْط এর উপর مُقَدَّم হয়– এ বিষয়টি মাথায় রেখে অন্যান্য সুনান রচয়িতাগণ তাঁদের কিতাব كِتَاب اَلطَّهَارَة এর মাধ্যমে শুরু করেছেন।

পক্ষান্তরে ইমাম ইবনে মাজাহ রহ.

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ، قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ ، مَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْ

ইত্যাদি আয়াতসমূহের প্রতি লক্ষ্য করে شَرْط ও مَشْرُوْط এর মানদণ্ডই মেনেছেন ব্যতিক্রম। কেননা

(১) সমস্ত আমল আল্লাহ পাকের দরবারে কবূল হওয়ার জন্য শর্ত হল, তা সুন্নতের অনুসরণে হওয়া। মনগড়াভাবে হলে তা কখনোই আল্লাহ পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে না। বিধায় اِتِّبَاعِ سُنَّت হল সমস্ত আমল কবূল হওয়ার জন্য শর্ত। সুতরাং সমস্ত আমল হল শর্ত আর শর্ত مَشْرُوْط এর উপর مُقَدَّم হয়ে থাকে বিধায় মুসান্নিফ রহ. তার কিতাবকে اِتِّبَاعُ السُّنَّة অধ্যায় দ্বারা শুরু করেছেন।

(২) উপরে বলা হয়েছে, আমল কেবল সুন্নত মুতাবিক হলেই তা গ্রহণযোগ্য হবে। পক্ষান্তরে তাতে বিদ'আতের সংমিশ্রণ হলে গ্রহণযোগ্য হবে না। বিধায় বিদআত ও সুন্নতের মধ্যকার পার্থক্য বুঝার জন্য প্রথমেই সুন্নত ও তার অনুসরণের গুরুত্ব বুঝা দরকার। এ কারণেই মুসান্নিফ রহ. তার কিতাবকে اِتِّبَاعُ السُّنَّة দ্বারা শুরু করেছেন।

(৩) ইলম অর্জনের উদ্দেশ্য হল আমল করা আর আমাল কেবল সুন্নত মুতাবিক হলেই তা গ্রহণযোগ্য হবে; অন্যথায় নয়। কাজেই হাদীস পাঠের শুরুতেই তালেবে ইলমকে সুন্নত মুতাবিক আমলের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য মুসান্নিফ রহ. اِتِّبَاعُ السُّنَّة এর আলোচনা দ্বারা তাঁর এ কিতাব শুরু করেছেন।

سُنَّة এর আভিধানিক অর্থ

سُنَّة এর আভিধানিক অর্থ হল- সীরাত, আদর্শ, স্বভাব, প্রচলিত রীতি, চাই তা প্রশংসনীয় হোক, চাই নিন্দনীয় হোক। যেমনটি প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

مَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهٗ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَمَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا.

উক্ত হাদীসে سُنَّة শব্দটি 'নিন্দনীয় রীতি' অর্থেও প্রযোজ্য হয়েছে। তবে سنة শব্দটি প্রচলনে طَرِيْقَةُ الْاِسْلَامِ (ইসলামী রীতি) অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন, বলা হয়ে থাকে- فُلَانٌ عَلٰى طَرِيْقِ السُّنَّةِ অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি সুন্নত তথা ইসলামের রীতি-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

আকাইদ শাস্ত্রবিদদের পরিভাষায় : সুন্নত শব্দটি বিদআতের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়।

ফুকাহাদের পরিভাষায় : সুন্নত বলা হয় এমন কাজকে, যার কর্তাকে ছওয়াব দেওয়া হয়। তবে তা পরিহারকারীকে শাস্তি দেওয়া হয় না।

উসূলবিদগণের পরিভাষায় : সুন্নত বলা হয় এমন কওল, ফে'ল বা তাকরীরকে, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সম্পৃক্ত করা হয় এবং যা دَلِيْل شَرْعِى হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

মুহাদ্দিসীনের পরিভাষায় : সুন্নত হাদীসেরই সমার্থবোধক। সুতরাং তাঁদের মতে সুন্নত ও হাদীসের সংজ্ঞা একই। আর (নির্ভরযোগ্য সংজ্ঞা অনুসারে) তা হল- যা কিছু প্রিয়নবী ﷺ-এর দিকে সম্পৃক্ত করা হয়, তা-ই হাদীস; চাই তা কথা হোক, চাই কাজ হোক, চাই সমর্থন হোক, চাই তা দৃশ্যগত হোক, চাই অদৃশ্যগত হোক, চাই তা নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বের কথা বা কাজ হোক।

মুহাদ্দেসীনদের কারো কারো মতে বিশেষভাবে যা প্রিয়নবী ﷺ-এর প্রতি সম্পৃক্ত করা হয়, তা হল সুন্নত। আর হাদীস হল, প্রিয়নবী ﷺ ও অন্যদের প্রতি যা সম্পৃক্ত করা হয়।

আবার কেউ কেউ বলেন, সুন্নত হল যা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও অন্যদের দিকে সম্পৃক্ত করা হয় আর হাদীস হল, যা শুধু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে সম্পৃক্ত করা হয়। অবশ্য কেউ কেউ আবার দুটাকেই কেবল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে খাস করেছেন।

سُنَّة এর প্রকারভেদ :

سُنَّة দুই প্রকার। যথা : (১) سُنَنُ الْهُدٰى (২) سُنَنُ الْعَادِيَةُ।

প্রিয়নবী ﷺ যেসব কাজ নিয়মানুবর্তীতার সাথে করেছেন, তবে কখনো কখনো তা ছেড়েও দিয়েছেন, সেগুলোকে سُنَنُ الْهُدٰى বলে। যেমন- আযান,

ইকামাত ইত্যাদি। এগুলোকে সুন্নতে মুআক্কাদাও বলা হয়। যেগুলো দীনের পূর্ণতার জন্য করা হয়ে থাকে এবং এগুলোর তরককারী তিরস্কারযোগ্য বিবেচিত হয়।

পক্ষান্তরে যেসব কাজ প্রিয়নবী ﷺ ইবাদত হিসেবে নয় বরং মানবিক অভ্যাসগত কারণে করেছেন, সেগুলোকে اَلسُّنَنُ الْعَادِيَةُ বলে। যেমন– রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চুল এমন ছিল, তিনি লাউ পছন্দ করতেন ইত্যাদি। এগুলোকে সুন্নতে যায়েদাও বলা হয়। কোনো উজরের কারণে এ ধরনের সুন্নতের উপর আমল না করলে শাস্তি কিংবা তিরস্কারযোগ্য বিবেচিত হয় না।

✪ তবে সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে 'সুন্নত' দ্বারা উদ্দেশ্য হল, প্রিয়নবী ﷺ থেকে কথা, কাজ বা সমর্থন সূত্রে বর্ণিত আকীদা, আমল, উন্নত স্বভাব, পছন্দনীয় আখলাক ইত্যাদি।

অনুচ্ছেদে উল্লিখিত হাদীসের উৎস

প্রিয়নবী ﷺ-এর ইরশাদ مَا اَمَرْتُكُمْ بِهٖ ... الخ এর উৎস হল, কুরআনে কারীমের আয়াত مَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا। অর্থাৎ প্রিয়নবী ﷺ যেসব বিষয় নিয়ে তোমাদের নিকট এসেছেন, তোমরা সেগুলো গ্রহণ কর এবং তিনি যেসব বিষয় থেকে তোমাদেরকে বারণ করেছেন, তোমরা সেগুলো থেকে বিরত থাক।

ইবনে আসাকির রহ. বলেন, এ হাদীসটি পরে উল্লিখিত বিস্তারিত হাদীস থেকে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হয়েছে। (মিসবাহুয যুজাজা – সুয়ূতী)

مَا اَمَرْتُكُمْ بِهٖ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا এর ব্যাখ্যা :

আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত দুটি "مَا"-ই ব্যাপক অর্থবোধক হওয়ার কারণে হাদীসে সব রকম আদেশ-নিষেধ উদ্দেশ্য। চাই তা সুস্পষ্ট হোক, চাই কোনো বিষয় প্রত্যক্ষ করা বা অবগত হওয়ার পর নীরবতা অবলম্বন করার কারণে অস্পষ্ট আদেশ-নিষেধ হোক।

✪ مَا اَمَرْتُكُمْ এর মধ্যে اَمَر এর مِصْدَاق তথা আদেশের ক্ষেত্র দুটি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। (১) ব্যাপক অর্থে আদেশ– যাতে ওয়াজিব, মুস্তাহাব, মুবাহ সবই শামিল রয়েছে। (২) পারিভাষিক অর্থে আদেশ– যদ্দারা সাধারণভাবে ওয়াজিব প্রমাণিত হয়ে থাকে।

অনুরূপভাবে مَانَهَيْتُكُمْ এর মধ্যে নিষেধ দ্বারা ব্যাপক নিষেধ ও হতে পারে, যদ্দারা হারাম, মাকরূহে তাহরীমী ও মাকরূহে তানযীহী সবই প্রমাণিত হয় অথবা শুধু মাকরূহে তাহরীমী ও উদ্দেশ্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

✪ আলোচ্য হাদীসে اَمَر (আদেশ) বলতে উদ্দেশ্য হল اَمَر دِيْن অর্থাৎ দীনী বিষয়ে কোনো আদেশ করা হলে কেবল তাই পালন করা জরুরী। অন্যথায়

দুনিয়াবী বিষয়ে আদেশ হলে সেটা পালন করা জরুরি নয়। যেমনটা حَدِيْثُ تَابِيْرِ النَّخْلِ থেকে প্রতীয়মান হয়। কারণ, তিনি সেখানে বলেন–

إِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْئٍ مِنْ اَمْرِ دِيْنِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْئٍ مِنْ رَايِئ فَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ

"আমি যখন তোমাদেরকে দীনী কোনো বিষয়ে আদেশ করি, তখন তা আঁকড়ে ধর আর যখন (দুনিয়াবী কোনো বিষয়ে) নিজস্ব মতের ভিত্তিতে আদেশ করি, তখন মনে রেখ, আমিও একজন মানুষ (আমারও ভুল হতে পারে)!"

কোথাও কোথাও বর্ণিত আছে– اَنْتُمْ اَعْلَمُ بِاُمُوْرِ دُنْيَاكُمْ অর্থাৎ তোমরা তোমাদের দুনিয়াবী বিষয়ে অধিক অবগত। এসব কথা থেকে বুঝে আসে, হাদীসে اَمْر বলতে দীনী বিষয়ে আদেশ উদ্দেশ্য।

শিরোনামের সাথে অনুচ্ছেদের হাদীসের এর সম্পর্ক

ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. بَابُ اِتِّبَاعِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ শিরোনাম চয়ন করে সুন্নতের ইত্তিবার গুরুত্ব বুঝাতে চেয়েছেন। আর অনুচ্ছেদের হাদীসের মধ্যেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নতকে আঁকড়ে ধরার প্রতি তাকিদ করা হয়েছে। সুতরাং উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সুস্পষ্ট।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ ثُمَّ بَيِّنْ مُنَاسَبَةَ الْحَدِيْثِ بِتَرْجَمَةِ الْبَابِ.

(٢) لِمَ ابْتَدَأَ الْمُؤَلِّفُ رح كِتَابَهُ هٰذَا بِهٰذَا الْبَابِ بَيِّنْ مُوَضِّحًا؟

(٣) مَا مَعْنَى السُّنَّةِ لُغَةً وَشَرْعًا عَلٰى اِخْتِلَافِ الْمُحَدِّثِيْنَ وَالْفُقَهَاءِ وَالْاُصُوْلِيِّيْنَ وَكَمْ قِسْمًا لَهَا بَيِّنْ مَعَ بَيَانِ حُكْمِ كُلِّ قِسْمٍ؟

(٤) اَوْضِحْ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَا اَمَرْتُكُمْ بِهِ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا بِحَيْثُ يَتَّضِحُ الْمُرَامُ

---

٢. حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ قَالَ اَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَرُوْنِىْ مَا تَرَكْتُكُمْ فَاِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلٰى اَنْبِيَائِهِمْ فَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْئٍ فَخُذُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْئٍ فَانْتَهُوْا ـ

সহজ তরজমা

(২) আবূ আবদুল্লাহ রহ. .... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যতক্ষণ আমি তোমাদের কাছে কোনো কিছু প্রকাশ করি নি, সে বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করো না। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণ প্রশ্নের কারণে এবং তাদের নবী-রাসূলগণের সঙ্গে মতবিরোধের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। সুতরাং আমি যখন কোনো বিষয়ের নির্দেশ দিই, তোমরা যথাসাধ্য তা গ্রহণ কর এবং যে বিষয় থেকে আমি তোমাদের নিষেধ করি, তা থেকে বিরত থাক।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হাদীসের প্রেক্ষাপট

হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত প্রিয়নবী ﷺ একবার আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণদানকালে ইরশাদ করেন, হে মানব সকল! আল্লাহ পাক তোমাদের উপর হজ্ব ফরয করেছেন। কাজেই তোমরা হজ্ব পালন কর। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কি প্রতি বছরই করতে হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ চুপ রইলেন। এভাবে লোকটি তিনবার পুনঃ পুনঃ প্রশ্নটি উত্থাপন করলেন। অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাব দিলেন, "আমি যদি এখন "হ্যাঁ" বলে দিই, তা হলে তা ওয়াজিব হয়ে যাবে। অথচ তোমরা তখন তা পালন করতে সক্ষম হবে না। এরপর তিনি বললেন, ذَرُوْنِىْ مَا تَرَكْتُكُمْ (আমি যতক্ষণ তোমাদেরকে কোনো কথা না বলে রেখে দিই, ততক্ষণ তোমরা সে বিষয়ে আমাকে ছেড়ে দাও অর্থাৎ অগ্রিম প্রশ্ন করো না। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা অগ্রিম প্রশ্ন বেশী বেশী করার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে।

সুনানে দারাকুতনীর এক বর্ণনায় রয়েছে : উল্লিখিত ঘটনার প্রেক্ষিতেই কুরআনের আয়াত- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ (হে মুমিনগণ! তোমরা এমন বিষয়ে প্রশ্ন করো না যে বিষয় প্রমাণিত হয়ে পড়লে তোমাদের কষ্ট হবে) অবতীর্ণ হয়েছে।

শরীঅতে ইসলামীতে হাদীসটির স্থান

ইমাম আবূ দাউদ রহ. বলেন, ৫টি হাদীসের উপর ফিকহে ইসলামীর ভিত্তি।

(১) اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (২) اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ (৩) اَلْحَرَامُ بَيِّنٌ (৪) مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا (৫) مَا اَمَرْتُكُمْ بِهٖ فَاْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

ইমাম নববী রহ. বলেন- هٰذَا مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ وَقَوَاعِدِ الْاِسْلَامِ অর্থাৎ হাদীসখানা ব্যাপক অর্থবোধক বাণীসমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং এটি ইসলামের ভিত্তিসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে শরী'অতে ইসলামীতে আলোচ্য হাদীসের গুরুত্ব প্রমাণিত হয়।

✪ ذَرُوْنِيْ مَا تَرَكْتُكُمْ এর ব্যাখ্যা :

এখানে "مَا" হরফটি مصدرية زمانية এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং মর্ম হবে, مُدَّةَ تَرْكِيْ اِيَّاكُمْ بِغَيْرِ اَمْرِ شَيْئٍ وَلَا نَهْيٍ عَنْ شَيْئٍ অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাদের নিকট কোনো বিষয়ের কয়েদ ও শর্তসমূহ বর্ণনা না করে কেবল সাধারণ বর্ণনার উপরই চুপ থাকি, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সে সব কয়েদ ও শর্তের বিষয়ে অগ্রিম প্রশ্ন করো না। যেমনি মূসা আ.-এর জাতি গাভীর গুনাগুণ সম্পর্কে অহেতুক প্রশ্ন করে অবশেষে নিজেরাই বিপদে পড়েছে। (মিসবাহুয যুজাজা)

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

আলোচ্য হাদীসের আলোকে প্রতীয়মান হয়, শরী'অতের পক্ষ থেকে কোনো বিষয় বর্ণনা করা হলে সে বিষয়ে জানা না থাকলেও অগ্রিম জিজ্ঞাসা করা যাবে না। অথচ আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেছেন :

فَاسْئَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

"তোমরা যদি না জান, তবে যারা জ্ঞানী– তাদের কাছে জিজ্ঞাসা কর।" অনুরূপভাবে হাদীসে এসেছে– حُسْنُ السُّوَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ "সুন্দর প্রশ্নই অর্ধেক ইলম।" অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে–

اَلْعِلْمُ خَزَائِنُ وَمَفَاتِيْحُهَا اَلسُّوَالُ فَاِنَّهُ يُوْجَرُ فِيْهِ اَرْبَعَةٌ اَلسَّائِلُ وَالْعَالِمُ وَالْمُسْتَمِعُ وَالْمُحِبُّ لَهُمْ

'ইলম হল গুপ্তধন, যার চাবি হচ্ছে প্রশ্ন। সুতরাং তোমরা প্রশ্ন করো। কারণ, এতে চার জনকে সওয়াব দেওয়া হয়। (১) প্রশ্নকারী। (২) প্রশ্নকৃত ব্যক্তি। (৩) শ্রোতা। (৪) এদেরকে যে ভালবাসে।

সুতরাং আলোচ্য হাদীসের সাথে উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের সাথে বাহ্যত বিরোধ মনে হয়। এর সমাধান কী?

মুহাদ্দিসীনে কিরাম এ প্রশ্নের বিভিন্ন জবাব দিয়েছেন। যথা–

(১) ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন– হাদীসে কোনো বিষয়ের প্রয়োজন দেখা দেওয়ার পূর্বেই নিষ্প্রয়োজনে প্রশ্ন করতে নিষেধ করা হয়েছে পক্ষান্তরে আয়াতের মধ্যে প্রয়োজন দেখা দেওয়ার পর সে বিষয়ে জ্ঞানীদের নিকট প্রশ্ন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর কুরআন-হাদীসে যেসব বিষয়ে সাহাবাদের থেকে প্রশ্ন করার বিষয় উল্লেখ পাওয়া যায়, সেগুলো এ ধরনেরই প্রশ্ন। সুতরাং আয়াত ও আলোচ্য হাদীসের মধ্যে কোনো বিরোধ থাকল না।

এ ব্যাখ্যার সমর্থনে মুসনাদে দারেমীতে হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত একটি হাদীস পেশ করা যায়। হাদীসটি হল– হযরত ইবনে উমর রাযি. বলেন :

لَا تَسْئَلُوا عَمَّا لَمْ يَكُنْ فَاِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَلْعَنُ مَنْ يَسْئَلُ عَمَّا لَمْ يَكُنْ

"তোমরা যে বিষয় এখনো ঘটেনি সে বিষয়ে প্রশ্ন করো না। কারণ, যারা এমন বিষয়ে প্রশ্ন করে, আমি উমর রাযি.-কে তাদের প্রতি অভিসম্পাত করতে শুনেছি"

(২) ইবনে ফরয রহ. বলেন, হাদীসে সেসব نُصُوص (অকাট্য প্রমাণ) সম্পর্কে অতিরিক্ত ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে, যা না হলেও তার বাহ্যিক অর্থের উপর আমল করা সম্ভব হয়। যদিও সেখানে অন্য অর্থের সম্ভাবনা থাকে। যেমন : প্রিয়নবী ﷺ সাহাবাদেরকে বলেছিলেন, حُجُّوْا। অর্থাৎ 'তোমরা হজ্ব করো'। এখানে প্রতি বৎসর হজ্ব করতে হবে কিনা, তা জিজ্ঞাসা করা ব্যতিরেকে বাহ্যিক অর্থ ধরে নিয়ে একবার হজ্ব করে নিলেও নির্দেশ পালন হয়ে যেত। যদিও এখানে বার বার হজ্ব করতে হবে -এ সম্ভাবনাও রয়েছে। সুতরাং হাদীসে এমন অতিরিক্ত প্রশ্ন করতেই নিষেধ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে আয়াতে যেসব نُصُوص এমন নয় অর্থাৎ প্রশ্ন করা ছাড়া যেখানে আমল করা সম্ভব নয়, সেখানে প্রশ্ন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কাজেই এমন বিষয়ে প্রশ্ন করা হাদীসের নিষিদ্ধতার অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং আয়াত ও হাদীসের মাঝে পরস্পর কোনো বিরোধ নেই।

শুরুতে আলোচ্য হাদীসের যে প্রেক্ষাপট বর্ণনা করা হয়েছে, তা দ্বারাও উপরিউক্ত কথার সমর্থন লাভ হয়। কারণ, সেখানেও এ ধরনের প্রশ্নের উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পক্ষ থেকে অস্বীকৃতি জানানো হয়েছে। তা ছাড়া এভাবে ব্যাখ্যা করার দ্বারা হাদীসের শেষাংশে উল্লিখিত বাক্য فَاِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ .... الخ এর সাথে এ বাক্যের যোগসূত্রও সুন্দরভাবে স্থাপিত হয়। কারণ, সেখানে পূর্ববর্তী উম্মতকে এমন প্রশ্নের কারণেই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। যেমন : মূসা আ.-এর উম্মত গাভী জবাইয়ের ব্যাপারে অহেতুক ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করে বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল।

(৩) কারো কারো মতে হাদীসে উল্লিখিত তিরস্কার মূলত সব রকমের প্রশ্ন অধিক পরিমাণে করার কারণে করা হয়েছে। কাজেই প্রয়োজনীয় হোক বা অপ্রয়োজনীয় হোক অতিমাত্রায় প্রশ্ন করা হলে তা হাদীসের নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে। তবে গ্রামের সরলমনা লোক এ নিষেধাজ্ঞার বাইরে থাকবে। মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে তা-ই বর্ণিত হয়েছে :

كُنَّا نُهِيْنَا اَنْ نَسْأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ وَكَانَ يُعْجِبُنَا اَنْ يَجِيْءَ

الرَّجُلُ الْعَاقِلُ مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ فَيَسْأَلُهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ

"আমাদেরকে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করতে নিষেধ করা হয়েছিল। তখন গ্রাম থেকে কোনো সাদাসিধে লোক আসলে আমাদের ভালো লাগত। যাতে সে কোনো প্রশ্ন করলে আমরা তা শুনতে পারি।"

মুসলিম শরীফের অপর এক বর্ণনায় হযরত নাওয়াছ ইবনে সামআন রাযি. বলেন-

اَقَمْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَنَةً بِالْمَدِيْنَةِ وَمَا مَنَعَنِىْ مِنَ الْهِجْرَةِ اِلَّا الْمَسْئَلَةُ كَانَ اَحَدُنَا اِذَا هَاجَرَ لَمْ يَسْئَلِ النَّبِىَّ ﷺ

অর্থাৎ আমি নবীজী ﷺ-এর সাথে মদীনাতে এক বৎসর অবস্থান করেছি। (কিন্তু হিজরত করে একেবারে চলে আসি নি। কারণ,) হিজরতের পথে একটি বিষয়ই বাধা ছিল। তা হল, প্রশ্ন করতে না পারা। আমাদের কেউ যখন হিজরত করত, তখন সে আর প্রশ্ন করত না।

এ হাদীস দুটো থেকে দুটি বিষয় জানা গেল। প্রথমত সর্বপ্রকার প্রশ্নই নিষেধ। দ্বিতীয় গ্রাম্য সাধারণ লোক এ হুকুমের বাইরে। পক্ষান্তরে আয়াতের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে প্রয়োজনীয় বিষয়ে প্রশ্নের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(৪) আল্লামা বগভী রহ. শরহুস সুন্নাতে বলেন, প্রশ্ন দু'ধরনের।

এক. যেসব প্রশ্ন কোনো প্রয়োজনে দীনী বিষয়ে শিক্ষার উদ্দেশ্য করা হয়। এমন প্রশ্ন করা শুধু জায়েযই নয় বরং ওয়াজিব। উল্লিখিত আয়াতে এমন প্রশ্নের ব্যাপারেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন আয়াতে ও হাদীসে যে সাহাবায়ে কিরাম থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন করার কথা উল্লেখ পাওয়া যায়, সেগুলো এমন ধরনেরই প্রশ্ন।

দুই. যেসব প্রশ্ন বিরুদ্ধাচরণ ও হঠকারিতাবশত প্রশ্ন করা হয়। হাদীসে এমন প্রশ্নের ব্যাপারেই নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে।

فَخُذُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ এর ব্যাখ্যা :

مَا اسْتَطَعْتُمْ এর দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে।

(এক) مَامُوْرٌ بِهٖ তথা আদিষ্ট বিষয় পালনে পূর্ণ শক্তি নিয়োগের প্রতি তাকিদের জন্য শব্দটি আনা হয়েছে। সুতরাং অর্থ হল, তোমাদের দ্বারা যতটুকু সম্ভব পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করে তোমরা مَامُوْرٌ بِهٖ আদায় কর।

(দুই) বিষয়টি সহজকরণের লক্ষ্যে উক্ত শব্দটি বৃদ্ধি করা হয়েছে। সুতরাং অর্থ হবে, তোমরা তোমাদের সাধ্য অনুপাতে مَامُوْرٌ بِهٖ পালন করো সাধ্যের বাইরে তোমাদের কোনো কিছু করতে হবে না। যেমন : অযু না করতে পারলে তায়াম্মুম কর, দাঁড়িয়ে নামায না পড়তে পারলে বসে পড় আর বসেও পড়তে না পারলে শুয়ে পড় ইত্যাদি।

✪ اِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَخُذُوْا مِنْهُ এর সাথে مَا اسْتَطَعْتُمْ শর্ত উল্লেখ করার কারণ

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে, مَامُوْرٌ بِهٖ (আদিষ্ট বিষয়) এর সাথে مَا اسْتَطَعْتُمْ। (যথাসাধ্য) এর শর্ত যুক্তকরা হয়েছে। যার অর্থ দাঁড়ায়, যতটুকু

সম্ভব করণীয় কাজগুলো কর। অথচ مَنْهِى عَنْهُ (নিষিদ্ধ বিষয়) এর সাথে এ শর্ত যুক্ত করা হয় নি। যার মর্ম দাঁড়ায়, সাধ্যে থাক বা না থাক নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকতেই হবে। এর কারণ কী?

এ প্রশ্নের জবাবে কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়।

(১) ইমাম আহমদ রহ. বলেন, হাদীসে مَامُوْر بِه এর সাথে مَا اسْتَطَعْتُمْ এর কয়েদটি বৃদ্ধি করে এবং مَنْهِىُ عَنْهُ থেকে মুক্ত/বাদ রেখে মূলত ইঙ্গিত করা হয়েছে, শরীঅতে مَامُوْرَات আদায় করা অপেক্ষা مَنْهِيَّات থেকে বিরত থাকার গুরুত্ব অধিক। যেন مَنْهِيَّات থেকে যে কোনো মূল্যে বেঁচে থাকতে হবেই; مَامُوْرَات সাধ্য অনুযায়ী করলেই চলবে।

(২) আল্লামা মাওয়ারদী রহ. বলেন, مَامُوْرَات হল আনুগত্যের কাজ করা। مَنْهِيَّات হল, গোনাহ থেকে বিরত থাকা। আর একথা সুস্পষ্ট যে, কোনো কাজ থেকে বিরত থাকা কোনো কাজ করার তুলনায় অপেক্ষাকৃত সহজ। কাজেই مَامُوْرَات পালন করা যেহেতু কঠিন, এজন্য কেবল কঠিন বিষয় তথা مَامُوْرَات এর সাথে مَا اسْتَطَعْتُمْ এর কয়েদ বাড়ানো হয়েছে; مَنْهِىُ عَنْهُ এর সাথে বাড়ানো হয় নি।

এখানে কেউ কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, আল্লাহ পাক কুরআনে বলেছেন : فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ অর্থাৎ তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর। এ আয়াতে তো تَقْوٰى শব্দে اِمْتِثَال مَامُوْر بِه তথা করণীয় কাজগুলো করা এবং تَرْك مَنْهِيَّات তথা বর্জনীয় কাজগুলো থেকে বিরত থাকা উভয়ই অন্তর্ভুক্ত আছে; কেবল দুটির কোনো একটির নাম تَقْوٰى নয়। অথচ আয়াতে تَقْوٰى এর সাথে مَا اسْتَطَعْتُمْ কয়েদটি বাড়িয়েছেন। কাজেই মর্ম দাঁড়ায় مَامُوْر بِه ও مَنْهِىُ عَنْهُ উভয় ক্ষেত্রেই اِسْتِطَاعَت বা যথা সাধ্যের কয়েদ ধর্তব্য। সুতরাং হাদীসে শুধু مَامُوْر بِه এর সাথে اِسْتِطَاعَت এর কয়েদ লাগানোর উল্লিখিত কারণ কিভাবে সঠিক হয়?

(৩) এর জবাব হল, যদিও اِسْتِطَاعَت এর কয়েদটি উভয় দিকেই ধর্তব্য, তথাপি হাদীসে শুধু مَامُوْر بِه এর সাথে তা উল্লেখ করার কারণ হল- مَامُوْر بِه আদায়ের ব্যাপারে অক্ষমতার বিভিন্ন কারণ হতে পারে। পক্ষান্তরে مَنْهِىُ عَنْهُ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে অক্ষমতার কারণ একটিই তথা নিরুপায় হয়ে যাওয়া। কাজেই مَامُوْربِه এর সাথে এ কয়েদটি বাড়িয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে, তোমরা অক্ষমতার সমূহ কারণ দেখে আদিষ্ট বিষয়টা আদায়ের ব্যাপারে ঘাবড়ে যেও না। কারণ, তোমাদের জন্য কেবল তোমাদের সাধ্য অনুযায়ী আমল করাই যথেষ্ট। সাধ্যের বাইরে কোনো কিছু করা তোমাদের জন্য জরুরি নয়।

❺ তাবারানী শরীফের এক বর্ণনায় مَا اسْتَطَعْتُمْ এর কয়েদটি مَنْهِىٌّ عَنْهُ এর সাথে উল্লেখ আছে; مَامُوْرٌ بِهٖ এর সাথে নয়। যেমনটি আলোচ্য রিওয়ায়াতসহ অন্যান্য সকল রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে। এর সমাধান হল তাবারানীর রিওয়ায়েতে কোনো রাবীর পক্ষ থেকে ভুলে এমনটি ঘটে গেছে, যাকে হাদীসের উসূলে مَقْلُوْب বলা হয়। এমন ঘটনা রাবীদের থেকে কখনো কখনো ঘটে থাকে। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) تَرْجِم الْحَدِيْثَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ.

(٢) اُكْتُبْ سَبَبَ وُرُوْدِ الْحَدِيْثِ مَعَ اِيْضَاحِ مَعْنٰى قَوْلِهٖ ذَرُوْنِىْ مَا تَرَكْتُكُمْ.

(٣) هٰذَا الْحَدِيْثُ يُعَارِضُ قَوْلَهُ تَعَالٰى : فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ وَغَيْرُ ذٰلِكَ مِنَ الْاَحَادِيْثِ الدَّالَّةِ عَلَى التَّرْغِيْبِ مِنَ السُّوَالِ اَجِبْ عَنْهُ.

(٤) اُذْكُرْ سَبَبَ تَقْيِيْدِ قَوْلِهٖ : اِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَخُذُوْا مِنْهُ "بِقَوْلِهٖ مَا اسْتَطَعْتُمْ" دُوْنَ اِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ.

---

٣. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَ وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَطَاعَنِىْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ.

সহজ তরজমা

(৩) আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা রহ. ..... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করল, সে আল্লাহরই অনুসরণ করল আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করল, সে তো আল্লাহর নাফরমানী করল।

٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا سَمِعَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثًا لَمْ يَعْدُهُ وَلَمْ يَقْصُرْ دُوْنَهُ.

সহজ তরজমা

(৪) মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে নুমাইর রহ. ... আবূ জাফর রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যখন কোনো হাদীস শুনতেন, তাতে কিছু বাড়াতেন না এবং তা থেকে কিছু কমাতেনও না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

لَمْ يَعْدُهُ وَلَمْ يَقْصُرْ دُوْنَهُ এর ব্যাখ্যা :

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসের উপর পুরোপুরি আমল করতেন। আমলের যে সীমারেখা আছে, তা থেকে আগেও বেড়ে যেতেন না আবার সেটা পালন করতে কোনো কমতিও করতেন না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি.-এর ব্যাপারে একথা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ যে, তিনি সুন্নতের বড়ই পাবন্দ ও পরিপূর্ণ অনুসারী ছিলেন। এমনকি তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অভ্যাসগত সুন্নতও ছাড়তেন না। ইমাম আহমদ রহ. বিশুদ্ধ সনদে মুজাহিদ রহ. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি একবার হযরত ইবনে উমর রাযি.-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। হঠাৎ তিনি (সোজা রাস্তা থেকে) সরে গেলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : আপনি এমন করলেন কেন? তিনি জবাব দিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ করতে দেখেছি। বিধায় আমিও তাই করলাম। ইমাম বাযযার রহ. বর্ণনা করেন, হযরত ইবনে উমর রাযি. মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত একটি বৃক্ষের নিচে কায়লুলা করতেন এবং বলতেন, প্রিয়নবী ﷺ এমনটি করেছেন।

শিরোনামের সাথে হাদীসের সম্পর্ক

শিরোনাম হল اِتِّبَاعُ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ আর আলোচ্য হাদীসে হযরত ইবনে উমরের ইত্তিবায়ে সুন্নতের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তিনি এক্ষেত্রে কোনোরূপ কম-বেশি করতেন না। আর এটাই সকলের ইত্তিবায়ে সুন্নতের মাপকাঠি হওয়া উচিত।

٥. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عِيْسَى بْنِ سُمَيْعٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَفْطَسُ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُرَشِيِّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَذْكُرُ الْفَقْرَ وَنَتَخَوَّفُهُ فَقَالَ اَلْفَقْرَ تَخَافُوْنَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَتُصَبَّنَّ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا صَبًّا حَتّٰى لَايُزِيْغَ قَلْبَ اَحَدِكُمْ اِذَاغَةً اِلَّا هِيَهْ وَاَيْمُ اللّٰهِ لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلٰى

مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ قَالَ اَبُو الدَّرْدَاءِ : صَدَقَ وَاللّٰهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَرَكَنَا وَاللّٰهِ عَلٰى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ.

সহজ তরজমা

(৫) হিশাম ইবনে আম্মার দিমাশকী রহ. ..... আবূ দারদা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা পরস্পরে দারিদ্র্য সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম এবং সে বিষয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলাম। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট বেরিয়ে এসে বললেন, তোমরা দারিদ্র্যকে ভয় করছ? সেই মহান সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের উপর দুনিয়া অবশ্যই প্রভাব বিস্তার করবে, এমনকি তোমাদের অন্তর কেবল দুনিয়ার দিকেই আকৃষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদেরকে পরিচ্ছন্ন অন্তর বিশিষ্ট অবস্থায় রেখে যাচ্ছি, যার রাত-দিন (উজ্জ্বলতায়) সমান। আবূ দারদা রাযি. বলেন, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ ঠিকই বলেছেন। তিনি আমাদের পরিচ্ছন্ন অন্তর অবস্থায় রেখে গেছেন, যার রাত ও দিন (উজ্জ্বলতায়) সমান।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রয়োজনীয় শব্দ বিশ্লেষণ

"اَلْفَقْرَ تَخَافُوْنَ" বাক্যটির মধ্যে اَلْفَقْرَ শব্দটি পরবর্তী ফে'ল تَخَافُوْنَ এর مَفْعُوْل مُقَدَّم ; বাক্যের শুরুর হামযাটি প্রশ্নবোধক; ওসল নয়। কারণ, همزة الوصل আনা হয়েছিল তার পরবর্তী অক্ষর "ل" সাকিনযুক্ত হওয়ার দরুন তা পড়া অসম্ভব হওয়ার কারণে। এখন শুরুতে همزه استفهاميه হওয়ার দরুন সেই অসম্ভাব্যতা দূর হয়ে যাওয়ায় তা নিষ্প্রয়োজন, বিধায় তা পড়ে গেছে। هِيْه শব্দটির মধ্যে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে।

(১) এর মধ্যখানে ياء হরফটি সাকিন বিশিষ্ট হবে। এটাকে كَلِمَةُ اِسْتِزَادَه বলা হয়, যার মাধ্যমে কোনো বস্তুর আধিক্য চাওয়া হয়। আর হাদীসে ধন-সম্পদের আধিক্য কামনা করা উদ্দেশ্য।

(২) هِيَه শব্দটি واحد مؤنث এর সর্বনাম (هِيَ)। তখন ياء অক্ষরটি যবর বিশিষ্ট হবে। পরবর্তী "হা" অক্ষরটি হবে وقف এর জন্য।

وَايْمُ اللّٰهِ শব্দটি মূলত اَيْمُنُ اللّٰهُ ছিল। অধিক ব্যবহারের কারণে মাঝখান থেকে নূন পড়ে গিয়ে اَيْمُ اللّٰهِ হয়ে গেছে। এটি একটি اِسْم যাকে কসমের অর্থ প্রদানের জন্য বানানো হয়েছে। অধিকাংশ নাহু শাস্ত্রবিদদের মতে শুরুর হামযাটি অসলের জন্য, যা ফাতাহ বিশিষ্ট হবে।

اَلْفَقْرَ تَخْشَوْنَ এর ব্যাখ্যা :

প্রিয়নবী ﷺ এ বাক্যে সাহাবাদের দারিদ্র্যের দরুন আশঙ্কা প্রকাশ করার কারণে সতর্ক করে বলেন, তোমরা পার্থিব সম্পদের স্বল্পতা তথা দারিদ্র্যের দরুন আশঙ্কা করছ! অথচ এটা তো কোনো আশঙ্কা করার বিষয় নয় বরং এর চেয়েও অধিক দীনের ব্যাপারে আশঙ্কা করা উচি। কেননা শীঘ্রই পার্থিব সম্পদ তোমাদেরকে এত অধিক পরিমাণে প্রদান করা হবে যে, এর ভালবাসা ও মোহ তোমাদের দীন ধ্বংস করে ছাড়বে। এ বিষয়ে বর্ণিত মুসলিম শরীফের একটি হাদীস এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক মনে করি। হাদীসটি হল–

فَوَاللّٰهِ مَا الْفَقْرُ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ وَلٰكِنِّىْ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ اَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا اَهْلَكَتْهُمْ

“খোদার শপথ! আমি দারিদ্র্যের বিষয়ে তোমাদের উপর কোনো আশঙ্কা করছি না; আমি তো তোমাদের উপর এ আশঙ্কা করছি যে, পার্থিব বস্তু তোমাদের নিকট এত ব্যাপক হারে প্রদান করা হবে, যেমনি তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে প্রদান করা হয়েছিল। আর তারা এ ব্যাপারে পরস্পরে প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছিল। তেমনি তোমরাও প্রতিযোগিতায় নামবে। ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল, সেভাবে তোমরাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।”

وَايْمُ اللّٰهِ لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে এর যোগসূত্র ও ব্যাখ্যা :

এ বাক্যটির পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে তিন ধরনের সম্পর্ক থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

(১) এ বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্য لَايُزِيغُ قَلْبَ اَحَدِكُمْ এর ইল্লত বা কারণ হবে। সুতরাং এ হিসেবে ব্যাখ্যা হবে, দুনিয়া ছাড়া অন্য কোনো বস্তু তোমাদেরকে দীন থেকে বিচ্যুত করবে না। কারণ, আমি তোমাদেরকে এমন পরিচ্ছন্ন স্বচ্ছ ও স্পষ্ট দীনের উপর রেখে যাচ্ছি, যার দিন-রাত তথা কুরআন-সুন্নত ভ্রান্তি থেকে হিফাযতের ক্ষেত্রে একই পর্যায়ের। কাজেই দীন তোমাদেরকে ধ্বংস থেকে বাঁচাতে সক্ষম। কিন্তু দুনিয়ার মোহ তোমাদেরকে এমন পরিষ্কার দীন থেকেও বিচ্যুত করে দিবে।

(২) وَايْمُ اللّٰهِ বাক্যটি عَطْف হয়েছে পূর্বে বাক্যের শুরুতে বিদ্যমান কসম وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ এর ওপর; لَايُزِيغُ قَلْبَ اَحَدِكُمْ বাক্যটির সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে সাহাবাদেরকে দুনিয়ার অবস্থা তুলে ধরেছেন। এরপর اَيْمُ اللّٰهِ থেকে দীনের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। দুনিয়া

ও দীন পরস্পর বিপরীত। এই পরস্পর বৈপরিত্য একপ্রকার সামঞ্জস্য। সুতরাং এ সামঞ্জস্যের কারণেই প্রথমে দুনিয়ার অবস্থা বর্ণনা করার পর দীনের অবস্থা বর্ণনা করেছেন।

(৩) কেউ কেউ বলেন, বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্য لَا يُزِيغُ قَلْبَ اَحَدِكُمْ এর মধ্যকার শব্দ اَحَدِكُمْ থেকে হাল হয়েছে। এ অবস্থায় ব্যাখ্যা হবে, দুনিয়া তোমাদের এক একজনকে দীন থেকে এমন অবস্থায় সরিয়ে দিবে, যে অবস্থায় সেই দীনের রাত-দিন তথা কুরআন-সুন্নাহ একই রকম স্পষ্ট, যা তোমাদেরকে হিফাযতের জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তোমাদের দুনিয়ার প্রতি মোহ এতটাই প্রবল হবে যে, এতদসত্ত্বেও তোমরা বিভ্রান্ত হবে।

لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ এর মধ্যে تَرَكْتُكُمْ শব্দটি দুটি অর্থের সম্ভাবনা রাখে।

(১) مَاضِى তথা অতীতের অর্থে। মতলব হল, আমি তোমাদেরকে এমতাবস্থায় ছেড়ে যাচ্ছি, যখন তোমাদের ইসলাহের জন্য আমি এত মেহনত করেছি, যদ্দরুন তোমাদের অন্তর আজ স্বচ্ছ।

(২) مُسْتَقْبِل তথা ভবিষ্যতের অর্থে। মতলব হল, আমি তোমাদেরকে এমন অবস্থায় ছেড়ে যাব যখন তোমাদের আত্মা পূর্ণ স্বচ্ছ হয়ে যাবে।

عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ এর ব্যাখ্যা :

এখানে اَلْبَيْضَاءُ শব্দের অর্থ হল– ঘাস, আবর্জনা শূন্য স্বচ্ছ যমীন। আর مِثْلُ الْبَيْضَاءِ শব্দটি সিফাত হয়েছে যার মাউসূফ উহ্য রয়েছে। আর সেটি مِلَّة (দীন)-ও হতে পারে আবার قُلُوْب (অন্তরসমূহ)-ও হতে পারে।

উল্লিখিত ইবারতের ৪টি ব্যাখ্যা হতে পারে। এর মধ্যে দুটি হল مِثْل শব্দটিকে নিজ অবস্থায় অবশিষ্ট রেখে। অপর দুটি হল مِثْل শব্দটিকে অতিরিক্ত ও অর্থবিহীন ধরে। পর্যায়ক্রমে চারটি ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হচ্ছে–

(১) আমি তোমাদেরকে এমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অন্তরের উপর রেখে যাচ্ছি, যা ওই ভূমি-সদৃশ্য, যার মধ্যে চলাফেরা রাত্রে-দিনে আলো-উজ্জলতায় একই রকম। এখানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের অন্তরকে স্বচ্ছ-নর্মল ভূমির সাথে তুলনা করেছেন।

(২) এখানে অন্তরসমূহকে নয় বরং মিল্লাতে ইসলামকে স্বচ্ছ ভূমির সাথে তুলনা করা হয়েছে। এমতাবস্থায় ব্যাখ্যা হল, মিল্লাতে ইসলাম সুস্পষ্ট হওয়ার দরুন এর উপর চলা এমনই সহজ, যেমনি স্বচ্ছ-নির্মল ভূমিতে চলা সহজ। চাই তা রাতে হোক, চাই দিনে। (কাশফুল হাজাহ)

(৩) اَلْبَيْضَاءِ অর্থ এখানে وَاضِح বা সুস্পষ্ট। এটা উহ্য اَلْمِلَّة সিফাত হয়েছে। এমতাবস্থায় ব্যাখ্যা হল, আমি তোমাদেরকে এক স্বচ্ছ-নির্মল দীন দিয়ে যাচ্ছি। যাতে কোনো প্রকার সন্দেহ সংশয় নেই। (হাশিয়ায়ে মিশকাত)

(৪) اَلْبَيْضَاءُ শব্দটি اَلْبَيْضُ (শুভ্র) শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ। শব্দটি এখানে اَفْضَل وَاَكْرَم বা সম্মানিত (রূপক) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ, আরবদের নিকট সাদা রঙই শ্রেষ্ঠ রঙ বলে বিবেচিত। সুতরাং بَيْضَاء বলে শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। এ সূরতে মতলব হবে, আমি তোমাদেরকে এক সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ দীনের উপর রেখে যাচ্ছি। (দরসে মেশকাত)

لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ এর ضَمِير এর مَرْجَع কী?

لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا এর মধ্যে যে ضَمِير مَجْرُوْر রয়েছে, এর مَرْجَع এর ব্যাপারে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে।

(১) مِلَّة যা। (২) بَيْضَاء

প্রথম সম্ভাবনা অনুযায়ী مَرْجَع যদি مِلَّة ধরা হয়, তা হলে এ جُمْلَه টি مِلَّة শব্দের দ্বিতীয় সিফাত হবে। আর প্রথম সিফাত হল مِثْلُ الْبَيْضَاءِ; এ অবস্থায় বাক্যটির দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে।

(এক) لَيْل দ্বারা উদ্দেশ্য হল কুরআন আর نَهَار দ্বারা উদ্দেশ্য হল সুন্নত। সুতরাং ব্যাখ্যা হবে- قُرْاٰنُ هٰذِهِ الْمِلَّةِ وَسُنَّتُهَا سَوَاءٌ فِىْ مَنْعِكُمْ عَنِ الزَّيْغِ وَالضَّلَالِ অর্থাৎ এই মিল্লাতের কুরআন ও সুন্নত তোমাদেরকে গোমরাহী ও ভ্রষ্টতা থেকে হিফাযত করার ব্যাপারে একই পর্যায়ের।

এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী শিরোনামের সাথে হাদীসের সম্পর্ক ভালোভাবে ফুটে উঠে। কারণ, অনুচ্ছেদ তো اِتِّبَاعُ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ সম্পর্কে আর হাদীসের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সুন্নতও কুরআনের মতো অনুসরণযোগ্য প্রমাণিত হয়।

(দুই) لَيْل দ্বারা উদ্দেশ্য হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরবর্তী যুগ। যাতে ফেতনা-ফাসাদ প্রকাশ পেয়েছিল। আর نَهَار দ্বারা উদ্দেশ্য হল, রাসূল ﷺ-এর যুগ। এমতাবস্থায় বাক্যটির ব্যাখ্যা হবে- এ মিল্লাতে ইসলাম তোমাদেরকে আমার এ যুগে যেভাবে ভ্রষ্টতা থেকে হিফাযত করছে, ঠিক তেমনিভাবে আমার পরবর্তীকালেও তোমাদেরকে হিফাযত করতে সক্ষম হবে। আজ এ মিল্লাত যেমনি সুস্পষ্ট এবং বিকৃতি থেকে মুক্ত, তেমনি আমার পরবর্তী ফিতনার যুগেও একইভাবে তা অবিকৃত অবস্থায় অনুসরণযোগ্য থাকবে।

দ্বিতীয় সম্ভাবনা তথা উক্ত (ضَمِير এর মারজা بَيْضَاء হলে এ বাক্যটি হবে তার সিফাত। এ সূরতে মতলব হবে-

আমি তোমাদেরকে স্বচ্ছ-নির্মল ভূমি সদৃশ্য দীনের উপর ছেড়ে যাচ্ছি, যেই ভূমির দিবস-রাত সমান অর্থাৎ যেই ভূমিতে দিনে ও রাতে সমানভাবে চলা যায়। এমতাবস্থায় لَيْل ও نَهَار নিজ নিজ মৌলিক অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সম্পদের আধিক্যের বিষয়ে সাহাবাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করার কারণ

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, হযরত সাহাবায়ে কিরাম যখন كَادَ الْفَقْرُ اَنْ يَّكُوْنَ كُفْرًا "দারিদ্র্য কখনো কুফরীর কারণ হয়ে দাঁড়ায়" এই হাদীসকে সামনে রেখে দারিদ্র্যের দরুন আশঙ্কা করছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে সম্পদের আধিক্যের কারণে ভীতি প্রদর্শন করলেন কেন?

এ প্রশ্নের কয়েকটি জবাব দেওয়া যেতে পারে। যথা-

(এক) যেহেতু এই উম্মতের বিশেষ ফিতনার কারণ হল, সম্পদের প্রাচুর্য্য, যেমনটি হাদীসে পাকে বর্ণিত হয়েছে- لِكُلِّ اُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ اُمَّتِى الْمَالُ "প্রতিটি উম্মতের এক একটি ফিতনা হয়ে থাকে। আমার এ উম্মতের ফিতনা হল সম্পদ।" কাজেই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মতকে সেই বিশেষ ফিতনার বিষয়ে ভীতি প্রদর্শন করেছেন।

(দুই) সম্পদের আধিক্যের বিষয়ে সাহাবাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করার কারণ বস্তুত এর মধ্যে সাহাবাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়ার বিষয়টিও নিহিত ছিল অর্থাৎ তাদের এ দৈন্যদশা স্থায়ী হবে না বরং খুব শীঘ্রই বিশ্বের বড় বড় রাজা-বাদশাদের ধনভাণ্ডার তাদের পদতলে এনে ঢেলে দেওয়া হবে। সুতরাং এ অস্থায়ী দারিদ্র্যের বিষয়ে আশঙ্কা করা অপেক্ষা স্থায়ী আশঙ্কার বস্তু খোদ সম্পদ থেকে বেশি ভীত সন্ত্রস্ত হওয়া প্রয়োজন।

(তিন) সব জিনিসের আধিক্যই খারাপ। যদি দারিদ্র্য অধিক হয়ে যায়, তবে كَادَ الْفَقْرُ اَنْ يَّكُوْنَ كُفْرًا এর আশঙ্কা সৃষ্টি হয়।

পক্ষান্তরে সম্পদের প্রাচুর্য্য কখনো আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, ফেরআউন এ কারণেই নিজেকে اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى তথা "আমি তোমাদের বড় প্রভু" বলেছে। বিধায় যেখানে উভয়ের আধিক্যই ক্ষতিকর, সেখানে শুধু একটির (দারিদ্র্যের) বিষয়ে ভীত হওয়া ঠিক হয় নি; উভয়টিকেই ভয় পাওয়া প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তারা তা করেন নি।

শিরোনামের সাথে হাদীসের সম্পর্ক

তরজমাতুল বাব হল بَابُ اِتِّبَاعِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ আর সংশ্লিষ্ট হাদীসে দারিদ্র্যকে রাসূলের সুন্নত বলা হয়েছে। সুতরাং এর মাধ্যমে উম্মতকেও সেই সুন্নতের ইত্তিবা করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। সাথে সাথে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, উম্মত যখন সুন্নত ছেড়ে দিবে তখন তারা দুনিয়ামুখী হয়ে যাবে এবং দারিদ্র্যকে ভয় করতে থাকবে।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) زَيِّنِ الْحَدِيْثَ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ثُمَّ تَرْجِمْهُ مُوْضِحًا.

(٢) حَقِّقِ الْاَلْفَاظَ الْمُعْلَمَةَ.

(٣) اَوْضِحْ رَبْطَ قَوْلِهِ وَاَيْمُ اللّٰهِ .... الخ بِمَا قَبْلَهُ اِيْضَاحًا.

(٤) اَشْرِحْ قَوْلَهُ لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلٰى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ.

(٥) عَيِّنْ مَرْجِعَ الضَّمِيْرِ الْمَجْرُوْرِ لِقَوْلِهِ لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا مُوْضِحًا.

(٦) لِمَ اَخَافَ النَّبِيُّ ﷺ اَصْحَابَهُ مِنَ الدُّنْيَا فِيْ حِيْنِ اَنَّهُمْ خَافُوْا مِنَ الْفَقْرِ؟

(٧) اُكْتُبْ مُنَاسَبَةَ الْحَدِيْثِ بِتَرْجَمَةِ الْبَابِ

---

٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِيْ مَنْصُوْرِيْنَ لَايَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ.

সহজ তরজমা

(৬) মুহাম্মদ ইবনে বাশশার রহ. ...... মুআবিয়া ইবনে কুররাহ-এর পিতা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্য থেকে একদল কিয়ামত পর্যন্ত (শত্রুপক্ষের উপর) সর্বদা সাহায্যপ্রাপ্ত থাকবে। যে তাদের লাঞ্ছিত করতে চায়, সে তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

طَائِفَة শব্দের تَحْقِيْق তাহকীক :

ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন–

(১) اَلطَّائِفَةُ এর অর্থ হল, জামাত।

(২) আন-নিহায়া গ্রন্থে আছে : جَمَاعَةٌ مِّنَ النَّاسِ অর্থাৎ মানুষের এক জামাত। এটি একজনের জন্যও ব্যবহৃত হয়।

(৩) ইসহাক ইবনে রাহওয়াই রহ. বলেন, শব্দটি এক হাজারের কম সংখ্যকের জন্য ব্যবহৃত হয়।

(৪) ইবনে আবী হাতেম তাঁর তাফসীর গ্রন্থে মুজাহিদ থেকে নকল করেন, اَلطَّائِفَةُ শব্দটি এক থেকে এক হাজার পর্যন্ত সংখ্যার জন্য ব্যবহৃত হয়।

(৫) সিহাহ্ নামক অভিধানে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে নকল করা হয়েছে, اَلطَّائِفَةُ শব্দটি এক বা তার চেয়ে বেশি সংখ্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। (দ্রষ্টব্য : হাশিয়া)

طَائِفَةٌ শব্দের তানবীনের প্রকার নির্ণয়

طَائِفَة শব্দের মধ্যকার তানবীনটি تَقْلِيْل ، تَكْثِيْر ، تَعْظِيْم –এ তিন প্রকারেরই হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

হাদীস ব্যাখ্যাকারদের কেউ কেউ তানবীনটিকে تَقْلِيْل এর অর্থে নিয়েছেন। তাদের মতে ব্যাখ্যা হবে– কিছুসংখ্যক লোকের একটি জামাত হবে, যারা সর্বদা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেন।

✪ কেউ কেউ একে تَكْثِيْر এর অর্থে নিয়েছেন। তাদের মতে ব্যাখ্যা হবে, "বিশাল বড় একটি জামাত হবে।"

✪ আবার কেউ কেউ تَعْظِيْم এর অর্থে নিয়েছেন। তখন মতলব হবে, সংশ্লিষ্ট জামাতটি মর্যাদায় খুবই উন্নত ও উঁচু স্তরে অবস্থান করবে।

طَائِفَة শব্দের দ্বারা যে উদ্দেশ্য?

এ ব্যাপারে উলামাদের বিভিন্ন উক্তি লক্ষ্য করা যায়। তার কয়েকটি হল–

(১) ইমাম বুখারী রহ. বলেন– এ হাদীসের طَائِفَة এর মিসদাক (তথা এখানে উদ্দেশ্য) হল আহলে ইলম। যেমন, তিনি বুখারী শরীফে এ মর্মে একটি অধ্যায় এনেছেন–

لَايَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِىْ ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ ..... وَهُمْ اَهْلُ الْعِلْمِ

(২) ইমাম তিরমিযী রহ. নিজ সনদে আলী ইবনুল মাদিনী রহ. থেকে নকল করেন, তিনি বলেছেন– هُمْ اَصْحَابُ الْحَدِيْثِ অর্থাৎ তারা হলেন হাদীসবিদগণ।

(৩) কাজী ইয়ায রহ. বলেন– طَائِفَة দ্বারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত উদ্দেশ্য।

(৪) ইমাম নববী রহ. বলেন, طَائِفَة দ্বারা বিশেষ কোনো দল উদ্দেশ্য নয় বরং হতে পারে মুমিনদের বিভিন্ন জামাতের মধ্যে তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে আছেন। যাদের মাধ্যমে যে কোনো পন্থায় আল্লাহর দীনের হিফাযত হচ্ছে, তারাই তাতে অন্তর্ভুক্ত আছেন। চাই তারা মুজাহিদ হন কিংবা ফকীহ মুহাদ্দিস, সৎকাজের আদেশ দানকারী এবং অসৎকাজ থেকে বাধা প্রদানকারীদের কেউ হন। আর সেই জামাতটি কোনো এক স্থানে অনঢ় থাকাও জরুরী নয় বরং

হতে পারে তারা বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে আছেন অথবা তারা কোনো সময় কোনো স্থানে সমবেত হন। তবে ক্রমান্বয়ে হয়তো সমগ্র পৃথিবী সেই জামাত শূন্য হতে থাকবে। অবশেষে কোনো একস্থানে এসে তাঁরা সমবেত হবেন। এরপর যখন তারাও থাকবেন না, তখনই কিয়ামত সংগঠিত হবে।

(৬) আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. বলেন– طَائِفَة দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীগণ উদ্দেশ্য। কেননা এ হাদীসেরই কোনো কোনো সূত্রে সুস্পষ্টভাবে يُقَاتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ উল্লেখ আছে।

(৭) ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. এ হাদীসকে بَابُ اِتِّبَاعِ سُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ এর অধীনে এনে ইঙ্গিত করেছেন, এখানে طَائِفَة দ্বারা সুন্নতের অনুসারীগণ উদ্দেশ্য।

দুই হাদীসের মধ্যে বাহ্যিক বিরোধ ও তার সমাধান

এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদীস لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يُقَالَ فِى الْاَرْضِ اَللّٰهُ اَللّٰهُ অর্থাৎ যতখন পর্যন্ত পৃথিবীতে আল্লাহ আল্লাহ শব্দ উচ্চারণকারী কেউ থাকবে, কিয়ামত সংঘটিত হবে না।

অনুরূপভাবে হাদীস আছে :

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ اِلَّا عَلٰى شِرَارِ الْخَلْقِ وَهُمْ شِرَارُ اَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَدْعُوْنَ اللّٰهَ بِشَيْئٍ اِلَّا رَدَّهٗ عَلَيْهِمْ

অর্থাৎ সৃষ্টিজীবের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জাতির উপর কিয়ামত সংঘটিত হবে। যারা হবে জাহিলিয়াতের লোকদের থেকেও নিকৃষ্ট। তারা যে বিষয়েই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে, সে বিষয়ই আল্লাহ পাক প্রত্যাখ্যান করে দিবেন।

এ হাদীস দু'খানা আলোচ্য হাদীসের সাথে বাহ্যিকভাবে সাংঘর্ষিক মনে হয়। কারণ, হাদীস দু'টি থেকে বুঝে আসে কিয়ামত এমন লোকদের উপর ঘটবে, যারা সত্যের উপর থাকা তো দূরের কথা, তারা হবে পৃথিবীর সর্বনিকৃষ্ট জাতি। অথচ আলোচ্য হাদীসে কিয়ামত পর্যন্ত একটি দল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে বলা হয়েছে কিভাবে? উল্লিখিত বিরোধের দু'টি সমাধান পাওয়া যায়।

(১) আলোচ্য হাদীসে حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ (কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত একটি দল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।) বলতে কিয়ামতের নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত সেই দলটি থাকবে। তাদের মৃত্যুর পর একটি নিকৃষ্ট জাতির আবির্ভাব ঘটবে আর তাদের উপরই কিয়ামত সংঘটিত হবে। সুতরাং সেই দলটির মৃত্যুই তাদের নিজেদের কিয়ামত। কাজেই তারা তাদের কিয়ামত পর্যন্ত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকল। এ জন্যই ইবনে হাজার আসকালানী

রহ.-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন– حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ তথা سَاعَتُهُمْ অর্থাৎ তাদের নিজস্ব কিয়ামত পর্যন্ত তারা সত্যের উপর থাকবে।

সুতরাং দুই হাদীসের মধ্যে আর কোনো বিরোধ থাকল না। এই সমাধানের পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায় মুসলিম শরীফের নিম্নোক্ত হাদীসে। হাদীসখানা হল–

ثُمَّ يَبْعَثُ اِلَيْهِ رِيْحًا كَرِيْحِ الْمِسْكِ فَلَا يَتْرُكُ نَفْسًا فِى قَلْبِه مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنَ الْاِيْمَانِ اِلَّا قَبَضَتْهُ ثُمَّ يَبْقى شِرَارُ النَّاسِ عَلَيْهِمْ يَقُوْمُ السَّاعَةُ

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মিশক আম্বরের মতো একটি সুগন্ধীময় বাতাস প্রেরণ করবেন, যা সামান্য অনুপরিমাণ ঈমানদারের আত্মাও কবজ করে ফেলবে। এরপর সব নিকৃষ্ট লোকগুলো অবশিষ্ট থাকবে। তাদের উপরই কিয়ামত সংঘটিত হবে।

(২) ইবনে বাত্তাল রহ. উপর্যুক্ত বিরোধের সমাধানে বলেন : যেসব নিকৃষ্ট লোকদের উপর কিয়ামত কায়েম হবে, তারা একটি নির্ধারিত স্থানে থাকবে। অপরদিকে সেই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত অন্য দলটি অন্যস্থানে অবস্থান করবে, যাদেরকে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না। সুতরাং হাদীস দুটিতে কোনো বিরোধ নেই।

"مَنْصُوْرِيْنَ" শব্দের উপর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।

সেটি হল, কিয়ামত পর্যন্ত এক দল সর্বদা আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য প্রাপ্ত হবে এবং প্রবল হয়ে থাকবে। অথচ বাস্তবে আমরা প্রায়শই দেখতে পাই যে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে হকের পতাকাবাহীগণ পরাজিত এবং পরাভূত।

জবাব : হাদীসে বিজয়ী হবে কথাটি ব্যাপক, চাই তা শক্তির মাধ্যমে হোক, চাই দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে হোক। সত্যের পতাকাবাহীগণ কোথাও কখনো শক্তিতে পরাজিত হলেও দলীল-প্রমাণে কখনো কোথাও পরাজিত হয় না বিধায় কোনো প্রশ্ন থাকল না।

"لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ" এর উপর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।

প্রশ্ন হল– আলোচ্য হাদীসে বলা হয়েছে, সত্যের বাহকদেরকে কেউ কোনো ক্ষতিসাধন করতে পারবে না অথচ আমরাতো দেখি অনেকেই তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্থ করে থাকে?

উত্তর : প্রশ্নটির উত্তর হল, তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না বলতে দীনী কোনো ক্ষতিসাধন করতে পারবে না উদ্দেশ্য অর্থাৎ দুনিয়াবী কোনো ক্ষতি করতে পারলেও দীনী কোনো ক্ষতি তাদের করতে পারবে না। এ জন্যই দেখা যায়, শত ক্ষতির পরও তারা সত্যের উপর অনড়-অবিচল থাকেন। কেউ তাদের সাহায্য করুক বা না করুক এতে তাদের কিছু আসে যায় না।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) تَرْجِمِ الْحَدِيْث بِالْوَضَاحَةِ

(٢) حَقِّقْ لَفْظ "الطَّائِفَة" ثُمَّ عَيِّنْ مِصْدَاقَهُ مَعَ اِيْضَاح تَنْوِيْنِه

(٣) هٰذَا الْحَدِيْثُ يُعَارِضُ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يُقَالَ فِى الْاَرْضِ اللّٰهُ اللّٰهُ فَمَا جَوَابُكَ؟

(٤) اَجِبْ عَنِ الْاِشْكَالِ الْوَارِدِ عَلٰى قَوْلِه : مَنْصُوْرِيْنَ لَايَضُرُّهُمْ مَنْ .... الخ

---

٧. حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ قَال ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَلْقَمَةَ نَصْرُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ الْاَسْوَدِ وَكَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَاتَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِىْ قَوَّامَةً عَلٰى اَمْرِ اللّٰهِ لَايَضُرُّهَا مَنْ خَالَفَهَا

সহজ তরজমা

(৭) আবূ আবদুল্লাহ রহ. ..... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মত থেকে একদল সর্বদা আল্লাহর উপর অবিচল থাকবে, বিরুদ্ধাচরণকারীরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

٨. حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَلِيْحٍ ثَنَا بَكْرُ بْنُ زُرْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عِنَبَةَ الْخَوْلَانِيَّ وَكَانَ قَدْ صَلَّى الْقِبْلَتَيْنِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَايَزَالُ اللّٰهُ يَغْرِسُ فِىْ هٰذَا الدِّيْنِ غَرْسًا يَسْتَعْمِلُهُمْ فِىْ طَاعَتِه.

সহজ তরজমা

(৮) আবূ আবদুল্লাহ রহ. ...... আবূ ইনাবা খাওলানী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে উভয় কিবলার দিকেই সালাত আদায় করেছিলেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ

সর্বদা এই দীনের মধ্যে এমন লোক সৃষ্টি করতে থাকবেন, যাদের তিনি তাঁর আনুগত্যের জন্য নিয়োজিত রাখবেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

يَغْرِسُ فِىْ هٰذَا الدِّيْنِ غَرْسًا يَسْتَعْمِلُهُمْ فِىْ طَاعَتِهٖ এর ব্যাখ্যা :

এ বাক্যের দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে।

(১) আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যকারী বান্দাগণ যেন কখনো শেষ না হন, সে জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যুগের পর যুগ ধরে একদল আনুগত্যশীল জামাত সৃষ্টির অবস্থাকে ওই চাষীর অবস্থার সাথে তুলনা করে বুঝানো হয়েছে, তিনি আপন বাগানে সর্বদা চারা রোপন করেই চলছেন যেন সর্বদা নিজ বাগান থেকে ফল আহরণ করতে পারেন এবং কখনো তা বন্ধ না হয়ে যায়।

(২) এ হাদীসে প্রতি একশ বছর পর পর আল্লাহ পাক দীনের জন্য সংস্কারক পাঠাবেন, যিনি দীন থেকে কুসংস্কারগুলো দূরভূত করবেন– তার আবির্ভাবের কথা বলা হয়েছে। যেমনটি এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْأُمَّةِ عَلٰى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا

"আল্লাহ পাক এ উম্মতের জন্য প্রতি একশ বৎসরান্তে একজন ব্যক্তি পাঠাবেন, যিনি উম্মতের দীনের সংস্কার সাধন করবেন।"

শিরোনামের সাথে সম্পর্ক

আলোচ্য হাদীসে আল্লাহর আনুগত্যকারীদের পুনঃ পুনঃ সৃষ্টির বিষয়টি বিবৃত হয়েছে। আর আল্লাহর আনুগত্য হওয়ার পূর্ব শর্ত হল, তা সুন্নত মুতাবিক হওয়া। একথা বুঝানোর জন্য ইবনে মাজাহ রহ. হাদীসটি بَابُ اِتِّبَاعِ سُنَّةٍ এর অধীনে এনেছেন।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ بِالْوَضَاحَةِ.

(٢) أَوْضِحْ قَوْلَهُ : يَغْرِسُ فِىْ هٰذَا الدِّيْنِ غَرْسًا يَسْتَعْمِلُهُمْ فِىْ طَاعَتِهٖ اِيْضَاحًا تَامًّا كَىْ يَتَّضِحَ الْمُرَامُ.

(٣) اُكْتُبْ مُنَاسَبَةَ الْحَدِيْثِ بِالْبَابِ

٩. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ نَافِعٍ ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ اَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَامَ مُعَاوِيَةُ خَطِيْبًا فَقَالَ اَيْنَ عُلَمَائُكُمْ؟ اَيْنَ عُلَمَائُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ اِلَّا وَطَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِىْ ظَاهِرُوْنَ عَلَى النَّاسِ لَايُبَالُوْنَ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ نَصَرَهُمْ.

সহজ তরজমা

(৯) ইয়াকুব ইবনে হুমাইদ ইবনে কাসির রহ. ..... শুআইব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার মু'আবিয়া রাযি. খুতবা দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে বললেন, তোমাদের উলামা সম্প্রদায় কোথায়? তোমাদের উলামা সম্প্রদায় কোথায়? আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের মধ্যে একদল সর্বদা লোকদের উপর বিজয়ী থাকবে। তারা তাদের লাঞ্ছনাকারী ও সাহায্যকারী কারো পরোয়া করবে না।

١٠. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ بَشِيْرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ عَنْ اَبِىْ اَسْمَاءَ الرَّحَبِىِّ عَنْ ثَوْبَانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِىْ عَلَى الْحَقِّ مَنْصُوْرِيْنَ لَايَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى يَأْتِىَ اَمْرُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ.

সহজ তরজমা

(১০) হিশাম ইবনে আম্মার রহ. ...... সাওবান রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মত থেকে একদল লোক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। বিরুদ্ধাচরণকারীরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَيْنَ عُلَمَائُكُمْ ؛ اَيْنَ عُلَمَائُكُمْ বলার দ্বারা হযরত মু'আবিয়া রাযি.-এর উদ্দেশ্য

আলেমদেরকে ডেকে ডেকে হাদীস বর্ণনা করার দ্বারা হযরত মু'আবিয়া রাযি.-এর উদ্দেশ্য হল, নিজ জামাতের সত্য ও সততার প্রমাণ পেশ করা। কেননা হযরত মুআবিয়া রাযি.-এর সাথে হযরত আলী রাযি.-এর দ্বন্দ্বের বিষয়টি

সকলেরই জানা ছিল। সে সময় যেহেতু বাহ্যিক শক্তির দিক থেকে হযরত মু'আবিয়ার জামাতই প্রবল ছিল আর আলোচ্য হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যারা হকের উপর থাকবেন, তারাই বিজয়ী হবেন। অতএব হযরত মু'আবিয়া রাযি.-এর জামাতই যেহেতু বাহ্যত প্রবল, কাজেই তারাই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। (অবশ্য উম্মতের সর্বসম্মত মত হচ্ছে, হযরত আলী রাযি. হকের উপর ছিলেন। পক্ষান্তরে হযরত মু'আবিয়া রাযি.-এর ইজতিহাদগত ভুল হয়েছিল।) অন্যথায় হাদীসটি প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাবে। আর এ কথার সমর্থন ও স্বীকৃতি আদায়ের জন্য তিনি আলেমদেরকে আহ্বান করেছেন।

ظَاهِرِيْنَ عَلَى النَّاسِ এর অর্থ :

(১) ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন : ظَاهِرِيْنَ এর অর্থ হল مَنْصُوْرِيْنَ غَالِبِيْنَ অর্থাৎ সাহায্যপ্রাপ্ত, বিজয়ী।

(২) ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন : اَىْ غَالِبُوْنَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ অর্থাৎ এর অর্থ হল, যারা স্বীয় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করেন।

(৩) কেউ কেউ বলেন- ظَاهِرِيْنَ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তারা এমন হবে একদল যাদের সংখ্যা যদিও কম হবে কিন্তু তারা অখ্যাত হবে না বরং প্রসিদ্ধ হবে।

উপর্যুক্ত তিনটি অর্থের মধ্য থেকে প্রথম অর্থটি অধিক শক্তিশালী বলে মনে হয়। কারণ, এর সমর্থনে মুসলিম শরীফে ظَاهِرُوْنَ এর এ স্থলে قَاهِرُوْنَ উল্লেখ আছে আর قَاهِرُوْن এর অর্থ সর্বসম্মতভাবে বিজয়ী। অবশ্য এ বিজয় ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, চাই তা শক্তিতে হোক, চাই দলীল-প্রমাণে হোক।

حَتَّى يَأْتِى اَمْرُاللّٰه এর ব্যাখ্যা

ইমাম কুরতুবী রহ. اَمْر বলতে কিয়ামত উদ্দেশ্য নিয়েছেন। তবে আল্লামা ইবনে হাজার রহ. ও ইমাম নববী রহ. اَمْرُ اللّٰهِ বলতে কিয়ামত পূর্বেকার বাতাস প্রবাহিত হওয়া উদ্দেশ্য নিয়েছেন; যার দ্বারা সমস্ত মুসলমান মারা যাবে।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) تَرجم الْحَدِيْثَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ.

(٢) مَاذَا اَرَادَ مُعَاوِيَةُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ بِهٰذَا الْاِهْتِمَامِ؟

(٣) اَوْضِحْ مَعَانِى قَوْلِهِ : ظَاهِرِيْنَ عَلَى النَّاسِ الخ.

(٤) مَا الْمُرَادُ بِاَمْرِ اللّٰهِ فِى الْحَدِيْثِ الثَّانِى بَيِّنْ وَاضِحًا

١١. حَدَّثَنَا اَبُو سَعِيدٍ ثَنَا اَبُو خَالِدٍ الْاَحْمَرُ قَالَ سَمِعْتُ مُجَالِدًا يَذْكُرُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَخَطَّ خَطًّا وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِى الْخَطِّ الْاَوْسَطِ فَقَالَ هٰذَا سَبِيْلُ اللّٰهِ ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْآيَةَ (وَاِنَّ هٰذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ)

সহজ তরজমা

(১১) আবূ সাঈদ (আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ) রহ. .... জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি প্রথমে একটি সোজা রেখা টানলেন এবং তার ডানদিকে দুটো রেখা টানলেন এবং বাঁ দিকেও দুটো রেখা টানলেন। এরপর তিনি রেখার মধ্যবর্তীস্থানে হাত রেখে বললেন, এটা আল্লাহর রাস্তা। এরপর এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন :

وَاِنَّ هٰذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَاتَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ

"আর এটি আমার সরল পথ। সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ কর এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করো না। তবে তা তোমাদের তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। (৬ : ১৫৩)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِى الْخَطِّ الْاَوْسَطِ এর ব্যাখ্যা

উক্ত হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ সীরাতে মুস্তাকীম ও শয়তানের পথসমূহ বুঝানোর জন্য একটি সরল রেখা টেনে তার দু'পাশে আরও চারটি রেখা টেনেছেন। সরল রেখাটি হল, সীরাতে মুস্তাকীম আর আশপাশের রেখাগুলোই হল; শয়তানের বক্র পথ।

হাদীসে উল্লিখিত সরল রেখার পার্শ্বের রেখাগুলো কেমন ছিল, তা নিয়ে দুটি উক্তি আছে।

(১) হাদীসের পার্শ্ব-ইঙ্গিত পর্যালোচনা করলে বুঝা যায়, পার্শ্বের রেখাগুলো সরল রেখার পাশাপাশি লম্বালম্বিভাবে ছিল, যার আকৃতি ছিল এমন–

(২) প্রসিদ্ধ রিওয়াতে আছে, সেই রেখাগুলো প্রস্থাকারে সরল রেখাটিকে ছেদী করে চলে গিয়েছিল। আকৃতিটি ছিল নিম্নরূপ–
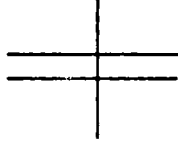
এ হাদীসে দ্বিতীয় সম্ভাবনাটাই প্রবল। কারণ, এর দ্বারা প্রসিদ্ধ রিওয়ায়াতসমূহের সাথে এ রিওয়ায়েতের মিল হয়ে যায়।

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল

মুসান্নিফ রহ. بَابُ اِتِّبَاعِ سُنَّةِ এর অধীনে হাদীসটি এনে বুঝাতে চেয়েছেন, সুন্নতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণই হল সীরাতে মুস্তাকীম। আর সীরাতে মুস্তাকীমের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দাবী ওই জামাতই করতে পারে, যারা সুন্নতের পরিপূর্ণ অনুসরণ করবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উদ্দেশ্য

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলোচ্য হাদীস বর্ণনার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, দীন ইসলাম ও সীরাতে মুস্তাকীমকে সরল রেখার সাথে তুলনা করা অর্থাৎ এ সরলরেখাটি যেমনি সোজা এবং সমান্তরাল, ঠিক তেমনিভাবে এ দীন ও সীরাতে মুস্তাকীম তার শিক্ষামালা যেমন– আকায়েদ, মামূরাত, মানহিয়াত ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে সরল এবং বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি মুক্ত একটি মধ্যমপন্থা। আর এ দীনের অধিকারীদেরকে এজন্যই মধ্যপন্থী উম্মত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সুতরাং মধ্যমপন্থাই হল সীরাতে মুস্তাকীম আর চরমপন্থা ও শিথিল পন্থা হল বর্জনীয় পথ। যেমন : জাবরিয়্যাহ দলটি "তাকদীরের' (ভাগ্যের) বিষয়ে বাড়াবাড়ি করে বান্দাকে একান্ত বাধ্য বা সর্বক্ষেত্রে ক্ষমতাহীন অপারগ সাব্যস্ত করেছে। অপরদিকে একই বিষয়ে কাদরিয়্যাহ দলটি এমন শিথিলপন্থা অবলম্বন করেছে যে, ভাগ্য বিষয়টাকেই অস্বীকার করে বলেছে, ভাগ্য বলতে কিছু নেই। সুতরাং এসব বক্র পথ পরিহার করে সুন্নতের সরল পথ অনুসরণই যে সীরাতে মুস্তাকীম এখানে সেটা বুঝানোই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উদ্দেশ্য।

হাদীসের উল্লিখিত আয়াতের সাথে অপর হাদীসের বিরোধ ও সমাধান

পবিত্র কুরআনের আয়াত–

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ

অর্থাৎ নিঃসন্দেহে এটাই আমার সরল পথ। আর তোমরা নানা পথ অনুসরণ করো না। তা হলে তোমরা সোজা পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। অনুরূপভাবে কুরআনের আয়াত– وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا অর্থাৎ তোমরা সকলে আল্লাহর রুজ্জুকে মজবুতভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।

উপর্যুক্ত এসব আয়াত এবং প্রসিদ্ধ হাদীস اِخْتِلَافُ اُمَّتِىْ رَحْمَةٌ অর্থাৎ "আমার উম্মতের মতবিরোধ রহমতের কারণ" এর সাথে বাহ্যত সাংঘর্ষিক মনে হয়। এর প্রতিবিধান কী?

জবাব : আসলে আয়াত ও হাদীসের مَحْمَل তথা প্রয়োগস্থল ভিন্ন ভিন্ন অর্থাৎ আয়াতে ওইসব মতবিরোধের অবৈধতার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যা প্রবৃত্তির তাড়নায় দীনের মৌলিক বিষয়াবলীতে করা হয়ে থাকে। যাতে আল্লাহর আনুগত্যের কোনো ঘ্রাণও পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে হাদীসে ওই মতবিরোধকে রহমতের কারণ বলে সে সব মতবিরোধের ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে, যা কিনা মুহাদ্দিসীন, মুফাসসিরীন ও ফুকাহায়ে কিরাম আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে দীনের সহজীকরণের উদ্দেশ্যে করেছেন এবং এক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেকের লক্ষ্য ছিল, হালাল-হারাম হওয়ার ইল্লত এবং জায়েয-নাজায়েয হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করা। সুতরাং আয়াত ও হাদীসের মধ্যে পরস্পরে কোনো বিরোধ নেই।

একটি জটিল প্রশ্নের সমাধান

প্রতিটি দলইতো নিজেদেরকে সীরাতে মুস্তাকীমের অনুসারী বলে দাবী করে থাকে। তা হলে রাতে মুস্তাকীমের মাপকাঠি কী? আর এ মাপকাঠিতে কোন কোন দল আসতে পারে? এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা জানা প্রয়োজন।

উত্তর : সীরাতে মুস্তাকীম নির্ণয়ের জন্য এখানে প্রিয়নবী ﷺ-এর একখানা হাদীস উল্লেখ করা উপর্যুক্ত মনে করছি। হাদীসটি হল–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ اُمَّتِىْ عَلٰى ثَلَاثٍ وَّسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ اِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوْا مَنْ هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! قَالَ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ.

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত। প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেন, বনী ইসরাঈল ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল আর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। তন্মধ্য থেকে একটি দল ছাড়া অবশিষ্ট সব দল জাহান্নামী হবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুক্তিপ্রাপ্ত সেই দল কোনটি? রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাব দিলেন : আমি ও আমার সাহাবাগণ যে পথের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই পথের অনুসারী দলই মুক্তিপ্রাপ্ত দল।"

হযরত আবদুল কাদের জিলানী রহ.-এর ভাষ্যমতে জাহান্নামী ৭২ দলের আবির্ভাব হয়ে গেছে। তবে সেই ৭২ দলের মূল দল হল ৬টি। যথা- (১) শী'আ। (২) মু'তাযিলা। (৩) খাওয়ারেজ। (৪) মুরজিয়্যা। (৫) জাবরিয়া। (৬) মুশাব্বিহাহ।

শী'আদের উপদলের সংখ্যা	: ৩২	টি
খাওয়ারেজদের উপদলের সংখ্যা	: ১৫	টি
মুতাযিলাদের উপদলের সংখ্যা	: ১২	টি
মুরজিআদের উপদলের সংখ্যা	: ৫	টি
জাবরিয়্যাদের উপদলের সংখ্যা	: ৩	টি
মুশাব্বিহাদের উপদলের সংখ্যা	: ৫	টি
মোট-	: ৭২	টি

এখন আমরা পর্যালোচনা করে দেখা যাক, ما انا عليه واصحابى এর মাপকাঠিতে কোন কোন দলের সিরাতে মুস্তাকীমের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার দাবী গ্রহণযোগ্য।

শী'আদের মৌলিক আকীদাসমূহ

(১) ইমামগণ নিষ্পাপ।
(২) তাকিয়্যা তথা কোন স্বার্থে সত্য গোপন করে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া বৈধ।
(৩) মুত'আ বৈধ হওয়া।
(৪) মোজার উপর মাসাহের বৈধতা অস্বীকার করা।
(৫) রজ'আত।
(৬) তাহরীফে কুরআন বা কুরআন বিকৃতি তথা প্রচলিত কুরআন আসল নয় বরং তা বিকৃত কুরআন।
(৭) সাহাবাগণ কাফের হয়ে গিয়েছিলেন ইত্যাদি।

উল্লিখিত আকীদা-বিশ্বাসের প্রায় সবকটি ঈমান ও ইসলামের আকীদার সাথে সাংঘর্ষিক। সুতরাং এসব আকীদা পোষণ করে শী'আদের সীরাতে মুস্তাকীমের দাবী করা নিতান্তই মূর্খতা ছাড়া আর কী!

মু'তাযিলাদের বিশেষ কিছু আকীদা

(১) কুরআন মাখলূক।

(২) বান্দা নিজ কাজের খালেক।

(৩) আল্লাহ পাকের দীদার অসম্ভব।

(৪) কবরের আযাব বলতে কিছু নেই।

(৫) মুনকার-নাকীরের প্রশ্ন, মীযান, হাউযে কাউসার, পুলসিরাত, শাফাআত, আদম আ.-এর নবুওয়াত, আলিগণের কারামাত ইত্যাদি তারা অস্বীকার করে।

এ সমস্ত আকীদা-বিশ্বাস যে একেবারেই ভ্রান্ত, তার একটি সহজ প্রমাণ হল, এগুলোর কোনোটিই না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ছিল; না সাহাবায়ে কিরামের যুগে। কাজেই তারা আদৌ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِى এর মাপকাঠিতে আসতে পারে না। বিধায় তাদের পক্ষ থেকে সীরাতে মুস্তাকীদের দাবী করা নিতান্তই অসার।

খাওয়ারেজদের কতিপয় আকীদা

(১) কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি কাফির।

(২) হযরত আলী রাযি. ও হযরত মু'আবিয়া রাযি.-এর সমর্থনকারী সকল সাহাবায়ে কিরাম কাফির।

(৩) নিজ মাযহাবের বিপরীত মাযহাবের অনুসারী যে কাউকে হত্যা করা বৈধ এবং সেই ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। এ ছাড়াও শী'আ ও ম'তাযিলাদের অধিকাংশ ভ্রান্ত আকীদাও তারা পোষণ করে থাকে। সুতরাং এ সব আকীদা পোষণ করার পর নিজেকে সীরাতে মুস্তাকীমের পথিক বলা চরম বোকামী ছাড়া আর কিছু নয়।

মুরজিআরা নেক আমলের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে। আর জাবরিয়ারা তো বান্দাকে মজবূরে মহজ (একান্ত বাধ্য) দাবি করে। অনুরূপভাবে মুশাব্বিহারা আল্লাহ তা'আলাকে বান্দার সাথে সাদৃশ সাব্যস্ত করে। সুতরাং এমন আকীদা পোষণ করার পর আলোচ্য এ তিন ফিরকাও নিজেদের ব্যাপারে সীরাতে মুস্তাকীমের দাবি করতে পারে না।

সুতরাং সীরাতে মুস্তাকীমের দাবি করার অধিকার কেবল আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতেরই রয়েছে। কারণ, ঈমান-আকায়েদসহ সবকিছুতে তারা সাহাবাদেরই অনুসরণ করে থাকেন। অনুরূপভাবে কুরআন, হাউযে কাউসার, মীযান, পুলসিরাত, শাফাআত, অলিদের কারামত, মোজার উপর মাসাহে মুতআ ইত্যাদি সকল মাসআলাতে কেবল তারাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবাদেরই অনুসরণ করে থাকে। কোনো মাসআলাতেই তারা সাহাবাদের জামাতের অনুসরণ থেকে বিচ্যুত হয় না। সুতরাং প্রকৃত বাস্তবতা হল اِلَّا مِلَّةً ও مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِى ও وَاحِدَةً ও صِرَاطِ مُسْتَقِيْم এর দাবি একমাত্র আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতই করতে পারে।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) شَكِّلِ الْحَدِيْثَ ثُمَّ تَرْجِمْهُ مُوضِحًا.

(٢) اُذْكُرْ مُنَاسَبَةَ الْحَدِيْثِ بِتَرْجَمَةِ الْبَابِ.

(٣) اُكْتُبْ غَرَضَ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ.

(٤) اِدْفَعِ التَّعَارُضَ بَيْنَ قَوْلِهٖ تَعَالٰى : وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ ..... وَبَيْنَ قَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ : اِخْتِلَافُ اُمَّتِىْ رَحْمَةٌ.

(٥) عَيِّنِ الْمِعْيَارَ لِلصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ ثُمَّ اذْكُرِ الطَّائِفَةَ الَّتِىْ تَقَعُ عَلٰى هٰذَا الْمِعْيَارِ بِالْمَعْنَى الصَّحِيْحِ مَعَ رَدِّ دَعْوٰى هٰذَا لِلطَّوَائِفِ الْاُخْرٰى رَدًّا بَلِيْغًا مُفَصَّلًا

بَابُ تَعْظِيْمِ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالتَّغْلِيْظِ عَلٰى مَنْ عَارَضَهٗ

অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসের মর্যাদা দান এবং যে এর বিরোধিতা করে, তার প্রতি কঠোরতা আরোপ

١٢. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ حَدَّثَنِى الْحَسَنُ بْنُ جَابِرٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يَكَرِبَ الْكِنْدِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُوْشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلٰى اَرِيْكَتِهٖ يُحَدِّثُ بِحَدِيْثٍ مِنْ حَدِيْثِىْ فَيَقُوْلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَا وَجَدْنَا فِيْهِ مِنْ حَلَالٍ اِسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ اَلَا وَاِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ

সহজ তরজমা

(১২) আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা রহ. .... মিকদাম ইবনে মা'দীকারার কিনদী রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে এক ব্যক্তি তার খাটের উপর আসনে ঠেস দিয়ে বসে থাকবে এবং তার কাছে আমার হাদীস বর্ণনা করা হবে। তখন সে বলবে, আমাদের ও তোমাদের মাঝে মহান আল্লাহর কিতাব রয়েছে। সুতরাং এর মাঝে আমরা যা কিছু হালাল পাব, তাকেই আমরা

হালাল মনে করব আর এর মাঝে যা কিছু হারাম পাব, আমরা তাকেই হারাম বলে গণ্য করব। (তিনি আরও বলেন,) জেনে রাখ! নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ যা কিছু হারাম করেছেন, তা আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত বস্তুরই অনুরূপ।

١٣. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ فِي بَيْتِهِ اَنَا سَأَلْتُهُ عَنْ سَالِمٍ اَبِي النَّضْرِ ثُمَّ مَرَّ فِي الْحَدِيثِ قَالَ اَوْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي رَافِعٍ عَنْ اَبِيهِ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا اُلْفِيَنَّ اَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلٰى اَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الْاَمْرُ مِمَّا اَمَرْتُ بِهِ اَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا اَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللّٰهِ اِتَّبَعْنَاهُ.

সহজ তরজমা

(১৩) নাসর ইবনে আলী জাহযামী রহ. ...... আবু রাফি রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি যেন তোমাদের মাঝে কাউকে এমন না পাই যে, সে তার খাটের উপর ঠেস দিয়ে বসে থাকবে। আর আমি যা আদেশ দিয়েছি অথবা যা থেকে নিষেধ করেছি, তা তার কাছে পৌঁছুলে সে তখন বলবে, এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। আমরা আল্লাহর কিতাবে যা পেয়েছি, তারই অনুসরণ করি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلْاَرِيكَةُ শব্দের তাহকীক ঃ اَرِيكَة শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হল اَرَائِكُ অর্থ, বাসর ঘরের পালঙ্ক। কেউ কেউ বলেন : যে বস্তুর সাথে হেলান দেওয়া হয়; চাই তা খাট-পালঙ্ক হোক, বিছানা হোক কিংবা নববধু বসার জন্য সুসজ্জিত পালঙ্ক হোক।

لَا اُلْفِيَنَّ এর তাহকীক

لَا اُلْفِيَنَّ এর অর্থ হল– لَا اَجِدَنَّ অর্থাৎ আমি যেন কখনো না পাই। সীগাহ– وَاحِد مُتَكَلِّم ; বহস– نَهِي مَعْرُوف بَانُون ثَقِيلَه ; মতলব হল, উম্মতকে নিষিদ্ধ বিষয়ে জড়িয়ে না পড়ার ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করা। যেমন– আমরা অনেক সময় কাউকে বলে থাকি, لَا اُرِيَنَّكَ هٰهُنَا অর্থাৎ আমি যেন তোমাকে কখনো এখানে না দেখি। উদ্দেশ্য থাকে, তুমি কখনো এখানে আসবে না। এটা আদৌ উদ্দেশ্য থাকে না যে, তুমি এখানে আসতে পার– তবে আমি যেন তোমাকে না দেখি। ঠিক একইভাবে হাদীসেও কঠোরভাবে হাদীস অস্বীকার

মোটকথা, হাদীসের মর্ম হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা হালাল বা হারাম করেছেন, তা মানা অত্যাবশ্যক হওয়ার ব্যাপারটি আল্লাহর কৃত হালাল-হারামের মতোই; এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য নেই।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

প্রশ্ন হতে পারে, হাদীসে শুধু হারামের দিকটাই উল্লেখ করা হয়েছে; হালালের কথা উল্লেখ করা হয় নি কেন?

উত্তর : এর কারণ হল, যাতে বুঝা যায়, সবকিছুর আসল ইবাহাত (বৈধতা) আর হুরমত (অবৈধতা) হল আকস্মিক বিষয়।

হাদীস শরঈ দলীল হওয়ার প্রমাণ

একথা অনস্বীকার্য যে, প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন। তন্মধ্যে একটি দায়িত্ব হল, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁরই হুকুম আহকাম প্রচার করবেন। যেমনটি আল্লাহ পাক কুরআনে পাকে বলেন–

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ

"হে রাসূল! আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয়েছে, আপনি তা পৌছয় দিন।

বুঝা গেল, তিনি একজন মুবাল্লিগ ছিলেন। তাঁর অপর একটি দায়িত্ব হল, তিনি কুরআনের ব্যাখ্যাদাতা। যেমন, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন–

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ إِلَيْهِمْ

"আমি আপনার প্রতি কুরআন নাযেল করেছি, যাতে আপনি মানুষের কাছে ব্যাখ্যা করতে পারেন– যা আমি তাদের প্রতি নাযেল করেছি।"

তাঁর আরেকটি দায়িত্ব হল, তিনি কুরআন ও সুন্নার শিক্ষা দিবেন। যেমন, আল্লাহ পাক বলেন– وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

"আর তিনি কিতাব ও হিকমত তথা সুন্নাহ শিক্ষা দান করেন।"

তা ছাড়া তিনি পবিত্র বস্তুসমূহকে মানুষের জন্য হালালকারী ও অপবিত্র বস্তুসমূহকে হারাম সাব্যস্তকারী। যেমন, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন–

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

"তিনি তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহকে হালাল করেন আর তাদের উপর হারাম করেন অপবিত্র বস্তুসমূহ।"

এমনিভাবে তিনি মুমিনদের কর্মকাণ্ডের সিদ্ধান্ত প্রদানকারী। যেমন আল্লাহ পাক বলেন–

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

"আল্লাহ ও তদীয় রাসূল ﷺ যখন কোনো মুমিন পুরুষ বা নারীর কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন, তখন আর তাদের সে বিষয়ে নিজস্ব ইখতিয়ার থাকে না।"

উপরন্তু তিনি উম্মতের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহে বিচারকও বটে। যেমন, ইরশাদ হচ্ছে–

فَلَاوَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِىْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا.

"আপনার প্রতিপালকের কসম! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের পারস্পরিক বিষয়ে আপনাকে বিচারক হিসেবে মেনে নিবে। এরপর আপনি তাদের জন্য যে ফয়সালা করেছেন, সে ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে কোনো দ্বিধা-সঙ্কোচ করবে না।"

এতো গেল আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি আরোপিত দায়িত্বসমূহের কথা। অপরদিকে নিম্নের আয়াতসমূহে আল্লাহ পাক সমগ্র উম্মতকে তার আনুগত্য ও অনুসরণের জন্য আদেশ দিয়েছেন। যেমন, আল্লাহ পাক বলেন–

وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ، وَقَالَ أَيْضًا : قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ .... الخ ، وَقَالَ أَيْضًا : وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ، وَقَالَ أَيْضًا : وَأَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ، وَقَالَ أَيْضًا : وَإِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا .

বহু আয়াতে আমাদেরকে তার ইতাআত করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে। সারকথা, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উপর আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কখনো কোনো কথা বলেছেন কখনো কোনো কাজ করেছেন আবার কখনো কোনো কিছু সমর্থন করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা, কাজ ও সমর্থনের নামই হল হাদীস বা সুন্নত। আমাদেরকে আল্লাহ সেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইত্তিবার আদেশ করেছেন। এ ইত্তিবা সুন্নতের অনুসরণের মাধ্যমেই বাস্তবায়ন হবে। বুঝা গেল, রাসূলের সুন্নত আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকেই উম্মতের জন্য শরঈ প্রমাণ ও দলীল সাব্যস্ত করে দেওয়া হয়েছে।

সুতরাং সুন্নতকে অস্বীকার করার অর্থ হল, কুরআনে কারীমের উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ অস্বীকার করা। তা ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ যা কিছু বলতেন, তা অহীর মাধ্যমেই বলতেন। নিজের পক্ষ থেকে কোনো কিছু বলতেন না। যেমন,

কুরআনে কারীমে আল্লাহ পাক বলেন–

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ، اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْیٌ يُّوْحٰى

"তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) প্রবৃত্তির তাড়নায় কোনো কথা বলেন না। তিনি যা কিছু বলেন, তা তো কেবলই অহী।"

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে–

قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَاۤءِ نَفْسِيْ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا بِمَا يُوْحٰى اِلَيَّ

"আমার কোনো সাধ্য নেই যে, আমার পক্ষ থেকে কোনো কিছু পরিবর্তন করে দিব। আমি তো কেবল তা–ই অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি আদেশ করা হয়।"

মোটকথা, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা কিছু বলেন, করেন বা সমর্থন করেন, সবই অহী নির্ভর আর এ সবের সমষ্টিই হল সুন্নত। আমাদেরকে কুরআনে আল্লাহ পাক রাসূলের ইত্তিবা করার আদেশ দিয়েছেন অর্থাৎ তাঁর সুন্নতের অনুসরণের আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং সুন্নত আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে উম্মতের জন্য حُجَّتْ তথা শরঈ প্রমাণ সাব্যস্ত হল।

হাদীস অস্বীকার ফিতনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

হাদীস অস্বীকারের ফিতনা মূলত খারেজী সম্প্রদায় কর্তৃক শুরু হয়েছে। সিফ্ফীনের যুদ্ধের পরবর্তী সালিশী ফয়সালার সিদ্ধান্ত যে সকল সাহাবায়ে কিরাম মেনে নিয়েছিলেন, খারেজী সম্প্রদায় তাঁদের সবাইকে কাফের ঘোষণা দিয়েছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের থেকে বর্ণিত হাদীসগুলোকেও তারা অস্বীকার করতে শুরু করে। পরবর্তীকালে এদেরই পদাঙ্কানুসরণ করে যুগে যুগে এ ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ভারত উপমহাদেশে এ ফিতনা সূচনা হয় স্যার সৈয়দ ও তার সঙ্গী মৌলভী চেরাগ আলীর মাধ্যমে। এরপর তাদেরই সমর্থক কিছু ভাড়াটে দালাল আবদুল্লাহ চক্রালভীর নেতৃত্বে "আহলে কুরআন" নামে একটি স্বতন্ত্র দল তৈরি হয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল যেসব হাদীস তাদের দৃষ্টিতে কুরআনের সাথে বাহ্যিকভাবে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, সেগুলোকে অস্বীকার করা। তারপর এদেরই একজন আসলাম জয়লাজপুরী "আহলে কুরআন" দল থেকে বেরিয়ে এসে আরেকটি দল গঠন করে। যারা সরাসরি হাদীস অস্বীকার করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে। অবশেষে গোলাম আহমদ পারভেজের নেতৃত্বে হাদীস অস্বীকারের এ ফেতনা এ উপমহাদেশে পূর্ণতা লাভ করে।

শিরোনামের সাথে হাদীসের সম্পর্ক

অনুচ্ছেদ শিরোনাম দেওয়া হয়েছে, 'হাদীসের মর্যাদা দান ও এর বিরোধিতার ব্যাপারে কঠোরতা'। আর আলোচ্য হাদীসেও হাদীসের ব্যাপারে ধৃষ্টতা প্রদর্শন না করে একে কার্যত কুরআনের সমমর্যাদা দানের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই সম্পর্ক সুস্পষ্ট।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ.

(٢) حَقِّقِ الْاَلْفَاظَ الْمُعْلَمَةَ مُوْضِحًا.

(٣) بَيِّنْ غَرَضَ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ مُوْضِحًا.

(٤) اَوْضِحْ قَوْلَهُ : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللّٰهِ وَقَوْلَهُ : اَلَا وَاِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .. الخ.

(٥) اَثْبِتْ حُجِّيَّةَ الْحَدِيْثِ وَالسُّنَّةِ نَقْلًا وَعَقْلًا مُفَصَّلًا.

(٦) اُكْتُبْ تَارِيْخَ فِتْنَةِ اِنْكَارِ الْحَدِيْثِ.

(٧) اُذْكُرْ مُنَاسَبَةَ الْحَدِيْثِ بِتَرْجَمَةِ الْبَابِ.

(٨) اُكْتُبْ وَجْهَ الْاِقْتِصَارِ عَلٰى ذِكْرِ الْحُرْمَةِ دُوْنَ الْحِلَّةِ

---

١٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَوْفٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

সহজ তরজমা

(১৪) আবূ মারওয়ান মুহাম্মদ ইবনে উসমান রহ. ..... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমাদের এ দীনের মাঝে যদি কেউ এমন কিছু উদ্ভাবন করে, যা এর থেকে নয়– তা পরিত্যাজ্য।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَمْرِنَا هٰذَا এর ব্যাখ্যা

"اَمْرُنَا" বলতে এখানে দীন ইসলামকে বুঝানো হয়েছে। আর اَمْر এর শাব্দিক অর্থ– ব্যবস্থা, কাজ ইত্যাদি। হাদীসে সরাসরি دِيْنُنَا বা اِسْلَامُنَا না বলে اَمْرُنَا (আমাদের কাজে, অবস্থায়) বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে, দীন ও ইসলামকে আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে এমনভাবে গ্রহণ করা উচিত, যেন তা আমাদের কার্যে পরিণত হয়ে যায়। আমাদের কোনো কাজই যেন দীনের বাইরে না থাকে। আর দীন ও ইসলাম তখনই আমাদের কার্যে পরিণত হবে, যখন সকল কথা ও কাজে আমরা দীনকে সাথে রাখব।

এখানে هٰذَا মূলত কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য গঠন করা হয়েছে অথচ তা দীনের দিকে ইঙ্গিত করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, যা কিনা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। এর কারণ হল, দীন স্পষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে এতটাই পরিপূর্ণ যে, এখন এটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর মতো হয়ে গেছে। এখন তার প্রতি ইঙ্গিত করলে هٰذَا দ্বারা করা যাবে। বস্তুত এখানে সেদিকে ইঙ্গিত করাই উদ্দেশ্য।

مَا لَيْسَ مِنْهُ এর ব্যাখ্যা

এখানে مَا لَيْسَ مِنْهُ দ্বারা এমন সব কাজ উদ্দেশ্য, যা দীন বা দীনের মাধ্যম হয়। এ ছাড়া অন্য সব বিষয় বিদ'আত বা নব আবিষ্কৃত অর্থাৎ সকল নতুন বিষয় বিদ'আত নয়। কারণ, নব আবিষ্কৃত বিষয় দু'প্রকার।

(১) যা দীনের মাধ্যমও নয়। যেমন : মিলাদ, কিয়াম ইত্যাদি। (২) যা দীনের মাধ্যম। যেমন : নাহু, সরফ, বালাগাত, মাদরাসা, খানকা ইত্যাদি। এগুলো যদিও সরাসরি দীন নয়, তবে দীনের জন্য এগুলো মাধ্যম। সুতরাং এগুলো বিদ'আত নয় বরং শুধ প্রথম প্রকার নব আবিষ্কৃত বিষয়াবলী বিদ'আত।

فَهُوَ رَدٌّ এর ব্যাখ্যা

এখানে هُوَ এর مَرْجِع দুটি হতে পারে।

(১) اَمْر مُحْدَث বা নব আবিষ্কৃত বস্তু। অর্থ হল, فَالَّذِىْ اَحْدَثَهُ مَرْدُوْدٌ غَيْرُ مَقْبُوْل অর্থাৎ নব আবিষ্কৃত বস্তুটি প্রত্যাখ্যাত।

(২) বিদ'আতি ব্যক্তি। তখন অর্থ হবে, فَالشَّخْصُ الَّذِىْ اَحْدَثَ مَرْدُوْدٌ مَطْرُوْدٌ عَنْ بَابِنَا অর্থাৎ যে ব্যক্তি এ বিষয়টি আবিষ্কার করেছে, সে আমার দল থেকে বিতাড়িত, প্রত্যাখ্যাত।

শিরোনামের সাথে মিল

যেহেতু আলোচ্য হাদীসে নব আবিষ্কৃত বিষয়সমূহকে প্রত্যাখ্যাত বলা হয়েছে, সেহেতু যা এমন নয় বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পক্ষ থেকে অনুমোদিত এবং হাদীস ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত, কেবল তা-ই গ্রহণযোগ্য। সুতরাং একমাত্র সম্মান হাদীসেরই প্রাপ্য। আর তরজমাতুল বাবও হাদীসের সম্মান বিষয়ে। কাজেই মিল স্পষ্ট। (বিদ'আত সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।)

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ مُوْضِحًا.

(٢) اَوْضِحِ الْعِبَارَاتِ الْمُعَلَّمَةَ.

(٣) بَيِّنْ مُنَاسَبَةَ الْحَدِيْثِ بِتَرْجَمَةِ الْبَابِ

١٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُوْرِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لا تَمْنَعُوْا اَمَاءَ اللّٰهِ اَنْ يُّصَلِّيْنَ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ اِبْنٌ لَهٗ اَنَا لَنَمْنَعُهُنَّ فَقَالَ فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيْدًا وَقَالَ اُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَتَقُوْلُ اَنَا لَنَمْنَعُهُنَّ؟

সহজ তরজমা

(১৫) মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া নিশাপুরী রহ. ..... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা আল্লাহর বান্দীদের (মহিলাদের) মসজিদে সালাত আদায় করতে মানা করো না। তখন ইবনে উমর রাযি.-এর এক পুত্র বললেন, আমরা অবশ্যই তাদের নিষেধ করব। রাবী বলেন, এতে তিনি ভয়ানক রাগান্বিত হয়ে বললেন, আমি তোমার নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস বর্ণনা করছি, অথচ তুমি বলছ 'আমরা অবশ্যই তাদের নিষেধ করব!'

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

রিওয়ায়াতের বিভিন্নতা

ইবনে মাজাহ শরীফের আলোচ্য রিওয়ায়াতসহ ও এ ধরনের আরও কিছু রিওয়ায়াতে মহিলাদের মসজিদে গমনে বাধা দেওয়ার বিষয়টি রাতের সাথে সীমাবদ্ধ করা হয় নি। পক্ষান্তরে বুখারী ও মুসলিম শরীফের এক রিওয়ায়াতে বাধা প্রদান না করার বিষয়টি রাতের সাথে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং দু'ধরনের রিওয়ায়াতের মধ্যে বাহ্যত বিরোধ মনে হয়। এর সমাধান কী?

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. সাধারণ রিওয়ায়াতগুলোকে مُقَيَّد بِاللَّيْلِ তথা রাতের শর্তযুক্ত রিওয়ায়াতগুলোর উপর প্রযোজ্য ধরে বলেছেন, যে রিওয়ায়াতগুলোতে রাতের কথা উল্লেখ নেই, তাতে রাতের কয়েদ আছে মনে করতে হবে এবং মসজিদে যেতে বাধা না দেওয়ার বিষয়টিকে রাতের সাথে সীমাবদ্ধ রাখা হবে।

পক্ষান্তরে হাফেয ইবনে হাজার আসকালী রহ. বলেছেন এর উল্টো অর্থাৎ তিনি শর্তযুক্ত রিওয়ায়াতগুলোকে সাধারণ রিওয়ায়াতের উপর প্রয়োগ করেছেন। সুতরাং তার মতে অর্থ হবে, যেহেতু রাতের বেলাতেই মসজিদে যেতে বাধা দিতে নিষেধ করা হয়েছে, তাই দিনের বেলায় যেতে বাধা না দেওয়ার বিষয়টি তো আরো ভালভাবেই বুঝতে হবে। কারণ, রাতে মসজিদে গমন যতটা ঝুঁকিপূর্ণ, দিনে তার থেকেও কম ঝুঁকিপূর্ণ। সুতরাং রাতেই যখন বাধা দেওয়া যাবে না, তখন দিনে আরও আগে বাধা দেওয়া যাবে না।

মহিলাদের জন্য মসজিদে গিয়ে নামায আদায়ের হুকুম

আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসসহ এ ধরনের অন্যান্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, মহিলাগণ নামায আদায়ের জন্য মসজিদে গমন করতে পারবে। এ ব্যাপারে পুরুষগণ তাদেরকে বাঁধা দেওয়া অধিকার রাখে না। পক্ষান্তরে এ গুলোর ব্যতিক্রম কিছু রিওয়ায়াত পাওয়া যায়, যেগুলো দ্বারা তাদের মসজিদে গমন না করে নিজ গৃহে নামায আদায় করা উত্তম বুঝা যায়। এ জন্য ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মহিলাগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানায় মাসায়েল শিক্ষা করার প্রয়োজনে এবং ফিতনা ফাসাদ কম থাকার কারণে মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে হযরত উমর রাযি. সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের উপস্থিতিতে ফিতনা-ফাসাদ বেড়ে যাওয়ার কারণে মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করেছেন। এমনকি এ ব্যাপারে প্রিয়নবী ﷺ-এর সহধর্মিনী হযরত আয়েশা রাযি. বলেন–

لَوْ اَدْرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ

অর্থাৎ মহিলাগণ (পরবর্তী সময়ে) যেসব ফিতনা উদ্ভাবন করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি সেগুলো দেখতেন, তবে তিনি মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে বারণ করতেন; যেমনি বনী ইসরাইলের মহিলাদেরকে এ বিষয়ে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল। (বুখারী : ১/১২০)

অকাট্য প্রমাণসমূহের এ বিভিন্নতার কারণেই পরবর্তীকালে এ বিষয়টি নিয়ে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়।

মালেকী ফেকাহবিদগণ বলেন, বৃদ্ধা মহিলাদের জন্য মসজিদে গমন করা জায়েয। পক্ষান্তরে যুবতী নারীদের জন্য মসজিদে যাওয়া নিষেধ।

অন্য একদল ফকীহের মতে বৃদ্ধা-যুবতী নির্বিশেষে সকলেই শর্ত সাপেক্ষে মসজিদে যেতে পারবে। শর্তগুলো নিম্নরূপ :

(১) মসজিদে গমনের সময় সুগন্ধী ব্যবহার করবে না।
(২) সাজ-সজ্জা গ্রহণ করবে না।
(৩) পায়ে নুপূর, হাতে এমন বালা যেগুলোর আওয়ায শোনা যায়, তা পরতে পারবে না।
(৪) জাঁক-জমকপূর্ণ পোশাক পরিধান করবে না।
(৫) পুরুষদের সাথে মিলেমিশে যেতে পারবে না।
(৬) রাস্তায় ফিতনার আশঙ্কা থাকতে পারবে না।

আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ. সেই সঙ্গে আরেকটি শর্ত বাড়িয়েছেন। তা হল–

(৭) দিনের বেলায় নয়, রাতের বেলায় যেতে হবে।

তবে পরবর্তী যমানার হানাফীগণ এ ব্যাপারে আরো কঠোরতা আরোপ করে বলেন : বর্তমান সময়ে রাতে হোক চাই দিনে, উল্লিখিত শর্ত পাওয়া যাক চাই না পাওয়া যাক, যুবতী-বৃদ্ধা নির্বিশেষে কারো জন্য মসজিদে গমন করা জায়েয নেই।

আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ. তার অমর গ্রন্থ "ফতহুল মুলহিমে" এর কারণ ব্যাখ্যা করে, কেননা বলেন-

বর্তমান সময়ে যেহেতু উপর্যুক্ত শর্তগুলো একেবারেই পাওয়া যায় না, কেননা বর্তমানে দেখা যায়, মেয়েরা ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এমন সব সাজ-সজ্জা গ্রহণ করে, যেগুলো তারা ঘরেও করে না। তা ছাড়া বখাটেদের আনাগোনা এখন প্রকটভাবে বেড়ে গেছে। কাজেই সাজ-সজ্জা করে হোক চাই না করে হোক, কোনো অবস্থাতেই মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে অনুমতি দেওয়া হবে না; এমনকি রাতেও না। যদিও নস দ্বারা তা প্রমাণ আছে। কারণ, দিনের তুলনায় রাতেই বখাটেদের উৎপাত বেশী লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং সবকিছু মিলিয়ে মুতাআখখেরীন হানাফী মুফতীয়ানে কেরাম সর্বাবস্থাতেই মহিলাদের মসজিদে গমন নাজায়েয বলে ফতওয়া প্রদান করেছেন।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, যেখানে স্পষ্ট নুসূস দ্বারা মহিলাদের মসজিদে গমনের বৈধতা প্রমাণিত হল, সেখানে কিয়াস করে সে নসগুলোকে রহিত করে দেওয়া কী করে যুক্তিসঙ্গত হতে পারে?

আল্লামা উসমানী রহ. এ অভিযোগের দু'টি জবাব দিয়েছেন।

(১) এখানে কিয়াসের মাধ্যমে নুসূসগুলোকে রহিত হয়ে গেছে, তা বলা হয় নি বরং ফেতনা সৃষ্টি করা থেকে বাধা দান সম্বলিত সাধারণ নুসূসের মাধ্যমে বিষয়টিকে নাজায়েয বলা হয়েছে। কারণ, এর বৈধতা দিলে ফিতনাকে উস্কে দেওয়া হবে।

(২) মহিলাদের মসজিদে গমনের বৈধতা মূলত শর্তসাপেক্ষ ছিল। তা হল মহিলাগণ ওই সব লৌকিকতা ও সাজ-সজ্জা পরিহার করে যাবে, যেগুলো বর্তমান সময়ের মেয়েরা করে থাকে। এর প্রমাণ হল, হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত ওই হাদীস, যা আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি। মোটকথা, যেহেতু এখন আর ওই সব শর্তাবলী মোটেই পাওয়া যাচ্ছে না, বিধায় বৈধতার হুকুম এখন আর অবশিষ্ট নেই। এখানে কিয়াসের মাধ্যমে অবৈধ বলা হয়েছে, এমনটি বলা মোটেও ঠিক হবে না।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, যারা মহিলাদের মসজিদে গমনের অনুমতি বহাল রেখেছেন, তারাও মহিলাদের ঘরে নামায পড়া যে মসজিদে নামায পড়া অপেক্ষা উত্তম, তাতে কোনো সন্দেহ পোষণ করেন নি।

فَقَالَ اِبْنٌ لَهُ : ছেলেটির নাম কী?

আলোচ্য রিওয়ায়াতে হযরত ইবনে উমর রাযি.-এর যে ছেলেটি তাঁর হাদীসের বিরোধিতা করেছেন, তার নাম উল্লেখ নেই। তবে তার নাম কি ছিল, এ ব্যাপারে রিওয়ায়াতে কয়েকটি মত পাওয়া যায়।

(১) মুসলিম শরীফে দু'টি রিওয়ায়াতে ছেলেটির নাম বেলাল উল্লেখ করা হয়েছে। দু'টি রেওয়ায়াতের একটির বর্ণনাকারী স্বয়ং বেলাল আর অপরটির বর্ণনাকারী তার ভাই সালেম।

(২) মুসনাদে আহমদের এক রিওয়ায়েতে সন্দেহের সাথে এভাবে বর্ণিত হয়েছে- فَقَالَ سَالِمٌ أَوْ بَعْضُ بَنِيْهِ অর্থাৎ তখন সালেম বা ইবনে উমরের অন্য কোনো ছেলে বললেন।

(৩) মুসলিম শরীফের অপর এক বর্ণনায় তার নাম ওয়াকেদ উল্লেখ আছে। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. উল্লিখিত রিওয়ায়েতসমূহের মধ্যে এভাবে সমন্বয় সাধন করেছেন যে, এখানে ঘটনার নায়ক মূলত বেলাল রহ. হওয়াটাই অগ্রগণ্য। কারণ, এক বর্ণনায় খোদ বেলাল ও অপর বর্ণনায় তার ভাই সালেম, ঘটনার বিরোধিতাকারী বেলাল বলে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে মুসনাদে আহমদের রিওয়ায়েতে তো সন্দেহের সাথে বর্ণনা করা হয়েছে। কাজেই সেই বর্ণনা মারজূহ আর ওয়াকেদ সম্বলিত হাদীসের দুটি উত্তর দেওয়া যেতে পারে।

(এক) এই বর্ণনাটি مَحْفُوْظ নয় বরং شَاذٌ।

(দুই) যদি এটিকে মাহফূজ মেনেও নেওয়া হয়, তা হলে সম্ভবত এ ঘটনা উভয়ের সাথে একই বৈঠকে বা ভিন্ন ভিন্ন বৈঠকে ঘটেছে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيْدًا এর ব্যাখ্যা

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে, হযরত ইবনে উমরের ছেলে একটি বাস্তব সম্মত কথা বলার পরও হযরত ইবনে উমর রাযি. তার উপর এভাবে রেগে গেলেন কেন? এর জবাবে আল্লামা ইবনে হাজার রহ. বলেন, যেহেতু ছেলেটি স্পষ্ট ভাষায় হাদীসের বিরোধিতা করেছে আর অপর দিকে হযরত ইবনে উমর রাযি. ছিলেন হাদীস ও সুন্নাহর গভীর আশেক। এজন্য তিনি এভাবে রেগে গেছেন। যদি স্পষ্ট ভাষায় হাদীসের বিরোধিতা না করে বলত, প্রকাশ্যে মসজিদে যাওয়ার কথা বললেও মেয়েদের ভিতরে থাকে অন্যকিছু, তাই তাদেরকে এ পরিপ্রেক্ষিতে মসজিদে যেতে বাঁধা দেয়া উচিত, তা হলে হয়ত তিনি এভাবে রেগে যেতেন না।

এখানে একটি বিষয় জানার আছে, তা হলে ইবনে উমর রাযি.-এর ছেলে বেলালই বা কেন এভাবে প্রকাশ্যে হাদীসের বিরোধিতা করলেন?

তার জবাব হল, তিনি যখন তখনকার কিছু মহিলা থেকে এ ধরনের অপ্রীতিকর কিছু লক্ষ্য করেছেন, তখন তা তার আত্মসম্মানবোধে আঘাত করেছে। এজন্য তিনি অবচেতন হয়ে এমনটি করেছেন এবং অনিচ্ছায় মুখ থেকে একথা বেরিয়ে এসেছে।

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল

মিল খুবই স্পষ্ট। কারণ, হাদীসে হযরত ইবনে উমর রাযি. স্বীয় ছেলে কর্তৃক হাদীসের বিরোধিতা করায় তার উপর কঠিনভাবে রেগে গেলেন। বুঝা গেল, হাদীসের বিরোধিতা করলে আত্মসম্মানবোধে আঘাত লাগাই হল হাদীসের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের দাবি।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ.

(٢) طَبِّقْ بَيْنَ الرِّوَايَةِ الْمُطْلَقَةِ وَ الرِّوَايَةِ الْمُقَيَّدَةِ.

(٣) اُكْتُبْ حُكْمَ خُرُوْجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ لِاَدَاءِ الصَّلَاةِ مُدَلَّلًا مُرَجَّحًا.

(٤) عَيِّنْ اِسْمَ ابْنِ عُمَرَ رض فِى الرِّوَايَةِ.

(٥) لِمَاذَا غَضِبَ ابْنُ عُمَرَ رض عَلٰى وَلَدِهٖ مَعَ اَنَّهٗ لَمْ يَقُلْ اِلَّا بِمَا ظَهَرَ؟

(٦) اُكْتُبْ مُنَاسَبَةَ الْحَدِيْثِ بِتَرْجَمَةِ الْبَابِ.

---

١٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ الْمِصْرِيُّ اَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهٗ اَنَّ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ فِىْ شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِىْ يَسْقُوْنَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الْاَنْصَارِىُّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ فَاَبٰى عَلَيْهِ فَاخْتَصَمَا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ اَرْسِلِ الْمَاءَ اِلٰى جَارِكَ فَغَضِبَ الْاَنْصَارِىُّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ كَانَ اِبْنُ عَمَّتِكَ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

ثُمَّ قَالَ يَا زُبَيْرُ، اِسْقِ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ اِلَى الْجُدُرِ قَالَ فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَحْسَبُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ فِىْ ذٰلِكَ ـ (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا)

সহজ তরজমা

(১৬) মুহাম্মদ ইবনে রুমহ ইবনে মুহাজির মিসরী র. ...... আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. থেকে বর্ণিত। একবার এক আনসারী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সামনে যুবায়ের রাযি. এর সঙ্গে খেজুর বাগানে পানি সরবরাহ নিয়ে ঝগড়া করল। আনসারী বলল, পানি প্রবাহিত হতে দাও। কিন্তু তিনি (যুবায়ের) এতে অস্বীকৃতি জানালেন। তাঁরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট অভিযোগ পেশ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে যুবায়ের! নিজের বাগানে পানি দেওয়ার পরে তোমার প্রতিবেশীর জন্য পানি ছেড়ে দাও। একথা শুনে আনসারী রাগান্বিত হয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনার ফুফাত ভাই হওয়ার কারণে এরূপ (ফায়সালা দিলেন)? এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। এরপর তিনি বললেন, হে যুবায়ের! নিজের বাগানে পানি দাও। এরপর তা বন্ধ করে দাও। যতক্ষণ না তা বৃক্ষমূলে পৌঁছয়। রাবী বলেন, তখন যুবায়র রাযি. বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমার মনে হয়, নিম্নোক্ত আয়াতটি এ ঘটনাকে উপলক্ষেই নাযিল হয়েছে–

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

“ কিন্তু না আপনার প্রতিপালকের কসম! তারা মমিন হবে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার-ভার তোমার উপর অর্পণ করে। এরপর আপনার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তারা তা মেনে না নেয়।” (৪ : ৬৫)

সহজ তাহকীকও তাশরীহ

"شِرَاج" শব্দটি বহুবচন, একবচন হল شَرَج ; অর্থ : পাথুরে ভূমি থেকে সমতল ভূমিতে পানি প্রবাহের পথ। এখানে شَرَج শব্দটি حَرَّة এর দিকে اِضَافَت করা হয়েছে। কারণ, মদীনার একটি পাথুরে ভূমির নাম হল حَرَّة হার্‌রা আর উক্ত প্রবাহের স্থানটি ছিল সেখানে। "جُدُر" এর অর্থ হল, খেজুর বাগানের আশপাশের গর্ত বা খাদ যেখানে পানি জমা থাকে। أَنْ كَانَ اِبْنَ عَمَّتِكَ এখানে أَنْ শব্দের শুরুতে لَامِ تَعْلِيْل উহ্য আছে। মূলত। لِاَنْ كَانَ

হাদীসে رَجُلٌ এর পরিচয়

আলোচ্য রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে : رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ অর্থাৎ লোকটি আনসারী ছিল। অপর এক রিওয়ায়াতে আছে : قَدْ شَهِدَ بَدْرًا অর্থাৎ লোকটি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় আছে : إِنَّهُ مِنْ أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ অর্থাৎ লোকটি ছিল আউছ গোত্রের একটি শাখা বনী উমাইয়া ইবনে যায়েদ বংশের। এ তিনটি রিওয়ায়াতকে একত্র করলে বুঝা যায়, লোকটি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আউস গোত্রের উমাইয়া ইবনে যায়েদ শাখার এক আনসারী ব্যক্তি ছিল। তবে সুনির্দিষ্টভাবে তার নাম কি ছিল, এ ব্যাপারে প্রচুর মতভেদ রয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল।

হাদীসে বর্ণিত লোকটির নাম কি?

লোকটির নাম কি ছিল এ ব্যাপারে আল্লামা ইবনে হাজার রহ. ৫টি উক্তি নকল করেছেন। সেগুলো হল–

(এক) লোকটির নাম ছিল হুমাইদ। কিন্তু আবু মূসা আল-মাদিনী 'জাইলুস সাহাবা' নামক কিতাবে দুটি কারণে উক্তিটিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

(ক) বিভিন্ন রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত আছে : লোকটি বদরী সাহাবী ছিলেন, অথচ বদরী সহাবীদের মধ্যে হুমাইদ নামের কেউ ছিল না ।

(খ) ঘটনাটি বিভিন্ন রিওয়াতে বর্ণিত হলেও একটি রিওয়ায়াত ব্যতীত অন্য কোনো রিওয়ায়াতে এ নাম উল্লেখ নেই।

(দুই) আবুল হাসান মুগীছ বলেন, লোকটির নাম ছিল ছাবেত ইবনে কায়স ইবনে শাম্মাছ। তার এ উক্তির ব্যাপারে তিনি কোনো প্রমাণ উল্লেখ করেন নি। তা ছাড়া ইমাম ইবনে হাজার রহ. বলেন : ছাবেত ইবনে কায়স বদরী সাহাবী নন, অথচ লোকটি বদরী ছিলেন।

(তিন) ওয়াহেদী বলেন, লোকটির নাম ছিল ছা'লাবা ইবনে হাতেব আনসারী। যার ব্যাপারে কুরআনের আয়াত وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللّٰهَ নাযেল হয়েছে। তিনিও তার এ মতামতের ব্যাপারে কোনো প্রমাণ পেশ করেন নি। ইবনে হাজার রহ. বলেন, ছা'লাবা বদরী সাহাবী নন।

(চার) ছালাবী ও মাহদী বলেন, লোকটির নাম হাতেব ইবনে আবী বালতা'আ। ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এ মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এ মতের প্রক্ষে প্রমাণ হল, হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব রহ. রিওয়ায়াত করেছেন– فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ .... الخ এ আয়াতটি হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম ও হাতেব ইবনে আবী বালতা'আর ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। যারা পানির বিষয়ে পরস্পরে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছিলেন। আর এ রিওয়ায়াতটির সনদও শক্তিশালী। যদিও তা মুরসাল।

এ মতামতের উপর দুটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।

প্রথম প্রশ্ন রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যায়, লোকটি আনসারী ছিলেন। অথচ হযরত হাতেব রাযি. আনসারী ছিলেন না। তিনি ছিলেন বদরী?

ইবনে হাজার রহ. এ প্রশ্নের জবাবে বলেন, এখানে আনসারী বলতে শব্দটির পারিভাষিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়, যা কিনা মুহাজিরীনদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে না বরং এখানে অভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য অর্থাৎ আল্লাহর দীনের সাহায্যকারী। এ অর্থানুযায়ী মুহাজেরীনও আনসারদের অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় প্রশ্ন রিওয়ায়াতে আছে লোকটি উমাইয়া ইবনে যায়দ গোত্রের ছিলেন। অথচ হযরত হাতেব ইবনে আবী বালতা'আ এ গোত্রের ছিলেন না।

এর জবাবে ইবনে হাজার রহ. বলেন, সম্ভবত লোকটির বাড়ি ছিল উমাইয়া গোত্রে। এ জন্য তাকে সেই বংশের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

(পাঁচ) ইমাম কুরতুবী, আহু, ইসহাক প্রমুখ আলেমগণ বলেন, লোকটি মুনাফিক ছিল।

এ মতের ব্যাপারে দুটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।

(এক) রিওয়ায়াতে পাওয়া যায়, লোকটি আনসারী ছিল। অথচ মুনাফিককে আনসার বলা হয় না?

কেউ কেউ এ প্রশ্নের উত্তর দেন, এখানে كَانَ مِنَ الْأَنْصَارِ বলতে كَانَ مِنْ قَبِيْلَةِ أَنْصَرٍ উদ্দেশ্য কাজেই কোনো প্রশ্ন নেই।

(দুই) রিওয়ায়েতে আছে, লোকটি বদরী ছিল। অথচ বদরী সাহাবিদের কেউ মুনাফিক ছিলেন না।

এ প্রশ্নের জবাবে বলা হয়, লোকটি যখন কাণ্ডটি ঘটিয়েছিল, তখন সে মুনাফিক ছিল। অবশেষে সে মুসলমান হয়ে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে।

ইবনে হাজার রহ. এ প্রশ্নের জবাবে বলেন, লোকটির বাহ্যিক অবস্থাদৃষ্টে তো এমনি মনে হয় যে, সে মুনাফিক ছিল; কিন্তু এটাও সম্ভব যে, সে প্রকৃত অর্থে মুনাফিক ছিল না, ক্রোধের কারণে সে এমন কাণ্ড ঘটাতে বাধ্য হয়েছিল। যেমনটি অন্যান্যদের থেকেও এমন ঘটনা পাওয়া যায়।

আল্লামা তূরপুশতি রহ. বলেন, লোকটি মুনাফিক ছিল না। কারণ, সালফ থেকে এমন অভ্যাস পাওয়া যায় না যে, তারা কোনো মুনাফিককে আনসারী বলেন, কিন্তু এখানে যেহেতু আনসারী বলেছেন। বুঝা গেল, সে মুনাফিক ছিল না বরং শয়তান তাকে এমনটি করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং ক্রোধের তীব্রতার কারণে সে শয়তানের কাছে হার মেনে ছিল। আর যে নিষ্পাপ নয়, তার থেকে এমন কিছু ঘটা অস্বাভাবিক বা অনাকাঙ্ক্ষিত নয়।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

এখানে আরেকটি প্রশ্ন হতে পারে। লোকটি যখন মুনাফিক নয় বরং মুমিন প্রমাণিত হল, তখন তার শানে যে আয়াতটি নাযিল হল, তাতেতো বলা হয়েছে, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ খোদার কসম! তারা মুমিন হবে না। তা হলে মুমিনের ব্যাপারে এমন কথা কি করে বলা হল?

আল্লামা ইবনুত্তীন রহ. এ প্রশ্নের জবাবে বলেছেন : লোকটি যদি মুনাফিক না হয়ে থাকে, তা হলে আয়াতের অর্থ হবে– لَا يَسْتَكْمِلُوْنَ الْاِيْمَانَ অর্থাৎ পরিপূর্ণ মুমিন হবে না। সুতরাং লোকটি মুমিন বলা আর আয়াতে পরিপূর্ণ মুমিন নয় বলা এতদুভয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

আরেকটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, প্রিয় নবী ﷺ রাগান্বিত অবস্থায় আনসারী সাহাবীর বিরুদ্ধে ফয়সালা করেছেন, অথচ কোনো বিচারকের জন্য রাগান্বিত অবস্থায় কোনো সিদ্ধান্ত না নেওয়ার নির্দেশ রয়েছে।

জবাব: আল্লামা খাত্তাবী রহ. জবাবে বলেন : রাগান্বিত অবস্থায় সিদ্ধান্ত না দেওয়ার হুকুম এজন্য দেওয়া হয়েছে, যেহেতু এ অবস্থায় সিদ্ধান্ত দিলে ভুল-ভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু প্রিয়নবী ﷺ যেহেতু ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে, বিধায় তাঁর জন্য এ হুকুম প্রযোজ্য নয়। (ফতহুল বারী : ৮/ ৪৫২)

প্রশ্ন-উত্তর

প্রশ্ন: আলোচ্য ঘটনার দিকে তাকালে বাহ্যত আরেকটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় অর্থাৎ যদি রাসূল ﷺ এর রিসালাতের পদ মর্যাদার দিকে না তাকিয়ে ও কেবল একজন বিচারক ও হাকিমের মর্যাদার দিকে লক্ষ্য করা হয়, তবুও কি একজন বিচারকের জন্য নিজের সাথে বেয়াদবীমূলক আচরণকারীর উপর এমন কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়া কি সমীচীন হবে, যদ্দরুন তাকে নানা কষ্ট ও সমস্যার মুখোমুখী হতে হয়?

উত্তর : আসলে প্রথমে পানি সিঞ্চনের ন্যায্য অধিকার ছিল হযরত যুবায়ের রাযি. এর; কিন্তু যেহেতু হযরত যুবায়ের রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফুফাত ভাই ছিলেন, তা-ই কারো মনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যাপারে পক্ষপাতিত্বের সন্দেহ না হতে পারে, সেজন্য রাসূল ﷺ প্রথমে পারস্পরিক সন্ধির ভিত্তিতে হযরত যুবায়ের রাযি.-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তিনি যেন কিছুটা সিঞ্চন করে পানি ছেড়ে দেন। কিন্তু তিনি যখন লোকটি থেকে বেয়াদবীমূলক আচরণ পরিলক্ষিত করলেন, তখন যুবায়ের রাযি. কে পূর্ণ অধিকার আদায় করার পর পানি ছাড়ার সিদ্ধান্ত দিলেন, তা-ই ছিল এ মাসআলার মূল রায়।

আরও একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

প্রশ্ন: আনসারী লোকটি যখন রাসূল ﷺ এর সাথে বেয়াদবীমূলক আচরণ করল, তখন তাকে কোনো শাস্তি দিলেন না কেন? অথচ বর্তমানে কেউ রাসূলের শানে এমন কোনো বেয়াদবীমূলক আচরণ করলে সমস্ত উলামায়ে কিরামের ঐকমত্যে সে কাফের হয়ে যায় এবং তাকে এর মাশুল দিতে হয়?

উত্তর: যেহেতু তখন ইসলামের প্রাথমিক যুগ ছিল, চারদিক থেকে রাসূলের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার-প্রোপাগাণ্ডা হচ্ছিল এবং রাসূলের বিরুদ্ধে ছিদ্রান্বেষণে সর্বদা একটি গ্রুপ কাজ করে যাচ্ছিল, বিধায় তিনি যদি তখন লোকটিকে শাস্তি দিতেন, তারা বলাবলি শুরু করত যে, মুহাম্মদ তার সাথীদেরকেও শাস্তি দেয়। আর এটা বিধর্মীদের জন্য ইসলাম গ্রহণের পথে অন্তরায় হিসেবে কাজ করত। যেভাবে তিনি মুনাফিকদেরকেও শাস্তি দেন নি, অথচ তিনি মুনাফিকদেরকে ভালোভাবে চিনতেন।

শিরোনামের সাথে হাদীসের সম্পর্ক

ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. আলোচ্য হাদীসটি بَابُ تَعْظِيْمِ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللّٰهِ এর অধীনে এনে বুঝিয়েছেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সিদ্ধান্তকে বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নেওয়া প্রতিটি মুমিনের জন্য জরুরি। এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসের সম্মানের পরিপন্থী।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) شَكِّلِ الْحَدِيْثَ ثُمَّ تَرْجِمْهُ مُوْضِحًا.

(٢) حَقِّقِ الْأَلْفَاظَ الْمُعْلَمَةَ وَ تَرْجِمْ.

(٣) عَيِّنِ الرَّجُلَ الْأَنْصَارِيَّ الْمَذْكُوْرَ فِى الْحَدِيْثِ مَعَ ذِكْرِ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِى اسْمِهِ.

(٤) هَلْ كَانَ الرَّجُلُ الْمَذْكُوْرُ فِى الْحَدِيْثِ مُسْلِمًا أَوْ مُنَافِقًا اِنْ كَانَ مُسْلِمًا فَكَيْفَ اعْتَرَضَ عَلٰى قَضَاءِ النَّبِيِّ ﷺ وَ إِنْ كَانَ مُنَافِقًا فَمَا التَّوْفِيْقُ بَيْنَ هٰذِهِ الرِّوَايَةِ وَ بَيْنَ الرِّوَايَةِ الَّتِىْ ذُكِرَ فِيْهَا اَنَّهُ كَانَ بَدْرِيًّا اَجِبْ مُتَيَقِّظًا.

(٥) بَيِّنْ سَبَبَ نُزُوْلِ الْاٰيَةِ: فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ....الخ مَعَ مَا يَرِدُ عَلٰى هٰذِهِ الْاٰيَةِ وَ الْجَوَابِ عَنْهُ؟

(٦) كَيْفَ قَضَى النَّبِيُّ عَلٰى خِلَافِ الرَّجُلِ وَ هُوَ غَضْبَانُ؟

(٧) اُكْتُبْ مُنَاسَبَةَ الْحَدِيْثِ بِتَرْجَمَةِ الْبَابِ.

(٨) لِمَاذَا لَمْ يُعَزِّرِ النَّبِيُّ الرَّجُلَ الْاَنْصَارِيَّ مَعَ اَنَّهُ أَسَاءَ الْاَدَبَ لِشَانِ النَّبِيِّ ﷺ

১৭. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ وَاَبُوْ عَمْرٍو حَفْصُ بْنُ عَمَرَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مُغَفَّلٍ اَنَّهٗ كَانَ جَالِسًا اِلٰى جَنْبِهٖ اِبْنُ اَخٍ لَهٗ فَخَذَفَ. فَنَهَاهُ وَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْهَا وَقَالَ اِنَّهَا لَا تَصِيْدُ صَيْدًا وَلَا تَنْكِيْ عَدُوًّا وَاِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ قَالَ فَعَادَ ابْنُ اَخِيْهِ يَخْذِفُ فَقَالَ اُحَدِّثُكَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْهَا عُدْتَّ ثُمَّ تَخْذِفُهٗ؟ لَا اُكَلِّمُكَ اَبَدًا.

সহজ তরজমা

(১৭) আহমদ ইবনে সাবিত জাহদারী ও আবূ আমর হাফস ইবনে উমর রহ. ..... আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রাযি. থেকে বর্ণিত। একবার তাঁর কাছে তাঁর এক ভাতিজা বসা ছিল। সে তখন কঙ্কর নিক্ষেপ করছিল। তিনি তাকে তা থেকে নিষেধ করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কাজ থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বললেন, এতে না শিকার করা হয় আর না শত্রু পরাভূত হয় বরং এ তো দাঁত ভেঙে দেয় অথবা চক্ষু নষ্ট করে দেয়। রাবী বলেন, তাঁর ভাতিজা পুনরায় পাথর নিক্ষেপ করলে তিনি (ইবনে মুগাফ্ফাল রাযি.) বলেন, আমি তোমাকে হাদীস শুনাচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। অথচ তুমি এরপরও কঙ্কর নিক্ষেপ করছ? আমি তোমার সাথে আর কখনও কথা বলব না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

خَذْف শব্দের অর্থ, বৃদ্ধাঙ্গুলি ও শাহাদাত আঙ্গুলির মাঝে কোনো কঙ্কর বা খেজুরেরবীচি রেখে নিক্ষেপ করা। تَنْكِيْ হল واحد مؤنث এর সীগাহ, যার تاء বর্ণে যবর, কাফে'র নিচে যের ও শেষে ياء যুক্ত হবে। এটি باب ضَرَبَ থেকে এসেছে অর্থাৎ نَكَى الْعَدُوَّ وَفِى الْعَدُوِّ نَكًا يَةً যার অর্থ– হত্যা করা, ক্ষত বিক্ষত করা। এই সীগার মধ্যকার ضمير টি উল্লেখিত خَذَفَ শব্দের মধ্যে অর্থগত যেই حَصَاةٌ রয়েছে, তার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

اِنَّهَا لَا تَصِيْدُ صَيْدًا...الخ এর ব্যাখ্যা:

এ বাক্যটিতে খামোখা কঙ্কর নিক্ষেপের নিষিদ্ধতার যোক্তিকতা তুলে ধরা হয়েছে। যার সারকথা হল, পাথর নিক্ষেপের দুটি কারণ থেকে কোনো একটি উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ১. কোনো কিছু শিকার করা। ২. শত্রুকে যখম করা।

অথচ খামোখা কঙ্কর নিক্ষেপে এ দুটি উদ্দেশ্যের কোনোটিই অর্জিত হয় না বরং এতে ক্ষতির প্রবল আশঙ্কা থাকে। যেমন : কারো দাঁত ভেঙ্গে ফেলা বা চোখ কানা করে দেওয়া ইত্যাদি। কাজেই এমন গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকা একান্ত জরুরি।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে লক্ষণীয় হল, আলোচ্য হাদীসে উপর্যুক্ত নিষেধাজ্ঞার যে عِلَّت বর্ণনা করা হয়েছে, এ عِلَّت যেখানেই পাওয়া যাবে, সেখানেই এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ হবে। এ নিষেধাজ্ঞা শুধু কঙ্কর নিক্ষেপের সাথে সীমাবদ্ধ থাকবে না। ইমাম নববী রহ. একথাটিই বলেছেন নিচের বাক্যে :

فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ النَّهْىُ عَنِ الْخَذْفِ لِأَنَّهُ لَا مَصْلَحَةَ فِيْهِ وَ تُخَافُ مَفْسَدَتُهُ وَ يَلْتَحِقُ بِهِ كُلُّ مَا شَارَكَهُ فِىْ هٰذَا

একটি প্রশ্নের উত্তর :

لَا أُكَلِّمُكَ أَبَدًا : এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। তা হল, সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রাযি. কর্তৃক আপন ভাতিজাকে একথা বলা যে, 'আমি তোমার সাথে কখনো কথা বলব না' –এটা তো لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ তথা "একজন মুসলমানের জন্য তার কোনো মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন দিনের অধিক সময় কথা না বলে থাকা বৈধ নয়।" এ হাদীসের আলোকে ঠিক মনে হয় না। কাজেই সাহাবীয়ে রাসূল ﷺ কিভাবে একথাটি বলতে পারলেন?

উত্তর: প্রকৃতপক্ষে উভয় হাদীসের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই এবং সাহাবীর উপর্যুক্ত কাজ হাদীস লঙ্ঘনের আওতায় পড়ে না। কারণ, তিন দিনের অধিক সময় কারো সাথে কথা না বলা তখনই হারাম হয়ে থাকে, যখন তা হয় ব্যক্তিগত শত্রুতা ও প্রবৃত্তির তাড়না চরিতার্থ করণের উদ্দেশ্যে। অথচ সাহাবীর উক্ত কাজটি ছিল নিতান্তই দীনী সম্মানবোধ থেকে এবং প্রিয়নবী ﷺ-এর হাদীসের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে। এটা শুধু বৈধই নয় বরং একটি পছন্দনীয় কাজও বটে এবং اَلْحُبُّ لِلّٰهِ وَ الْبُغْضُ لِلّٰهِ বা আল্লাহর জন্যই কাউকে ভালোবাসা ও আল্লাহর জন্যই কারো সাথে শত্রুতা পোষণ –এর অন্তর্ভূক্ত হওয়ার কারণে তিনি সওয়াবের অধিকারী হবেন বলেও আশা করা যায়। তা ছাড়া এ ব্যাপারে উলামায়ে উম্মাতের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, কোনো শরঈ অবাঞ্ছিত কাজের প্রতি নিজের ঘৃণা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কারও সাথে তিন দিনের অধিক সময় সম্পর্ক ছিন্ন করা বৈধ আছে। সুতরাং সাহাবীর উপর্যুক্ত কাজ কোনো ক্রমেই হাদীসের ভাষ্যের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হয় নি। যার প্রকৃত প্রমাণ হল, প্রিয়নবী ﷺ একবার এ ধরনের দীনী উদ্দেশ্যেই তাঁর সহধর্মীনীদের সাথে একাধারে ৪০ দিন পর্যন্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে ছিলেন। অনুরূপভাবে তাবুক যুদ্ধে

অংশগ্রহণ করেন নি, এমন তিন সাহাবীর সঙ্গে প্রিয়নবী ﷺ শুধু যে নিজেই কথা বলেন নি, তা-ই নয় বরং সমস্ত সাহাবীদেরকে এ মর্মে নির্দেশ প্রদান করেছিলেন, যেন তারা তাদের সাথে সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করেন। অনুরূপভাবে হযরত ইবনে উমর রাযি. দীনী এক কারণে তাঁর এক ছেলের সাথে মৃত্যু পর্যন্ত কথা বলেন নি। (দ্রষ্টব্য বযলুল মাজহুদ : ৫/৩৬১)

শিরোনামের সাথে হাদীসের সম্পর্ক

ইবনে মাজাহ রহ. হাদীসটিকে بَابُ تَعْظِيْمِ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللّٰهِ এর অধীনে এনে ইঙ্গিত করেছেন, হাদীসে রাসূলের সম্মানের দাবি হল একজন মুসলমান নিতান্তই আগ্রহ ও একাগ্রচিত্তে হাদীস শ্রবণ করবে। হাদীসের সম্মানে সর্বপ্রকার অহেতুক কর্ম-কাণ্ড থেকে বিরত থাকবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রাযি. আপন ভাতিজার উপর এজন্যই রাগান্বিত হয়েছিলেন তার সেই কাজটি تَعْظِيْمِ حَدِيْث তথা হাদীসের সম্মান এর পরিপন্থী ছিল।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) شَكِّلِ الْحَدِيْثَ ثُمَّ تَرْجِمْهُ مُوْضِحًا.

(٢) حَقِّقِ الْاَلْفَاظَ الْمُعْلَمَةَ

(٣) اَوْضِحْ مَعْنٰى قَوْلِهِ اِنَّهَا لَا ...... الخ

(٤) هٰذَا الْحَدِيْثُ يُعَارِضُ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَايَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ . فَمَا جَوَابُكُمْ بَيِّنْ شَافِيًا

(٥) اُكْتُبْ مُنَاسَبَةَ الْحَدِيْثِ بِتَرْجَمَةِ الْبَابِ

---

١٨. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِيْ بُرْدُ بْنُ سَنَانَ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ قُبَيْصَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ الْاَنْصَارِيَّ النَّقِيْبَ صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غَزَا مَعَ مُعَاوِيَةَ اَرْضَ الرُّوْمِ فَنَظَرَ اِلَى النَّاسِ وَهُمْ يَتَبَايَعُوْنَ كِسَرَ الذَّهَبِ بِالدَّنَانِيْرِ وَكِسَرَ الْفِضَّةِ بِالدَّرَاهِمِ فَقَالَ يَااَيُّهَا النَّاسُ اِنَّكُمْ تَاْكُلُوْنَ الرِّبَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَاتَبْتَاعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ اِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا زِيَادَةَ بَيْنَهُمَا وَلَا نَظِرَةً فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ يَا اَبَا الْوَلِيْدِ لَا اَرَى الرِّبَا فِيْ هٰذَا اِلَّا مَاكَانَ مِنْ نَظِرَةٍ فَقَالَ عُبَادَةُ اُحَدِّثُكَ عَنْ

رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ تُحَدِّثُنِىْ عَنْ رَأْيِكَ! لَئِنْ اَخْرَجَنِىَ اللّٰهُ لَا اُسَاكِنُكَ بِاَرْضٍ لَكَ عَلَىَّ فِيْهَا إِمْرَةٌ فَلَمَّا قَفَلَ لَحِقَ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَا اَقْدَمَكَ يَا اَبَا الْوَلِيْدِ؟ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، وَمَا قَالَ مِنْ مُسَاكَنَتِهِ فَقَالَ اِرْجِعْ يَا اَبَا الْوَلِيْدِ اِلٰى اَرْضِكَ فَقَبَّحَ اللّٰهُ اَرْضًا لَسْتَ فِيْهَا وَاَمْثَالُكَ وَكَتَبَ اِلٰى مُعَاوِيَةَ لَا إِمْرَةَ لَكَ عَلَيْهِ وَاحْمِلِ النَّاسَ عَلٰى مَا قَالَ. فَاِنَّهُ هُوَ الْاَمْرُ ـ

সহজ তরজমা

(১৮) হিশাম ইবনে আম্মার র. .... কাবীসা রাযি. থেকে বর্ণিত। উবাদা ইবনে সামেত আনসারী রাযি. যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথী ও নকীব ছিলেন। তিনি মু'আবিয়া রাযি. এর সঙ্গে রোমের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তখন তিনি লোকদের মধ্যে দৃষ্টিপাত করে দেখতে পান যে, তারা সোনার টুকরাকে দীনারের পরিবর্তে এবং রূপার টুকরাকে দিরহামের পরিবর্তে ক্রয়-বিক্রয় করছে। তিনি বললেন, হে লোক সকল! তোমরা তো (এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে) সুদ খাচ্ছ। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তোমরা সোনার বিনিময়ে সোনা ক্রয়-বিক্রয় করো না, তবে যদি তা সমান সমান হয়, কিন্তু উভয়ের মাঝে অতিরিক্ত থাকবে না এবং বাকীতেও হবে না।

তখন মু'আবিয়া রাযি. তাকে বললেন, হে আবূ ওয়ালীদ ! আমি তো এতে সুদের কোনো কিছু দেখছি না, তবে যদি এতে লেনদেন বাকীতে হয়। তখন উবাদা রাযি. বললেন, আমি তোমার নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদীস বর্ণনা করছি, অথচ তুমি আমার নিকট তোমার অভিমত পেশ করছ! আল্লাহ যদি আমাকে (এখান থেকে) প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দান করেন, তা হলে আমি তোমার সঙ্গে এমন যমীনে বসবাস করব না, যেখানে তোমার কর্তৃত্ব আমার উপর থাকবে। এরপর যখন তিনি (যুদ্ধ থেকে) প্রত্যাবর্তন করে মদীনায় পৌছুলেন, তখন উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. তাঁকে বললেন,

হে আবুল ওয়ালীদ ! কিসে তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে ? তখন তিনি তাঁর নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন এবং সেখানে তার বসবাস না করার কারণও ব্যক্ত করলেন। তখন উমর রাযি. তাকে বললেন, হে আবুল ওয়ালীদ! তুমি তোমার দেশে ফিরে যাও। কেননা যে যমীনে তুমি ও তোমার মতো মানুষ অবস্থান করবে না, সেখানে আল্লাহ গযব নাযিল করবেন। আর তিনি মু'আবিয়া রাযি. এর কাছে লিখলেন, এর (উবাদা রাযি.) উপর তোমার কোনো কর্তৃত্ব

থাকল না। আর তিনি যা কিছু বলেন, জনসাধারণকে তা অনুসরণ করার নির্দেশ দাও। কেননা এটাই বিধান।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

كَسْرُ الذَّهَبِ ..... وَكَسْرُ الْفِضَّةِ এর তাহকীক

كَسْر শব্দটির মধ্যে দুটি হরকতের সম্ভাবনা রয়েছে। (এক) কাফে যের, সীনে যবর দিয়ে। তখন শব্দটি كِسْرَة শব্দের বহুবচন। যার অর্থ, কোনো জিনিসের ভগ্নাংশ। (দুই) শব্দটি كَاف -এ যবর অথবা যেরের সাথে যার অর্থ কোনো অঙ্গের অংশ বিশেষ।

হাদীসে كَسْر বলতে কি উদ্দেশ্য?

এখানে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে।

(এক) সোনা রূপার অলংকার নির্মিত পাত্র, সোনা-রূপার টুকরো ইত্যাদিকে দীনার বা দিরহামের সাথে অদল-বদল করে বিক্রি করা উদ্দেশ্য। তহাবী শরীফে উদ্ধৃত হযরত আবূ তামীম আল-জায়শানীর সূত্রে বর্ণিত একটি রিওয়ায়াত থেকে এ ব্যাপারে সমর্থন পাওয়া যায়। রিওয়ায়াতটি নিম্নরূপ :

اِشْتَرٰى مُعَاوِيَةُ بْنُ اَبِىْ سُفْيَانَ قِلَادَةً فِيْهَا تِبْرٌ وَزَبَرْجَدٌ وَلُؤْلُؤٌ وَيَاقُوْتٌ بِسِتِّ مِائَةِ دِيْنَارٍ فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ

অনুরূপভাবে অপর একটি রিওয়ায়াত দ্বারাও এ বিষয়ে সমর্থন পাওয়া যায়। রিওয়ায়াতটি নিম্নরূপ–

عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ عَنْ اَبِى الْاَشْعَثِ الصَّنْعَانِىِّ اَنَّهُ قَالَ قَدِمَ اُنَاسٌ فِىْ اِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ وَيَبِيْعُوْنَ آنِيَةَ الذَّهَبِ فَكَانَ فِيْمَا غَنِمْنَا اٰنِيَةُ فِضَّةٍ فَاَمَرَ مُعَاوِيَةُ الخ .

উল্লিখিত রিওয়ায়াতদ্বয় থেকে একটি বিষয় বুঝা যায়। তা হল হযরত উবাদা ইবনে সামত রাযি. যেই ক্রয়-বিক্রয়ের কারণে হযরত মু'আবিয়া রাযি.-এর বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছেন, সেটি দীনার বা দিরহামের বিপরীতে সোনা-রূপার তৈরি অলংকার বা পাত্রের ক্রয়-বিক্রয় ছিল।

(দুই) অথবা রিওয়ায়াতে দীনার-দিরহামের বিপরীতে স্বর্ণপিণ্ড বা রৌপ্যপিণ্ডের ক্রয়-বিক্রয় ছিল। তবে যেসব রিওয়ায়াতে অলংকার বা পাত্রের ক্রয়-বিক্রয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়– যেমনটি পূর্বে দেখানো হয়েছে– তার জবাব হবে, সেগুলো ভিন্ন কোনো ঘটনা ছিল।

এখানে একটি কথা লক্ষণীয়। তা হল, হাদীসে যে كَسْرُ الذَّهَبِ بِالدَّنَانِيْرِ وَكَسْرُ الْفِضَّةِ بِالدَّرَاهِيْمِ বলা হয়েছে এবং যার উপর হযরত উবাদা ইবনে

সামেত রাযি. প্রশ্ন তুলেছেন, সেটি ছিল تَفَاضُلْ ক্রয়-বিক্রয় অর্থাৎ এগুলো কম-বেশিতে বিক্রি করা। হযরত মু'আবিয়া রাযি. কর্তৃক পরবর্তী সময়ে لَا أَرَى فِى هٰذَا إِلَّا مَا كَانَ مِنْ نَظِرَةٍ "আমি কেবল বাকীতে বিক্রির বিষয়টিকেই হারাম মনে করি" (অর্থাৎ تَفَاضُل কে হালাল মনে করি)। এ কথাটিও উল্লিখিত উদ্দেশ্যের সমর্থন করে।

رِبَا এর সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

رِبَا শব্দের আভিধানিক অর্থ হল– স্ফীত হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া। পরিভাষায় رِبَا বলা হয় কাউকে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ঋণ দিয়ে মূলধনের অতিরিক্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা গ্রহণ করা।

رِبَا দুই প্রকার

(১) رِبَا الْفَضْلِ। অর্থাৎ নির্দিষ্ট কিছু পণ্যে সমজাতীয় বস্তুর সাথে ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বেশি নেওয়া।

(২) رِبَا النَّسَاءِ। অর্থাৎ নির্দিষ্ট কিছু পণ্য সমজাতীয় পণ্যের সাথে বাকিতে বিক্রি করা।

উভয় প্রকার রিবাই শরী'আতে ইসলামীতে প্রায় সকল আলেমের মতে হারাম। হাদীসুল বাবের বাক্যাংশ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا زِيَادَةَ بَيْنَهُمَا وَلَا نَظِرَةَ দ্বারা এই দুই প্রকারের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

একটি অভিযোগ ও তার উত্তর

হযরত উবাদা রাযি. যখন আলোচ্য হাদীস প্রিয়নবী ﷺ কর্তৃক উভয় প্রকার رِبَا হারাম হওয়ার ব্যাপারে পরিষ্কার হাদীস শুনিয়ে দিলেন। তার প্রতিউত্তরে হযরত মু'আবিয়া রাযি. এর মতো একজন মহান সাহাবী নিজের রায় দ্বারা কি করে সেই হাদীসের বিরোধিতা করতে পারলেন?

এ অভিযোগের দু'টি জবাব দেওয়া যেতে পারে।

(১) সম্ভবত হযরত মু'আবিয়া রাযি.-এর মতে رِبَا الْفَضْلِ। বৈধ ছিল। যেমনি হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-এর মত এ-ই ছিল। তাদের মতে শুধু رِبَا النَّسَاءِ। হারাম ছিল। কাজেই তাদের এ মতের বিপরীতে যেহেতু হযরত উবাদা রাযি. خَبَر وَاحِد এর মাধ্যমে তা হারাম সংক্রান্ত হাদীস শুনিয়েছেন, এজন্য তিনি এ ব্যাপারে তার ব্যক্তিগত মতামত তুলে ধরেছেন। তা ছাড়া হতে পারে হযরত মু'আবিয়া রাযি.-এর মতেও خَبَر وَاحِد এর বিপরীতে قِيَاس প্রাধান্য পেয়ে থাকে। যেমন : পরবর্তী ইমামগণের মধ্যে হযরত মালেক প্রমুখের নীতিও ছিল তা–ই। কারণ, রাবীর মধ্যে ভুল-ভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। (অবশ্য সঠিক মত এর বিপরীত।) কাজেই হযরত মু'আবিয়া রাযি. তাঁর উসূল অনুযায়ী কিয়াসের মাধ্যমে হাদীসের বিপরীত মত প্রকাশ করেছেন।

এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী لَا أَرَى فِي هٰذَا এর মধ্যে هٰذَا দ্বারা مُطْلَق تَفَاضُل অর্থাৎ সর্বপ্রকার رِبَا الْفَضْل, তাঁর মতে হালাল উদ্দেশ্য হবে।

(২) আলোচ্য হাদীসে হযরত মু'আবিয়া রাযি. কর্তৃক নিজ রায়ের মাধ্যমে হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করা আদৌ উদ্দেশ্য নয় বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসের অর্থ নির্ধারণ করা ও হাদীসের প্রয়োগ ক্ষেত্র নির্ধারণ করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ হাদীসের বাক্যাংশ لَا تَبْتَاعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا زِيَادَةَ بَيْنَهُمَا এর মধ্যে স্বর্ণ খণ্ডকে স্বর্ণ খণ্ডের বিনিময় এবং স্বর্ণ মুদ্রাকে স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করার ক্ষেত্রে কমবেশী ক্রয়-বিক্রয় করার নিষিদ্ধ বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে স্বর্ণের অলঙ্কার বা পাত্র ইত্যাদিকে দীনারের বিনিময়ে কমবেশী করে ক্রয়-বিক্রয় করার বিষয়টি এ হাদীসে বিবৃত হয় নি, যেমনটি হযরত উবাদা রাযি. তার হাদীস দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন। কেননা উল্লিখিত সূরতে কোনও এক দিকে যে কিছুটা বেশি রয়েছে, সেটা অপর দিককার অলঙ্কারের নির্মাণ খরচ বাবদ নেওয়া হয়েছে। আর দীনার পরিমাণ স্বর্ণ-অলঙ্কারের মূল স্বর্ণের বিপরীতে থাকে। হযরত মু'আবিয়া রাযি.-এর উদ্দেশ্য আদৌ সর্বপ্রকার رِبَا الْفَضْل কে বৈধ বলে এ হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করা নয়। কারণ, তাঁর মতে رِبَا الْفَضْل এর এ সূরতটি হাদীসের মর্মের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমনটি হযরত উবাদা রাযি. মনে করেছেন। এখানে বরং হাদীসে رِبَا الْفَضْل এর একটি বিশেষ প্রকারকে অবৈধ বলা হয়েছে। যা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে।

হানাফীদেরও এমন একটি মাসআলা রয়েছে। মাসআলাটি হল রৌপ্য দিয়ে কারুকার্য করা, তরবারীকে খালেস রৌপ্যের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যদি খালেস রৌপ্যের পরিমাণ তরবারীর সাথে মিলিত রৌপ্যের থেকে অধিক হয়, তবে এ বিক্রয় বৈধ আছে। ধরা হবে, রৌপ্যের সমান রৌপ্য আর অতিরিক্ত রৌপ্যের বিপরীতে তরবারীর অন্যান্য ধাতু। সুতরাং এখানে একদিকে অতিরিক্ত রৌপ্য থাকার পরও যেমন এ বেচা-কেনা বৈধ হয়েছে, তেমনি আলোচ্য মাসআলাতেও হযরত মু'আবিয়া রাযি.-এর নিকট এমন বেচাকেনা বৈধ হবে।

এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী لَا أَرَى الرِّبَا فِي هٰذَا এর মধ্যে هٰذَا এর দ্বারা মূলত মুতলাক تَفَاضُل এর দিকে ইশারা হবে না বরং تَفَاضُل এর একটি বিশেষ সূরতের দিকে ইশারা হবে অর্থাৎ مَصُوْغَات কে غَيْر مُصُوْغَات এর বিনিময়ে বেচা-কেনার মধ্যে।

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে অর্থাৎ মু'আবিয়া রাযি.-এর উদ্দেশ্য যদি হাদীস রদ করা না হয় বরং হাদীসের ভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়াই হয়, তা হলে হযরত উবাদা রাযি.-এর জন্য বলা কিভাবে সঠিক হতে পারে?

أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَتُحَدِّثُنِيْ عَنْ رَأْيِكَ

এর জবাব হল, হযরত উবাদা রাযি. তাঁর ধারণা অনুযায়ী হযরত মু'আবিয়া রাযি.-এর কথার এমন মতলব বুঝেছেন, বিধায় তিনি তাঁর ধারণা অনুযায়ী এমন কথা বলেছেন। অবশ্য হযরত মু'আবিয়া রাযি.-এর উদ্দেশ্য এটা ছিল না।

হাদীসে উল্লিখিত হযরত মু'আবিয়া রাযি.-এর সাথে ঘটনার লোকটি কে?

মুসলিম শরীফ, আবূ দাউদ শরীফ, নাসাঈ শরীফ, তহাবী শরীফ, বায়হাকী শরীফ ইত্যাদি কিতাবের রিওয়ায়েত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত মু'আবিয়া রাযি.-এর সাথে ঘটনাটি হযরত উবাদা রাযি.-এর ঘটেছিল। পক্ষান্তরে মুআত্তা মালেক, মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে শাফিঈ ও নাসাঈ শরীফের কোনো কোনো রিওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায়, এ ঘটনা হযরত আবূ দারদা রাযি.-এর সাথে ঘটেছিল; উবাদা রাযি.-এর সাথে নয়। কাজেই দু'ধরনের রিওয়ায়াতের মধ্যে পরস্পর বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। এর সমাধান কী?

এ সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে উলামায়ে কিরাম দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছেন।

প্রথম দল বলেন, এখানে হযরত উবাদা রাযি.-এর রিওয়ায়াতটিই অগ্রগণ্য। পক্ষান্তরে আবূ দারদা রাযি. এর রিওয়ায়াতটি মারজূহ কারণ, তাঁর ঘটনাটি কেবল একটি সনদ দ্বারা প্রমাণিত। পক্ষান্তরে হযরত উবাদা রাযি. এর রিওয়ায়াতটি মুতাওয়াতের এর পর্যায়ে উন্নীত।

দ্বিতীয় দল এখানে সমন্বয়ের পথ অনুসরণ করে বলেন, ঘটনা দু'জনের সঙ্গেই দুই বার ঘটেছে। তবে প্রথমে হযরত উবাদা রাযি.-এর সাথে ও পরে হযরত আবূ দারদা রাযি.-এর সঙ্গে। কারণ, মুসলিম শরীফের রিওয়ায়াতে আছে: হযরত মু'আবিয়া রাযি. (হযরত উবাদা রাযি.-কে উদ্দেশ্য করে) বলেন, قَدْ كُنَّا نَشْهَدُ وَنَصْحَبُهُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ অর্থাৎ আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হতাম, তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করতাম। কিন্তু আমরা তো তাঁর থেকে এমন কোনো হাদীস শুনি নি।

বুঝা গেল, এর আগে হযরত মু'আবিয়া রাযি. এমন কথা কখনো শুনেন নি। কাজেই আবূ দারদা রাযি.-এর সাথে যদি এমন কোনো ঘটনা ঘটেই থাকবে, তবে তিনি এমন কথা বলতে পারতেন না। পক্ষান্তরে হযরত আবূ দারদা রাযি. এর রিওয়ায়াতে এমন কোনো কথা উল্লেখ নেই। বুঝা গেল, হযরত উবাদা রাযি.-এর সাথের ঘটনা পূর্বে ঘটেছে।

শিরোনামের সাথে হাদীসের সম্পর্ক

হযরত উবাদা রাযি. যখন হাদীস শুনালেন, তখন হযরত মু'আবিয়া রাযি. আপন রায় উল্লেখ করেছেন। অথচ হাদীসের সম্মান প্রদর্শনের এর দাবি ছিল, হাদীস শোনার পর বিনা বাক্য ব্যয়ে তা মেনে নেওয়া। কিন্তু তিনি এমন না

করার কারণে হযরত উবাদা তাকে শক্ত কথা শুনিয়ে দেন, যা হাদীসে উল্লেখ আছে। হযরত ইবনে মাজা রহ. بَابُ تَعْظِيْمِ حَدِيْثٍ এর অধীনে হাদীসটি এনে বুঝাতে চেয়েছেন, এমনটি করা تَعْظِيْمِ حَدِيْث এর সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) شَكِّلِ الْحَدِيْثَ ثُمَّ تَرْجِمْهُ مُوْضِحًا
(٢) حَلِّ لُغَاتِ لَفْظِ "كَسْر" ثُمَّ عَيِّنِ الْمُرَادَ بِهِ فِى الْحَدِيْثِ
(٣) مَا مَعْنَى الرِّبَا لُغَةً وَاصْطِلَاحًا وَكَمْ قِسْمًا لَهُ بَيِّنْ كُلَّ قِسْمٍ مَعَ بَيَانِ حُكْمِهِ
(٤) كَيْفَ رَدَّ مُعَاوِيَةُ حَدِيْثَ النَّبِيِّ ﷺ بِرَأْيِهِ مَعَ اَنَّهُ صَحَابِيٌّ جَلِيْلٌ اَجِبْ مُتَفَكِّرًا ؟
(٥) عَيِّنْ صَاحِبَ الْوَاقِعَةِ مَعَ مُعَاوِيَةَ فِى الْحَدِيْثِ هَلْ هُوَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ اَوْ غَيْرُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ؟
(٦) بَيِّنْ مُنَاسَبَةَ الْحَدِيْثِ بِتَرْجَمَةِ الْبَابِ

١٩. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ الْخَلَّادِ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ اَنْبَأَ عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَظُنُّوْا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الذى هو اَهْنَاهُ وَاَهْدَاهُ وَاَتْقَاهُ.

সহজ তরজমা

(১৯) আবূ বকর ইবনে খাল্লাদ বাহিলী রহ. .... 'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন তোমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কোনো হাদীস বর্ণনা করি, তখন তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পদমর্যাদা, ধার্মিকতা এবং আল্লাহ-ভীতি লক্ষ্য রাখবে।

٢٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِى الْبُخْتَرِيِّ عَنْ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ قَالَ اِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثًا فَظُنُّوْا بِهِ الَّذِىْ هُوَ اَهْنَاهُ وَاَهْدَاهُ وَاَتْقَاهُ.

সহজ তরজমা

(২০) মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার র. .... আলী ইবনে আবূ তালিব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন তোমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো হাদীস বর্ণনা করি, তখন তোমরা তাঁর পদমর্যাদা, ধার্মিকতা এবং আল্লাহ-ভীতির প্রতি লক্ষ্য রাখবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

أَهْنَاهُ শব্দটি أَفْعَلُ এর ওযনে إِسْم تَفْضِيل এর সীগাহ। هَنَئَ يَهْنِئُ বাবে ضَرَبَ يَضْرِبُ থেকে ব্যবহৃত হয়। অর্থ, অধিক বরকতপূর্ণ, অতি উত্তম। এখানে অর্থ হল, اَنْسَبُ অর্থাৎ অধিক উপযুক্ত।

"اَهْدٰى" শব্দটি بَاب ضَرَبَ থেকে ব্যবহৃত হয়। অর্থ, اَوْفَقُ لِهُدَاهُ -সবচেয়ে সঠিক ও হিদায়াতের নিকটবর্তী। "اَتْقٰى" শব্দটি بَاب ضَرَبَ থেকে ব্যবহৃত হয়। অর্থ, اَوْفَقُ لِتَقْوَاهُ -অধিক তাকওয়াপূর্ণ, সবচেয়ে অধিক সতর্কতামূলক।

উপর্যুক্ত তিনটি শব্দই ইসমে তাফযীল-এর সীগাহ, যা ضمير এর দিকে اضافت হয়েছে। যেই ضمير এর مرجع হল প্রিয়নবী ﷺ।

একটি জ্ঞাতব্য বিষয়

اسم تفضيل যখন اضافت এর সাথে ব্যবহৃত হয়, তখন তা দ'অর্থের কোনো এক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(১) কখনো مضاف اليه এর তুলনায় مضاف এর মধ্যে আধিক্য বুঝানো উদ্দেশ্য হয়। যেমন- زَيْدٌ اَفْضَلُ الْقَوْم অর্থাৎ যায়েদ তার সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মর্যাদাবান ব্যক্তি। এখানে اَلْقَوْمُ মুযাফ ইলাইহি এর উপর মুযাফ তথা যায়েদের মর্যাদার আধিক্য বুঝানো উদ্দেশ্য। এ সূরতে مُفَضَّل عَلَيْهِ (যার উপর আধিক্য বুঝানো হয়েছে তা) مضاف اليه হয়ে থাকে।

(২) কখনো শুধু مضاف اليه এর উপর আধিক্য বুঝানো উদ্দেশ্য হয় না বরং মুযাফ ইলাইহিসহ অন্যান্য সকল পদের উপর مضاف এর আধিক্য বুঝানো উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এ সূরতে মুযাফ ইলাইহি مُفَضَّل عَلَيْهِ হয় না বরং তখন مُفَضَّل عَلَيْه উহ্য থাকে; مضاف اليه কে শুধু বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্য উল্লেখ করা হয়। যেমন বলা হয়ে থাকে, مُحَمَّدٌ ﷺ اَفْضَلُ قُرَيْش এর অর্থ হল مُحَمَّدٌ ﷺ اَفْضَلُ الْخَلْقِ مِنْ بَيْنِ اَفْرَادِ قُرَيْش অর্থাৎ কুরাইশ বংশের সদস্যদের মধ্য হতে মুহাম্মদ ﷺ সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সেরা মানব।

এখানে শুধু قُرَيْش বংশের উপর মুহাম্মদ ﷺ-এর মর্যাদার আধিক্য বুঝানো উদ্দেশ্য নয় বরং সমগ্র সৃষ্টিজীবের উপর তাঁর মর্যাদার আধিক্য বুঝানো উদ্দেশ্য। তবে قُرَيْش শব্দের দিকে তাকে اضافت করা হয়েছে শুধু একথা বুঝানোর জন্য যে, তিনি কুরাইশ বংশের একজন ব্যক্তি ছিলেন।

হাদীসে উল্লিখিত اسم تفضيل এর তিনটি সীগাহই দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই এগুলোর مضاف اليه সেখানে مُفَضَّل عَلَيْهِ নয় বরং مُفَضَّل عَلَيْهِ উহ্য রয়েছে। আর একে ضمير এর দিকে اضافت করা হয়েছে কেবল বিশ্লেষণের জন্য। সুতরাং এর অর্থ হবে–

فَظُنُّوْا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْمَعْنَى الَّذِىْ هُوَ اَنْسَبُ الْمَعَانِىْ لِشَانِهِ ﷺ وَاَوْفَقُهَا لِهَدْيِهِ وَتُقَاهُ

অর্থাৎ তোমরা রাসূলের ব্যাপারে ওই অর্থই ধারণা কর, যা সকল অর্থ অপেক্ষা তাঁর মর্যাদার জন্য অধিক উপযুক্ত এবং তাঁর হিদায়াত ও তাকওয়ায় অধিক অনুকূল।

اَلَّذِىْ هُوَ اَهْنَاهُ وَاَهْدَاهُ وَاَتْقَاهُ এর ব্যাখ্যা :

বাক্যটির দু'টি ব্যাখ্যা হতে পারে। যথা–

(১) প্রিয়নবী ﷺ جَوَامِعُ الْكَلِمِ তথা ব্যাপক অর্থবোধক ও সারগর্ভবাণীর অধিকারী হওয়ার কারণে কখনো তার কোনো কথার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অনেক হতে পারে। সেই সাথে কথাটি مَجَاز ، اِجْمَال ، اِشْتِرَاك ، عُمُوْم হওয়ার কারণে বিভিন্ন অর্থের সম্ভাবনা থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে সে কথাটির এমন অর্থ করতে হবে, যা প্রিয়নবী ﷺ-এর আনীত শরী'অতের মৌলিক ও আংশিক বিষয় সমূহ এবং উৎস ও শাখার পরিপূর্ণ সাদৃশ হয়। অধিকন্তু তাঁর আদর্শ মেযাজ ও শিক্ষার বিপরীত না হয়। এসব ক্ষেত্রে এমন অর্থ কখনো করা যাবে না, যা শরী'অতে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক ও ইসলামের মেযাজের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। কারণ, অনেক ক্ষেত্রে কোনো বিষয় রাসূলুল্লাহ ﷺ নিঃশর্ত বলেছেন। অথচ অন্যত্র সেটাকে শর্তযুক্ত করে দিয়েছেন। مُشْتَرَك ، مُؤَوَّل ، مُجْمَل কে অন্যস্থানে مُفَسَّر বা ব্যাখ্যাসহ সুস্পষ্ট করে বর্ণনা দিয়েছেন। কোথাও তিনি তার কথায় আবার কোথাও নিজ কাজ দ্বারা ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। কাজেই শরী'অতের মূলনীতি ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পূর্ণ পবিত্র জীবনী সামনে রেখে অর্থ নির্ধারণ করতে হবে। ভ্রান্ত ফিরকাসমূহের মতো ফিতনা বিস্তার ও নিজ কুমতলব চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে মানুষকে বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াসে অপব্যাখ্যার আশ্রয় নেওয়া যাবে না। সামনে বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্য এ ধরনের কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হচ্ছে।

একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ এ হাদীসের ব্যাপকতার সুযোগ নিয়ে মুরজিয়্যারা বলে, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলে নেওয়ার পর اَعْمَال صَالِحَه বা নেক কাজের আর কোনো প্রয়োজন নেই এবং اَعْمَال خَبِيْثَه বা পাপ কাজের কারণে কোনো ক্ষতি হবে না বরং যে এ কালিমার

স্বীকারোক্তি প্রদান করবে, সে জান্নাতের অধিকারী হয়ে যাবে। চাই সে সারাজীবন কবীরা গুনাহ ও পাপাচারে নিমজ্জিতই থাক না কেন।

অপরদিকে মু'তাযিলা ও খাওয়ারিজ لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ এ জাতীয় হাদীসের ব্যাপকতার আশ্রয় নিয়ে বলে, কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি মুসলমান থাকে না বরং সে কাফির হয়ে যায়।

তদ্রুপ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে : جَمَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فِى الْمَدِيْنَةِ بِلَا خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ "রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনোরূপ ভয়ভীতি ও বৃষ্টি-বাদল ছাড়াই মদীনাতে যোহর ও আসর নামায একত্রে আদায় করেছেন।"

এ হাদীসে বাহ্যিক একত্রিকরণের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও প্রবৃত্তি-পূজারীরা একে প্রকৃত একত্রিকরণের উপর প্রয়োগ করেছে। যা ইজমা ও কুরআনী নীতির বিপরীত। কেননা নামায আদায় করা মুসলমানদের উপর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফরয।

অনুরূপভাবে তিরমিযী শরীফে একটি হাদীস বর্ণিত আছে : مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ

আল্লামা জাযরী রহ. তার নিহায়া কিতাবে বলেন, অভিধানে مَوْلٰى শব্দের বহু অর্থ পাওয়া যায়। তন্মধ্য হতে কয়েকটি হল- প্রতিপালক, মালিক, সরদার, নিয়ামত দানকারী, আযাদকারী, প্রেমিক, অনুগত, প্রতিশোধ, শশুর, ভৃত্য, আযাদকৃত দাস ইত্যাদি।

শব্দটি এতসব অর্থে ব্যবহার হওয়ার কারণে উলামায়ে হক পূর্ণ শরী'অতকে সামনে রেখে হাদীসের যে অর্থ করেছেন, তা হল, "আমি যদি কাউকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করি বা কাউকে ভালোবাসি, তবে আলী রাযি.ও আমার অনুসরণে আমার ভালোবাসার তাগিদে তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে নিবে এবং তাকে ভালোবাসবে।"

(অথবা) "যে আমাকে বন্ধু বানাবে আলী রাযি.-ও তাকে বন্ধু বানাবে।" সারকথা হল, আহলে হক উলামা এখানে مَوْلٰى শব্দটিকে প্রেমিক ও বন্ধু অর্থে গ্রহণ করেছেন।

পক্ষান্তরে শী'আ সম্প্রদায় শব্দটি مُشْتَرَكٌ (যৌথ অর্থবোধক) হওয়ার সুযোগ নিয়ে হাদীসের এ অর্থ করেছে।" মুহাম্মদ ﷺ যেসব বিষয়ে কর্তৃত্ব রাখেন, আলী রাযি.-ও সেসব বিষয়ে কর্তৃত্ব রাখেন। সুতরাং মুসলমানদের খেলাফতের দায়িত্ব পালন করা সে কর্তৃত্বের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পর খেলাফতের অধিকারী ছিলেন হযরত আলী রাযি.। এভাবে তারা مَوْلٰى শব্দটিকে মালিক, সরদার ইত্যাদি অর্থে নিয়ে তাদের চিরাচরিত কুটিলতার পরিচয় দিয়েছে।

সুতরাং حَدِيْثُ الْبَابِ এর আলোচ্য বাক্যাংশের সারকথা হল, আমি যখন তোমাদের নিকট একাধিক অর্থ সম্বলিত কোনো হাদীস বর্ণনা করি, তখন তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যাপারে এ বিশ্বাস রেখো যে, তিনি হাদীসের ওই অর্থই উদ্দেশ্য নিয়েছেন, যা তাঁর শানের অধিক উপযুক্ত এবং তাঁর আদর্শ ও রেখে যাওয়া হিদায়াত ও তাকওয়ার সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল।

বাক্যটির দ্বিতীয় ব্যাখ্যা

আমি যখন তোমাদের নিকট কোনো হাদীস বর্ণনা করি, তখন তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যাপারে এমন ধারণাই পোষণ করবে, যা তাঁর মর্যাদার অধিক উপযুক্ত এবং তাঁর তাকওয়া ও হিদায়াতের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থাৎ তাঁর ব্যাপারে ভালো ধারণা পোষণ করবে। কেননা তিনি আমাদেরকে যে আদেশ দান করেছেন বা নিষেধ করেছেন, তা আমাদের কল্যাণের জন্যই করেছেন। এর মধ্যে অবশ্যই কোনো না কোনো কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যদিও সেই আদেশ বা নিষেধ আমাদের কাছে অপছন্দ মনে হয়।

এ ব্যাখ্যা হিসেবে বাক্যে অবস্থিত اَلَّذِىْ শব্দের উদ্দেশ্য হল, সুধারণা পোষণ করা। পক্ষান্তরে পূর্বের ব্যাখ্যা অনুযায়ী اَلَّذِىْ এর مِصْدَاق হবে হাদীসের মর্মার্থ।

শিরোনামের সাথে আলোচ্য হাদীসের সম্পর্ক

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো হাদীস শ্রবণ করলে সেখানে একাধিক অর্থের সম্ভাবনা থাকলে যে অর্থ গ্রহণ করলে রাসূলের হিদায়াত ও তাকওয়ার সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল হয়, তা উদ্দেশ্য নেওয়াই হাদীসের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের দাবী।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) شَكِّلِ الْحَدِيْثَ ثُمَّ تَرْجِمْهُ

(٢) حَلِّ لُغَاتِ اَهْنَاهُ ، اَتْقَاهُ ، اَهْدَاهُ

(٣) اُكْتُبْ صُوَرَ اِسْتِعْمَالِ اِسْمِ التَّفْضِيْلِ مَعَ الْاِضَافَةِ مَعَ تَعْيِيْنِ الْمَعْنٰى الْمُسْتَعْمَلِ فِى الْحَدِيْثِ

(٤) اَوْضِحْ مَعْنٰى قَوْلِهٖ : فَظُنُّوْا بِالَّذِىْ هُوَ اَهْدَاهُ ... الخ اِيْضَاحًا

(٥) اُكْتُبْ مُنَاسَبَةَ الْحَدِيْثِ بِالتَّرْجَمَةِ

---

٢١. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ ثَنَا الْمَقْبُرِىُّ عَنْ جَدِّهٖ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهٗ قَالَ لَا اَعْرِفَنَّ

مَا يُحَدَّثُ اَحَدُكُمْ عَنِّى الْحَدِيْثَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلٰى اَرِيْكَتِهٖ فَيَقُوْلُ اِقْرَأْ قُرْاٰنًا مَا قِيْلَ مِنْ قَوْلٍ حَسَنٍ فَاَنَا قُلْتُهٗ.

সহজ তরজমা

(২১) আলী ইবনে মুনযির রহ. .... আবূ হুরাইরা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এমন লোকদের পরিচয় তুলে ধরছি– যখন তোমাদের কারও কাছে আমার থেকে হাদীস বর্ণনা করা হবে এবং বর্ণনাকারী তার খাটের উপর ঠেস দিয়ে বসে থাকবে এবং বলবে, কুরআন পাঠ কর। যখন কোন উত্তম কথা বলা হয়, তখন (মনে করবে যে,) আমি নিজেই তা বলছি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

"لَا اَعْرِفَنَّ" শব্দটির সীগাহ واحد متكلم;বহস- نهى معروف با نون ثقيله ; অর্থ, আমি যেন কখনো না জানতে পারি। এ ধরনের সীগাহ দ্বারা অতি গুরুত্বের সাথে কোনো কিছু নিষেধ করা হয়ে থাকে। এখানে তাকীদের সাথে হাদীস অস্বীকার করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

مَا يُحَدَّثُ এর মধ্যকার مَا হরফটি مصدريه ; পূর্ণ বাক্যটি بتاويل مصدر হয়ে لَا اَعْرِفَنَّ এর مفعول به হয়েছে। يُحَدَّثُ শব্দটি فعل مجهول এবং পরবর্তী اَحَدُكُمْ শব্দটি তার نائب فاعل হয়েছে।

"وَهُوَ مُتَّكِئٌ" বাক্যটি পূর্ববর্তী اَحَدُكُمْ শব্দ থেকে حَال হয়েছে। এ বাক্যটিকে حال বানিয়ে হাদীস অস্বীকারের কারণের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ হাদীস অস্বীকার করার কারণ হল, তার বিলাসিতা ও ভোগ-সম্ভোগ। আর বাস্তবেও হাদীস অস্বীকারকারীরা বিলাসী ও অহংকারী হয়ে থাকে। কারণ, বিলাসী মনোভাবই তাকে হাদীস অস্বীকারের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। কেননা হাদীস মানলে সে স্বেচ্ছাচারিতা ও বিলাসিতা করতে পারে না বরং সে শরী'অতের বন্ধনে আটকে যায়। এজন্য সে হাদীস অস্বীকার করে বসবে।

اِقْرَأْ قُرْاٰنًا এর ব্যাখ্যা

শব্দটির মধ্যে দুটি সম্ভাবনা আছে।

(১) مضارع এর واحد متكلم এর সীগাহ। এমতাবস্থায় ব্যাখ্যা হবে– আমি ভাই কুরআন পড়ি। কুরআনই আমার জন্য যথেষ্ট। হাদীসের প্রয়োজন নেই।

(২) শব্দটি اَمْر এর واحد حاضر এর সীগাহ। এ সূরতে দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে।

(ক) হাদীস অস্বীকারকারী হাদীস বর্ণনাকারীকে বলবে– তুমি কুরআন পড়ে

দেখ তো! তোমার হাদীসে বর্ণিত কথাটি সেখানে আছে কি না? যদি থাকে, তবে তা মানব; অন্যথায় মানব না।

(খ) তুমি কুরআন পড় হাদীসের পিছনে পড়ো না। কারণ, কুরআনই তোমার জন্য যথেষ্ট।

مَا قِيْلَ مِنْ قَوْلٍ حَسَنٍ فَأَنَا قُلْتُهُ এর ব্যাখ্যা

বাক্যটির মধ্যে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। (১) বাক্যটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা। এমতাবস্থায় ব্যাখ্যা হবে, "রাসূলুল্লাহ ﷺ এখানে মুনকিরে হাদীসের কথা প্রত্যাখ্যান করে বলছেন : আমার দিকে সম্পৃক্ত করে যেই সুন্দর কথা বলা হয়, মনে কর আমিই সেটার প্রবক্তা। একে কুরআনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে প্রত্যাখ্যান করা প্রবৃত্তি-পূজারী ও গোমরাহ লোকদের কাজ। কারণ, কুরআনের সাথে হাদীসের সঙ্গতিপূর্ণ না হওয়ার ধারণাটাই অবান্তর। তদুপরি এতদুভয়ের মাঝে সাংঘর্ষিক কোনো কিছু দেখা গেলে, তা আমাদের জ্ঞানের দীনতার কারণেই হচ্ছে বলে ধরে নিতে হবে।

(২) বাক্যটি হাদীস অস্বীকারকারীর কথা। এমতাবস্থায় ব্যাখ্যা হবে, তুমি বর্ণিত হাদীসকে কুরআনের আলোকে যাচাই করে দেখ। কারণ, কুরআনের বিচারে যেসব বিষয় উত্তম ও নির্ভুল সাব্যস্ত হবে, আমিও তা মেনে নিব। মূলত লোকটি প্রকারান্তরে হাদীসকেই অস্বীকার করবে।

"قَوْلٍ حَسَنٍ" এখানে একটি কথা লক্ষ্য রাখতে হবে। সুন্দর কথা বলতে ওই কথা উদ্দেশ্য, যা কুরআন-সুন্নাহ ও ইসলামী নীতিমালার অনুকূলে হয়। কাজেই মর্ম হবে, যদি কথাটি সুন্দর তথা কুরআন-সুন্নাহ ও ইসলামী নীতিমালার অনুকূলে হয় এবং সেটা আমার দিকে সম্পৃক্ত করে বলা হয়, তোমরা তা মেনে নাও। অন্যথায় মানবে না। উল্লেখ্য, অনুচ্ছেদ শিরোনামের সাথে আলোচ্য হাদীসের সম্পর্ক স্পষ্ট, বিধায় ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন নেই।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) شَكِّلِ الْحَدِيْثَ ثُمَّ تَرْجِمْهُ

(٢) حَقِّقْ قَوْلَهُ : لَا اَعْرِفَنَّ مَا يُحَدَّثُ اَحَدُكُمْ عَنِّى ... الخ

(٣) اَوْضِحْ قَوْلَهُ : اِقْرَأْ قُرْاٰنًا .... الخ اِيْضَاحًا تَامًّا

(٤) مَا قِيْلَ مِنْ قَوْلٍ حَسَنٍ ..... الخ لِمَنْ هٰذَا الْقَوْلُ وَمَا مُرَادُهُ بَيِّنْهُ بَيَانًا شَافِيًا

২২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادِ بْنِ اٰدَمَ ثَنَا اَبِىْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لِرَجُلٍ يَا ابْنَ اَخِىْ اِذَا حَدَّثْتُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَا تَضْرِبْ لَهُ الْاَمْثَالَ.

قَالَ اَبُو الْحَسَنِ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْكَرَابِيْسِىُّ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، مِثْلَ حَدِيْثِ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ

সহজ তরজমা

(২২) মুহাম্মদ ইবনে আব্বাদ ইবনে আদম ও হান্নাদ ইবনে সাররীহ রহ. .... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। একবার তিনি জনৈক ব্যক্তিকে (ইবনে আব্বাস রাযি.) বললেন, হে ভাতিজা! যখন আমি তোমার কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করি, তখন তুমি তার সাথে দৃষ্টান্ত দিয়ে কিছু বলবে না। আবুল হাসান রাযি. বলেন ...... আমর ইবনে মুররাহ রাযি. থেকে আলী রাযি. এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَالَ لِرَجُلٍ : এখানে رَجُل দ্বারা উদ্দেশ্য হল, হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.।

হাদীসে উল্লিখিত ঘটনার পূর্ণ বিবরণ

হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. একবার হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-এর নিকট এ হাদীস বর্ণনা করেন। اَلْوُضُوْءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ অর্থাৎ আগুনে স্পর্শকৃত বস্তু ভক্ষণ করলে অযু নষ্ট হয়ে যায়। বিধায় পুণঃ অযু করতে হয়।

তখন হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এই বলে প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, আপনার কথা অনুযায়ী তো গরম পানি ব্যবহার করলে বা তৈল মালিশ করলেও অযু করতে হবে। কারণ, এগুলোও তো আগুনের সাথে স্পর্শকৃত। তা হলে আমরা কি তা-ই করব? এ প্রশ্ন শুনে হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. উপরিউক্ত মন্তব্য করেন, হে ভাতিজা! যখন তোমার নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করি, তখন তার সামনে উপমা পেশ করো না।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

এখানে প্রশ্ন হয় যে, বাস্তবিকই হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. কি করে সংশ্লিষ্ট হাদীসের বিপক্ষে যুক্তি পেশ করতে পারলেন এবং হাদীস প্রত্যাখ্যান করতে উদ্যোগী হলেন?

এ প্রশ্নের দুটি উত্তর দেওয়া হয়।

(১) হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-এর উদ্দেশ্য হাদীসের বিরুদ্ধে যুক্তি উপস্থাপন করা নয় বরং হাদীস থেকে হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. যে উদ্দেশ্য নিয়েছেন, সেই উদ্দেশ্য যে সঠিক নয় তা বুঝানো। যার সারাংশ হল– اَلْوُضُوْءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ এ হাদীসের আপনি যে অর্থ বুঝেছেন অর্থাৎ আগুনে স্পর্শকৃত বস্তু ভক্ষণ করলে অযু ভেঙ্গে যাবে এবং পরবর্তীতে নামায ইত্যাদি পড়তে হলে তেমনি অযু করতে হবে, যেমনি সব সময় নামায ইত্যাদি আদায় করার জন্য অযু করতে হয় –এটা সঠিক নয়। যদি তাই হত, তবে তৈল ও গরম পানি ব্যবহার করলেও অযু করা জরুরি হত। কারণ, এগুলো তো আগুনে স্পর্শকৃত। বিষয়টি তা নয় বরং হাদীসে উদ্দেশ্য হল, আভিধানিক অযু তথা হাত-মুখ ধৌত করা এবং কুলি করা অর্থাৎ এগুলো খেলে আভিধানিক অযু তথা হাত-মুখ ধৌত করতে হবে এবং কুলি করতে হবে।

(২) হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-এর মতে যেহেতু قِيَاس যখন خَبَر وَاحِد এর বিপরীত হয়, তখন قِيَاس কে خَبَر وَاحِد এর উপর প্রাধান্য দিতে হয়। কারণ, হাদীস خَبَر وَاحِد হলে একজন রাবীর মধ্যে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা প্রকট থাকে আর এ হাদীসটি যেহেতু বাহ্যত কিয়াসের বিপরীত, যেমনটি হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-এর যুক্তি থেকে বুঝা গেছে। তাই তিনি তাঁর উসূল অনুযায়ী হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

تَرْجَمَةُ الْبَابِ এর সাথে حَدِيْثُ الْبَابِ এর সম্পর্ক স্পষ্ট বিধায়, এ বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) شَكِّلِ الْحَدِيْثَ ثُمَّ تَرْجِمْهُ

(٢) اُكْتُبِ الْوَاقِعَةَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالْحَدِيْثِ مُفَصَّلًا

(٣) كَيْفَ قَاسَ ابْنُ عَبَّاسٍ رض عَلٰى خِلَافِ الْحَدِيْثِ وَرَدَّهٗ اَجِبْ مُتَيَقِّظًا

(٤) اُكْتُبْ مُنَاسَبَةَ الْحَدِيْثِ بِتَرْجَمَةِ الْبَابِ

بَابُ التَّوَقِّىْ فِىْ الْحَدِيْثِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্ক হওয়া

٢٣. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاذٌ عَنْ اِبْنِ عَوْنٍ ثَنَا مُسْلِمٌ الْبَطِيْنُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ مَا اَخْطَانِىْ ابْنَ مَسْعُوْدٍ عَشِيَّةَ خَمِيْسٍ اِلَّا اَتَيْتُهُ فِيْهِ قَالَ فَمَا سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ بِشَيْءٍ قَطُّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ عَشِيَّةٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَنَكَسَ قَالَ فَنَظَرْتُ اِلَيْهِ فَهُوَ قَائِمٌ مُحَلَّلَةٌ اِزَارُ قَمِيْصِهٖ قَدِ اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ وَانْتَفَخَتْ اَوْدَاجُهُ قَالَ اَوْدُوْنَ ذٰلِكَ اَوْ فَوْقَ ذٰلِكَ اَوْ قَرِيْبًا مِنْ ذٰلِكَ اَوْ شَبِيْهًا بِذٰلِكَ.

সহজ তরজমা

(২৩) আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা রহ. ...... আমর ইবনে মায়মূন রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অবশ্যই ইবনে মাসঊদ রাযি. এর কাছে উপস্থিত হতাম। তিনি বলেন : আমি কখনও তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, এভাবে কিছুই বলতে শুনি নি। একবার সন্ধ্যায় তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন। রাবী বলেন, সে সময় তিনি মাথা নিচু করেন। রাবী আরও বলেন, এরপর আমি তাঁর দিকে তাকালাম। তখন তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং তাঁর জামার বোতাম ছিল খোলা। অবশ্য তাঁর চক্ষুদ্বয় অশ্রু বর্ষণ করছিল এবং শিরাগুলো ফুলে উঠেছিল। তিনি বললেন, তিনি এতটুকু বলেছিলেন অথবা এর চাইতে কম কিংবা বেশি অথবা এর নিকটবর্তী কিছু কিংবা এর অনুরূপ কিছু।

٢٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ اِبْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ كَانَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اِذَا حَدَّثَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثًا فَفَرَغَ مِنْهُ قَالَ اَوْ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

সহজ তরজমা

(২৪) আবূ বকর ইবনে শায়বা রহ. .... মুহাম্মদ ইবনে সীরীন রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আনাস ইবনে মালিক রাযি. যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করতেন, বর্ণনা শেষে তিনি বলতেন, اَوْ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ। "অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ বর্ণনা করেছেন।"

٢٥. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا غُنْدُرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ قُلْنَا لِزَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ حَدِّثْنَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَبِرْنَا وَ نَسِيْنَا وَ الْحَدِيْثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَدِيْدٌ.

সহজ তরজমা

(২৫) আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইবনে বাশশার রহ. .... আবদুর রহমান ইবনে আবূ লায়লা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা যায়েদ ইবনে আরকাম রাযি. কে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোনো হাদীস আমাদের কাছে বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, আমি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছি এবং (অনেক কিছুই) ভুলে গেছি। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করা খুবই কঠিন বিষয়।

٢٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبُو النَّضْرِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُوْلُ جَالَسْتُ ابْنَ عُمَرَ سَنَةً فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا.

সহজ তরজমা

(২৬) মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে নুমায়র রহ. .... আবদুল্লাহ ইবনে আবূ সাফার রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি শা'বী রহ. কে বলতে শুনেছি যে, আমি ইবনে উমর রাযি. এর কাছে এক বছর অবস্থান করেছি। কিন্তু আমি তাঁকে কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোনো কিছুই বর্ণনা করতে শুনি নি।

২৭. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَأَ مَعْمَرٌ عن ابن طاؤس عن ابيه قال سمعت ابن عباس يقول اِنَّا كُنَّا نَحْفَظُ الْحَدِيْثَ وَالْحَدِيْثُ يُحْفَظُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَّا اِذَا رَكِبْتُمُ الصَّعْبَ وَالذَّلُوْلَ فَهَيْهَاتَ.

সহজ তরজমা

(২৭) আব্বাস ইবনে আবদুল আযীম আম্বারী রহ. .... ইবনে তাউসের পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস রাযি. কে বলতে শুনেছি যে, আমরা হাদীস মুখস্থ করতাম আর তখন হাদীস রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছ থেকেই মুখস্থ করা হত। সুতরাং যখন তা কমিয়ে বা বাড়িয়ে বলতে যাবে, তখন তা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

"**اَلصَّعْبُ**" এর আভিধানিক অর্থ– কঠিন, অবাধ্য উট। উদ্দেশ্য হল, ভিত্তিহীন ও অকেজো বস্তু।

"**اَلذَّلُوْلُ**" এর আভিধানিক অর্থ– নরম, ভালো ও বাধ্যগত উট। এখানে উদ্দেশ্য হল, ভালো উৎকৃষ্ট বস্তু।

"**هَيْهَاتَ**" শব্দটি اسم فعل যা بَعُدَ এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। শব্দটি মূলত নৈরাশ্যকর পরিস্থিতিতে প্রয়োগ হয়। এখানে উদ্দেশ্য হল, بَعُدَ اِسْتِقَامَتُكُمْ اَوْ بَعُدَ اَنْ نَثِقَ بِحَدِيْثِكُمْ অর্থাৎ (এমনটি করলে তো) তোমাদের দৃঢ়তা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাবে বা তোমাদের হাদীসের ব্যাপারে ভরসা সুদূর পরাহত হয়ে যাবে।

اِنَّا كُنَّا نَحْفَظُ الْحَدِيْثَ এর ব্যাখ্যা

একটা সময় ছিল, যখন কেউ আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করলে আমরা তা খুব মনোযোগের সাথে শ্রবণ করতাম এবং তা মুখস্থ করতাম। যেমননি অপর এক হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে :

كُنَّا مَرَّةً اِذَا سَمِعْنَا رَجُلًا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِبْتَدَرَتْهُ اَبْصَارُنَا وَاَصْغَيْنَا اِلَيْهِ اٰذَانَنَا (رواه مسلم)

اَلْحَدِيْثُ يُحْفَظُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ বাক্যটির দু'টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

(১) একটা সময় ছিল, যখন কেউ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করলে আমরা তা মুখস্থ করতাম আর সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেও হাদীস মুখস্থ করা যেত।

(২) .... يَعْنِى الْحَدِيْثَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جَدِيْرٌ اَنْ يُحْفَظَ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস মুখস্থ করার উপযোগী।

فَاِذَا رَكِبْتُمُ الصَّعْبَ وَالذَّلُوْلَ এর ব্যাখ্যা

তোমরা যখন-যাচাই বাছাই করা ছাড়াই হাদীস বর্ণনা করতে শুরু করেছ এবং ভালো-মন্দ সবই বর্ণনা করতে শুরু করেছ, তখন তোমাদের আদালত (নির্ভরযোগ্যতা) প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে গেছে বা এখন তোমাদের হাদীসের উপর নির্ভরতা উঠে গেছে। এজন্য এখন তোমাদের বর্ণিত হাদীসের ব্যাপারে পূর্ণ নিশ্চিত না হয়ে আমরা গ্রহণ করছি না।

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সম্পর্ক

অনুচ্ছেদ শিরোনাম দেওয়া হয়েছে, হাদীস রেওয়ায়াতের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করার গুরুত্ব সম্পর্কে আর আলোচ্য হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-সে সবকই দিয়েছেন অর্থাৎ যখন অসতর্ক হয়ে গ্রহণযোগ্য-অগ্রহণযোগ্য সব হাদীসই বর্ণনা করা শুরু হয়ে যায়, তখন চোখ বন্ধ করে সব হাদীস গ্রহণ না করাই সতর্কতা।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) شَكِّلِ الْحَدِيْثَ ثُمَّ تَرْجِمْهُ

(٢) حَقِّقِ الْاَلْفَاظَ الْاٰتِيَةَ : صَعْبٌ ، اَلذَّلُوْلُ ، هَيْهَاتَ

(٣) اَوْضِحْ مُرَادَ قَوْلِهٖ : وَالْحَدِيْثُ يُحْفَظُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَوْلِهٖ : فَاِذَا رَكِبْتُمُ الصَّعْبَ وَالذَّلُوْلَ

(٤) اُذْكُرْ مُنَاسَبَةَ الْحَدِيْثِ بِتَرْجَمَةِ الْبَابِ

---

٢٨. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ قُرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ بَعَثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اِلَى الْكُوْفَةِ وَ شَيَّعَنَا فَمَشٰى مَعَنَا اِلٰى مَوْضِعٍ يُقَالُ لَهٗ صِرَارٌ فَقَالَ اَتَدْرُوْنَ لِمَ مَشَيْتُ مَعَكُمْ؟ قَالَ قُلْنَا لِحَقِّ صُحْبَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ لِحَقِّ الْاَنْصَارِ قَالَ لٰكِنِّىْ مَشَيْتُ مَعَكُمْ لِحَدِيْثٍ اَرَدْتُّ اَنْ اُحَدِّثَكُمْ بِهٖ فَاَرَدْتُّ اَنْ تَحْفَظُوْهُ لِمَمْشَاىَ مَعَكُمْ اِنَّكُمْ تَقْدِمُوْنَ عَلٰى قَوْمٍ لِلْقُرْاٰنِ فِىْ صُدُوْرِهِمْ هَزِيْزٌ كَهَزِيْزِ الْمِرْجَلِ فَاِذَا رَاَوْكُمْ مَدُّوْا اِلَيْكُمْ

أَعْنَاقَهُمْ وَ قَالُوا اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ فَاَقِلُّوا الرِّوَايَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ اَنَا شَرِيْكُكُمْ.

সহজ তরজমা

(২৮) আহমদ ইবনে আবদাহ রহ. .... কারাযাহ ইবনে কা'ব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. আমাদের কূফায় পাঠালেন এবং তিনি আমাদের বিদায় জানানোর জন্য আমাদের সাথে 'সিরার' নামক স্থান পর্যন্ত এগিয়ে এলেন। এরপর বললেন : তোমরা কি জান, আমি কেন তোমাদের সাথে হেঁটে এলাম? রাবী বলেন, আমরা বললাম : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সাহচর্য ও আনসারদের অধিকারের তাগিদে। উমর রাযি. বললেন : (না) বরং আমি আশা করি যে, তোমাদের সাথে আমার আসার কারণে তোমরা তা সংরক্ষণ করবে। অবশ্যই তোমরা এমন একদল লোকের কাছে যাচ্ছ, যাদের শিরায় কুরআনের আওয়াজ এভাবে হতে থাকবে, যেরূপ ফুটন্ত ডেগ থেকে হাড়ের আওয়াজ বের হয়ে থাকে। যখন তারা তোমাদের দেখতে পাবে, তখন তারা তোমাদের প্রতি তাদের আনুগত্যের গর্দান বাড়িয়ে দিবে আর বলবে, আপনারা তো মুহাম্মদ ﷺ এর সাহাবী। তখন তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদীস কম বর্ণনা করবে। এরপর আমি তোমাদের সাথে মিলিত হব।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

مَدُّوْا اِلَيْكُمْ اَعْنَاقَهُمْ এর ব্যাখ্যা

হযরত উমর রাযি.-এর এ কথার ব্যাখ্যা, তোমরা এমন সম্প্রদায়ের নিকট (কুফাতে) যাচ্ছ, যারা নতুন মুসলমান হয়েছে। তাদের অন্তরে ইসলাম, কুরআন, প্রিয়নবী ﷺ ও তাঁর হাদীসের প্রতি প্রবল ভালোবাসা থাকবে। কাজেই প্রিয়নবী ﷺ-এর প্রতি সম্পৃক্ত করা হয়, এমন সব বিষয়ের প্রতি তাদের অগাধ ভক্তি থাকার দরুন তারা সেগুলো অর্জন করার প্রতি বেশী আগ্রহী হবে। এমন প্রেক্ষাপটে তারা যখন তোমাদেরকে দেখবে, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের সৌজন্য সাক্ষাৎ লাভের উদ্দেশ্যে তাঁরা দৌড়ে আসবে এবং তাদের আগ্রহ-উদ্দীপনা আরো বেড়ে যাবে। ফলে তাঁরা তোমাদের প্রতিটি কথা অত্যন্ত আগ্রহ ভরে মনোযোগের সাথে শ্রবণ করবে। কারণ, তাদের তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সোহবতে ধন্য হওয়ার সুযোগ মিলে নি। তাই বর্তমান যুগের সাহাবাদের বরকতপূর্ণ সোহবতকেই তারা মহা নেয়ামত হিসেবে গণ্য করবে। কাজেই এমতাবস্থায় তোমরা তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে বেধড়ক ব্যাপকহারে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করতে শুরু করবে না।

فَانَا شَرِيْكُكُمْ এর ব্যাখ্যা

এর তিনটি ব্যাখ্যা হতে পারে।

(১) اَىْ اِنِّىْ شَرِيْكُكُمْ فِىْ اِقْلَالِ الرِّوَايَةِ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে রিওয়ায়াত স্বল্প বর্ণনার ক্ষেত্রে আমি তোমাদের অংশীদার হব। কেননা হাদীস বর্ণনায় আমার অনুসৃত নীতি হল- স্বল্প বর্ণনা করা। আমি বর্তমানে তোমাদের ও সে কওমের ব্যাপারে হাদীস কম বর্ণনা করাই উত্তম মনে করছি এবং তোমাদেরকে কম রিওয়ায়াত করার নির্দেশ দিচ্ছি, যা আমার অনুসৃত নীতিরই অনুকূল। কারণ, আমি তোমাদেরকে এমন বিষয়ে আদেশ দিচ্ছি না, আমি নিজে যা অনুসরণ করি না।

(২) তোমরা সেখানে গিয়ে তালীম ও তাবলীগের যত কাজ করবে, তার সওয়াবের মধ্যে আমি তোমাদের সাথে অংশীদার হব। কারণ, সেখানে তোমাদেরকে পাঠিয়ে মূলত আমিই এর কারণ হয়েছি।

(৩) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বিরুদ্ধে মিথ্যা বলার আশঙ্কায় স্বল্প রিওয়ায়াত করা এবং অধিক রিওয়ায়াত করা থেকে বিরত থাকার যে নেকী হবে, আমি তার অংশীদার হব। কারণ, আমিই তো তোমাদেরকে এ কাজের নির্দেশ দিচ্ছি।

হযরত উমর রাযি. কর্তৃক করার নির্দেশদানের কারণ

প্রশ্ন হতে পারে, হযরত উমর রাযি. সাহাবায়ে কিরামকে দীনের তাবলীগের জন্য পাঠাচ্ছেন, সেখানে হাদীসের রিওয়ায়াত বেশি করাটাই তো ছিল যুক্তি যুক্ত। সেখানে তিনি তাদেরকে কম রিওয়ায়াত করতে আদেশ দিলেন কেন?

কয়েকটি বিশেষ কারণে তিনি এমন করেছেন, যা নিম্নরূপ-

(১) সংশ্লিষ্ট কওমের মাঝে কুরআন ও হাদীসের প্রতি আকর্ষণ ও দীনী চেতনা অনেক গুণে বেশি বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং তোমরা যদি অধিক হাদীস বর্ণনা শুরু কর, তা হলে হাদীসের আধিক্যের কারণে তাদের নিকট হাদীসের প্রতি গুরুত্ব কমে যাবে এবং হাদীসের মতো গুরুত্বপূর্ণ বস্তু সাধারণ বস্তুতে পরিণত হবে। স্বাভাবিক কারণেই কোনো বস্তুর ব্যাপক ছড়াছড়ি হয়ে পড়লে মানুষের দৃষ্টিতে তার গুরুত্ব কমে যায়। কাজেই অধিক পরিমাণে হাদীস বর্ণনা করে তাদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যাওয়া হাদীসের প্রতি গুরুত্ব ও মর্যাদা যেন উঠে না যায় সেজন্য তিনি সাময়িকভাবে তাদের নিকট কম রিওয়ায়াত করতে আদেশ দিয়েছেন।

(২) বর্তমানে তারা কুরআনী ইলম অর্জনে মনোনিবেশ করেছে আর হযরত উমর রাযি.ও তাদের জন্য আপাতত কুরআনের দিকেই মনোনিবেশ করা উপযুক্ত মনে করেছেন যাতে তারা আপন প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আরোপিত কুরআনী বিধি-নিষেধ সম্পর্কে সম্যক অবগত হতে পারে। সুতরাং এমতাবস্থায় যদি তাদেরকে অধিক পরিমাণে হাদীস বর্ণনা করা হয়, তা হলে হয়তো তারা কুরআন

পেছনে ফেলে হাদীসের প্রতি ঝুঁকে পড়বে। ফলে হাদীসের এ আধিক্যই তাদের জন্য কুরআন থেকে উদাসীনতা-আক্ষেপহীনতার কারণ হবে। তাই হযরত উমর রাযি. তাদেরকে অল্প রিওয়ায়াত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

(৩) তারা সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং এখনও তাদের স্বভাব-প্রকৃতি ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষায় পূর্ণতা লাভ করে নি। তাই তারা ইসলামী নীতিমালা ও শরী'অতের চাহিদা-প্রত্যাশা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল নয়। সুতরাং এ পরিস্থিতিতে যদি সাহাবাগণ অধিক পরিমাণে হাদীস বর্ণনা করা শুরু করে দেন, তবে তারা সেসব হাদীস পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবে না। ফলে হাদীসের মনগড়া মতলব বুঝে ফিতনার সম্মুখীন হবে। তাই হযরত উমর রাযি. তাদের নিকট অধিক পরিমাণে হাদীস বর্ণনা না করে শুধু প্রয়োজনের তাগিদে স্বল্প পরিমাণে হাদীস বর্ণনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে তারা এমন হাদীসই শোনে, যার অর্থ সুস্পষ্ট এবং যাতে রূপক অর্থের সম্ভাবনা নেই। ফলে সেই হাদীস সকলেরই বোধগম্য হয়।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

প্রশ্ন : ইলমে দীন ও হাদীসের প্রচার করা ওয়াজিব এবং তা গোপন করা হারাম। এ ব্যাপারে হাদীসে কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। প্রশ্ন হল, এতদসত্ত্বেও হযরত উমর রাযি. সাহাবাদেরকে কমসংখ্যক রিওয়ায়াতের নির্দেশ দিলেন কেন?

উত্তর : এ প্রশ্নের কয়েকটি উত্তর দেওয়া যেতে পারে। যথা–

(১) নিঃসন্দেহে ইলমের ইশা'আত ও প্রচার-প্রসার করা জরুরি বিষয়। ইলম গোপন করা বাস্তবিকই নাজায়েয। কিন্তু দীনী ও শরঈ উপযোগীতার ভিত্তিতে সতর্কতা অবলম্বন করা কখনই ইলম গোপন করার আওতায় আসবে না। যেমন : ইমাম খাত্তাবী রহ. বলেন–

ইলম গোপন করা সংক্রান্ত সতর্কবাণী তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন প্রশ্নকারী ইসলামের রুকন বা নামায ইত্যাদি জরুরি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করবে কিংবা কোনো বস্তুর হালাল-হারাম, মাকরূহ-মুবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশ্ন করবে আর জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে এবং এর উত্তর না দিবে।

অনুরূপভাবে ইমাম সাইয়িদ রহ. বলেন– ইলম গোপন সংক্রান্ত সতর্কবাণী তখন প্রযোজ্য হবে, যখন সাধারণ মানুষের জন্য দৈনন্দিন জীবন যাপনের ক্ষেত্রে একান্ত জরুরি বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে। পক্ষান্তরে যেই ইলম অপ্রয়োজনীয় ও সাধারণ মানুষের জন্য হৃদয়ঙ্গম করা কষ্টকর, এমন বিষয় প্রকাশ না করলে তা ইলম গোপন করার আওতায় পড়বে না। আর হযরত উমর রাযি.-এর হাদীস স্বল্প বর্ণনার নির্দেশ এ ধরনের সূক্ষ্ম ও অপ্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে ছিল।

(২) হযরত উমর রাযি. সাহাবায়ে কিরামের সংশ্লিষ্ট জামাতটিকে ইলমের

প্রচার-প্রসার ও তাবলীগের উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করছিলেন। কাজেই এটা কি করে সম্ভব হতে পারে যে, তিনি মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকেই গোপন করার নির্দেশ দিবেন? মূলকথা হল, হযরত উমর রাযি. উলূমে নববীর তাবলীগের প্রতি সাহাবাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি একটি বিষয়ে সতর্ক করে দিচ্ছেন। আর সেটা হল, তোমরা দীনের জরুরি বিষয়াবলী লোকদেরকে ভালোভাবে জানাবে এবং প্রশ্নকারীদের প্রশ্নের সুন্দর জবাব দিবে। তবে সেগুলো সর্বক্ষেত্রেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে সম্পৃক্ত করবে না। যদিও সেগুলো হাদীস থেকেই নেওয়া হবে। হ্যাঁ, একান্ত প্রয়োজনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে সম্পৃক্ত করতে পার।

(৩) كِتْمَان عِلْم বা ইলম গোপন করার প্রশ্ন হযরত উমর রাযি.-এর উপর তখনই উত্থাপিত হত, যখন তিনি সাহাবাদেরকে সুস্পষ্টভাবে রিওয়ায়াত করা থেকে পূর্ণরূপে নিষেধ করে দিতেন। কিন্তু তিনি তো তা করেন নি বরং তিনি রিওয়ায়াত কম করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাও আবার বিশেষ উপযোগিতার প্রতি লক্ষ করে দিয়েছেন। সুতরাং এর সাথে كِتْمَان عِلْم এর প্রসঙ্গ টেনে আনা অবান্তর।

হাদীস স্বল্প ও অধিক বর্ণনার মধ্যে কোনটি উত্তম

এখানে একটি বিষয় থেকে যায়, তা হল- হাদীস অধিক বর্ণনা করা উত্তম নাকি স্বল্প বর্ণনা করা উত্তম?

এটি একটি জটিল বিষয়। এককথায় এ ব্যাপারে চূড়ান্তভাবে কোনো সিদ্ধান্ত প্রদান করা আদৌ সম্ভব নয়। কেননা যদি স্বল্প বর্ণনা করণকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, তা হলে অধিক রিওয়ায়াত বর্ণনাকারী সাহাবায়ে কিরামের দৃষ্টিভঙ্গির কী ব্যাখ্যা দেওয়া হবে?

আর যদি অধিক রিওয়ায়াতকরণকে উত্তম সাব্যস্ত করা হয়, তা হলে অধিকাংশ সাহাবা, যারা স্বল্প রিওয়ায়াতের উপর কঠোরভাবে আমল করেছেন তাদের দৃষ্টিভঙ্গির কি জবাব হবে?

কাজেই এ ব্যাপারে সঠিক কথা হল, রাবীদের নিজ নিজ অবস্থা পারিপার্শ্বিক উপযোগিতা ও যুগচাহিদার নিরিখে স্বল্প ও অধিক বর্ণনার বিষয় বিবেচিত হবে। রাবী যদি তার মুখস্থ শক্তি ও হিফযের ব্যাপারে পূর্ণ আস্থাশীল হয় এবং কোনো প্রকার ইতস্ততাঃ ছাড়াই দৃঢ়তার সাথে হাদীস বর্ণনা করতে পারঙ্গম হয়, তদ্রুপ যুগের চাহিদাও হাদীসের প্রচার ও প্রসারের অনুকূল হয়, তা হলে তার জন্য অধিক রিওয়ায়াত করাই উত্তম হবে। যাতে উম্মত প্রিয়নবী ﷺ-এর নূর ও বরকত দ্বারা উপকৃত হতে পারে। এ দৃষ্টিভঙ্গি ও উপলব্ধি থেকেই সাহাবায়ে কিরামের এক জামাত অধিক রিওয়ায়াত করার নীতির উপর আমল করেছেন। বিশেষত তাদের সামনে ছিল ইলম গোপন করার উপর সতর্কবাণীসমূহ। যেমন : আল্লাহ তা'আলা বলেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى ..... الخ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّنَ النَّارِ

অনুরূপভাবে তিনি আরও বলেন-

بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً وَقَالَ اَيْضًا : فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

নিম্নে এ ধরনের অধিক বর্ণনাকারী কয়েকজন সাহাবার নাম উল্লেখ করা হল।

(১) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি.।

(২) হযরত আয়েশা রাযি.।

(৩) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.।

(৪) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি.

(৫) হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি.।

(৬) হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযি.।

(৭) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. প্রমুখ।

একটু চিন্তা করে দেখা দরকার, যদি এ সমস্ত অধিক বর্ণনাকারী সাহাবীগণ স্বল্প রিওয়ায়াতের মতের উমর আমল করত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নূর ও বরকতে পরিপূর্ণ এ হাদীসভাণ্ডার সাথে নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতেন, তা হলে এ উম্মত কত বড় অপূরণীয় ক্ষতির শিকার হত।

আর যদি রাবী তার হিফয ও মুখস্থ শক্তির উপর পূর্ণ ভরসা থাকা সত্ত্বেও ভুল-ত্রুটি হয়ে যাওয়া ও বিস্মিতির আশঙ্কা করেন এবং যুগের নিত্য নতুন ফিতনা-ফাসাদ, ইলমী উদাসীনতা ইত্যাদির কারণে অধিক হাদীস বর্ণনার অনুকূল পরিবেশ না থাকে, তা হলে সেই রাবীর জন্য স্বল্প রিওয়ায়াত বর্ণনা করাই উত্তম। খুলাফায়ে রাশেদীনসহ হযরত সাহাবায়ে কিরাম রাযি.-এর এক বিশাল জামাত নিজেদের পাহাড়সম হিফয ও ধী-শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এ নীতির উপর আমল করেছেন। বিশেষত তাদের সামনে ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিম্নোক্ত সতর্কবাণীসমূহ।

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ اَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ.-এর ভাষায় এ সকল সাহাবায়ে কিরাম কেবল এমন হাদীসই বর্ণনা করেছেন, যেগুলো নিতান্তই সন্দেহমুক্ত ও নিশ্চিত ছিল বা সেগুলো বর্ণনার প্রতি সীমাহীন প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল কিংবা যেসব

বিষয় প্রচারের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বিশেষভাবে অসিয়ত করে গেছেন। উপরন্তু এ ধরনের হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রেও তাঁরা ভয়ে কাঁপতেন। হযরত খুলাফায়ে রাশেদীন রাযি. এক দীর্ঘকাল রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সান্নিধ্য লাভ করেছেন এবং অনেক রিওয়ায়াতের অধিকারী ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তাদের সীমাহীন সতর্কতা, খোদাভীতির কারণে তার খুবই স্বল্প রিওয়ায়াত করেছেন। এ কারণেই স্বল্প রিওয়ায়াতকারীদের কাতারে তাদেরকে গণ্য করা হয়েছে। এসব কথার পরও এ কথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, অধিক রিওয়ায়াত করার উপর স্বল্প রিওয়ায়াত করার এক প্রকার প্রাধান্য রয়েছে। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী- اِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَدِيْثِ "তোমরা অধিক হাদীস বর্ণনা করা থেকে বেঁচে থেকো।"এর উপর ভিত্তি করে অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরাম এ মতের উপর আমল করেছেন। তা ছাড়া অধিক বর্ণনার তুলনায় স্বল্প বর্ণনার ক্ষেত্রে ভুল-ভ্রান্তি ঘটে যাওয়া ও সতর্কবাণীর মুখোমুখী হওয়ার সম্ভাবনাও কম থাকে।

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সম্পর্ক

মুসান্নিফ রহ. শিরোনাম বেঁধেছেন بَابُ التَّوَقِّىْ فِى الْحَدِيْثِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ উক্ত শিরোনামের অধীনে এ হাদীসখানা উল্লেখ করে তিনি ইঙ্গিত করেছেন, হাদীস স্বল্প বর্ণনা করার নীতি অবলম্বন করাই উত্তম এবং এটাই হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের অধিক নিকটবর্তী। তা ছাড়া তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, স্বল্প রিওয়ায়াত করা كِتْمَانِ عِلْم (ইলম গোপন করার) আওতায় আসবে না বরং তা এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করার আওতায় পড়বে।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ

(٢) اَوْضِحْ قَوْلَهٗ : "مُدُّوْا اِلَيْكُمْ اَعْنَاقَهُمْ" وَقَوْلَهٗ : "ثُمَّ اَنَا شَرِيْكُكُمْ"

(٣) اُكْتُبْ اَسْبَابَ اَمْرِ عُمَرَ الصَّحَابَةَ بِقَوْلِهٖ اَقِلُّوا الرِّوَايَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

(٤) مَا هُوَ الْاَفْضَلُ مِنْ قِلَّةِ الرِّوَايَةِ وَكَثْرَتِهَا حَرِّرْ بِحَيْثُ لَا يَخْفَى الْمُرَامُ

(٥) اِدْفَعِ التَّعَارُضَ بَيْنَ قَوْلِ عُمَرَ رضـ : اَقِلُّوا الرِّوَايَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

وَبَيْنَ قَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهٗ ثُمَّ كَتَمَهٗ اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّنَ النَّارِ . دَفْعًا شَافِيًا

(٦) اُكْتُبْ مُنَاسَبَةَ الْحَدِيْثِ بِتَرْجَمَةِ الْبَابِ

٢٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ صَحِبْتُ بْنَ مَالِكٍ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِلٰى مَكَّةَ فَمَا سَمِعْتُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِحَدِيْثٍ وَاحِدٍ.

সহজ তরজমা

২৯ মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার রহ. .... সায়িব ইবনে ইয়াযীদ রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনা থেকে মক্কা পর্যন্ত সা'দ ইবনে মালিক-এর সফরসঙ্গী ছিলাম। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে আমি তাঁকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একটি হাদীসও বর্ণনা করতে শুনি নি।

بَابُ التَّغْلِيْظِ فِيْ تَعَمُّدِ الْكِذْبِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ : ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর মিথ্যারোপের কঠোর পরিণতি

٣٠. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ وَاِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسٰى قَالُوْا ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

সহজ তরজমা

(৩০) আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা, সুয়াইদ ইবনে সাঈদ, আবদুল্লাহ ইবনে আমির ইবনে যুরারা এবং ইসমাঈল ইবনে মূসা রহ. ..... আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি. এর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করে, সে যেন তার আবাসস্থল জাহান্নামে তৈরি করে নেয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

كِذْب এর সংজ্ঞা : كِذْب এটা بَاب ضَرَبَ يَضْرِبُ থেকে এসেছে। মাসদার হল, كِذْبًا অর্থ : মিথ্যা বলা।

كِذْب এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : كِذْب এর পারিভাষিক অর্থ নিয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত ও মুতাযিলাদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। আহলে সুন্নাতের

মতে كِذْبٌ হল, هُوَ الْإِخْبَارُ مِنَ الشَّيْئِ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ عَمْدًا كَانَ أَوْ سَهْوًا। "কোনো বস্তু সম্পর্কে তার অবস্থার বিপরীত সংবাদ দেওয়া, চাই তা ইচ্ছাকৃতভাবে হোক, চাই ভুলবশত হোক।"

পক্ষান্তরে মুতাযিলাদের মতে كِذْبٌ হল, জেনেশুনে প্রকৃত অবস্থার বিপরীত মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করা।

তারা كِذْبٌ এর সংজ্ঞার মধ্যে عَمَدًا। (ইচ্ছাকৃতভাবে) -এর শর্ত বৃদ্ধি করে থাকে। সুতরাং হাদীসে উল্লিখিত مُتَعَمِّدًا। শব্দটি তাদের মতে আবশ্যিক শর্ত; আকস্মিক শর্ত নয়।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সংজ্ঞাটিই অধিক বিশুদ্ধ। কারণ, হাদীসে مُتَعَمِّدًا। শর্তটি বৃদ্ধি করা হয়েছে। কিন্তু كِذْبٌ এর সংজ্ঞায় যদি প্রকৃতই عَمَد অন্তর্ভুক্ত হত, তা হলে হাদীসে عَمَدًا। এর শর্ত লাগানোর প্রয়োজন হত না। কেননা عَمَد তো كِذْبٌ এর সংজ্ঞার মধ্যে এমনিতেই অন্তর্ভুক্ত।

كِذْبٌ কে عَمَد এর সাথে শর্তযুক্ত করার কারণ

যেহেতু كِذْبٌ এর সংজ্ঞায় عَمَد ও سَهُو উভয় প্রকারই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, অথচ হাদীসে উল্লিখিত সতর্কবাণী শুধু عَمَدًا। মিথ্যার সাথেই সীমাবদ্ধ, তাই عَمَدًا। শর্তটি বাড়ানো হয়েছে একথা বুঝানোর জন্য যে, سَهْوًا। বা অনিচ্ছাকৃতভাবে হাদীসে মিথ্যা বললে সে এ ধমকির উপযুক্ত হবে না।

যেসব হাদীসে عَمَدًا। এর শর্ত উল্লেখ নেই, সেগুলোকে عَمَدًا। এর সাথে শর্তযুক্ত হাদীসসমূহের উপর প্রযোজ্য ধরে সেখানেও عَمَدًا। এর শর্ত মানতে হবে।

কারো ব্যাপারে كِذْبٌ فِى الْحَدِيْث প্রমাণিত হলে তার রিওয়ায়াতের হুকুম

রাবীদের কারো ব্যাপারে যদি হাদীসে মিথ্যা বলেছে বলে প্রমাণিত করা যায়, তা হলে সেই রাবী ও তার রিওয়ায়াতের হুকুম কী? এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের তিনটি মতামত পাওয়া যায়।

(১) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম হুমায়দী, আবূ বকর সাররাফী ও জমহূরে উলামায়ে কিরামের মতে এমন ব্যক্তি কাফের তো হবে না। তবে সে কঠিন ফাসেক বলে বিবেচিত হবে। এ কাজ তার জন্য কবীরা গুনাহ বলে সাব্যস্ত হবে এবং তওবা করার পরও তার কোনো রিওয়ায়াতই গ্রহণযোগ্য হবে না। অবশ্য সে যদি হাদীসে মিথ্যা বলা হালাল মনে করে এমনটি করে, তা হলে সে কাফির হয়ে যাবে।

(২) ইমামুল হারামাইন এর পিতা শায়খ আবূ মুহাম্মদ আল-জুওয়ারনী রহ. এর মতে এমন ব্যক্তি কাফের সাব্যস্ত হবে এবং এ অপরাধের কারণে তার শিরোচ্ছেদ করা হবে। সুতরাং তার রিওয়ায়াত গ্রহণের প্রশ্নই উঠে না।

(৩) কোনো কোনো মুফাচ্ছিরের মতে এমন ব্যক্তি কাফের তো হবে না, তবে সে ফাসেক হয়ে যাবে। অবশ্য সে যদি আন্তরিকভাবে খাঁটি তওবা করে নেয়, তবে ভবিষ্যতে তার রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হবে।

আল্লামা নববী রহ. শেষোক্ত অভিমত গ্রহণ করেছেন এবং এ মতের পক্ষে তিনি প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন, যখন উলামায়ে কিরামের সর্বসম্মতিক্রমে কাফেরের ইসলাম গ্রহণের পর তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়, তখন মুসলমান তওবা করার পর তার রিওয়ায়াত কেন গ্রহণযোগ্য হবে না? অথচ উভয়টিই স্মৃতিশক্তির উপর ভিত্তি করে সম্পন্ন হয়ে থাকে। আর কুফর নিঃসন্দেহে মিথ্যা থেকে মারাত্মক ও বড় অপরাধ। কাজেই اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَاذَنْبَ لَهُ এর উপর ভিত্তি করে বলা যায়, শেষোক্ত মতটিই অধিক বিশুদ্ধ।

অবশ্য মনে রাখতে হবে, ইমাম নববী রহ. এর মতামত জমহূরের বিপরীত।

উৎসাহদান ও ভীতি প্রদর্শণের উদ্দেশ্যে

হাদীস জাল করার হুকুম ঃ এ ব্যাপারে দুটি মাযহাব রয়েছে।

(এক) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নিকট হাদীসে মিথ্যা বলা বা হাদীসে জাল করা সর্বাবস্থায় হারাম ও নাজায়েয, চাই তা আহকাম সংক্রান্ত হাদীস হোক, চাই উৎসাহব্যঞ্জক বা ভীতিপ্রদানমূলক হোক, চাই আমলের মর্যাদা বিষয়ক হোক।

(দুই) উম্মতের দুটি গোমরাহ ফিরকা কাররামিয়্যা ও রাওয়াফেজের কতিপয় মূর্খ সূফীদের মতে উৎসাহ প্রদান বা ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে হাদীস জাল করা শুধু জায়েয ও বৈধই নয় বরং প্রয়োজনের তাকিদে এমনটি করা উত্তম এবং একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

দ্বিতীয় দলের মতামতের পক্ষে দলীল

তাদের এ মতামতের পক্ষে তারা দুটি দলিল পেশ করে থাকে।

(১) আলোচ্য হাদীসটিতে مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ বাক্যে عَلَيَّ অব্যয় ব্যবহার হয়েছে, যা 'ক্ষতি সাধনের' অর্থ প্রদান করে। সুতরাং হাদীসের মর্মার্থ হবে, যে ব্যক্তি রাসূল ﷺ এর উপর মিথ্যা রচনা করে, যা তার দীনের জন্য ক্ষতিকর, তার জন্য পরবর্তী ধমকি প্রযোজ্য হবে। তবে যে ব্যক্তি দীনের জন্য ক্ষতিকর নয় বরং উম্মতের জন্য কল্যাণকর ও উপকারী হবে, তার ক্ষেত্রে এ ধমকি প্রযোজ্য হবে না। আর হাদীস জাল করা দীনের জন্য তখনই ক্ষতিকর হবে, যখন তা আহকাম সংক্রান্ত হাদীসে করা হবে। تَرْغِيْب وَ تَرْهِيْب বা কোনো উৎসাহদান বা ভীতি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে হাদীস জাল করা كِذْب عَلَى الرَّسُوْل রাসূলের বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ হবে না বরং كِذْب لِلرَّسُوْل তথা রাসূলের দীনের সহযোগিতার জন্য মিথ্যা হবে। সুতরাং এ হাদীস দ্বারা فَضَائِل اَعْمَال ও تَرْغِيْب تَرْهِيْب এর ক্ষেত্রে হাদীস জাল করার নিষিদ্ধতা প্রমাণিত হয় না।

(২) حَدِيْثُ الْبَابِ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا এর কোনো কোনো সূত্রে لِيُضِلَّ بِهِ النَّاسَ এর সাথে বাক্যাটিও উল্লেখ আছে। সুতরাং হাদীসের **মর্মার্থ হবে,** যে ব্যক্তি মানুষকে পথভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর মিথ্যা বলবে, তার জন্য পরবর্তী ধমকি প্রযোজ্য হবে।

সুতরাং এ হাদীসের مَفْهُوْم مُخَالِف দ্বারা প্রতীয়মান হয়, যে ব্যক্তি মানুষকে গোমরাহ করার উদ্দেশ্যে নয় বরং মানুষকে দীনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে হাদীস জাল করবে, তার ক্ষেত্রে এ ধমকি প্রযোজ্য হবে না। আর اَحْكَام এর ক্ষেত্রে হাদীস জাল করলেই কেবল মানুষকে গোমরাহ করার উদ্দেশ্যে হাদীস জাল করা হবে, উৎসাহদান ও ভীতি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে হাদীস জাল করলে তাতে মানুষকে গোমরাহ করা হবে না। সুতরাং এক্ষেত্রে হাদীস জাল করার নিষিদ্ধতা প্রমাণিত হবে না বরং তা জায়েয হবে।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত এর দলীলসমূহ

(১) কুরআনে কারীমে আল্লাহ পাক বলেন- لَاتَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا "হে রাসূল! যে বিষয়ে আপনার জ্ঞান নেই, আপনি সে বিষয়ের পিছনে পড়বেন না। নিঃসন্দেহে কান, চক্ষু, অন্তর সবকিছু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবেন।"

এ আয়াতে রাসূল ﷺ কে অজ্ঞাত বিষয়ে কোনোকিছু বর্ণনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর আয়াতের مَا অব্যয়টি ব্যাপক, যাতে আহকাম ও তারগীব-তারহীব সবই দাখেল আছে। কাজেই যেখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলকে যে বিষয়ে জানানো হয় নি সেটা যে কোনো বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত হোক না কেন, তা বর্ণনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। সেখানে অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য তো আরো আগেই বর্ণনা করা নিষেধ হবে।

(২) حَدِيْثُ الْبَابِ তথা مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার (রাসূলের) বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলে, সে যেন জাহান্নামে নিজের ঠিকানা বানিয়ে নেয়।

এখানে মিথ্যার উপর নিঃশর্ত সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। চাই তা اَحْكَام সংক্রান্ত বিষয়ে হোক কিংবা তারগীব-তারহীব সংক্রান্ত বিষয়েই হোক। সুতরাং সর্বাবস্থাতেই হাদীস জাল করার নিষিদ্ধতা প্রমাণিত হল।

(৩) সর্বাবস্থাতেই হাদীস জাল করার নিষিদ্ধতার ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(৪) মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হারাম। অথচ এটা একজন সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে হয়ে থাকে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যাপারে মিথ্যা বলা কি করে বৈধ হতে পারে, যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতিটি কথাই শরী'অত ও অহী বিবেচিত হয়?

কেউ কেউ বলেন : এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে ব্যক্তি হাদীস পাঠ করে অথচ সে জানে যে তার পঠনে ভুল হচ্ছে, চাই শব্দ উচ্চারণে ভুল হোক কিংবা হরকত প্রদানে ভুল হোক, সেও এই কঠোর সতর্কবাণীর আওতাভুক্ত হবে। যেমন, ইমাম আসমাঈ রহ. বলেন :

اِنَّ اَخْوَفَ مَا اَخَافُ عَلٰى طَالِبِ الْعِلْمِ اِذَا لَمْ يَعْرِفِ النَّحْوَ اَنْ يَّدْخُلَ فِىْ جُمْلَةِ قَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ، لِاَنَّهٗ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَلْحَنُ فَمَهْمَا رَوَيْتَ عَنْهُ وَلَحَنْتَ فِيْهِ كَذَبْتَ عَلَيْهِ.

অবশ্য একথা সত্য যে, হরকত প্রদানে ভুল করার গুনাহ ও জেনে শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উপর মিথ্যা বলার গুনাহের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য হবে।

বি: দ্র: তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসুল বাবের সম্পর্ক অত্যন্ত স্পষ্ট।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ

(٢) مَا مَعْنَى الْكِذْبِ لُغَةً وَ شَرْعًا بَيِّنْهُ مَعَ ذِكْرِ الْاِخْتِلَافِ فِىْ اِدْخَالِ لَفْظِ الْعَمَدِ فِى التَّعْرِيْفِ

(٣) اُكْتُبْ وَجْهَ تَقْيِيْدِ الْكِذْبِ بِالْعَمَدِ ....مُوْضِحًا،

(٤) اُكْتُبْ حُكْمَ الْكَاذِبِ فِى الْحَدِيْثِ وَ حُكْمَ رِوَايَاتِهٖ بَعْدَ التَّوْبَةِ

(٥) مَاذَا حُكْمُ التَّعَمُّدِ فِى الْكِذْبِ فِى الْحَدِيْثِ لِلتَّرْغِيْبِ وَ التَّرْهِيْبِ اُذْكُرْ مَعَ ذِكْرِ الْاِخْتِلَافِ بَيْنَ الْاَئِمَّةِ مُدَلَّلًا ، مُفَصَّلًا مُرَجَّحًا،

(٦) اَوْضِحْ قَوْلَهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ : فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ

(٧) اُكْتُبْ مُنَاسَبَةَ الْحَدِيْثِ بِالْبَابِ.

---

٣١. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ وَاسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسٰى قَالَا ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِىِّ ابْنِ خِرَاشٍ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَكْذِبُوْا عَلَىَّ فَاِنَّ الْكِذْبَ عَلَىَّ يُوْلِجُ النَّارَ.

সহজ তরজমা

(৩১) আবদুল্লাহ ইবনে আমির ইবনে যুরারা ও ইসমাঈল ইবনে মূসা রহ. .... আলী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- তোমরা আমার উপর মিথ্যারোপ করবে না। কেননা আমার উপর মিথ্যারোপই জাহান্নামে প্রবেশ করাবে।

٣٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ حَسِبْتُهُ قَالَ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

সহজ তরজমা

(৩২) মুহাম্মদ ইবনে রুমহ মিসরী রহ. .... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যারোপ করে, (রাবী বলেন) আমার মনে হয় তিনি বলেছেন- ইচ্ছাকৃতভাবে, সে যেন তার আবাসস্থল জাহান্নামে নির্ধারণ করে নেয়।

٣٣. حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

সহজ তরজমা

(৩৩) আবূ খায়সামা যুহায়র ইবনে হারব রহ. ...... জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করে, সে যেন তার আবাসস্থল জাহান্নামে নির্ধারণ করে নেয়।

٣٤. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

সহজ তরজমা

(৩৪) আবূ বকর ইবনে শায়বা রহ. .... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার সম্পর্কে কোনো মনগড়া কথা বলে, যা আমি বলি নি, সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামের তৈরি করে নেয়।

٣٥. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى هٰذَا الْمِنْبَرِ إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ

الْحَدِيْثِ عَنِّىْ فَمَنْ قَالَ عَلَىَّ فَلْيَقُلْ حَقًّا اَوْ صِدْقًا وَمَنْ تَقُوْلُ عَلَىَّ مَا لَمْ اَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

সহজ তরজমা

(৩৫) আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা রহ. .... আবূ কাতাদা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এই মিম্বর থেকে বলতে শুনেছি যে, আমার পক্ষ থেকে অধিক হাদীস বর্ণনা করা থেকে তোমরা বিরত থেকো! যদি কেউ আমার সম্পর্কে বলতে ইচ্ছা করে, তা হলে সে যেন সততা ও নিষ্ঠার সাথেই বলে। কেননা যে ব্যক্তি আমার সম্পর্কে মনগড়া কোনো কথা বলে, যা আমি বলি নি, সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে নির্ধারণ করে নিল।

٣٦. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا ثَنَا غُنْدُرٌ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ اَبِىْ صَخْرَةَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ مَا لِىْ لَا اَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَمَا اَسْمَعُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ وَفُلَانًا وَفُلَانًا ؟ قَالَ اَمَا اِنِّىْ لَمْ اُفَارِقْهُ مُنْذُ اَسْلَمْتُ وَلٰكِنِّىْ سَمِعْتُ كَلِمَةً يَقُوْلُ مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

সহজ তরজমা

(৩৬) আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার রহ. ...... ‘আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (আমার পিতা) যুবায়ের ইবনে আওয়াম রাযি. কে জিজ্ঞাসা করলাম, যেভাবে আমি ইবনে মাসঊদ রাযি. এবং অমুক অমুক সাহাবীকে (হাদীস) বর্ণনা করতে শুনেছি, অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আপনাকে কেন হাদীস বর্ণনা করতে শুনছি না? তিনি বললেন : ইসলাম গ্রহণের পরে আমি তাঁর থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন হই নি। কিন্তু আমি তাঁকে একটি কথা বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করবে, সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে নির্ধারণ করে নেয়।

٣٧. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

সহজ তরজমা

(৩৭) সুওয়ায়দ ইবনে সায়ীদ রহ. .... আবূ সায়ীদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করে, সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে তৈরি করে নেয়।

٥ - بَابُ مَنْ حَدَّثَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثًا وَ هُوَ يَرٰى اَنَّهٗ كَذِبٌ

অনুচ্ছেদ : জ্ঞাতসারে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দিকে সম্বন্ধ করে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করা

٣٨. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَلِىٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَدَّثَ عَنِّىْ حَدِيْثًا وَ هُوَ يَرٰى اَنَّهٗ كَذِبٌ فَهُوَ اَحَدُ الْكَاذِبَيْنِ.

সহজ তরজমা

(৩৮) আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা রহ. ...... আলী রাযি. সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সজ্ঞানে আমার দিকে সম্বন্ধ করে কোনো মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করবে, সে মিথ্যাবাদীদের একজন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

يُرٰى শব্দের তাহকীক : ইমাম নববী রহ. বলেন, শব্দটি আমরা يُ অক্ষরে পেশযুক্ত ও মাজহূলের সীগাহর সাথে মুখস্থ করেছি। তখন يَظُنُّ (ধারণা) এর অর্থে ব্যবহৃত হবে। এ সূরতে মর্মার্থ হবে– যে ব্যক্তি আমার পক্ষ থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করে, অথচ তার প্রবল ধারণা হল এটা মিথ্যা, তা হলে সে নিম্নের ধমকির উপযুক্ত হবে।

তবে কোনো কোনো আলেম শব্দটির يَ অক্ষরে যবর দিয়ে মারফের সীগাহ পড়াকে জায়েয বলেছেন। তখন يَعْلَمُ এর অর্থে হবে। (এ সূরতে মর্মার্থ হবে, যে ব্যক্তি আমার পক্ষ থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করে অথচ সে নিশ্চিত জানে, কথাটি মিথ্যা, তা হলে সে হুমকির আওতায় আসবে।)

উপকারীতা : হাদীসে وَهُوَ يَرٰى এর কয়েদ বাড়ানো হয়েছে। এতে প্রমাণিত হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি যদি নিশ্চিতভাবে মিথ্যা কিংবা মিথ্যার ব্যাপারে প্রবল ধারণা সত্ত্বেও হাদীস বর্ণনা করে, তা হলে সে গুনাহগার হবে এবং মিথ্যুক বলে

বিবেচিত হবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি না জেনে কোনো জাল রিওয়ায়াত বর্ণনা করে বসে, তবে সে গুনাহগার হবে না।

أَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ এর ব্যাখ্যা : اَلْكَاذِبِيْنَ শব্দটি দু'ভাবে বর্ণিত পাওয়া যায়। (এক) জমার সীগাহর সাথে আর এটাই প্রসিদ্ধ। কাজী ইয়ায রহ. বলেন, রেওয়ায়াতটি আমাদের নিকট জমার সীগাহর সাথেই পৌঁছেছে। এ সূরতে হাদীসের মর্মার্থ হবে, যে ব্যক্তি জেনে-শুনে মিথ্যা রিওয়ায়াত করবে, সেও অন্যান্য মিথ্যুকদের মতো একজন মিথ্যুক হিসাবে বিবেচিত হবে।

আবূ নুআঈম ইস্পাহানী রহ. তাঁর "আলমুসতাখরাজ 'আলা সহীহি মুসলিম" নামক কিতাবে হযরত মুগীরা রাযি. থেকে রিওয়ায়াতটি তাছনিয়া অথবা জমার সীগাহর মধ্যে সন্দেহের সাথে রিওয়ায়াত করেছেন।

তিনি তাঁর এ কিতাবেই হযরত সামুরা রাযি. থেকে অপর এক রিওয়ায়াত করেছেন, যাতে তাছনিয়ার সীগাহ উল্লেখ রয়েছে।

মোট কথা, যদি তাছনিয়ার সীগাহ ধরা হয়, তা হলে তার দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে।

(এক) মিথ্যার ক্ষেত্রে হাদীস জালকারীর সাথে বর্ণনাকারীও অংশীদার আছে। সুতরাং দুই মিথ্যুকের একজন জাল হাদীস বর্ণনাকারী। অপরজন হাদীস জালকারী। যেমন : আরবী ভাষায় বলা হয়- اَلْقَلَمُ اَحَدُ اللِّسَانَيْنِ (কলম হল দুটি জিহ্বার একটি) অর্থাৎ মনের ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে কলম জিহ্বার সাথে অংশীদার। যেন কলম ও জিহবা দুটি জিহ্বা।

(দুই) أَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ এর শুরুতে كَافْ تَشْبِيْه اَدَاةْ উহ্য আছে। আসলে ছিল كَاَحَدِ الْكَاذِبِيْنَ এ সূরতে (দুই মিথ্যুক বলতে) উদ্দেশ্য হবে, বিশেষ দুই মিথ্যুক। ভণ্ডনবীর দাবীদার- ১. মুসাইলামাতুল কাজ্জাব. ২. আসওয়াদ আনাসী। ব্যাখ্যা হল, যে ব্যক্তি জাল হাদীস রিওয়ায়াত করে সে যা অহী নয় তা অহীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবি করে মিথ্যুক মুসাইলামা ও আসওয়াদ আনাসীর মতো একজন মিথ্যুক সাব্যস্ত হয়েছে। যেমন : আরবী ভাষায় বলা হয়ে থাকে- اَلْخَالُ اَحَدُ الْاَبَوَيْنِ যা আসলে ছিল اَلْخَالُ كَاَحَدِ الْاَبَوَيْنِ فِى الشَّفْقَةِ অর্থাৎ স্নেহের ব্যাপারে দুই পিতা তথা মা বাবার মতো একজন মামা।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) تَرْجِمِ الرِّوَايَةَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ

(٢) اُذْكُرِ الْاِحْتِمَالَاتِ فِىْ كَلِمَةِ "يُرٰى" مَعَ اِيْضَاحِ مَعَانِيْهَا

(٣) مَا الْمُرَادُ بِالْكَاذِبِيْنَ وَ كَمْ تَوْجِيْهًا فِيْهِ بَيِّنْهُ وَاضِحًا

٣٩. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا وَكِيْعٌ ح و ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَدَّثَ عَنِّىْ حَدِيْثًا وَ هُوَ يَرٰى اَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ اَحَدُ الْكَاذِبِيْنِ

সহজ তরজমা

(৩৯) আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার রহ. .... সামুরাহ ইবনে জুনদুব রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি জ্ঞাতসারে আমার দিকে সম্বন্ধ করে কোনো মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করবে, সে মিথ্যাবাদীদেরই একজন।

٤٠. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ رَوٰى عَنِّىْ حَدِيْثًا وَ هُوَ يَرٰى اَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ اَحَدُ الْكَاذِبِيْنِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِكَ اَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسَى الْاَشْيَبُ عَنْ شُعْبَةَ مِثْلَ حَدِيْثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ.

সহজ তরজমা

(৪০) উসমান ইবনে আবূ শায়বা রহ. .... আলী রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি সজ্ঞানে আমার দিকে সম্বন্ধ করে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করবে, সে মিথ্যাবাদীদের অন্যতম।

মুহাম্মদ ইবনে আবদুক রহ. .... শু'বা রহ. থেকে সামুরাহ ইবনে জুনদুব রাযি. এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤١. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ اَبِىْ شَبِيْبٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَدَّثَ عَنِّىْ بِحَدِيْثٍ وَ هُوَ يُرٰى اَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ اَحَدُ الْكَاذِبِيْنِ.

সহজ তরজমা

(৪১) আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা রহ. .... মুগীরা ইবনে শু'বা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা জেনেও আমার প্রতি সম্বন্ধ করে কোনো মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করবে, সে মিথ্যাবাদীদের একজন।

٦ - بَابُ اِتِّبَاعِ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ

অনুচ্ছেদ : হিদায়েতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ অনুসরণ

٤٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ بَشِيْرِ بْنِ ذَكْوَانَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْعَلَاءِ يَعْنِىْ اِبْنَ زَبْرٍ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَبِى الْمُطَاعِ قَالَ سَمِعْتُ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ يَقُوْلُ قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَعَظْتَ مَوْعِظَةَ مُوَدِّعٍ فَاعْهَدْ اِلَيْنَا بِعَهْدٍ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَاِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا وَسَتَرَوْنَ مِنْ بَعْدِىْ اِخْتِلَافًا شَدِيْدًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَاِيَّاكُمْ وَ الْاُمُوْرَ الْمُحْدَثَاتِ فَاِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

সহজ তরজমা

(৪২) আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমদ ইবনে বাশীর ইবনে যাকওয়ান দিমাশ্কী রহ. ..... ইয়াহইয়া ইবনে আবূ মুতাআ রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ইরবায ইবনে সারিয়া রাযি. কে বলতে শুনেছি, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন এবং অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় আমাদের নসীহত করলেন। এতে আমাদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হল এবং চোখ থেকে অশ্রু বেরিয়ে এল। তখন জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাদেরকে বিদায় গ্রহণকারী ব্যক্তির মতো নসীহত করলেন! সুতরাং এ ব্যাপারে আপনি আমাদের একটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দিন। তখন তিনি বললেন : তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করবে আর শুনবে ও অনুসরণ করবে, যদিও তোমাদের নেতা হাবশী গোলাম হয়। আমার পরে অচিরেই তোমরা কঠিন মতবিরোধ দেখতে পাবে। তখন তোমাদের উপর আমার সুন্নত এবং হিদায়েতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শের উপর অবিচল

থাকা অপরিহার্য। তোমরা তা শক্তভাবে আঁকড়িয়ে ধরে থাকবে। সাবধান! তোমরা নতুন উদ্ভাবিত জিনিস (বিদআত) পরিহার করবে। কেননা প্রত্যেক বিদআতই গোমরাহী।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً এর ব্যাখ্যা : এর তিনটি ব্যাখ্যা হতে পারে। যথা-

(এক) مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً اَىْ تَامَّةً فِى الْاِنْذَارِ অর্থাৎ এমন উপদেশ প্রদান করলেন, যা ভীতি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ছিল।

(দুই) مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً اَىْ بَالَغَ فِيْهَا بِالْاِنْذَارِ وَ التَّخْوِيْفِ অর্থাৎ এমন উপদেশ দান করলেন, যাতে তিনি অতিরিক্ত ভয়ভীতি প্রদর্শন করেছেন।

(তিন) مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً اَىْ وَجِيْزَةُ اللَّفْظِ كَثِيْرَةُ الْمَعَانِىْ অর্থাৎ এমন উপদেশ দিয়েছেন, যাতে শব্দ কম কিন্তু অর্থ বেশী।

مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ এর ব্যাখ্যা : এর তিনটি ব্যাখ্যা হতে পারে। যথা-

(এক) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সেদিনের নসীহত ছিল, কাউকে বিদায় দানকারীর উপদেশের মতো গুরুত্বপূণ অর্থাৎ কোনো বিদায়দানকারী যখন কাউকে বিদায় জানায়, তখন তাকে সে অতি প্রয়োজনীয় সব বিষয়েই নেহাৎ নিষ্ঠার সাথে স্বল্প শব্দে বিরাট নসীহত করে দেয়, ঠিক তেমনি ছিল রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিনকার উপদেশমালা। এজন্য সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সেদিনের উপদেশকে বিদায় দানকারীর উপদেশের সাথে তুলনা করেছেন।

(দুই) এখানে মূল নসীহতকে বিদায় দানকারীর নসীহতের সাথে উপমা দেওয়া উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্য হল, প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির ক্ষেত্রে সেদিনের নসীহত ছিল বিদায় দানকারীর নসীহতের প্রতিক্রিয়ার মতো বলে বুঝানো অর্থাৎ কোনো বিদায় দানকারী যখন কাউকে নসীহত করে, তখন সেই নসীহত যেমনিভাবে অন্তরে খুবই ক্রিয়াশীল হয়, ঠিক তেমনি রাসূলের নসীহত ক্রিয়াশীল হয়েছিল। এমনকি সকলের চোখে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়েছিল।

(তিন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সেদিনের নসীহত শুনে মনে হচ্ছিল, তিনি শীঘ্রই আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবেন। কারণ, বিদায়কালেই কেউ কাউকে এমন নসীহত করে থাকে।

عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ এর ব্যাখ্যা : মোল্লা আলী কারী রহ. একে جَوَامِعُ الْكَلِمِ বলে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ, এই ছোট্ট একটি বাক্যে দীনেরসারাংশ অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। কেননা تَقْوٰى হল সমস্ত করণীয় বিষয়গুলো করা এবং বর্জনীয় বিষয়গুলো বর্জনের নাম। আর তা-ই তো দ্বীনের সারকথা। যেমন- হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন- رَأْسُ الدِّيْنِ اَلتَّقْوٰى অর্থাৎ দীনের মূল হল তাকওয়া।

তাকওয়ার সংজ্ঞা

আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাযি.-এর সূত্রে তাকওয়ার যে সংজ্ঞা উদ্ধৃত করেছেন, তা হযরত উমর রাযি. এর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন- হযরত উমর রাযি. হযরত উবাইকে একবার তাকওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে হযরত উবাই রাযি. বলেন : আপনি যখন কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গল দিয়ে অতিক্রম করেন, তখন কিভাবে অতিক্রম করেন? হযরত উমর রাযি. বলেন : এমনভাবে চলি, যাতে একটি কাঁটার আঁচড়ও না লাগে। হযরত উবাই রাযি. বলেন, তাকওয়া হচ্ছে এমনভাবে চলা, যাতে বদদীনের একটি কাঁটাও গায়ে না লাগে। তাকওয়ার ৫টি স্তর রয়েছে।

(১) اَلْاِتِّقَاءُ عَنِ الشِّرْكِ তথা শিরক থেকে বেঁচে থাকা ।

(২) اَلْاِتِّقَاءُ عَنِ الْكَبَائِرِ অর্থাৎ কবীরা গুনাহসমূহ থেকে বেঁচে থাকা।

(৩) اَلْاِتِّقَاءُ عَنِ السَّيِّئَاتِ অর্থাৎ ছোট-খাট গুনাহসমূহ থেকে বেঁচে থাকা।

(৪) اَلْاِتِّقَاءُ عَنِ الْمُبَاحَاتِ وَالشُّبُهَاتِ حَذَرًا عَنِ الْوُقُوْعِ فِى الْمُحَرَّمَاتِ
অর্থাৎ মুবাহ ও সন্দেহজনক বিষয় থেকে বেঁচে থাকা, হারামসমূহে পতিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ।

(৫) اَلْاِعْرَاضُ عَمَّا سِوَى اللّٰهِ গাইরুল্লাহ থেকে সম্পূর্ণ বিমুখ থাকা।
উল্লেখ্য, তাকওয়ার সর্বশেষ স্তরটি সাধারণ লোকদের জন্য নয় বরং এটি নবী, সিদ্দীক ও উম্মতের বিশেষ তবকার জন্য।

وَاِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا এর ব্যাখ্যা :

একটি প্রশ্নও তার সমাধান

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। যথা- এ হাদীসে বলা হয়েছে, একজন হাবশী কৃতদাসকে নেতা বানিয়ে দিলে সকলের জন্য তার নেতৃত্ব মেনে নিয়ে তার আনুগত্য করা জরুরী অথচ প্রসিদ্ধ হাদীস রয়েছে, اَلْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ অর্থাৎ নেতা সর্বদা কুরাইশ বংশ থেকেই হবে। বুঝা গেল, খলীফা বা নেতা হওয়ার জন্য কুরাইশ বংশের হওয়া জরুরি। সুতরাং বাহ্যত দুই হাদীসের মধ্যে বিরোধ দেখা যায়। এর সমাধান কী?

জবাব : প্রশ্নে উল্লিখিত বিরোধ দূর করতে اَلْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ হাদীস কে তার বাহ্যিক অর্থের উপর রেখে বলতে হবে- হ্যাঁ, খলীফা হওয়ার জন্য কুরাইশ বংশ থেকে হওয়া জরুরি, যা এ হাদীসে বলা হয়েছে। তবে حَدِيْثُ الْبَابِ এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা হবে আর এ ব্যাখ্যা তিনভাবে করা যেতে পারে। যথা-

(এক) হাদীসে আমীরের হুকুম মান্য করার প্রতি বিশেষ তাকিদ করার লক্ষ্যেই এ কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ যদি ধরে নেওয়া হয়, কোনো হাবশী কৃতদাসকেও তোমাদের আমীর বানিয়ে দেওয়া হল, যে কিনা আমীর হওয়ার

যোগ্যতা রাখে না, তার আনুগত্য করাও তোমাদের জন্য জরুরি। এ অর্থ করা হলে কৃতদাস কর্তৃক আমীর হওয়ার বৈধতা প্রমাণিত হয় না। কাজেই তা اَلْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ এ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক হবে না।

(দুই) সাধারণভাবে কোনো কৃতদাস আমীর হতে পারে না, তবে যদি জোর পূর্বক সে তোমাদের আমীর হয়েই যায়, তবে তার আনুগত্য করাও তোমাদের উপর একান্ত কর্তব্য। তা না হলে ফিতনা সৃষ্টি হবে।

(তিন) হাদীসে عَبْد حَبْشِى বলতে প্রকৃত অর্থে হাবশী কৃতদাস উদ্দেশ্য নয় বরং রূপক অর্থে عَبْد বলতে এমন ব্যক্তি উদ্দেশ্য, যার জ্ঞান-বুদ্ধি ও যোগ্যতা একেবারেই সামান্য। আর حَبْشِى বলতে কুৎসিত ও কদাকৃতির ব্যক্তি উদ্দেশ্য। সুতরাং মর্ম হবে– তোমাদের উপর যদি এমন কাউকে আমীর বানিয়ে দেওয়া হয়, যার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ কোনো যোগ্যতা নেই অর্থাৎ সে যেমনিভাবে কুৎসিত, তেমনিভাবে স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন, তবুও তোমাদেরকে তার আনুগত্য করে যেতে হবে এবং তাকে বরখাস্ত করার জন্য আন্দোলনে নামা যাবে না। কারণ, এতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে।

وَسَتَرَوْنَ مِنْ بَعْدِىْ اِخْتِلَافًا شَدِيْدًا এর ব্যাখ্যা

এ বাক্যের মাধ্যমে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ওফাতের পর বিভিন্ন বাতিল ফিরকা সমূহের আবির্ভাব ও তাদের পক্ষ থেকে আকীদাগত নানা মত ও পথ সৃষ্টি হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন অথবা রাজত্ব দখলকে কেন্দ্র করে উম্মতের মধ্যে যে কত বিরোধ সৃষ্টি হবে এবং এর কারণে উম্মতের মাঝে যে অনৈক্যের সৃষ্টি হবে, তার ভবিষ্যত বাণী করেছেন। তবে মনে রাখতে হবে, এ মতবিরোধ দ্বারা উম্মতের ফুকাহা ও মুজতাহিদগণের পরস্পরে শাখা মাসয়ালায় মতবিরোধের বিষয়টি মোটেও উদ্দেশ্য নয়। কারণ, সেই মতবিরোধ তো উম্মতের জন্য আরো রহমতের কারণ হয়েছে। যেমনটি কোনো কোনো হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে।

سُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ এর ব্যাখ্যা : খুলাফায়ে রাশেদীনের দুটি অর্থ হতে পারে। (১) আভিধানিক ও ব্যাপক অর্থ, যার মধ্যে এমন সব উলামায়ে উম্মত অন্তর্ভুক্ত। যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুবারক সীরাত নিজের জীবনের পরিপূর্ণ হিসেবে অবলম্বন করেছেন। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী خُلَفَاء رَاشِدِيْن এর মধ্যে ইসলামের প্রসিদ্ধ চার খলীফা ছাড়াও চার ইমাম, অন্যান্য ফুকাহা, মুহাদ্দেসীন, মুজতাহেদীন প্রমুখ উলামা অন্তর্ভুক্ত আছেন। কিছুসংখ্যক আলেমের মতে এখানে خُلَفَاء رَاشِدِيْن বলতে এটাই উদ্দেশ্য। আর রাসূলের হাদীস لَا نَبِىَّ بَعْدِىْ وَ سَيَكُوْنُ خُلَفَاءُ كَثِيْرُوْنَ (অর্থাৎ আমার পর আর কোনো নবী আসবে না। তবে অনেক খলীফা হতে থাকবে।) এর দ্বারাও তাদের এ মতের প্রতি সমর্থন হয়।

(২) خُلَفَاء رَاشِدِيْن এর আরেকটি অর্থ হল, পারিভাষিক ও বিশেষ অর্থ। যাতে প্রসিদ্ধ খুলাফায়ে রাশেদীনই কেবল অন্তর্ভুক্ত আছেন। তবে এ অর্থে কারা কারা এর অন্তর্ভুক্ত হবেন তা নিয়ে আবার কিছুটা মতবিরোধ রয়েছে। যেমন, মোল্লা আলী কারী রহ., আল্লামা তূর পুশতি রহ. শায়খ মুহাম্মদ আলাভী, আল্লামা সাআদ্ উদ্দীন তাফতাযানী, আল্লামা ইদরীস কান্দলভী রহ. সহ জমহূরে উলামা বলেন- খুলাফায়ে রাশেদীন বলতে প্রসিদ্ধ চার খলীফা তথা হযরত আবূ বকর রাযি. হযরত উমর রাযি. হযরত উসমান রাযি. হযরত আলী রাযি. উদ্দেশ্য। এর সপক্ষে তাদের যুক্তি হল, প্রিয়নবী ﷺ এক হাদীসে বলেছেন-

اَلْخِلَافَةُ بَعْدِىْ ثَلَاثُوْنَ سَنَةً অর্থাৎ আমার পর ত্রিশ বৎসর খিলাফত অবশিষ্ট থাকবে। আর এ ত্রিশ বৎসর হযরত আলী রাযি. এর খিলাফতের মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে। বিধায় এর পর আর কেউ এর অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

তবে হযরত শায়খ আব্দুল গনী মুজাদ্দেদী রহ. সহ কেউ কেউ বলেন, উপর্যুক্ত চার খলীফার সাথে হযরত হাসান ইবনে আলী রাযি.ও অন্তর্ভুক্ত আছেন। কাজেই خُلَفَاء رَاشِدِيْن বলতে খুলাফায়ে খামসাহ বা পাঁচ খলীফা উদ্দেশ্য। কারণ, হযরত হাসান রাযি.-এর খিলাফতকালসহ ত্রিশ বৎসর পূর্ণ হয়। আর পূর্বোক্ত হাদীস অনুযায়ী খিলাফতকাল তো মোট ৩০ বছর। কেউ কেউ বলেন, এ উক্তিটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ।

তবে এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে, আলোচ্য হাদীসে خُلَفَاء رَاشِدِيْن বলতে উপর্যুক্ত পাঁচ খলীফা উদ্দেশ্য হলেও এর অর্থ এই নয় যে, তাঁদের পর আর কোনো খলীফা হবে না বরং তাদের পরও বিভিন্ন সময়ে খলীফা হতে থাকবে। যেমনটি একটি হাদীসে উল্লেখ আছে, يَكُوْنُ فِىْ اُمَّتِىْ اِثْنَا عَشَرَ خَلِيْفَةً (অর্থাৎ আমার উম্মতের মধ্যে বারজন খলীফা হবে। তবে এ হাদীসে বিশেষভবে চার বা পাঁচ খলীফার কথা উল্লেখ করে তাঁদের অনুকরণের কথা বলা হয়েছে, তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি ও তাঁদের মতামত ও কর্ম যে অধিক সঠিক হবে সেদিকে ইঙ্গিত করার জন্য। এজন্যই হাদীসে اَلْمَهْدِيِّيْنَ বলে তাদের গুণ বর্ণনা করা হয়েছে।

আরেকটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

প্রশ্ন : حَدِيْثُ الْبَابِ এ রাসূল ﷺ এর সুন্নতের সাথে সাথে خُلَفَاء رَاشِدِيْنَ এর সুন্নতকে মিলিয়ে একইভাবে তাদের সুন্নতের ইত্তিবা করার নির্দেশ দেওয়ার কারণ কী?

উত্তর : দুটি কারণে এমনটি করা হয়ে থাকতে পারে।

(এক) রাসূল ﷺ এর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নত থেকে ইজতিহাদ করে যে সুন্নত বের করবেন, তাতে ভুল-ভ্রান্তি হবে না বরং

এক্ষেত্রে তাদের সুন্নতগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নতেরই সাদৃশ হবে। কাজেই তাদের সুন্নতের অনুসরণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নতেরই অনুসরণের নামান্তর হবে।

(দুই) আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রাসূল ﷺ কে জানানো হয়েছে যে, আপনার কিছু সুন্নত আপনার জীবদ্দশায় প্রচার হবে না বরং খুলাফায়ে রাশেদীনের সময় তাঁদের মাধ্যমে প্রসার লাভ করবে। কাজেই যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধু سُنَّتِىْ বলে নিজের সুন্নতের কথা বলতেন, তবে খুলাফাদের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যে সুন্নতগুলো প্রসার লাভ করবে, সেগুলোর অনুসরণের গণ্ডি থেকে বাহ্যত বেরিয়ে যেত। অথচ সেগুলোও প্রকৃতপক্ষে রাসূলেরই সুন্নত। এজন্য তাদের সুন্নতের কথাও বলে দেওয়া হয়েছে, যেহেতু সেগুলো তাদের মাধ্যমেই প্রচার প্রসার হবে।

জ্ঞাতব্য, হাদীছের শেষাংশে বিদ'আত থেকে বেঁচে থাকতে বলা হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে বিদ'আত অধ্যায়ে আসছে। সেখানে দ্রষ্টব্য।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ

(٢) أَوْضِحْ قَوْلَهُ : مَوْعِظَةٌ بَلِيْغَةٌ وَ قَوْلَهُ : مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ

(٣) مَا مَعْنَى التَّقْوٰى لُغَةً وَ اصْطِلَاحًا بَيِّنْ مَعَ بَيَانِ مَرَاتِبِهِ مُفَصَّلًا

(٤) قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : وَاِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُعَارِضٌ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : اَلْاَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ فَمَا التَّقَضِّى عَنْهُ؟ بَيِّنْ مُتَيَقِّظًا ،

(٥) مَا مَعْنَى الْخُلَفَاءِ الرَّشِدِيْنَ وَمَا مِصْدَاقُهُ بَيِّنْ مُوضِحًا

(٦) لِمَاذَا اُضِيْفَ سُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ مَعَ سُنَّةِ الرَّسُوْلِ ﷺ فِىْ وُجُوْبِ الْاِتِّبَاعِ بَيِّنْ وُجُوْهَهُ مُفَصَّلًا

---

٤٣. حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُوْرٍ وَ اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ السَّوَّاقُ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ ضَمْرَةَ ابْنِ حَبِيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَمْرٍو السُّلَمِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ يَقُوْلُ وَعَظَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ هٰذِهِ

فَاِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْأَنِفِ حَيْثُ مَاقِيْدَ انْقَادَ এর ব্যাখ্যা

বাক্যটির মধ্যে উল্লিখিত اَلْاَنِف শব্দটি كَتِف এর ওযনে হয়েছে। অর্থ হল, লাগাম পরিহিত উট। মর্মার্থ হল, উটের নাকে লাগাম পরানো থাকলে উট যেমনি বাধ্যগত থাকে, মালিক তাকে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে ঘোরাতে পারে। ঠিক তেমনি মুমিন ব্যক্তির নাকে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের হুকুমের রশি বাঁধা থাকে, যেদিকে সেই হুকুম থাকে সেদিকেই সে ঘোরে অর্থাৎ মনগড়া কোনো কাজ করে না, যা কিছু করে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের হুকুম মুতাবিক করে।

বি: দ্র: এ হাদীসের অপরাপর ব্যাখ্যা পূর্ববর্তী বিভিন্ন হাদীসে হয়েছে, বিধায় সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করা হল না।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) شَكِّلِ الْحَدِيْثَ ثُمَّ تَرْجِمْهُ مُوَضِّحًا

(٢) شَرِّحِ الْحَدِيْثَ بِحَيْثُ لَا يَخْفَى الْمُرَامُ

(٣) اُكْتُبْ مُنَاسَبَةَ الْحَدِيْثِ بِتَرْجَمَةِ الْبَابِ

---

٤٤. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ الصَّبَّاحِ الْمِسْمَعِيُّ ثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ خَالِدِ ابْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الصُّبْحِ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهٖ فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً فَذَكَرَهٗ نَحْوَهٗ.

সহজ তরজমা

(৪৪) ইয়াহইয়া ইবনে হাকীম রহ. ..... ইরবায ইবনে সারিয়া রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের সঙ্গে ফজরের সালাত আদায় করেন। এরপর তিনি আমাদের দিকে চেহারা ফিরিয়ে একটি মর্মস্পর্শী ভাষণ দেন। এরপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেন।

بَابُ اِجْتِنَابِ الْبِدَعِ وَالْجَدَلِ

অনুচ্ছেদ : বিদ'আত ও ঝগড়া-ফাসাদ থেকে বিরত থাকা

٤٥. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ كَاَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُوْلُ صَبَّحَكُمْ مَسَّاكُمْ وَيَقُوْلُ بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ وَ يَقْرِنُ بَيْنَ اِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَ الْوُسْطٰى ثُمَّ يَقُوْلُ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ خَيْرَ الْاُمُوْرِ كِتَابُ اللّٰهِ وَ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكَانَ يَقُوْلُ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِاَهْلِهٖ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا اَوْ ضِيَاعًا فَعَلَيَّ وَاِلَيَّ.

সহজ তরজমা

(৪৫) সুওয়ায়দ ইবনে সায়ীদ ও আহমদ ইবনে সাবিত জাহদারী রহ. ...... জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন খুতবা প্রদান করতেন, তখন তাঁর চোখ দুটি লাল হয়ে যেত, কণ্ঠস্বর উচ্চ হত এবং তাঁর ক্রোধ বৃদ্ধি পেত, যেন তিনি কোনো সেনাবাহিনীকে সাবধান করছেন। তিনি বলতেন, তোমাদের উপর সকাল-সন্ধ্যায় দুশমন হামলা করবে। তিনি আরো বলতেন, আমি প্রেরিত হয়েছি এবং কিয়ামত এ দুটি আঙুলের অবস্থানের মতো নিকটবর্তী– এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা আঙুল মিলিয়ে দেখান। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হামদ-সালাত শেষ বলেন, সবকিছু থেকে কিতাবুল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সব হিদায়েতের চাইতে মুহাম্মদ ﷺ এর হিদায়েতই উৎকৃষ্ট। দীনের মাঝে নতুন কিছু উদ্ভাবন করা সর্বাপেক্ষা মন্দ কাজ এবং প্রত্যেক বিদ'আতই গুমরাহী। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরো বলেন, যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ রেখে মারা যাবে, তা হবে তার পরিবারবর্গের জন্যেই। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ঋন অথবা অসহায় সন্তান রেখে মারা যাবে, তার ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার এবং তার সন্তানদের লালন-পালনের ভারও আমার যিম্মায়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হাদীসুল বাবে উল্লিখিত কতিপয় বাক্যের ব্যাখ্যা :

"إِذَا خَطَبَ" অর্থাৎ যখন প্রিয়নবী ﷺ কোনো বিষয়ে ভীতি প্রদর্শন বা সতর্ককরণের উদ্দেশ্যে খুতবা পেশ করতেন, তখন তার নিম্নবর্ণিত অবস্থা হত।

"اِحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ" অর্থাৎ রাসূলের দু'চোখ রক্তিম বর্ণ হয়ে যেত। আর এর কারণ ছিল, যেহেতু তখন আল্লাহ পাকের বড়ত্ব-মাহাত্ম্যের প্রভাব তার উপর পতিত হত, অপরদিকে উম্মতের পর্যুদস্ত অবস্থা ও শরী'অতের নির্দেশাবলী পালনের ব্যাপারে তাদের অবহেলাগুলো তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠত, তাই তাঁর এ অবস্থা হত।

"عَلَا صَوْتُهُ" অর্থাৎ তার আওয়াজ উঁচু হয়ে যেত। এর কারণ ছিল তার নসীহতগুলো সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গের নিকট স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া এবং তাঁর প্রদত্ত সংবাদগুলোর গুরুত্ব তাদের হৃদয়ে বসিয়ে দেওয়া। সেগুলো যেন তাদের কলবে প্রতিক্রিয়াশীল হয়।

"اِشْتَدَّ غَضَبُهُ" তাঁর ক্রোধ কঠিন অবস্থা ধারণ করত। এর কারণ হল, মানুষ যেন তাদের পূর্ণ মনোযোগ সহকারে তাঁর কথাগুলো শ্রবণ করে, সেদিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। ইত্যাদি।

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে। তা হল, আলোচ্য হাদীসে ভীতিমূলক উপদেশদানের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র অবস্থার যে চিত্র দেওয়া হল, তার হিকমত বা রহস্য কি?

এর জবাবে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হয়ে থাকে। যথা :

(১) আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. বলেন, মানুষের গাফলতী দূর করা, তাদের ঘুম ভাঙানো ও দীনী উদ্দীপনা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ যখন ভাষণ প্রদান করতেন, তখন তার অবস্থা এমন হত।

(২) রাসূল ﷺ যখন এলাহী নির্দেশনাবলী বয়ান করতেন, তখন তাঁর মধ্যে এক আশ্চর্য রকম জ্বলন সৃষ্টি হত আর এরই প্রভাব তাঁর দেহে ফুটে উঠত এবং চোখে-মুখে আল্লাহর ভয় ঝরে পড়ত। তাই তাঁর এমন অবস্থা হত।

(৩) এ ছাড়া হতে পারে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বয়ানে যেসব ফিতনার বিষয়ে ভীতিপ্রদর্শন করতেন, তখন সে ফিতনার কিছুটা বাস্তবতা অদৃশ্য থেকে তাঁর সামনে তুলে ধরা হত। ফলে তার কষ্ট হত এবং তাঁর অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যেত।

"كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ" এখানে দুটি সম্ভাবনা হতে পারে।

(এক) مُنْذِرُ শব্দটির প্রথম মাফউল উহ্য আছে এবং দ্বিতীয় মাফউলের দিকে শব্দটি মুযাফ হয়েছে। বাক্যটি ছিল মূলত :

كَأَنَّهُ هُوَ مُنْذِرٌ قَوْمًا مِنْ قُرْبِ جَيْشٍ عَظِيْمٍ قَصَدُوا الْإِغَارَةَ عَلَيْهِمْ

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনভাবে খুতবা দিতেন, যেন তিনি স্বীয় কওমকে এমন কোনো বিশাল বাহিনীর নিকটবর্তী হওয়ার বিষয়ে সতর্ক করছেন, যে বাহিনী খুব শীঘ্রই তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য ওঁতপেতে আছে।

(দুই) এটাও সম্ভব যে مُنْذِر শব্দটি প্রথম মাফউলের দিকে মুযাফ হয়েছে আর দ্বিতীয় মাফউল উহ্য আছে। তখন এবারতটি মূলত হবে এমন- كَأَنَّهُ قَائِدُ جَيْشٍ مُنْذِرٌ جَيْشَهُ مِمَّا يَخَافُ عَلَيْهِمُ الْأَخْطَارَ অর্থাৎ তখন রাসূলের অবস্থা ওই সেনাপতির অবস্থার মতো হয়ে যেত, যে স্বীয় বাহিনীর উপর আসন্ন বিপদ থেকে সতর্ক করছে।

يَقُوْلُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ

এখানে يَقُوْلُ তার পূর্বে উল্লিখিত শব্দ مُنْذِر থেকে صفت বা حال হয়েছে। আর উভয় শব্দের মধ্যকার ضمير টি পূর্বোল্লিখিত جَيْش শব্দের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। অর্থ হল- সে সতর্ককারী তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যা বলছে, যে কোনো সময় তোমাদের উপর বিপদ নেমে আসতে পারে। ব্যাখ্যা হল, যখন কোনো জাতির অবস্থা খুবই সঙ্কটাপন্ন হয়, সকাল-সন্ধ্যা যে কোনো মুহূর্তে শত্রুপক্ষের আক্রমণের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ঠিক এমনি সময় উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বাক্যটি আরবি ভাষায় ব্যবহৃত হয়। যদ্বারা স্বজাতিকে সতর্ক করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। যাতে তারা পূর্ব থেকেই আত্মরক্ষার কৌশল রপ্ত করতে পারে।

আলোচ্য হাদীসের শেষাংশের বাক্য- بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ এর দিকে তাকালে বুঝা যায়, এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ আপন উম্মতকে এই বলে সতর্ক করেছেন যে, কিয়ামত যে-কোনো সময় এসে পড়তে পারে। তাই পূর্ব থেকে তখনকার সঙ্কট থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে নাও। আর তা হতে পারে পূর্ব থেকেই নেক আমল, তওবা, ইসতিগফার ইত্যাদি দ্বারা।

خَيْرُ الْهُدَى هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ এর ব্যাখ্যা :

বাক্যটির অর্থ "শ্রেষ্ঠ আদর্শ হল, প্রিয়নবী মুহাম্মদ ﷺ এর আদর্শ" এর কারণ হল, একই সময় পৃথিবীর সকল স্তরের সকল মানবের অনুকরণীয় আদর্শ একমাত্র প্রিয়নবী ﷺ-এর সীরাতের মধ্যে রয়েছে, যা পৃথিবীর আর কারো সীরাতের মধ্যে বিদ্যমান নেই।

এ কথাটিকেই হযরত সাইয়্যিদ সুলাইমান নদবী রহ. নিম্নোক্ত ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন : আপনি যদি সম্পদশালী হয়ে থাকেন, তা হলে মক্কার সেই ব্যবসায়ী ও বাহরাইনের ধনকুবের মুহাম্মদের অনুসরণ করুন। যদি আপনি রাষ্ট্রপতি হয়ে থাকেন, তা হলে আরবের সেই বাদশার জীবনী পড়ুন। যদি প্রজা হয়ে থাকেন,

তা হলে কুরাইশের অধিনস্ত ব্যক্তিটির দিকে একনজর দেখুন। যদি আপনি কোনো বিজয়ী বীর হয়ে থাকেন, তবে বদর হুনাইনের সিপাহসালারের উপর দৃষ্টি রাখুন। যদি আপনি পরাজয় বরণ করে থাকেন, তবে সুফফার সেই দরসগাহের পবিত্র শিক্ষককে দেখুন। যদি আপনি ছাত্র হয়ে থাকেন, তা হলে রুহুল আমীনের (জিব্রাইলের) সামনে বসা ছাত্রটির দিকে লক্ষ্য করুন। যদি উপদেশদাতা হয়ে থাকেন, তবে মসজিদে নববীর মিম্বারে দণ্ডায়মান ব্যক্তির কথা শুনুন। যদি নিঃস্ব ও একাকিত্ব সত্যের আহবান নিয়ে দণ্ডায়মান হয়ে থাকেন, তবে মক্কার বন্ধু সহায়হীন নবীর সুন্দর চরিত্র আপনার সামনেই আছে।

আপনি যদি সত্যের সহযোগিতার মিশনে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে থাকেন, তবে মক্কা বিজয়ী বীরকে দেখুন। আপনি যদি নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য ও দুনিয়াবী চেষ্টা-সাধনা সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করতে চান, তবে বনু নজীর, খায়বার ও ফিদাকের ভূমির মালিকের বাণিজ্য ও তার শৃঙ্খলা অবলোকন করুন। আপনি যদি ইয়াতীম হয়ে থাকেন, তবে আবদুল্লাহ ও আমেনার কলিজার টুকরাকে ভুলবেন না। যদি শিশু হয়ে থাকেন, তবে হালীমা সাদিয়ার আদরের দুলালকে দেখুন। আপনি যদি যুবক হয়ে থাকেন, তবে মক্কার এক যুবক রাখালের জীবনী পড়ুন। যদি বিদেশ ভ্রমণকারী ব্যবসায়ী হয়ে থাকেন, তা হলে বসরা অভিমুখে রওয়ানা হওয়া ব্যবসায়ীর উপমা তালাশ করুন।

যদি আদালতের বিচারপতি অথবা পঞ্চায়েতে মামলার সালিশকারী হয়ে থাকেন, তবে সূর্যোদয়ের পূর্বে বাইতুল্লাতে প্রবেশকারী সালিশকারীকে দেখুন– যিনি হাজরে আসওয়াদকে কাবার এক কোণে প্রতিস্থাপন করছেন। মদিনায় কাঁচা মসজিদের আঙ্গিনায় উপবেশনকারীর মতো বিচারকারীর দিকে তাকান, যার ইনসাফের দৃষ্টিতে ফকীর-বাদশা, আমীর-গরীব সকলেই ছিল সমান। আপনি যদি স্ত্রীদের স্বামী হয়ে থাকেন, তবে খাদিজা-আয়েশার পবিত্র স্বামীর পবিত্র জীবনী অধ্যয়ন করুন আর যদি পিতা হয়ে থাকেন, তা হলে ফাতেমার পিতা ও হাসান হুসাইনের নানার অবস্থা জিজ্ঞাসা করুন। মোটকথা, আপনি যেই হোন না কেন, যে কোন অবস্থাতেই থাকেন না কেন, আপনার চরিত্রের সংশোধনের সামানা আপনার অন্ধকার ঘরের জন্য চেরাগ আর পথপ্রদর্শনের জন্য আলোকবর্তিকা প্রিয়নবী হযরত মুহম্মদ ﷺ এর সঞ্চিত বিশাল ভাণ্ডারে সদা আপনি লাভ করতে পারেন।

بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ এর ব্যাখ্যা

উক্ত বাক্যে اَلسَّاعَةُ শব্দের আভিধানিক অর্থ হল, সময়ের কিছু অংশ। আর সময় বিশেষজ্ঞদের পরিভাষায় اَلسَّاعَةُ শব্দটি রাতদিন ২৪ ঘণ্টার একটি অংশের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ বাক্যটির তিনটি ব্যখ্যা করা হয়ে থাকে।

(এক) কাজী ইয়াজ ও ইমাম কুরতুবী রহ, প্রমুখ বলেন : হাদীসের মর্মার্থ হল, কিয়ামত একদম নিকটবর্তী। আর দুই কিয়ামতের মধ্যখানে ব্যবধান এত

অল্প, যেমন দুই আঙ্গুলের মধ্যকার ব্যবধান অতি অল্প। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী بُعِثْتُ اَنَا وَ السَّاعَةَ এর মধ্যখানের ওয়াওটি নৈকট্যের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

(দুই) যেমনিভাবে মধ্যমা ও শাহাদাত আঙ্গুলের মধ্যখানে তৃতীয় কোনো আঙ্গুল নেই, ঠিক তেমনি রাসূল ﷺ ও কিয়ামতের মাঝে কোনো নবীর আগমন ঘটবে না। এ উম্মত যখন শেষ হয়ে যাবে, তখনই কিয়ামত হয়ে যাবে। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةَ এর মধ্যখানের ওয়াওটি মুকারানাত তথা নিকটবর্তী তার জন্য ব্যবহৃত। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী উল্লিখিত বাক্যাংশ দ্বারা রাসূল ﷺ খাতামুন নাবীয়্যিন ছিলেন, সে দিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য।

(তিন) কেউ কেউ বলেছেন : হাদীস দ্বারা এ কথা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাওয়াত কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এমন হবে না যে, কিয়ামতের পূর্বে তাঁর দাওয়াতের ধারা বন্ধ হয়ে যাবে এবং এ জাতি একদম নাস্তানাবুদ হয়ে যাবে। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী মুসলিম মিল্লাত যে কিয়ামত পর্যন্ত বিলীন হবে না, সে বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা উদ্দেশ্য হবে।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

প্রশ্ন : আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি ও কিয়ামত খুবই নিকটবর্তী। আমার এবং কিয়ামতের মাঝে আর কোনো নবী বা উম্মত আসবে না। অথচ হাদীসে জিবরাঈলে কিয়ামত সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ। অর্থাৎ এ সম্পর্কে আমার কোনো ইলম নেই। সুতরাং বাহ্যত এ দুই হাদীসের মধ্যে বিরোধ দেখা যায়?

উত্তর : প্রকৃতপক্ষে দুই হাদীসের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কারণ, আলোচ্য হাদীসের মর্মার্থ হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিয়ামত সন্নিকটবর্তী হওয়ার জ্ঞান রয়েছে। পক্ষান্তরে হাদীসে জিবরাঈলে কিয়ামতের সুনির্দিষ্ট সময় সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং পরস্পরের মাঝে কোনো বিরোধ নেই ।

فَاِنَّ خَيْرَ الْاُمُوْرِ كِتَابُ اللّٰهِ এর ব্যাখ্যা

যেহেতু কিতাবুল্লাতে সমগ্র দুনিয়ার সমগ্র জিন ও মানবের পার্থিব ও পরকালীন সফলতার বর্ণনা রয়েছে, যা অন্য কোনো কিছুতে নেই, এজন্য কিতাবুল্লাকে خَيْرُالْاُمُوْرِ বলা হয়েছে।

مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِاَهْلِهٖ এর ব্যাখ্যা

যে ব্যক্তি কোনো অর্থ-সম্পদ রেখে ইন্তিকাল করেছে সে ব্যক্তির উক্ত সম্পদ তার ওয়ারিশরা পাবে। পক্ষান্তরে সে যদি কোনো ঋণ রেখে চলে গিয়ে থাকে, অথচ সে এমন কোনো সম্পদ রেখে যায় নি, যদ্বারা সে উক্ত ঋণ পরিশোধ করতে পারে অথবা কোনো লা-ওয়ারিশ সন্তান রেখে গেছে, তার ঋণ পরিশোধের দায়-দায়িত্ব ও তার সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আমার। তবে হ্যাঁ, যদি সে

নিজে সম্পদ রেখে গিয়ে থাকে, তবে সেই সম্পদ দ্বারা তার ঋণ পরিশোধ করা হবে।

"فَعَلَىَّ وَ اِلَىَّ" এর কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে।

(১) إِنَّمَا عَلَيَّ أَدَائُهُ إِنْ كَانَ دَيْنًا وَإِلَيَّ نَفَقَةُ عِيَالِهِ إِنْ كَانَ عِيَالًا অর্থাৎ যদি তার উপর ঋণ থাকে, তা হলে তা আদায় করার দায়-দায়িত্ব আমার আর যদি সন্তান-সন্ততি থাকে, তা হলে তার সেই সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত। এ সূরতে عَلَيَّ এর সম্পর্ক হবে ঋণের সাথে এবং إِلَيَّ এর সম্পর্ক হবে عِيَال এর সাথে।

(২) আল্লামা যুরকানী রহ. বলেন, عَلَى ও إِلَى উভয়টি دَيْن ও ضِيع উভয়টির দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। মূল ইবারত হবে-

مَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَلِصَاحِبِهِ التَّوَجُّهُ إِلَيَّ وَيَكُونُ أَدَاءُهُ عَلَيَّ وَ مَنْ تَرَكَ ضِيَاعًا فَلَهُمُ الْمَجِيئُ إِلَيَّ وَيَكُونُ الْقِيَامُ لِمَصَالِحِهِمْ عَلَيَّ .

(৩) لَفّ نَشْر غَيْر مُرَتَّب এর নীতি অনুসারে প্রথম সূরতের বিপরীত إِلَى ঋণের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে আর عَلَى প্রত্যাবর্তিত হবে। তখন মূল ইবারত হবে ضِيَاع এর দিকে : فَالدَّيْنُ مَوْكُولٌ إِلَيَّ وَقِيَامُ مَصَالِحِهِمْ عَلَيَّ

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

প্রশ্ন : ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি কোনো সম্পদ না রেখে মৃত্যুবরণ করলে তার ঋণ আদায় করার দায়িত্ব কি সকল আমীরুল মুমিনীনের নাকি শুধু রাসূল ﷺ এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য?

উত্তর : এ ব্যাপারে দু'ধরনেরই মতামত পাওয়া যায়। কোনো কোনো আলেম বলেন, এটা প্রিয়নবী ﷺ এর সাথে খাস নয় বরং সকল আমীরুল মুমিনীনের দায়িত্ব। পক্ষান্তরে কারো কারো মতে এটা কেবল রাসূল ﷺ এর বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য আমীরুল মুমিনীদের জন্য এ দ্বায়িত্ব পালন করা ওয়াজিব নয়।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ .

(٢) أَوْضِحْ مَعَانِى الْعِبَارَاتِ الْمُعَلَّمَةِ.

(٣) بَيِّنْ وَجْهَ تَغْيِيْرِ حَالَةِ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَ الْخُطْبَةِ

(٤) إِشْرَحْ قَوْلَهُ : بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ، - - - - - - - - - - - - مَعَ تَعْيِيْنِ التَّشْبِيْهِ الْمُوْدَعِ فِى الْحَدِيْثِ

(৫) لِمَ قِيلَ : خَيْرًا لِأُمُورِ كِتَابُ اللّٰهِ وَ خَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ بَيِّنْ وُجُوْهَ الْخَيْرِيَّةِ لَهَا.

(٦) قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : بُعِثْتُ أَنَا وَ السَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ مُعَارِضٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ فَمَا التفمنى عَنْهُ

(٧) اِشْرَحْ قَوْلَهُ :مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضِيَاعًا فَعَلَيَّ وَ إِلَيَّ شَرْحًا وَ افِيًا.

(٨) قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَعَلَيَّ وَ إِلَيَّ خَاصٌّ بِهِ أَوْ عَامٌّ لِكُلِّ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

بدعة এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা

১. বিদআতের আভিধানিক অর্থ দুটি। যথা : (১) কোনো বস্তুকে প্রথমে আরম্ভ করা। নমুনাবিহীন কোনো বস্তু তৈরি করা। যেমন, বলা হয়ে থাকে- اَبْدَعْتُ الْقَوْلَ (আমি এক অসাধারণ কথা বললাম।) بَدِيْع শব্দটি আল্লাহপাকের আয়াতে بَدِيْعُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আয়াতের অর্থ হল, আল্লাহ তা'আলা কোনো নমুনা ছাড়াই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলসমূহকে অনন্য পদ্ধতিতে সৃষ্টি করেছেন।

(২) কোনো কিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়া, ক্লান্ত হয়ে যাওয়া। যেমন, বলা হয়- اَبْدَعَتِ الرَّاحِلَةُ অর্থাৎ উটটি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, ধ্বংস হয়ে গেছে।

বিদআতের পারিভাষিক সংজ্ঞা

উলামায়ে কিরাম বিদ'আতের পারিভাষিক অর্থ করতে গিয়ে বিভিন্ন অর্থ উল্লেখ করেছেন। বস্তুত সংজ্ঞাগুলোর পরস্পরে শাব্দিক মতবিরোধ লক্ষ্য করা গেলেও সবগুলোর মর্মার্থ প্রায় এক। নিম্নে তন্মধ্যে কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লেখ পূর্বক একটি সমন্বিত সংজ্ঞা লিখা হচ্ছে।

১. ইমাম নববী রহ. এ প্রসঙ্গে বলেন :

وَهُوَ فِى الشَّرْعِ إِحْدَاثُ مَالَمْ يَكُنْ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

২. ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন-

اَلْبِدْعَةُ مَا أُحْدِثَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ فِى الشَّرْعِ

৩. আল্লামা আইনী রহ. বলেন-

اَلْبِدْعَةُ فِى الْأَصْلِ إِحْدَاثُ أَمْرٍ لَمْ يَكُنْ فِىْ زَمَنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

৪. আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী রহ. বলেন-

مَا أُحْدِثَ فَمَا لَا أَصْلَ لَهُ فِى الشَّرِيْعَةِ يَدُلُّ عَلَيْهِ

সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞাটি আল্লামা বারাকলী রহ. তাঁর اَلطَّرِيْقَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন তা হল-

هِىَ الزِّيَادَةُ فِى الدِّيْنِ اَوِ النُّقْصَانُ فِيْهِ الْحَادِثَانِ بَعْدَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَتَابِعِيْهِمْ) بِغَيْرِ اِذْنِ الشَّارِعِ بِهِ لَا قَوْلًا وَلَا فِعْلًا وَلَا صَرِيْحًا وَلَا اِشَارَةً.

অর্থাৎ শরী'অতের সুস্পষ্ট কিংবা অস্পষ্ট মৌখিক বা কার্যত অনুমতি ব্যতিরেকে সাহাবা, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈননের যুগের পর দীনের মধ্যে নতুন কোনো কিছু বৃদ্ধি করা কিংবা দীন থেকে কোনো কিছু হ্রাস করাকে শরী'অতের পরিভাষায় بِدْعَت বলা হয়।

শর্তাবলীর উপকারিতা

সংজ্ঞায় উল্লেখিত اَلزِّيَادَةُ فِى الدِّيْنِ اَوِ النُّقْصَانُ فِيْهِ শর্তটি দ্বারা "স্বভাবরীতি" তথা প্রত্যেক এমন বিষয় বিদ'আতের সংজ্ঞা থেকে বের হয়ে গেল, যেগুলো দ্বারা দুনিয়াবী কোনো উদ্দেশ্য অর্জন করা মূখ্য হয়। যেমন : সম্প্রতিকালে উদ্ভাবিত নিত্যনতুন পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-পানীয় ইত্যাদি উদ্ভাবন اِحْدَاثٌ فِى الدِّيْنِ নয় বরং اِحْدَاثٌ لِلدِّيْنِ দীনের মধ্যে নতুন সংযোজন নয় বরং দীনের প্রয়োজনে সৃষ্ট বাহ্যত দীনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বৃদ্ধি করা হয়েছে বলে মনে হলেও। কিন্তু সাহাবা ও তৎপরবর্তী স্বর্ণ যুগে সেগুলোর প্রয়োজন না থাকায় উদ্ভাবিত হয় নি। অবশ্য পরবর্তীসময়ে প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় সেগুলোর উদ্ভাবন হয়েছে। যেমন- শরীঅত বুঝার জন্য প্রয়োজনীয় শাস্ত্র-জ্ঞান। উদাহরণত নাহু, সরফ, বালাগাত, মাদরাসা নির্মাণ, কিতাবাদি রচনা, জিহাদের জন্য আধুনিক অস্ত্র, গোলাবারুদ তৈরি ইত্যাদি। এগুলো পরবর্তীসময়ে আবিষ্কৃত হলেও বিদ'আতের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, এগুলো اِحْدَاثٌ فِى الدِّيْنِ নয় বরং اِحْدَاثٌ لِلدِّيْنِ তথা দীনী প্রয়োজনে উদ্ভাবিত।

অনুরূপভাবে এ শর্ত দ্বারা এমন সব বিষয়ও বিদ'আতের সংজ্ঞা থেকে বের হয়ে গেছে। আর বিদআত বলা হয়, اِحْدَاثٌ فِى الدِّيْنِ কেই।

قَوْلُهُ : بَعْدَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَ تَابِعِيْهِمْ -এ শর্ত দ্বারা খাইরুল কুরুনে যে বিষয় উদ্ভাবিত হয়েছে এবং সকলে যেগুলোকে বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিয়েছেন, সেগুলো বিদআতের সংজ্ঞা থেকে বের হয়ে গেছে। যেমন- কুরআন সংকলন করা, মদ্যপায়ীর শাস্তি ৮০ দোররা মারা, রমাযান মাসে নিয়মিত তারাবীহ পড়া, হাদীস সংকলন করা, ইত্যাদি। এগুলো যেহেতু সোনালি যুগে উদ্ভাবিত হয়েছে, বিধায় এগুলো উপর্যুক্ত শর্তের কারণে বিদ'আত নয়।

পক্ষান্তরে সে সময় প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও যে-সব বিষয় উদ্ভাবিত হয় নি সেগুলো বিদআতের অন্তভুক্ত থাকবে। যেমন- মিলাদ মাহফিল করা, তাতে

কিয়াম করা, নিজ নিজ ভাষায় জুমআর খুতবা প্রদান করা, ইসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াতের মজলিস করা ইত্যাদি- এগুলো বিদআত। কারণ, যেসব যুক্তিতে এগুলো করা হয়, সেগুলো তখনও ছিল। কিন্তু তারা এগুলো করেন নি, তাই এগুলো বিদ'আত বলেই গণ্য।

قَوْلُهُ : بِغَيْرِ إِذْنِ الشَّارِعِ لَا قَوْلًا وَلَا فِعْلًا وَلَا صَرِيْحًا وَلَا إِشَارَةً এ শর্ত দ্বারা যে-সব বিষয় এ চার তরীকার কোনো এক তরীকায় শরী'অতের অনুমতিক্রমে বৃদ্ধি বা হ্রাস করা হয়েছে, সেগুলো বিদআতের সংজ্ঞা থেকে বেরিয়ে যাবে। যেমন : ৫ বার ৭ বার রুকুর তাসবীহ পড়া ইত্যাদি। কারণ, এটা শরী'অতের অনুমতিক্রমে বৃদ্ধি করা হয়। রাসূল ﷺ বলেছেন-

مَنْ قَالَ فِيْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ ثَلَاثًا فَقَدْ تَمَّ رُكُوْعُهُ.

অনুরূপভাবে ইমামদের পারস্পরিক মতবিরোধের ভিত্তিতে শরী'অতে যে সকল বিষয় বাড়ানো বা কমানো হয়েছে, সেগুলো বিদ'আতের সংজ্ঞা থেকে বেরিয়ে যাবে। কারণ, সেগুলো তো শরঈ প্রমানাাদির ভিত্তিতেই হয়েছে। কাজেই এগুলো বিদ'আত নয়। যেমন : দুই দুই বার করে ইকামতের শব্দগুলো বলা। সুতরাং ইমাম শাফিঈ রহ.-এর মাযহাবের দিকে লক্ষ্য করলে এগুলো শরী'অতে বৃদ্ধিকরণ হয়। অনুরূপভাবে একবার করে এগুলো বললে আবূ হানীফা রহ.-এর মাযহাব মতে শরী'অতে হ্রাস হয়। কিন্তু এগুলো বিদ'আত নয়।

বিদ'আত কি দু'ভাগে বিভক্ত

পারিভাষিক বিদ'আত কি حَسَنَه ও سَيِّئَه নামে দু'ভাগে বিভক্ত?

এ প্রশ্নের জবাবে দু'ধরনের মতামত রয়েছে। কোনো কোনো আলেম বলেন : হ্যাঁ, বিদআত দুই প্রকার। যথা- (১) হাসানাহ/ প্রশংসনীয় (২) সাইয়িযাহ/ নিন্দনীয়

তবে জমহূরে উলামায়ে মুহাক্কেকীন ও আহলে দেওবন্দ বলেন, বিদ'আত দু'ভাগে বিভক্ত নয় বরং সকল বিদআতই গোমরাহী। কোনো বিদআতই এমন নয়, যা প্রশংসনীয় এবং তা গোমরাহীর অধীনে আসে না। হ্যাঁ, আভিধানিক অর্থে বিদ'আত বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। কিন্তু হাদীসে যে বলা হয়েছে, كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ এখানে পারিভাষিক বিদ'আত উদ্দেশ্য এবং হাদীসখানা তার ব্যাপক অর্থেই বহাল আছে। এর থেকে কোনো বিদআত বের করা হয় নি। এ বিষয়ে উভয় মতামতের পক্ষে-বিপক্ষে বহু প্রমাণ এবং সেগুলোর জবাব রয়েছে, যা ইমাম শাতেবী রহ. তার "আল-ইতিসাম" গ্রন্থে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। এখানে আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তা পরিহার করা হল। বিস্তারিত জানার জন্য ইমাম শাতেবীর উক্ত কিতাব দ্রষ্টব্য। তবে এখানে এতটুকু বল চাই যে, সে আলোচনা দ্বারা জমহুরের মাযহাবই শক্তিশালী বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

সবচেয়ে বড় কথা হল, বিদ'আতের কদর্যতা বর্ণনা করতে গিয়ে যে সকল অকাট্য প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে, সবখানেই কোনো প্রকার ব্যতিক্রমভুক্তি ছাড়াই সকল বিদ'আতকে গোমরাহী বলা হয়েছে। অবশ্য ফুকাহায়ে কিরামের বিভিন্ন বক্তব্যে যে বিদআতকে হাসানা ও সাইয়িআত নামে অভিহিত করা হয়েছে, তা শরঈ বিদ'আত নয় বরং আভিধানিক বিদ'আত। নিম্নে আমরা আভিধানিক বিদ'আতকে কয়েক ভাগে ভাগ করব।

এ বিদআত দুই প্রকার। যথা– (১) بِدْعَت اِعْتِقَادِىْ (২) بِدْعَت عَمَلِىْ

১. بِدْعَت اِعْتِقَادِىْ বা বিশ্বাসগত বিদ'আত অর্থাৎ এমন আকীদা পোষণ করা, যা হুজুর ﷺ ও সালফে সালেহীনের আকীদার পরিপন্থী।
যেমন : প্রিয়নবী ﷺ এর ব্যাপারে আলিমুল গায়েব বা হাজির-নাজির হওয়ার আকীদা পোষণ করা।

২. بِدْعَت عَمَلِىْ বা কার্যত বিদ'আত অর্থাৎ এমন আমল করা, যা রাসূল ﷺ ও সালফে সালেহীন থেকে বর্ণিত নেই। যেমন : কবর পাকা করা, কবরে ফুল দেওয়া ইত্যাদি।
আল্লামা নববী রহ. শরঈ বিধান হিসেবে বিদ'আতকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা :

(১) বিদ'আতে ওয়াজিবা। যেমন– ইলমে নাহু, ছরফ ইত্যাদি শিক্ষা করা। এগুলো অভিধানিক অর্থে বিদ'আত হলেও দীনের হিফাযতের জন্য এগুলো শিক্ষা করা জরুরি।

(২) বিদ'আতে মানদূবাহ। যেমন : কিতাব রচনা করা, মাদরাসা বানানো ইত্যাদি।

(৩) বিদ'আতে মুবাহ। যেমন : পানাহারে নিত্য নতুন বস্তু ব্যবহার করা।

(৪) বিদ'আতে মুহাররামা। যেমন : ভ্রান্ত ফিরকাসমূহের ভ্রান্ত আকীদাসমূহ

(৫) বিদআতে মাকরূহাহ । যেমন : গর্ব প্রকাশার্থে মসজিদ সুসজ্জিত করা।

বিদআত নিন্দনীয় হওয়ার কতিপয় কারণ

(১) বিদ'আতের অন্ধকারের দরুন মানুষ সুন্নতের আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।

(২) বিদআতী ব্যক্তি দীন মনে করে গুনাহ করার কারণে তার তওবা নসীব হয় না; বিনা তওবাতেই তার মৃত্যু হয়ে যায়। পক্ষান্তরে অন্যান্য গুনাহকে গুনাহ মনে করার দরুন কখনো অনুতপ্ত হয়ে, তওবা করা নসীব হয়ে যায়। যেমনটি তবরানী শরীফের এক হাদীস দ্বারাও বুঝা যায়।

(মজমাউয যাওয়ায়েদ : ১/১৮৯)

(৩) দীন পরিপূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর বিদ‘আত আবিষ্কার করার অর্থ হল, প্রকারান্তরে একথা ঘোষণা করা যে, (নাউযুবিল্লাহ) দীন অসম্পূর্ণ ছিল এবং রাসূল ﷺ তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন নি। আর এটা যে কত বড় জঘন্য মানসিকতা, তা বলাই বাহুল্য।

(৪) বিদ‘আতের কারণে আসল দীনে বিকৃতি ঘটে, দীন তার প্রকৃত রূপ হারাম এবং এর দরুন কিয়ামতের দিন সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শাফাআত থেকে বঞ্চিত হবে।

সমাজে বিদআত চালু হওয়ার কতিপয় কারণ

(১) কুরআন ও হাদীসের ব্যাপারে অজ্ঞতা এবং উলূমে দীন থেকে দূরে থাকার কারণে বিদ‘আতের বাহ্যিক চাকচিক্যে প্রবঞ্চিত হয়ে এর প্রচলন হয়।

(২) কুরআন-হাদীসের দাবী থেকে বিমুখ হয়ে পূর্বপুরুষের অনুসরণকে মুক্তির উসীলা মনে করার প্রবণতা থেকেও বিদআত চালু হয়ে থকে।

(৩) কখনো কখনো পদ ও সম্পদের মোহ এবং আত্মপ্রসিদ্ধির চেতনা থেকেও বিদ‘আত জন্ম নেয়।

(৪) কখনো আবার দীনের ব্যপারে অলসতা প্রদর্শন, অন্যায় ও অসৎ কর্মকে প্রশ্রয় দান এবং দেখেও না দেখার ভান করার কারণে বিদ‘আতের প্রসার ঘটে।

(৫) প্রবৃত্তিপূজা তথা দীনের তোয়াক্কা না করে নিজ খেয়াল-খুশী মতো চলার আত্মঘাতি প্রবণতার কারণেও বিদ‘আত ছড়িয়ে পড়ে।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) عَرِّفِ الْبِدْعَةَ لُغَةً وَ اصْطِلَاحًا مَعَ ذِكْرِ فَوَائِدِ الْقُيُوْدِ

(٢) اَلْبِدْعَةُ كُلُّهَا سَيِّئَةٌ أَمْ هِىَ حَسَنَةٌ وَ سَيِّئَةٌ وَ مَا هُوَ الْحَقُّ عِنْدَكُمْ هَاتُوا الْبَحْثَ مُدَلَّلاً

(٣) بَيِّنْ أَقْسَامَ الْبِدْعَةِ اللُّغَوِيَّةِ مُمَثِّلاً

(٤) اُكْتُبْ وُجُوْهَ قُبْحِ الْبِدْعَةِ فِى الشَّرْعِ

(٥) اُكْتُبِ الْاَسْبَابَ الْمُرَوِّجَةَ لِلْبِدْعَةِ فِى الْمُعَاشَرَةِ مُفَصَّلاً،

٤٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُوْنِ الْمَدَنِيُّ، اَبُوْ عُبَيْدٍ ثَنَا اَبِيْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِي الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا هُمَا اثْنَتَانِ اَلْكَلَامُ وَالْهَدْيُ فَاَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللّٰهِ وَ اَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ اَلَا وَاِيَّاكُمْ وَ مُحْدَثَاتِ الْاُمُوْرِ فَاِنَّ شَرَّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ اَلَا لَا يَطُوْلَنَّ عَلَيْكُمُ الْاَمَدُ فَتَقْسُوَ قُلُوْبُكُمْ اَلَا اِنَّ مَا هُوَ اٰتٍ قَرِيْبٌ وَ اِنَّمَا الْبَعِيْدُ مَا لَيْسَ بِاٰتٍ اَلَا اِنَّمَا الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِيْ بَطْنِ اُمِّهٖ وَالسَّعِيْدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهٖ اَلَا اِنَّ قِتَالَ الْمُؤْمِنِ كُفْرٌ وَسِبَابُهُ فُسُوْقٌ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ اَلَا وَاِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ فَاِنَّ الْكِذْبَ لَا يَصْلُحُ بِالْجِدِّ وَ لَا بِالْهَزْلِ وَ لَا يَعِدُ الرَّجُلُ صَبِيَّهُ ثُمَّ لَا يَفِيْ لَهُ فَاِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِيْ اِلَى الْفُجُوْرِ وَاِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ اِلَى النَّارِ وَ اِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ اِلَى الْبِرِّ وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ اِلَى الْجَنَّةِ وَاِنَّهُ يُقَالُ لِلصَّادِقِ صَدَقَ وَبَرَّ وَ يُقَالُ لِلْكَاذِبِ كَذَبَ وَفَجَرَ اَلَا وَاِنَّ الْعَبْدَ يَكْذِبُ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا.

সহজ তরজমা

(৪৬) মুহাম্মদ ইবনে উবায়দ ইবনে মায়মূন মাদানী, আবূ উবায়দ রহ. .... আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, বস্তুত এ দুটি জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ– কালাম এবং হিদায়েত। এরপর সর্বোত্তম কালাম হল কালামুল্লাহ্ এবং সর্বোত্তম হিদায়েত হল মুহাম্মদ ﷺ এর হিদায়েত। সাবধান! তোমরা (দীনের মাঝে) নতুন উদ্ভাবিত বিষয় থেকে বিরত থাকবে। কেননা নিকৃষ্ট কাজ হল দীনের মাঝে নতুন উদ্ভাবিত বিষয়। প্রত্যেক নতুন উদ্ভাবনই হল বিদআত এবং প্রতিটি বিদ'আতই গোমরাহী। সাবধান! (শয়তান) যেন তোমাদের (অন্তরে) দীর্ঘায়ুর ধারণা সৃষ্টি না করতে পারে, তা হলে তাতে তোমাদের কলব (অন্তর) কঠিন হয়ে যাবে। সাবধান! নিশ্চয়ই যা কিছু আসার,

তা খুব নিকটবর্তী; বস্তুত যা দূরবর্তী, তা আসার নয়। জেনে রাখ! অব্যশই সে-ই হতভাগা, যে মায়ের গর্ভ থেকেই হতভাগা হয়ে জন্মলাভ করে এবং ভাগ্যবান সে ব্যক্তি, যে অন্যের দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করে। জেনে রাখ! মমিনের সাথে ঝগড়া করা কুফরী এবং তাকে গালমন্দ করা (পাপাচার) ফাসিকী। কোনো মুসলমানের পক্ষে তার মুসলমান ভাইকে তিন দিনের অধিক পরিত্যাগ করা হালাল নয়। সাবধান! তোমরা মিথ্যা থেকে দূরে থাকবে। কেননা মিথ্যা দ্বারা না সফলতা অর্জন করা যায় এবং না বেহুদা কথাবার্তা হতে বিরত থাকা যায়। কারো পক্ষে এটা শোভনীয় নয় যে, সে তার বাচ্চার সাথে ওয়াদা করবে কিন্তু সে তা পূরণ করবে না। কেননা মিথ্যা পাপাচারের দিকে নিয়ে যায় এবং পাপাচার জাহান্নামে পৌঁছে দেয়। পক্ষান্তরে সততা নেক কাজের পথ সুগম করে দেয় এবং নেক কাজ মানুষকে জান্নাতে পৌঁছে দেয়। বস্তুত সত্যবাদী সম্পর্কে প্রবাদ আছে, সে সত্য বলেছে এবং নেক কাজ করেছে। আর মিথ্যাবাদী সম্পর্কে বলা হয়, সে মিথ্যা বলেছে এবং পাপাচারে লিপ্ত হয়েছে। জেনে রাখ! মানুষ যখন মিথ্যা বলতে থাকে, তখন তার নাম আল্লাহ্র কাছে মিথ্যাবদী বলে লিপিবদ্ধ করা হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلْكَلَامُ وَ إِنَّمَا هُمَا اثْنَتَانِ : এখানে هُمَا যমীরটি مُبْهَم একটু পরেই اَلْهُدٰى দ্বারা তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে আর اِثْنَانِ শব্দটি خَصْلَتَانِ মওসুফের সিফাত হয়েছে।

أَلَا اِنَّ مَاهُوَ أٰتٍ قَرِيْبٌ وَاِنَّمَا الْبَعِيْدُ مَالَيْسَ بِاٰتٍ এর ব্যাখ্যা

নিকটবর্তী হল ওই জিনিস, যা আজ হোক কাল হোক একদিন না একদিন আসবেই। কাজেই মৃত্যু, কবর, হাশর, নাশর, আযাব ইত্যাদি অবশ্যই আসবে। কেননা যতই দিন যাচ্ছে, সেগুলো ক্রমশই মানুষের দিকে এগিয়ে আসছে। এভাবে একদিন এগুলো মানুষকে পেয়েই যাবে। সুতরাং এগুলো নিকটবর্তীই, বাহ্যত আসছে না বলে এগুলো দূরে ভেবে গাফলতের মধ্যে ডুবে থাকা সমীচীন হবে না বরং নিকটবর্তী ভেবে এগুলোর জন্য প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন। কেননা দূরবর্তী ভাবা তো তখন ঠিক হত, যখন এগুলো না আসত। কারণ, যা আসবে না প্রকৃতপক্ষে তা-ই দূরবর্তী ।

اِنَّمَا الشَّقِىُّ مَنْ شَقِىَ فِىْ بَطْنِ اُمِّهٖ এর ব্যাখ্যা

সমগ্র মাখলুক সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ পাক সকল বস্তুর তাকদীর লিখে রেখেছেন। অর্থাৎ কে ভালো করবে, কে মন্দ করবে, কে সৌভাগ্যবান হবে, কে দুর্ভাগা হবে ইত্যাদি সবকিছু আল্লাহ পাক লিখে রেখেছেন। যেমন, এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

اِنَّ اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْقَلَمُ ، فَقَالَ اللّٰهُ : اُكْتُبْ قَالَ : مَا اَكْتُبُ؟ قَالَ اُكْتُبِ الْقَدَرَ فَكَتَبَ مَا كَانَ وَ مَا هُوَ كَائِنٌ اِلَى الْاَبَدِ- رواه الترمذى

অর্থাৎ আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন। তারপর তাকে বলেছেন, তুমি লিখ। সে বলল, কি লিখব? তিনি বললেন, কদর তথা ভাগ্য সম্বন্ধে লিখ। তখন সে যা কিছু ছিল এবং শেষ পর্যন্ত যা কিছু হবে- সব লিখেছে।

অনুরূপভাবে অপর এক হাদীসের সারমর্ম হল, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত জান্নাতী জাহান্নামীদের নাম, পিতার নাম, বংশের নাম পর্যন্ত লিখে রেখেছেন; তাতে কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি করা হবে না।

এসব হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয়, সব কিছুর পাশাপাশি কারা জান্নাতী হবে আর কারা জাহান্নামী হবে, তাও পূর্ব থেকেই লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। এরপর বান্দা যখন তার মাতৃগর্ভে অবস্থান করে, তখন পুনরায় পূর্বের লেখা অনুযায়ী কে সৌভাগ্যবান, কে দুর্ভাগা হবে তা লিখা হয়। যেমন : ইবনে মাজাহ শরীফের এক হাদীসে বলা হয়েছে-

إِنَّهُ يُجْمَعُ خَلْقُ اَحَدِكُمْ فِىْ بَطْنِ اُمِّهٖ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللّٰهُ اِلَيْهِ الْمَلَكَ فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَقُوْلُ اُكْتُبْ عَمَلَهٗ وَ اَجَلَهٗ وَ رِزْقَهٗ وَ شَقِيٌّ اَمْ سَعِيْدٌ.

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, মানুষ যখন মাতৃগর্ভে গোশত পিণ্ড আকার ধারণ করে, তখন আল্লাহ পাক একজন ফেরেশতা পাঠান। তিনি আল্লাহর নির্দেশে ৪টি জিনিস লিখেন- ১. সে ভালো বা মন্দ কি কাজ করবে। ২. তার বয়স কত হবে। ৩. তার রিযিক কি হবে। ৪. সে সৌভগ্যবান হবে না দুর্ভাগা হবে।

আলোচ্য হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ إِنَّمَا الشَّقِيُّ مَنْ فِىْ بَطْنِ اُمِّهٖ বলে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন অর্থাৎ "নিঃসন্দেহে হতভাগা ওই ব্যক্তি, যে আপন মায়ের গর্ভে থেকে হতভাগা হয়ে এসেছে।" বাহ্যিকভাবে যদিও তাকে লোকেরা সৌভাগ্যবান মনে করে, কিন্তু অবশেষে তার ভাগ্যই জয় লাভ করবে এবং সে জাহান্নামের আমল করে জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে যাবে। মোটকথা, বাহ্যিকভাবে কাউকে ভাগ্যবান মনে হলেও তার ব্যপারে এ বিষয়ে অকাট্য সিদ্ধান্ত দেওয়া না চাই। কেননা প্রকৃত ভাগ্যবান কে আর দুর্ভাগা কে, এটা তো বাহ্যিক কোনো কিছুর উপর নির্ভরশীল নয় বরং এটা তো মাতৃগর্ভে যেভাবে লিখা আছে, সেভাবেই হবে।

"إِنَّ قِتَالَ الْمُسْلِمِ كُفْرٌ وَ سِبَابُهٗ فِسْقٌ" হাদীসের এ অংশ দ্বারা বুঝা যায়, মুমিনের সাথে ঝগড়া করা কুফরী। অথচ এটা একটা কবীরা গুনাহ। আর আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ঐকমত্যে কবীরা গুনাহকারী কাফের নয়। সুতরাং এ হাদীস ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নীতির মধ্যে বৈপরিত্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর সমাধান কী?

এর সমাধান কল্পে উলামায়ে কিরাম হাদীসের কয়েকটি ব্যাখ্যা করে থাকেন।

(১) যে ব্যক্তি হালাল মনে করে মুমিনের সাথে ঝগড়া করে হাদীস তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ, হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল মনে করা স্বীকৃত কুফরী।

(২) এখানে কুফরের অর্থাৎ كُفْرَان نِعْمَت তথা ইসলামের ভাতৃত্ব বন্ধনের যে নিআমত ছিল, সে ঝগড়া করে সেই নিআমতের অকৃতজ্ঞতা করল।

(৩) ঝগড়ার অনিষ্টতা একসময় তাকে কুফরী প্রর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবে।

(৪) মুমিনের সাথে ঝগড়া করা কাফেরদের কাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

(৫) হাদীসখানা হুমকি-ধমকি ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রযোজ্য হবে।

لَايَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلٰثٍ এর ব্যাখ্যা : এ বাক্যাংশ দ্বারা বুঝা যায়, তিন দিনের বেশী মুসলমান ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন রাখা বৈধ নয়। তবে উলামায়ে কিরাম অন্যান্য প্রমাণাদীর দিকে লক্ষ্য করে কিছু কিছু বিষয়কে এ হুকুমের ব্যতিক্রম বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন :

(১) সম্পর্কচ্ছেদ যদি দীনী কোনো কারণে হয়, তবে তা বৈধ। যতক্ষণ না সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি খাঁটিভাবে তওবা করে নেয়। যেমন- রাসূল ﷺ তাবূক যুদ্ধে যারা যায় নি তাদের সাথে রাসূল ﷺ ৫০ দিন পর্যন্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে রেখে ছিলেন।

(২) কারো সাথে সম্পর্ক রাখার দরুন যদি নিজের দীন বা দুনিয়ার কোনো ক্ষতির মুখোমুখী হতে হয়, তবে তিন দিনের অধিক সময় তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন রাখা বৈধ আছে।

(৩) নিজের অধিনস্তদেরকে শাসন করার উদ্দেশ্যে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা বৈধ। যেমন : রাসূল ﷺ তাঁর সহধর্মিনীদের সাথে কোনোএক কারণে এক মাস পর্যন্ত কথা বলেন নি।

فَاِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِىْ اِلَى الْفُجُوْر এর ব্যাখ্যা : এখানে জানা প্রয়োজন মিথ্যা কিভাবে فُجُوْر তথা পাপাচারের দিকে টেনে নিয়ে যায়? এ প্রসঙ্গে দুটি কারণের কথা উল্লেখ করা হয়।

(১) মিথ্যার আশ্রয় নেওয়ার কারণে অনেক গুনাহ করা অতি সহজ হয়ে যায়। অনুরূপভাবে একটি মিথ্যাকে ঢাকতে কখনো দশটি মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। একইভাবে মিথ্যার মধ্যমে অনেক হুকূকুল ইবাদ [মানবাধিকার] নষ্ট করা হয়ে থাকে আর এ সবই পাপাচার।

(২) মিথ্যা এমন একটি গুনাহ, যার মধ্যে অন্যান্য গুনাহের দিকে টেনে নেওয়ার বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এভাবে মিথ্যা অন্য গুনাহের দিকে নিয়ে যায়।

اَلَا وَاِنَّ الْعَبْدَ يَكْذِبُ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا

এ বাক্যাংশে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যে ব্যক্তি সততাসহ অন্যান্য ভালো গুণের অধিকারী হয়, তবে সে মানুষের নিকটে যেমনি প্রশংসিত হয়, তেমনিভাবে আল্লাহর নিকটেও প্রশংসিত হয়। ঠিক তদ্রুপ যে ব্যক্তি মিথ্যাসহ অপরাপর খারাপ গুণের অধিকারী হয়, সে যেমনিভাবে মানুষের নিকট ঘৃণিত হয়, তেমনিভাবে আল্লাহর নিকটও ঘৃণিত হয়। এমনকি আল্লাহর দরবারে তাকে 'মহা মিথ্যুক" উপাধী দিয়ে দেওয়া হয় বা তার মিথ্যাবাদী হওয়াকে সৃষ্টিকুলের মধ্যে প্রকাশ করে দেওয়া হয়।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ-

(٢) اِشْرَحِ الْحَدِيْثَ بِحَيْثُ لَايَخْفٰى فِيْهِ خَافِيَةٌ -

(٣) اَلْحَدِيْثُ يَدُلُّ عَلٰى اَنَّ الْمَرْأَيَكُوْنَ كَافِرًا بِقِتَالِ الْمُؤْمِنِ وَهٰذَا خِلَافُ مَا ذَهَبَ اِلَيْهِ اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَاِنَّ مُرْتَكِبَ الْكَبِيْرَةِ عِنْدَهُمْ لَايَكُوْنُ كَافِرًا فَمَا الْجَوَابُ عَنِ الْحَدِيْثِ

(٤) قَوْلُهُ ﷺ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ هَلْ هٰذَا مَحْمُوْلٌ عَلَى الْعُمُوْمِ اَوْ خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ فَاِذَا كَانَ الْاَوَّلُ فَمَا الْجَوَابُ عَنْ هِجْرَانِ النَّبِيِّ اَزْوَاجَهُ شَهْرًا وَاِنْ كَانَ الثَّانِىْ فَمَا الْاَصْلُ فِيْهِ بَيِّنْ وَاضِحًا

---

٤٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ ثَنَا اَيُّوْبُ ح وَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ وَ يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَلٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذِهِ الْاٰيَةَ (هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ وَ اُخَرُ مُتَشٰبِهَاتٌ اِلٰى قَوْلِهٖ، وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اُولُوا الْاَلْبَابِ) فَقَالَ يَا عَائِشَةُ! اِذَا رَاَيْتُمُ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْهِ فَهُمُ الَّذِيْنَ عَنَا هُمُ اللّٰهُ فَاحْذَرُوْهُمْ.

يُرْجِى مَعْرِفَتُهُ অর্থাৎ مُتَشَابِه বলা হয় এমন শব্দকে, যা চূড়ান্ত পর্যায়ের অস্পষ্ট এবং তার উদ্দেশ্য জানার আশা করা যায় না। যেমন–

قَوْلُهُ تَعَالٰى : اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى

وَقَوْلُهُ تَعَالٰى : كُلُّ شَيْئٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ

কুরআনের مُحْكَم ও مُتَشَابِه এর প্রকার ও তার হুকুম

কুরআনের আয়াত মোট তিন ধরনের। (এক) مُحْكَمَات অর্থাৎ যে সব আয়াতের অর্থ এতটাই স্পষ্ট যে, শব্দ, মর্ম ও ইঙ্গিত কোনোভাবেই তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

(দুই) مُتَشَابِهَات مُطْلَقَه তথা যে সব আয়াতের নিশ্চিত অর্থ কোনো ভাবেই অবগত হওয়া যায় না। যেমন : حُرُوْف مُقَطَّعَات

এ প্রকারের হুকুম কি, এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মধ্যে দুটি মত রয়েছে।

১. কারো কারো মতে আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যতীত কেউ এর অর্থ জানতে পারে না।

২. কেউ কেউ বলেন : উলামায়ে রাসেখ ফিল ইলম বা ইলম ও জ্ঞানে বিদগ্ধ আলেমগণও এর সাম্ভাব্য অর্থ জানতে পারেন। তবে শর্ত হল, সে অর্থ যেন مُحْكَم এর সাথে সাংঘর্ষিক না হয়।

৩. مُتَشَابِهَات مِنْ وَجْهٍ তথা যে সব আয়াতের শব্দ-মর্মে কোনো অস্পষ্টতা নেই, তবে তার ইঙ্গিত উদ্দেশ্য কী, এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকে। যেমন : يَدُ اللّٰهِ، وَجْهُ اللّٰهِ، اِسْتَوٰى ইত্যাদি। এ প্রকারের হুকুম হল, এগুলোর এমন অর্থ করা যাবে, যা مُحْكَمَات এর সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

কুরআনে কারীম مُحْكَم না مُتَشَابِه

কুরআনে কারীমের আয়াতগুলো কি মুহ্কাম না মুতাশাব্বিহ এ ব্যাপারে ইমাম ইবনে হাবীব নীশাপুরী রহ. তিনটি মাযহাব নকল করেছেন। যথা– (১) পূর্ণ কুরআন মুতাশাব্বিহ্ (২) পূর্ণ কুরআন মুহ্কাম (৩) কুরআনের কিছু অংশ মুহ্কাম আর কিছু অংশ মুতাশাবিহ।

নিম্নে প্রত্যেক মাযহাবের দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করা হচ্ছে।

প্রথম মাযহাব

পূর্ণ কুরআন মুতাশাবিহ। এ দলের দলীল ৩টি।

(১) আল্লাহ পাক স্বয়ং কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেছেন : كِتَابًا مُتَشَابِهَات অর্থাৎ আমি এমন কিতাব নাযেল করেছি, যা মুতাশাবিহ (অস্পষ্ট) বার বার পাঠ করা হয়।

অনুরূপভাবে তারা দ্বিতীয় দলের মতো কুরআনকে مُحْكَم বলে, তাকে এ পরিমাণ স্পষ্ট বলে ঘোষণা দেন নি যে, এখন আর কুরআনের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বলতে কিছুই অবশিষ্ট নেই বরং এর مُعْجِز হওয়ার বিষয়টি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে যাচ্ছে। সবকিছু বিবেচনায় নিয়ে তারা কুরআন নাযিলের লক্ষ্যের প্রতি তাকিয়ে কিছু কুরআন বরং অধিকাংশ কুরআনকে مُحْكَم বলেছেন। **আর ব্যক্তি স্বতন্ত্রতার প্রতি লক্ষ্য** রেখে কিছু কুরআনকে مُتَشَابِه বলেছেন। এ ব্যাপারে তাদের দলীল কুরআনের আয়াত–

هُوَالَّذِىٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ اٰيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ وَ اُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ

এ আয়াতে কুরআনের আয়াতসমূহকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

(এক) মুহকাম– মূলত এগুলোর উপরই ইসলামী বিধানসমূহের ভিত্তি।

(দুই) মুতাশাবিহ– যেগুলোর মাধ্যমে কুরআনের إِعْجَاز তথা অলৌকিকতা ফুটে উঠেছে।

(২) ঠিক তদ্রূপ এক হাদীসে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেন :

نَزَلَ الْقُرْاٰنُ عَلٰى خَمْسَةِ اَوْجُهٍ حَلَالٍ وَ حَرَامٍ وَ مُحْكَمٍ وَ مُتَشَابِهٍ وَ اَمْثَالٍ فَاَحِلُّوا الْحَلَالَ وَ حَرِّمُوا الْحَرَامَ وَاعْمَلُوا بِالْمُحْكَمِ وَ اٰمِنُوا بِالْمُتَشَابِهِ وَاعْتَبِرُوا بِالْاَمْثَالِ

এ হাদীসেও কুরআনের আয়াতগুলোকে مُتَشَابِه ও مُحْكَم উভয় প্রকার সম্বলিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

(৩) যুক্তির দাবিও ছিল দাওয়াত, নসীহত, বিধিবিধানের উপর আমল করার জন্য অধিকাংশ কুরআন মুহকাম হওয়া আর মানুষের বিবেক যে অসম্পূর্ণ এবং অন্যান্য কিতাব থেকে যে এ কিতাব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত তা বুঝানোর জন্য কিছু কুরআন মুতাশাবেহ হওয়া।

বি: দ্র : শিরোনামের সাথে হাদীসের সম্পর্ক হল– অনুচ্ছেদ শিরোনাম ছিল 'বিদ'আত থেকে বেঁচে থাকা' আর হাদীসে উল্লিখিত আয়াতে মুতাশাবিহাত নিয়ে ঝগড়া থেকে বেঁচে থাকতে বলা হয়েছে। কারণ, এ ঝগড়া বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ.

(٢) مَا مَعْنَى الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ لُغَةً وَ اصْطِلَاحًا بَيِّنْهُ مُمَثِّلًا .

(٣) كَمْ قِسْمًا لِاٰيَاتِ الْقُرْاٰنِ فِىْ كَوْنِهَا مُحْكَمًا وَ مُتَشَابِهًا بَيِّنْ كُلَّ قِسْمٍ مَعَ بَيَانِ حُكْمِهَا.

(٤) كُمْ مَذْهَبًا فِي أيَاتِ الْقُرْأنِ فِي الْأَحْكَامِ وَ التَّشَابُهِ وَمَا هِيَ بَيِّنِ الْمَذَاهِبِ مُدَلَّلًا مُرَجِّحًا مُفَصَّلًا؟

(٥) أُذْكُرْ مُنَاسَبَةَ الْحَدِيْثِ بِتَرْجُمَةِ الْبَابِ .

٤٨. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ح وَحَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَا ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ أَبِيْ غَالِبٍ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُوْتُوا الْجَدَلَ ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْأٰيَةَ (بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ).

সহজ তরজমা

(৪৮) আলী ইবনে মুনযির ও হাওসারা ইবনে মুহাম্মদ রহ. .... আবূ উমামাহ্ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমার পরে হিদায়াতপ্রাপ্ত লোকেরা তখনই পথভ্রষ্ট হবে, যখন তারা ঝগড়া-ফাসাদে লিপ্ত হবে। তারপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন, بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ "বরং এরা তো এক বিতণ্ডাকারী সম্প্রদায়।" (৪৩ : ৫৮)

٤٩. حَدَّثَنَا دَاؤُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَلِيِّ أَبُوْ هَاشِمِ بْنِ أَبِيْ خِدَاشٍ الْمُوْصِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِحْصَنٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ أَبِيْ عَبْلَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ صَوْمًا وَلَا صَلٰوةً وَلَا صَدَقَةً وَلَا حَجًّا وَلَا عُمْرَةً وَلَا جِهَادًا وَلَا صَرْفًا وَلَا عَدْلًا يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا تَخْرُجُ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِيْنِ.

সহজ তরজমা

(৪৯) দাঊদ ইবনে সুলায়মান আসকারী রহ. .... হুযায়ফা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ বিদ'আতী ব্যক্তির রোযা, নামায, দান-সাদকা, হজ্ব, উমরাহ্, জিহাদ, ফিদইয়া, ন্যায়বিচার ইত্যাদি কিছুই কবুল করবেন না। সে ইসলাম থেকে এভাবে খারিজ হয়ে যাবে, যেরূপ আটা থেকে পশম বের হয়ে যায়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ এর ব্যাখ্যা : قَبُوْل শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। (১) قَبُوْل إِصَابَت (২) قَبُوْل إِجَابَتْ

قَبُوْل إِصَابَت এর ব্যাখ্যা : كَوْنُ الشَّيْئِ مُسْتَجْمِعًا لِجَمِيْعِ الشَّرَائِطِ اَوِ الْاَرْكَانِ। অর্থাৎ কোনো বস্তু এমন হওয়া যে, তাতে সমস্ত শর্তাবলী ও রুকনের সমাহার ঘটে। এটা صُحْبَت এর সমার্থবোধক। এর ফলাফল হল, দুনিয়ায়ী দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যাওয়া ।

قَبُوْل শব্দটি إِصَابَت এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, এমন কয়েকটি ক্ষেত্র পেশ করা হচ্ছে। যেমন : (১) لَايَقْبَلُ اللّٰهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُوْلٍ (২) لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلَاةَ حَائِضٍ اِلَّا بِخِمَارٍ ইত্যাদি ।

قَبُوْل إِجَابَت এর সংজ্ঞা : وُقُوْعُ الشَّيْئِ فِىْ حَيِّزِ مَرْضَاةِ الرَّبِّ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى অর্থাৎ কোনো কিছু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন করার পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়া। এর ফলাফল হল, আখেরাতে সওয়ার লাভ হওয়া।

এ قَبُوْل শব্দটি إِجَابَت এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এমন কয়েকটি ক্ষেত্র নিম্নে পেশ করা হচ্ছে। যেমন–

(١) مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهٗ صَلَاةُ اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا

(٢) اَبَى اللّٰهُ اَنْ يَّقْبَلَ عَمَلَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتّٰى يَدَعَ بِدْعَتَهٗ

حَدِيْثُ الْبَابِ এ কবুল দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

এখানে قَبُوْل দ্বারা قَبُوْل إِصَابَت উদ্দেশ্য। যেমন : আল্লামা কাজী ইয়াজ রহ. এর তাফসীর করতে গিয়ে বলেন, لَايَقْبَلُ قَبُوْلَ رِضَا

وَلَا صَرْفًا وَلَا عَدْلًا এর ব্যাখ্যা

صَرْف ও عَدْل দ্বারা কি উদ্দেশ্য এ ব্যাপারে কয়েকটি মত পাওয়া যায়। যথা–

(এক) জমহূরে উলামার মতে صَرْف বলতে فَرَائِض এবং عَدْل বলতে نَوَافِل উদ্দেশ্য। ইবনে খুযাইমা রহ. ইমাম ছাওরী রহ. থেকে এ তাফসীরই নকল করেছেন।

(দুই) হাসান বসরী রহ. থেকে উপর্যুক্ত মতের সম্পূর্ণ বিপরীত মত বর্ণিত আছে।

(তিন) ইমাম আসমাঈ রহ. বলেন : صَرْف দ্বারা তওবা ও عَدْل দ্বারা ফিদইয়া উদ্দেশ্য।

(চার) কেউ কেউ বলেন : صَرْف দ্বারা শাফা'আত ও عَدْل দ্বারা ফিদইয়া উদ্দেশ্য।

মোট কথা, হাদীসের মর্মার্থ হল– বিদ'আতী ব্যক্তির কোনো আমল আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত যে বিদ'আতের উপর অটল থাকবে এবং এর থেকে তওবা না করবে। যদিও সেই আমল সমস্ত শর্তাবলী আরকান সম্বলিত হওয়ার দরুন দুনিয়াবী দৃষ্টিকোণ থেকে তা সহীহ বলে বিবেচিত হবে।

مَاخَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ এর ব্যাখ্যা

ইসলাম থেকে বিদ'আতী ব্যক্তি বেরিয়ে যাবে। ইসলামের দুটি অর্থ রয়েছে। (এক) আভিধানিক অর্থ– মেনে নেওয়া, আনুগত্য করা। (দুই) পারিভাষিক অর্থ– ইসলাম ধর্ম।

হাদীসে ইসলাম দ্বারা আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য। হাদীসের মর্মার্থ হল– বিদ'আতী ব্যক্তি ইসলাম তথা আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যায়; শয়তান ও নফসের তাঁবেদারী করতে থাকে। এ অর্থ নয় যে, সে ইসলাম ধর্ম থেকে বেরিয়ে যায়। অবশ্য বিদ'আত যদি এমন হয়ে থাকে, যদ্দরুন শরী'অতে ইসলাম থেকে সে বেরিয়ে যায়, তবে এখানে بِدْعَت দ্বারা পারিভাষিক বিদ'আত তথা মাযহাবে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য হবে।

"كَمَا تَخْرُجُ الشَّعَرَةُ مِنَ الْعَجِيْنِ"

এখানে শরী'অতের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাওয়ার যৌক্তিক চিত্রকে একটি বাস্তব চিত্রের সাথে তুলনা করে দেখানো হয়েছে। মর্মার্থ হল, যেমনিভাবে খামিরা থেকে একটি পশম বের করে নিয়ে আসা হলে সেই পশমের গায়ে আটার কোনো চিহ্নও থাকে না, তেমনিভাবে বিদ'আতী ব্যক্তি এমনভাবে দীন ইসলামের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যায় যে, তার গায়ে আনুগত্যের কোনো নিদর্শন থাকে না। শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হচ্ছে, শিরোনাম ছিল বিদ'আত থেকে বেঁচে থাকা আর হাদীসে বলা হয়েছে, বিদ'আতীর কোনো আমল কবুল করা হবে না। কাজেই বুঝা গেল, বিদ'আত থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) شَكِّلِ الْحَدِيْثَ ثُمَّ تَرْجِمْهُ مُشَرِّحًا ؟

(٢) مَا مَعْنَى الْقَبُوْلِ وَ كَمْ قِسْمًا لَهُ عَرِّفْ كُلَّ قِسْمٍ مُمَثِّلًا مَعَ بَيَانِ الثَّمَرَةِ وَ الْمُرَادِ بِهِ فِيْ حَدِيْثِ الْبَابِ ؟

(٣) اَوْضِحْ قَوْلَهُ : لَا صَرْفًا وَلَا عَدْلًا مَعَ بَيَانِ الْاِخْتِلَافِ فِيْ مَعْنَى الصَّرْفِ وَالْعَدْلِ.

(٤) اَوْضِحْ قَوْلَهُ : يَخْرُجُ مِنَ الْاِسْلَامِ كَمَا تَخْرُجُ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِيْنِ

ثُمَّ بَيِّنْ كَمْ مَعْنًى لِلْإِسْلَامِ وَ مَاهِىَ بَيِّنْ كُلَّ قِسْمٍ مَعَ بَيَانِ الْمُرَادِ بِهٖ فِى الْحَدِيْثِ وَ تَوْجِيْهِ وَجْهِ الشِّبْهِ فِى التَّشْبِيْهِ .

(٥) اُذْكُرْ مُنَاسَبَةَ الْحَدِيْثِ بِتَرْجَمَةِ الْبَابِ .

---

٥٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُوْرِ الْخَيَّاطُ عَنْ اَبِىْ زَيْدٍ عَنْ اَبِى الْمُغِيْرَةِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبَى اللّٰهُ اَنْ يَقْبَلَ عَمَلَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتّٰى يَدَعَ بِدْعَتَهُ.

সহজ তরজমা

(৫০) আবদুল্লাহ ইবনে সায়ীদ রহ. .... আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা বিদ'আতী ব্যক্তির নেক আমল ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করবেন না, যতক্ষণ না সে তার বিদ'আত পরিহার করবে।

٥١. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ وَهٰرُوْنُ بْنُ اِسْحَاقَ قَالَا ثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَرْدَانَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ الْكِذْبَ وَهُوَ بَاطِلٌ بُنِىَ لَهُ قَصْرٌ فِىْ رَبَضِ الْجَنَّةِ وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِىَ لَهُ فِىْ وَسَطِهَا وَمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ بُنِىَ لَهُ فِىْ اَعْلَاهَا

সহজ তরজমা

(৫১) আবদুর রহমান ইবনে ইবরাহীম দিমাশকী ও হারুন ইবনে ইসহাক রহ. .... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মিথ্যা পরিহার করে এই মনে করে যে, তা বাতিল, তার জন্য জান্নাতের কিনারায় একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে। আর যে ব্যক্তি ঝগড়া পরিহার করে অথচ সে হকপন্থী, তার জন্য জান্নাতের মধ্যবর্তী স্থানে প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে এবং যে ব্যক্তি চরিত্রকে উত্তম করে, তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে বালাখানা নির্মাণ করা হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

مَنْ تَرَكَ الْكِذْبَ এর ব্যাখ্যা

যে ব্যক্তি ঝগড়া করার সময় মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া পরিহার করবে, কিন্তু সে ঝগড়া পরিহার করবে না, তার জন্য জান্নাতের কিনারার একটি প্রাসাদ নির্মাণ

করা হবে। কেননা যদিও সে ঝগড়া পরিহার করে নি; কিন্তু ঝগড়ার সময় মিথ্যা তো পরিহার করেছে। এটাও কম কি? এর প্রমাণ মিলে পরবর্তী বাক্য وَهُوَ بَاطِلٌ থেকে। কারণ, এর অর্থ হল- যে ব্যক্তি অন্যায়ের উপর থেকে মিথ্যা পরিহার করে। বুঝা গেল, মিথ্যা ছাড়ার বিষয়টি ঝগড়া অবস্থায় হবে।

তা ছাড়া হতে পারে সর্বাবস্থাতেই মিথ্যা পরিহার করলে তার জন্য উল্লিখিত প্রতিশ্রুতি রয়েছে। চাই তা ঝগড়া অবস্থায় হোক বা না হোক।

এমনিভাবে হতে পারে এখানে মিথ্যা দ্বারা ঝগড়া উদ্দেশ্য। কেননা সাধারণত ঝগড়া মিথ্যার উপরই হয়ে থাকে। তাই كِذْب বলে ঝগড়া উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। মর্মার্থ হবে, যে ব্যক্তি ঝগড়া পরিহার করবে, তার জন্য উল্লিখিত প্রতিশ্রুতি থাকবে।

وَهُوَ بَاطِلٌ এর ব্যাখ্যা ঃ এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে।

(এক) هُوَ এর مَرْجَع পূর্বোল্লেখিত اَلْكِذْبُ শব্দটি এ অবস্থায় বাক্যটিকে "পৃথক বাক্য" হিসেবে মিথ্যার কদর্যতা বুঝানোর জন্য আনা হয়েছে। মর্মার্থ হবে, যে ব্যক্তি মিথ্যা বর্জন করল (আর মিথ্যা একটি অন্যায় ও অবৈধ জিনিস। কাজেই তা পরিত্যাজ্য।) সে ব্যক্তির জন্য বর্ণিত প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

(দুই) বাক্যটি اَلْكِذْبُ শব্দ থেকে حَال হবে ।

اَىْ مَنْ تَرَكَ الْكِذْبَ وَ الْحَالُ اَنَّهُ بَاطِلٌ لَا مَصْلَحَةَ فِيْهِ مِنْ مَرْضَاتِ الرَّبِّ كَمَا فِى الْحَرْبِ اَوْ اِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ وَ غَيْرِ هِمَا.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মিথ্যা পরিহার করল আর বস্তুত তা অন্যায় ও ভ্রান্ত, যার মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টির কোনো দিক নেই, যেমনি যুদ্ধের ময়দানে মিথ্যার ভান করা বা দু'জনের বিবাদ দূরিকরণার্থে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া ইত্যাদি রূপে মিথ্যার ভান করার অবকাশ রয়েছে- এমন কোন উদ্দেশ্য নয়, তবে তার জন্য বর্ণিত প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এমতাবস্থায় মিথ্যার শরী'অত অনুমোদিত কোনো কোনো বৈধ পদ্ধতি থেকে বেঁচে থাকা উদ্দেশ্য হবে অর্থাৎ শরী'অত অনোনুমোদিত নির্জলা অলীক মিথ্যা থেকে যে বিরত থাকল, তার জন্য প্রতিশ্রুত প্রতিদান রয়েছে। অবশ্য শরী'অত অনুমোদিত মিথ্যা পরিহার করলে এ প্রতিদান পাবে না।

(তিন) وَهُوَبَاطِلٌ শব্দটি مَنْ تَرَكَ এর মধ্যস্থিত فَاعِل এর ضَمِيْر থেকে 'হাল' হবে। اَىْ وَالْحَالُ اَنَّهُ ذُوْ بَاطِلٍ অর্থাৎ যে ব্যক্তি মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, ন্যায়ের উপর ছিল না। এমতাবস্থায় মিথ্যা পরিহার করলে তার জন্য বর্ণিত প্রতিদান রয়েছে।

وَمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ এর ব্যাখ্যা

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের চরিত্র সুন্দর করল, যার মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি ও মিথ্যা পরিহার করাও অন্তর্ভুক্ত। তবে তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে।

বিঃ দ্রঃ হাদীসে ঝগড়া ও মিথ্যা পরিহার করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। আর বিদ'আতী ব্যক্তি যেহেতু মিথ্যা বিষয় উদ্ভাবন করে অন্যায়ভাবে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়, তাই তাকে তা পরিহার করতে উৎসাহিত করার মাধ্যমেই শিরোনামের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ .

(٢) شَرِّحِ الْحَدِيْثَ حَقَّ التَّشْرِيْحِ .

(٣) عَيِّنْ مَرْجِعَ الضَّمِيْرِ الْمُفَصَّلِ فِىْ قَوْلِهٖ : وَ هُوَ بَاطِلٌ مَعَ بَيَانِ مَعْنَاهُ فِىْ تِلْكَ الصُّوْرَةِ.

(٤) اُكْتُبْ مُنَاسَبَةَ الْحَدِيْثِ بِتَرْجَمَةِ الْبَابِ

بَابُ اِجْتِنَابِ الرَّأْىِ وَالْقِيَاسِ

অনুচ্ছেদ : মতামত প্রদান ও কিয়াস করা থেকে বিরত থাকা

٥٢. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ وَعَبْدَةُ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ح وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَمَالِكُ بْنُ اَنَسٍ وَحَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ وَشُعَيْبُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ اِنْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلٰكِنْ يَّقْبِضُ الْعُلَمَاءَ فَاِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اِتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوْا فَاَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوْا وَاَضَلُّوْا.

সহজ তরজমা

(৫২) আবূ কুরায়ব ও সুয়াইদ ইবনে সায়ীদ রহ. ...... আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা মানুষের অন্তর থেকে ইলমকে মিটিয়ে দিয়ে তা কেড়ে নিবেন না বরং তিনি আলিমদের (দুনিয়া থেকে) তুলে নেওয়ার দ্বারা ইলম তুলে নিবেন। যখন

কোনো আলিম অবশিষ্ট থাকবে না, তখন লোকেরা মূর্খদেরকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে। তাদের কাছে (ধর্মীয় বিষয়ে) প্রশ্ন করা হলে (সে ব্যাপারে) কোনো ইলম না থাকা সত্ত্বেও ফতওয়া দিবে। ফলে তারা নিজেরাও গোমরা হবে এবং অপরকেও গোমরাহ করবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রকাশ থাকে যে, রায় ও কিয়াস দুই প্রকার। যথা, (১) প্রশংসনীয় (২) নিন্দনীয়। নিন্দনীয় রায় বা মতামত বলা হয়, প্রবৃত্তির তাড়নার বশীভূত হয়ে দীনী বিষয়ে কোনো মতামত প্রদান করাকে।

প্রশংসনীয় রায় বা মতামত বলা হয় অকাট্য প্রমাণ সমৃদ্ধ বিধানের আলোকে অকাট্য শূণ্য বিষয়ের হুকুমকে ফুকাহায়ে সাহাবা, তাবেঈন, তাবে তাবেঈনের পদ্ধতীতে যৌথ ইল্লত/ কারণের মাধ্যমে বের করাকে।

ফিকহের কিতাবসমূহে কিয়াসের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে :

تَعْدِيَةُ الْحُكْمِ مِنَ الْأَصْلِ إِلَى الْفَرْعِ بِعِلَّةٍ مُتَّحِدَةٍ بَيْنَهُمَا

অর্থাৎ أَصْل ও فَرْع এর মধ্যখানে عِلَّت مُتَّحِدَة এর দরুন হুকুমকে اَصْل থেকে فَرْع এর দিকে স্থানান্তরিত করা।

এ ধরনের قِيَاس ও رَائ শরী'অতে প্রশংসনীয় ও সমর্থিত। যেমনটি বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়। তবে কিয়াস শরী'অত অনুমোদিত হওয়ার জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে। সেগুলো কিয়াছ করার ক্ষেত্রে অবশ্যই পালন করতে হবে।

উসূলুশ্'শাশী গ্রন্থকার এ জন্য মোট পাঁচটি শর্ত উল্লেখ করেছেন। যথা–

(১) لَا يَكُوْنُ فِىْ مُقَابَلَةِ النَّصِّ অর্থাৎ কিয়াস যেন শরঈ নসের [অকাট্য প্রমাণের] বিপরীতে না হয়। যেমন : এক গ্রাম্য ব্যক্তি একবার হযরত হাসান ইবনে যিয়াদ রহ. কে নামাযে অট্টহাসি দেওয়ার হুকুম সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি জবাব দিয়েছিলেন, নামাযে অট্টহাসি দিলে ওযু ভেঙে যায়। গ্রাম্য ব্যক্তিটি এ জবাবের উপর প্রশ্ন উত্থাপন করে বলল– কোনো ব্যক্তি যদি নামাযের মধ্যে কোনো সতীসাধ্বী নারীকে মিথ্যার অপবাদ দেয়, তবে সেটা মারাত্মক গুনাহ হওয়া সত্ত্বেও ওযু ভঙের কারণ হয় না, তা হলে অট্টহাসি দিলে তাতে ওযু ভেঙ্গে যায় কেন?

গ্রাম্য ব্যক্তিটির এ কিয়াস যৌক্তিক ছিল না। কারণ, ওই অট্টহাসি ওযু ভঙ্গের কারণ হওয়ার ব্যাপারে শরঈ নস তথা হযরত আবূ বকর রাযি.-এর রিওয়ায়াত বিদ্যমান আছে। কাজেই এমন কিয়াস পরিত্যাজ্য।

(২) لَا يَتَضَمَّنُ تَغْيِيْرَ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِ النَّصِّ অর্থাৎ সেই কিয়াসটি যেন শরঈ নসের হুকুম পরিবর্তনের কারণ না হয়ে যায়। যেমন : তায়াম্মুমের উপর

কিয়াস করে ওযু শুদ্ধ হওয়ার জন্য নিয়তকে শর্ত সাব্যস্ত করা– এ কিয়াস পরিত্যাজ্য। কারণ, এতে ওযুর মুতলাক আয়াতকে مُقَيَّد করা অবধারিত হয়ে যায়।

(৩) لَا يَكُوْنُ الْمُعَدّٰى حُكْمًا لَا يُعْقَلُ অর্থাৎ দুই মাসআলার 'ইল্লাত' যেন غَيْر مُدْرَك بِالْعَقْل তথা যুক্তি দিয়ে বুঝা যায় না– এমন না হতে হবে। যেমন : বলা হল– যেমনিভাবে বায়ু নিগর্ত হওয়া ওযু ভঙ্গের কারণ, অথচ এর কারণে যদি নামাযে বেনা করা যায় তবে স্বপ্নদোষও যেহেতু ওযু ভঙ্গের কারণ, বিধায় এর কারণেও নামাযে বেনা করা বৈধ হওয়া উচিত। কিন্তু এ কিয়াস পরিত্যাজ্য। কারণ, এখানে مَقِيْس عَلَيْهِ যার উপর কিয়াস করা হচ্ছে, তার ইল্লত যুক্তিগ্রাহ্য।

(৪) تَقَعُ التَّعْلِيْلُ لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ لَا لِأَمْرٍ لُغَوِيٍّ অর্থাৎ শরঈ হুকুম প্রমাণ করার জন্য عِلَّت অনুসন্ধান করা হবে, لُغَوِى বিষয় প্রমাণ করার জন্য নয়। যেমন, বলা হল চোরকে سَارِق এজন্য বলা হয় যে, সে গোপনভাবে অন্যের মাল অর্জন করে। সুতরাং এর কারণে কাফনচোর তথা نَبَّاش কেও سَارِق বলা হবে এবং তার উপরও قَطْع يَد প্রয়োগ করা হবে। এ কিয়াসও পরিত্যাজ্য। কারণ, এখানে لُغَوِى বিষয় প্রমাণ করার জন্য عِلَّت অনুসন্ধান করা হয়েছে।

(৫) لَا يَكُوْنُ الْفَرْعُ مَنْصُوْصًا عَلَيْهِ অর্থাৎ فَرْع টি যেন مَنْصُوْص عَلَيْهِ না হয়। কারণ, তখন কিয়াসের কোনো প্রয়োজন নেই। যেমন : كَفَّارَةْ قَتْل এর উপর কিয়াস করে كَفَّارَةُ قَسَمٍ وَ كَفَّارَةُ ظِهَارٍ এর মধ্যেও গোলাম এর জন্য মুমিন হওয়ার শর্ত লাগানো। এ কিয়াসও পরিত্যাজ্য। কারণ, كَلَامُ اللّٰهِ এর মধ্যে এই كَفَّارَة গুলোকে مُطْلَق উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই এখানে فَرْع মানসূস হয়েছে مُطْلَق ভাবে। কাজেই এখানে قِيَاس করে, এগুলোকে مُقَيَّد করা হবে না।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

প্রশ্ন : মুসান্নিফ রহ. بَابُ اِجْتِنَابِ الرَّأْىِ وَالْقِيَاسِ দ্বারা কী সর্বপ্রকার রায় ও কিয়াস থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করছেন?

এ প্রশ্নের জবাব কিছুটা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। সমগ্র উলামায়ে উম্মত ও فُقَهَاء ِملَّت এ ব্যাপারে একমত যে, কুরআন-হাদীস ও ইজমার পর কিয়াসও শরী'অতের একটি স্বীকৃত প্রমাণ। আল্লামা আইনী ও আল্লামা কাজীখানের ভাষায় এটা একটা অসম্ভব বিষয় যে. দুনিয়ার সমস্ত جُزْئِ ও খুঁটিনাটি বিষয়ের তাফসীলী হুকুম কুরআনে কারীমে বিদ্যমান থাকবে কিংবা রাসূল ﷺ নিজেই বর্ণনা করে যাবেন। ফলে কিয়াসের আর কোনো প্রয়োজনই পড়বে না বরং কুরআন বা হাদীস শুধু اُصُوْل ও كُلِّيَات বলে দিয়ে কিছু কিছু فَرْعِىْ مَسَائِل এর হুকুম মিছাল হিসেবে বর্ণনা করে দিয়ে এক আইন উম্মতের কাছে সোপর্দ করে, যাতে

শরী'অতের ধারক উলামা ও ফুকাহাগণ সে আলোকে যে কোনো বিষয়ের হুকুম নির্ণয় করতে পারেন। খোদ প্রিয়নবী ﷺ এর যুগে হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাযি. কিয়াস করে কথা বলার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রশংসা করা, বনী কুরাইজার যুদ্ধের সময় সাহাবা কর্তৃক কিয়াস করে নামায আদায়ের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে সমর্থন প্রদানসহ সে সময়ের অসংখ্য ঘটনা কিয়াস বৈধ হওয়ার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তা ছাড়া রাসূলের যমানার পর হযরত খোলাফায়ে রাশেদীনের যামানাতে এবং তারপর থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত কিয়াস করার ধারা চলে আসছে। সাহাবা তাবেঈগণের অসংখ্য ফতওয়া এর জ্বলন্ত প্রমাণ। এ কারণেই তো শুধু উম্মতের কিছু গোমরাহ ফিরকা যেমন খাওয়ারেজ, রাওয়াফেজ ও মুতাযিলরাই কিয়াসের বৈধতা অস্বীকার করেছে। এ ছাড়া আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মধ্য থেকে دَاوُد ظَاهِرِىْ ছাড়া আর কেউ কিয়াসকে অস্বীকার করে নি। উপরন্তু আল্লামা ইবনে আব্দুল বার রহ. তাঁর "جَامِعُ بَيَانِ الْعِلْمِ" নামক কিতাবে কিয়াস বৈধ হওয়ার বিষয়ে পূর্ণ উম্মতের ইজমা নকল করেছেন।

উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ইবনে মাজাহ রহ. এর মতো একজন বিজ্ঞ আলেম তার এ অধ্যায়ের মধ্যে مُطْلَق কিয়াস এর مَشْرُوْعِيَّت কে অস্বীকার করতে পারেন না। যেখানে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সময় থেকে আজ অবধি চলে আসছে। এমনকি আল্লামা ইবনে আব্দুল বার রহ. এর নকল অনুযায়ী আহলে সুন্নত থেকে দাউদ জাহেরী ছাড়া আর কেউ এর বৈধতাকে অস্বীকার করে নি। সুতরাং নির্দ্বিধায়ই বলা যায়, ইবনে মাজাহ রহ. আদৌ مُطْلَق قِيَاس কে অস্বীকার করেন নি।

খোদ ইবনে মাজাহর শিরোনাম বাঁধার ঢং দেখলেও তাই মনে হয়। কেননা তিনি শিরোনাম করেছেন, "بَابُ اِجْتِنَابِ الرَّأْىِ وَالْقِيَاسِ" এখানে মুসান্নিফ রহ. কিয়াসের উপর رَاىْ শব্দকে مُقَدَّم করে একথাই বুঝাতে চেয়েছেন অর্থাৎ এমন কিয়াসই শরী'অতে পরিত্যাজ্য, যা কেবলই রায় সংক্রান্ত, যাতে শরী'অতের দলীলের প্রতি লক্ষ্য থাকে কম; মূলত প্রবৃত্তির অনুসরণই হয় এক্ষেত্রে মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য।

তা ছাড়া رَاى শব্দটি সাধারণত এমন ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়, যেখানে দলীল প্রমাণের কোনো তোয়াক্কা করা হয় না। এর অনেক নজীরও বিদ্যমান আছে। যেমন : রাসূল ﷺ বলেছেন,

مَنْ قَالَ فِى الْقُرْاٰنِ بِرَائِهٖ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ

অন্যত্র আরো বলেছেন, مَنْ قَالَ فِى الْقُرْاٰنِ بِرَأْيِهٖ فَاَصَابَ فَقَدْ اَخْطَأَ

মোটকথা, ইবনে মাজাহ রহ. তার বর্ণনাভঙ্গি দ্বারা একথাই বুঝাতে চেয়েছেন যে,

কিয়াসের ক্ষেত্রে আমার অভিমতও তাই, যা জমহূরে উলামায়ে হকের অভিমত। শুধু ওই কিয়াসের নিষিদ্ধতা বর্ণনা করাই আমার উদ্দেশ্য, যাতে শরঈ দলীল-প্রমাণের তোয়াক্কা না করে শুধু প্রবৃত্তির অনুসরণে কিয়াস করা হয়।

٥٣. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ اَيُّوْبَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ هَانِىءٍ حُمَيْدُ بْنُ هَانِىءٍ الْخَوْلَانِىُّ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ مُسْلِمِ ابْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اُفْتِىَ بِفُتْيَا غَيْرَ ثَبَتٍ فَاِنَّمَا اِثْمُهُ عَلٰى مَنْ اَفْتَاهُ.

সহজ তরজমা

(৫৩) আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা রহ. .... আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : দলীল-প্রমাণ ব্যতীত কাউকে ফতওয়া দেওয়া হলে, তার গুনাহর ভার ফতওয়াদাতার উপর বর্তাবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

مِنْ غَيْرِ ثَبَتٍ এর অর্থ হল, اَفْتٰى عَنْ هَوًى مُخَالِفًا لِلشَّرْعِ مَعَ عِلْمِهٖ اَوْ بِغَيْرِ عِلْمٍ

অর্থাৎ শরী'অতের নীতিমালার অনুসরণ ব্যতিরেকে শুধু প্রবৃত্তির তাড়নায় ফতওয়া প্রদান করা হয়, চাই তা না জানার কারণে হোক অথবা জেনে-শুনেই করা হোক, সর্বাবস্থাতেই তার ফতওয়ার উপর আমলকারী সকলের গুনাহ ওই তথাকথিত মুফতীকে বহন করতে হবে। কারণ, এমন ব্যক্তি মাসায়েল ইসতিম্বাতের যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত। সুতরাং শরী'অতে এ গুরুত্বপূর্ণ কাজে দখলদারিত্বের ব্যাপারে তার কোনো অধিকার নেই।

فَاِنَّمَا اِثْمُهُ عَلٰى مَنْ اَفْتَاهُ এর দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে।

(১) প্রথম اُفْتِىَ শব্দটি مَجْهُوْل এর সীগাহ হবে। আর দ্বিতীয়টি তার বাহ্যিক অর্থের উপর থাকবে। এ সূরতে প্রথম مَنْ এর مِصْدَاق হবে مُسْتَفْتِىْ আর দ্বিতীয় مَنْ এর مِصْدَاق হবে مُفْتِىْ ; হাদীসের মর্মার্থ হবে– যেই ফতওয়াপ্রার্থীকে প্রবৃত্তির অনুসরণ পূর্বক জেনে কিংবা অজ্ঞতাবশত শরী'অতের খেলাফ কোনো ফতওয়া দেওয়া হয়েছে, তার গুনাহ সম্পূর্ণভাবে উক্ত মুফতীর উপর বর্তাবে। যদি সেই মুফতী ইজতিহাদের স্তরে পৌঁছে না থাকে। অবশ্য সে যদি ইজতিহাদের স্তরে পৌঁছে থাকে আর কোনো ফতওয়ায় ভুল করে থাকে, তা হলে তার গুনাহ হবে না। কারণ, বুখারী শরীফের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে : মুজতাহিদ যদি সঠিক ফতওয়া দেয়, তবে তার দুই নেকী আর যদি ভুল ফতওয়া দেয়, তবে তার এক নেকী।

(২) প্রথম اَفْتٰى ফে'লে মারুফের সীগাহ হবে আর দ্বিতীয় اُفْتِىَ টি اِسْتُفْتِىَ এর অর্থে হবে। এ সূরতে প্রথম مَنْ দ্বারা مُفْتِى আর দ্বিতীয় مَنْ দ্বারা مُسْتَفْتِى উদ্দেশ্য হবে। মর্মার্থ হবে– যে ব্যক্তি কোনো ফতওয়াপ্রার্থীকে অজ্ঞতাবশত কোন ফতওয়া দিল সেই গুনাহ মুস্তাফতীর উপর বর্তাবে। কারণ সে মুফতীকে অজ্ঞ ও প্রবৃত্তির পূজারী জানা সত্ত্বেও ফতওয়া জিজ্ঞাসা করেছে।

বিঃ দ্রঃ তরজমাতুল বাবের সাথে মিল সুস্পষ্ট। কেননা হাদীসে শরীয়তের নীতির অনুসরণ না করে ফতওয়া প্রদান করলে তার গুনাহ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। বুঝা গেল, নিজের রায় মুতাবেক ফতওয়া দিলে গুনাহগার হবে। কাজেই তা থেকে বিরত থাকতে হবে।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) كَمْ قِسْمًا لِلرَّاْيِ وَمَا هِىَ عَرِّفْ كُلَّ قِسْمٍ مَعَ بَيَانِ حَدِّ الْقِيَاسِ الشَّرْعِيِّ وَشَرَائِطِهِ؟

(٢) مَا مُرَادُ الْمُؤَلِّفِ رح بِالْاِجْتِنَابِ عَنِ الرَّاْيِ وَالْقِيَاسِ هَلْ هُوَ ذَمُّ الرَّاْيِ مُطْلَقًا اَمْ لَا اَجِبْ مُفَصَّلًا؟

(٣) اَوْضِحْ قَوْلَهُ : مِنْ غَيْرِ ثَبْتٍ وَقَوْلَهُ : فَاِنَّمَا اِثْمُهُ عَلٰى مَنْ اَفْتَاهُ اِيْضَاحًا تَامًّا.

(٤) اُكْتُبْ مُنَاسَبَةَ الْحَدِيْثِ بِتَرْجَمَةِ الْبَابِ.

٥٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنِى رِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ اَنْعُمٍ هُوَ الْاِفْرِيْقِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ فَمَا وَرَاءَ ذٰلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ اٰيَةٌ مُحْكَمَةٌ اَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ اَوْ فَرِيْضَةٌ عَادِلَةٌ.

সহজ তরজমা

(৫৪) মুহাম্মদ ইবনে আলা হামদানী রহ. .... আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ইলম তিন প্রকার আর যা এর বাইরে, তা অতিরিক্ত। আল-কুরআনের মুহকাম আয়াত অথবা প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ অথবা মৃত ব্যক্তির মীরাস তার ওয়ারিসদের মাঝে ইনসাফ ভিত্তিক বণ্টন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَیِ الْعِلْمُ الَّذِیْ هُوَ اَصْلُ عُلُوْمِ الدِّیْنِ مَعْرِفَةٌ : اَلْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ এর ব্যাখ্যা : ثَلَاثَةٍ অর্থাৎ দীনী উলূম মৌলিকভাবে তিন প্রকার। এ তিন প্রকার এবং এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট উলূম ছাড়া অন্যান্য সবই অতিরিক্ত।

آيَةٌ مُحْكَمَةٌ এর ব্যাখ্যা : এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের একাধিক মতামত রয়েছে। যেমন, শরহুস সুন্নাহ কিতাবের টীকাকার লিখেছেন–

وَالآيَةُ الْمُحْكَمَةُ هِیَ كِتَابُ اللّٰهِ وَاشْتُرِطَ فِيْهَا الْاَحْكَامُ لِاَنَّ مِنَ الْاٰیِ مَا هُوَ مَنْسُوْخٌ لَايُعْمَلُ بِهٖ وَاِنَّمَا يُعْمَلُ بِنَاسِخِهٖ.

অর্থাৎ اٰيَةٌ مُحْكَمَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, কিতাবুল্লাহ। তবে এ শর্তে যে, সেগুলো আহকাম সম্বলিত এবং মানসূখ হয় নি এমন। কারণ, কিছু আয়াত তো এমনও আছে, যেগুলো মানসূখ এবং তার উপর আমল করা হয় না। আমল তো কেবল নাসেখের উপরই করা হয়।

মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন– اَیْ غَيْرُ مَنْسُوْخَةٍ اَوْ مَا لَا يَحْتَمِلُ اِلَّا تَاوِيْلًا وَاحِدًا অর্থাৎ মানসূখ নয় এমন আয়াত এবং যা কেবলই একটি ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে।

মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী রহ. বলেন–

اَلْمُرَادُ بِهٖ كِتَابُ اللّٰهِ وَبِاَحْكَامِهَا ثُبُوْتُهَا وَاَنْ لَا تَكُوْنَ مَنْسُوْخَةً

অর্থাৎ কিতাবুল্লাহর এমন আয়াত, যেগুলো মানসূখ হয় নি, সেগুলো উদ্দেশ্য।

আল্লামা তীবী রহ. বলেন : اٰيَةٌ مُحْكَمَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, কিতাবুল্লাহ। কারণ, কুরআনে কারীমে مُحْكَمَات কেই اُمُّ الْكِتَابِ বলা হয়েছে। আর مُتَشَابِهَات তো اُمُّ الْكِتَابِ এরই تَابِع সে হিসেবে পূর্ণ কুরআনই উদ্দেশ্য।

তবে এর সাথে সাথে ওই সকল উলূমও এর অন্তর্ভুক্ত আছে, যেগুলোর উপর كِتَابُ اللّٰهِ এর অর্জন মওকূফ। যেমন– নাহু, সরফ, আকায়েদ, উসূলে ফিকাহ ইত্যাদি।

سُنَّةٌ قَائِمَةٌ এর ব্যাখ্যা : এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেও একাধিক মতামত পাওয়া যায়। যেমন, মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন– اَیْ ثَابِتَةٌ صَحِيْحَةٌ مَنْقُوْلَةٌ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ অর্থাৎ এমন সুন্নতসমূহ, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত এবং আমলযোগ্য।

মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী রহ. বলেন– اَیْ ثَابِتَةٌ اِسْنَادًا بِاَنْ يَكُوْنَ صَحِيْحَ النِّسْبَةِ اِلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ তথা এমন সুন্নত, যা সনদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশুদ্ধ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে যেগুলোর নিসবত করা সঠিক।

মাওলানা ইদরীস কান্দলবী রহ. বলেন- أَيِ الثَّابِتَةُ الْمَعْمُوْلُ بِهَا অর্থাৎ যে সকল সুন্নত প্রমাণিত ও আমলযোগ্য।

আল্লামা তীবী রহ. বলেন : সুন্নত দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ইলমুস সুন্নাহ আর তার কায়েম থাকার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, হাদীসের আসানীদ ও অন্যান্য বিষয়। যেমন, জরাহ-তাদিল হাদীসের প্রকারভেদ ইত্যাদি সহকারে কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকা।

فَرِيْضَةٌ عَادِلَةٌ এর ব্যাখ্যা :

এ ব্যাপারেও একাধিক মতামত বর্ণিত আছে। মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন-

اَلْمُرَادُ بِهَا الْحُكْمُ الْمُسْتَنْبَطُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِالْقِيَاسِ لِمُعَادَلَتِهِ الْحُكْمَ الْمَنْصُوصَ فِيْهِمَا وَمُسَاوَاتِهِ لَهُمَا فِيْ وُجُوْبِ الْعَمَلِ وَكَوْنِهِ صِدْقًا وَصَوَابًا

অর্থাৎ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, কিতাব ও সুন্নাহ থেকে উদঘাটিত হুকুম-আহকাম। আর এগুলোকে عَادِلَةٌ বলার কারণ হল, যেহেতু সত্য সঠিক ও আমল করা ওয়াজিব হওয়ার দিক দিয়ে এগুলো হুবহু مَنْصُوص হুকুমের সমপর্যায়ের, এজন্য এগুলোকে فَرِيْضَةٌ عَادِلَةٌ বলা হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, কিতাব ও সুন্নাহ দ্বারা বিধি-বিধান উদ্দেশ্য।

কেউ কেউ বলেন, مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ অর্থাৎ যেসব বিধি-বিধানের উপর সকল মুসলমান একমত।

কেউ কেউ বলেন, إِجْمَاع দ্বারা প্রমাণিত বিষয়াবলী উদ্দেশ্য। আবার কেউ বলেন, عِلْمُ الْاِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ উদ্দেশ্য। আবার কেউ বলেছেন : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ইলমুল ফারায়েয।

মোটকথা, এ হাদীস দ্বারা اَدِلَّة شَرْع যে চারটি এবং এগুলো যেসবের উপর নির্ভরশীল, সেগুলোই হল মূল ইলম; এর বাইরের সব অতিরিক্ত।

✪ বাবের সাথে হাদীসের মিল হল, শরী'অতে ওই কিয়াসই গ্রহণযোগ্য, যা কেবল কুরআন-সুন্নাহ থেকে উদঘাটিত। যেমনটা فَرِيْضَةٌ عَادِلَةٌ শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে। কাজেই এর বাইরে মনগড়া কিয়াস গ্রহণযোগ্য নয় বরং তা পরিত্যাজ্য।এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে, ইলমকে এ তিন প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হল কেন?

(১) এ প্রশ্নের জবাবে হিকমত হিসেবে বলেন, هٰذَا ضَبْطٌ وَتَحْدِيْدٌ لِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ এখানে وَاجِب كِفَايَه এর ইলমের সীমাবদ্ধ করা উদ্দেশ্য। সুতরাং কেউ যদি এ তিন প্রকার ইলম অর্জন করে, তবে সে ফরযিয়াত আদায় করল। এর অর্থ এই নয় যে, ইলম শুধু এ তিনটিই এর বাইরে কোনো ইলম নাই।

(২) আল্লামা কাশ্মিরী রহ. বলেন : এখানে সেই ইলম উদ্দেশ্য, যা মানুষের পরলৌকিক কামিয়াবী বয়ে আনে। আর তা এ তিনটিই।

(৩) তা ছাড়া হতে পারে, হাদীসে ইলমের মূল উৎসের কথা বলা হয়েছে আর মৌলিক ইলম তিনটিই। অন্যগুলো এ তিনটিরই শাখা-প্রশাখা।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ.

(٢) اِشْرَحِ الْحَدِيْثَ حَقَّ التَّشْرِيْحِ.

(٣) اُذْكُرْ مُنَاسَبَةَ الْحَدِيْثِ بِتَرْجَمَةِ الْبَابِ.

(٤) مَا هِيَ حِكْمَةُ الْاِخْتِصَارِ لِلْعُلُوْمِ فِى الْعُلُوْمِ الثَّلَاثَةِ بَيِّنْهُ.

---

٥٥. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ سَجَّادَةُ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْاُمَوِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ غَنْمٍ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَا تَقْضِيَنَّ اَوْ لَا تَفْصِلَنَّ اِلَّا بِمَا تَعْلَمُ وَاِنْ اَشْكَلَ عَلَيْكَ اَمْرٌ فَقِفْ حَتّٰى تَبَيَّنَهُ اَوْ تَكْتُبَ اِلَيَّ فِيْهِ.

সহজ তরজমা

(৫৫) হাসান ইবনে হাম্মাদ সাজ্জাদা রহ. ...... মুআয ইবনে জাবাল রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন আমাকে ইয়ামনে (গভর্নর নিযুক্ত করে) পাঠান, তখন তিনি বলেন, কখনো তুমি তোমার অজানা কোনো বিষয়ে ফায়সালা অথবা ব্যাখ্যা দিবে না। আর তোমার উপর যদি কোনো বিষয় কঠিন মনে হয়, তবে তুমি ততক্ষণ অপেক্ষা করবে, যতক্ষণ না তা তোমার নিকট স্পষ্ট হয় অথবা তুমি এ ব্যাপারে লিখিতভাবে আমাকে জানাবে।

٥٦. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا ابْنُ اَبِى الرِّجَالِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَمْرٍو الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ اَبِىْ لُبَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَمْ يَزَلْ اَمْرُ

بَنِى إِسْرَائِيْلَ مُعْتَدِلًا حَتّٰى نَشَأَ فِيْهِمُ الْمُوَلَّدُوْنَ أَبْنَاءُ سَبَايَا الْأُمَمِ فَقَالُوْا بِالرَّأْيِ فَضَلُّوْا وَأَضَلُّوْا.

সহজ তরজমা

(৫৬) সুওয়ায়দ ইবনে সায়ীদ রহ. ...... আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি, বনূ ইসরাইলের সকল কাজকর্ম ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক ছিল, যতক্ষণ না তাদের মাঝে দাসীর গর্ভে সন্তান হয়েছে। তখন তারা মনগড়া ফতওয়া দিতে শুরু করে। ফলে তারা নিজেরা গোমরাহ হয় এবং অপরকেও গোমরাহ করে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

حَتّٰى نَشَأَ فِيْهِمُ الْمُوَلَّدُوْنَ এর ব্যাখ্যা

مُوَلَّدُوْنَ এটা مُوَلَّدٌ শব্দের বহুবচন। আর مُوَلَّد বলা হয় এমন সন্তানকেও যে কোনো কওমের মধ্যে জন্ম লাভ করে, তাদের মাঝেই বড় হয়, অথচ সে আসলে সে কওমের অন্তর্ভুক্ত নয়।

أَبْنَاءُ سَبَايَا الْأُمَمِ শব্দটি مُوَلَّدُوْنَ শব্দ থেকে বদল হয়েছে। অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের দীনী বাগডোর যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের আলেমদের হাতে ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সবকিছুই ঠিক ছিল। কিন্তু তারা যখন অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করে তাদের নারীদেরকে বন্দী করে এনে তাদের সাথে বাঁদীসুলভ আচরণ করল এবং তাদের থেকে অযোগ্য সন্তান জন্ম নিল আর তারা দীনের মধ্যে মনগড়া রায় দিতে শুরু করল, তখন থেকে তারা নিজেরাও গোমরাহ হল; অন্যদেরকেও গোমরা করল।

হাদীসের সাথে শিরোনামের সম্পর্ক

সুস্পষ্টত এ উম্মতও যখন মনগড়া রায় দিতে শুরু করবে, তখন তারাও গোমরাহ হয়ে যাবে। কাজেই এ রায় পরিত্যাজ্য।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ.

(٢) اَشْرَحِ الْحَدِيْثَ حَقَّ التَّشْرِيْحِ.

(٣) اُذْكُرْ مُنَاسَبَةَ الْحَدِيْثِ بِتَرْجَمَةِ الْبَابِ.

بَابٌ فِى الْاِيْمَانِ

অনুচ্ছেদ : ঈমান প্রসঙ্গে

اَلْاِيْمَان শব্দটি بَاب اِفْعَال এর মাসদার যা اَمْن (নিরাপদ হওয়া) থেকে উদ্ভূত হয়েছে। যেমন, কুরআনের আয়াত ..... اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰى الخ। (জনপদবাসী কি নিরাপদ হয়ে গেছে?) শব্দটি যখন بَاب اِفْعَال এ চলে যায়, তখন তার অর্থ হয়– নিরাপদ করে দেওয়া, নিরাপত্তায় প্রবেশ করা।

ঈমানের পারিভাষিক সংজ্ঞা

اَلْاِيْمَانُ هُوَ التَّصْدِيْقُ بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ اِعْتِمَادًا عَلَى النَّبِىِّ ﷺ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ যা কিছু নিয়ে এসেছেন সেগুলোকে সত্যায়ন করা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর আস্থা রেখে।

শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থের মিল

যে ব্যক্তি প্রিয়নবী ﷺ-এর আনীত বিষয়ে ঈমান আনল, সে যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা থেকে নিজেকে নিরাপদ করে দিল এবং সে নিজেকেও জাহান্নাম থেকে নিরাপদ করে দিল অথবা সে নিরাপত্তায় প্রবেশ করল।

একটি জ্ঞাতব্য বিষয় : এখানে ঈমানের সংজ্ঞায় যে تَصْدِيْق এর কথা বলা হয়েছে, সেটা দ্বারা কিন্তু مَنْطِقِىْ تَصْدِيْق উদ্দেশ্য নয়। কারণ مَنْطِقِى تَصْدِيْق হল চূড়ান্ত একীন বা বিশ্বাস। আর এটাতো غَيْر اِخْتِيَارِىْ বিষয়। অথচ ঈমান হল اِخْتِيَارِىْ বিষয়, যা করলে সওয়াব দেওয়া হবে; না করলে শাস্তি যোগ্য হবে। তা ছাড়া مَنْطِقِىْ تَصْدِيْق উদ্দেশ্য নিলে এমন অনেককে মুমিন বলা আবশ্যক হয়ে পড়বে, যাদেরকে কুরআন-হাদীসে কাফের সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন, ইহুদিদের ব্যাপারে বলা হয়েছে- يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَائَهُمْ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রিসালাতের ব্যাপারে তাদের এ পরিমাণ একীন [দৃঢ় বিশ্বাস] ছিল, যেমনি একীন ছিল তাদের ছেলেদের ব্যাপারে নিজের ছেলে হওয়ার। এতদসত্ত্বেও তাদেরকে কাফের বলা হয়েছে।

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা আবূ তালেবের রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রিসালাতের ব্যাপারে পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। কিন্তু তারপরও তাকে মুমিন বলা হয় নি। বুঝা গেল, এখানে تَصْدِيْق مَنْطِقِىْ [যুক্তিবিদ্যার সত্যায়ন] উদ্দেশ্য নয় বরং একীন ও তাসদীকের [বিশ্বাস ও সত্যায়নের] পর তাসলীম বা মান্য করাও জরুরি আর তা ঐচ্ছিক বিষয়। একেই কুরআন

বলেছে : فَلَا وَرَبِّكَ ... يُسَلِّمُوْنَ تَسْلِيْمًا এ আয়াতে যাদেরকে কাফের বলা হয়েছে, তাদের পূর্ণ একীন ছিল বটে, তাসলীম ছিল না।

হাদীসে ঈমান শব্দ যে সকল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে :

ঈমান শব্দটি হাদীসে সাধারণত ৪টি অর্থের কোনো এক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলো জানা থাকলে এ সংক্রান্ত পারস্পরিক সাংঘর্ষিক হাদীসসমূহের মাঝে সমন্বয় সাধন করা সহজ হয়। নিম্নে আমরা সে অর্থগুলো উল্লেখ করছি।

(১) اِنْقِيَاد ظَاهِرِىْ (প্রকাশ্য স্বীকৃতি) তথা শুধু মৌখিকভাবে কালেমা পড়ে নেওয়া। অন্তরে বিশ্বাস থাক চাই না থাক। যেমন : এ অর্থেই হাদীসে বলা হয়েছে- مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ عَصَمَ مِنِّىْ دَمَهٗ وَمَالَهٗ

(২) اِنْقِيَاد ظَاهِرِىْ وَبَاطِنِىْ (প্রকাশ্য ও পরোক্ষ স্বীকৃতি) তথা অন্তর দিয়ে পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে সাথে মুখে স্বীকার করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে আমল করা। এর উপরই নির্ভরশীল দুনিয়া ও আখিরাতের সকল প্রতিশ্রুতি।

(৩) শুধু اِنْقِيَاد بَاطِنِىْ (পরোক্ষ স্বীকৃতি) তথা শুধু অন্তরে একীন করা। এর উপরই পরকালে চিরস্থায়ী জাহান্নাম থেকে মুক্তি নির্ভরশীল।

(৪) অন্তরের প্রশান্তি ও মিষ্টতা। এটা কেবল নৈকট্যশীল বান্দাদেরই অর্জিত হয়ে থাকে। নিম্নের আয়াতে এ অর্থই নেওয়া হয়েছে-

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِىْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْا اِيْمَانًا مَعَ اِيْمَانِهِمْ

اِسْلَام এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ

اِسْلَام এর আভিধানিক অর্থ, আনুগত্যের সাথে মস্তক অবনত করে দেওয়া। আত্মসমর্পণ করা।

পরিভাষায় اِنْقِيَاد ظَاهِرِىْ তথা মৌখিকভাবে স্বীকার করা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আমল করাকে اِسْلَام বলা হয়।

اِيْمَان ও اِسْلَام এর মাঝে সম্পর্ক :

কুরআনে পাকের আয়াত-

(١) قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا

(٢) اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِيْنَ

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদীস-

(١) اَىُّ الْاِيْمَانِ اَفْضَلُ؟ فَقَالَ : اَلْاِسْلَامُ فَقَالَ : اَىُّ الْاِسْلَامِ اَفْضَلُ؟ فَقَالَ : اَلْاِيْمَانُ.

এ সকল অকাট্য প্রমাণ দ্বারা বুঝা যায়, إِسْلَام ও إِيْمَان এর মধ্যে পার্থক্য আছে। তবে এ পার্থক্য কি, এ নিয়ে উলামাদের বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়।

(১) দুটির মাঝে রয়েছে نِسْبَت تَسَاوِىْ বা সমতার সম্পর্ক। এর প্রমাণ হল, কুরআনের আয়াত–

فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا

غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ

এ আয়াতে এক পরিবারের লোকদের উপর مُسْلِم ও مُؤْمِن উভয় শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বুঝা গেল, এ দুটির মধ্যখানে نِسْبَت تَسَاوِىْ রয়েছে। অনুরূপভাবে একই লোকদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে– اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِيْنَ এ মত অনুযায়ী إِسْلَام ও إِيْمَان এর সংজ্ঞা হবে একই।

(২) এ দু'টির মাঝে نِسْبَت تَبَايُن বা বৈপরিত্যের সম্পর্ক রয়েছে। যেমন : কুরআনের আয়াত– قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا

এখানে إِيْمَان কে "না" করে إِسْلَام কে "হা" করা হয়েছে। বুঝা গেল, দু'টির মাঝে রয়েছে نِسْبَت تَبَايُنْ বিপরীত সম্পর্ক।

কাজেই আল্লামা ইবনুল আরাবী রহ. সহ অনেকেই এ দু'টির ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন– اَلْإِسْلَامُ عَمَلٌ وَ الْإِيْمَانُ تَصْدِيْقٌ

মাওলানা ইদরীস কান্দলভী রহ. বলেন–

اَلْاِيْمَانُ عِبَارَةٌ عَنِ التَّصْدِيْقِ بِالْقَلْبِ فَقَطْ وَالْاِسْلَامُ عِبَارَةٌ عَنِ التَّسْلِيْمِ

بِالْقَلْبِ وَالْعَمَلُ بِالْاَرْكَانِ.

আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. বলেন–

فَالْاِسْلَامُ عَلٰى جَوَارِحِهٖ لَمْ يَسْرِ ذٰلِكَ اِلٰى بَاطِنِهٖ وَالْاِيْمَانُ فِىْ قَلْبِهٖ وَلَمْ يَرْقِ

ذٰلِكَ اِلَّا ظَاهِرَهٗ.

(৩) কোনো কোনো অকাট্য প্রমাণ দ্বারা এ দু'টির মাঝে عُمُوْم خُصُوْص مُطْلَق এর সম্পর্ক রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় অর্থাৎ ঈমান হল خَاص আর إِسْلَام হল عَام যেমন একটি হাদীসে আছে–

سُئِلَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ؟ فَقَالَ : اَلْاِسْلَامُ فَقَالَ اَىُّ

الْاِسْلَامِ اَفْضَلُ؟ فَقَالَ : اَلْاِيْمَانُ

এ হাদীসে إِيْمَان কে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত জিনিস বলা হয়েছে। বুঝা গেল إِسْلَام হল عَام আর إِيْمَان হল خَاص

আল্লামা খাত্তাবী, ইমাম গাযালী রহ. ও আল্লামা আইনী রহ.-এর মতও তাই।

ঈমানের হাকীকত

ভূমিকা : ঈমানের দু'টি দিক আছে। (১) দুনিয়াবী হুকুম সংক্রান্ত। (২) আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়া না হওয়া সংক্রান্ত।

দুনিয়াবী হুকুম সংক্রান্ত বিষয়ে কথা হল এই যে, এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, কেউ যদি শুধু إِقْرَار بِاللِّسَانِ বা মৌখিকভাবে স্বীকার করে নেয় তবেই বাহ্যিক দৃষ্টিতে সে মুসলমান হয়ে যাবে। দুনিয়াতে তার উপর মুসলমান সংক্রান্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। যেমন, তার উপর জানাযার নামায পড়া হবে। মুসলমানদের গোরস্থানে তাকে দাফন করা হবে। তার জান মালের হিফাযত করা হবে ইত্যাদি।

দ্বিতীয় বিষয় তথা আল্লাহর নিকট যেই ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে, সেটার حَقِيْقَت কী এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। সাধারণত এ বিষয়ে ৭টি মাযহাব পাওয়া যায়। দু'টি মাযহাব আহলে হকের আর ৫টি ভ্রান্ত ফিরকাসমূহের। প্রথমে ভ্রান্ত ফেরকাদের ৫টি মাযহাব দলীলসহ উল্লেখ করা হচ্ছে।

(১) মুতাযিলারা বলে, ঈমান তিনটি জিনিসের সমষ্টির নাম। সেই তিনটি জিনিস হল, অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে তা বাস্তবায়ন করা।

এ তিনটি জিনিসের কোনো একটি না পাওয়া গেলে, সে ঈমান থেকে বের হয়ে যায়। অবশ্য তাদের মতে সে কুফরে প্রবেশ করে না বরং ঈমান ও কুফরের এক মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে। কারণ, তার মধ্যে তাওহীদ তো বিদ্যমান আছে।

(২) খারেজিদের মত হুবহু মুতাযিলাদের মাযহাবের মতো অর্থাৎ ঈমান তিনটি জিনিসের সমষ্টির নাম। তবে মুতাযিলাদের সাথে এ মাযহাবের পার্থক্য হল, তাদের মতে তিনটি শর্তের কোনো একটি যদি কারো মধ্যে না পাওয়া যায়, তবে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে কুফরে প্রবেশ করে। কিন্তু মুতাযিলাদের মতে ইসলাম থেকে বের হয়ে কুফরে প্রবেশ করে না। তাদের দলীল হল, لَا يَزْنِىْ الزَّانِىْ حِيْنَ يَزْنِىْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ এ জাতীয় নস-দলিলসমূহ।

(৩) কাররামিয়াদের মাযহাব হল, শুধু إِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ তথা মৌখিক স্বীকারোক্তিই হল, إِيْمَان চাই তার সাথে সাথে تَصْدِيْق قَلْبِىْ থাক বা না থাক। তাদের দলীল হল– مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ এ জাতীয় অন্যান্য

نُصُوص যেগুলোতে শুধু মৌখিক স্বীকৃতিদানের বিষয়টি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। تَصْدِيق এর কোনো আলোচনা সেখানে নেই।

(৪) জাহমিয়াদের মতামত হল, ঈমান শুধু عِلْم ও مَعْرِفَت قَلْبِىْ এর নাম। ঈমানের জন্য تَصْدِيق ও اِقْرَار এর কোনো প্রয়োজন নেই। তাদের দলীল হল, مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ ও এ জাতীয় نُصُوص যেগুলোতে শুধু مَعْرِفَت قَلْبِىْ এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। تَصْدِيق ও اِقْرَار এর কথা বলা হয় নি।

(৫) মুরজিয়া সম্প্রদায়ের মাযহাব হল, ঈমান হল শুধু تَصْدِيق قَلْبِىْ এর নাম। সুতরাং ঈমানের জন্য স্বীকারোক্তি দেওয়া শর্ত নয় এবং নেক আমলের কোনো মূল্য নেই; বদ আমলের কোনো ক্ষতিও নেই। তাদের দলীল হল, وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ জাতীয় বিভিন্ন নস-দলিলসমূহ।

উল্লিখিত ৫টি মাযহাবের কোনো কোনোটি তো বাড়াবাড়ির শিকার। আর কোনো কোনোটি অতি ছাড়াছাড়ির শিকার। কাজেই সবই ভ্রান্তিতে ভরা। সুতরাং এ ব্যাপারে সঠিক মাযহাব হচ্ছে, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মাযহাব। আলোচ্য মাসআলায় আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মধ্যে আবার দু'টি দল রয়েছে।

(ক) ইমাম আবূ হানীফা রহ., জমহূরে ফুকাহা ও কোনো কোনো মুতাকাল্লিমের মতে ঈমান হল بَسِيْط ও শুধু تَصْدِيق قَلْبِىْ এর নাম। তবে اِقْرَار بِاللِّسَانِ হল শর্ত আর عَمَل بِالْجَوَارِحِ হল ঈমান পূর্ণকারী। আর আমলে ত্রুটিকারী ফাসেক; কাফের নয়।

(খ) ইমাম শাফিঈ রহ. ও জমহূরে উম্মত বলেন, ঈমান تَصْدِيق قَلْبِىْ , اِقْرَار بِاللِّسَانِ ও عَمَلٌ بِالْاَرْكَانِ এর সমষ্টির নাম। এ তিনটির কোনো একটি কারো থেকে ছুটে গেলে সে ফাসেক বলে বিবেচিত হবে; কাফের হবে না।

বিঃ দ্রঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের দুই দলের পরস্পরে যে মতবিরোধ দেখা গেল, তা আসলে প্রকৃত মতবিরোধ নয় বরং শাব্দিক মতবিরোধ যেমন : শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ. বলেন, "বাহ্যিকভাবে দেখলে মনে হয় উভয় দলের মধ্যে পরিপূর্ণ বিরোধ রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের মধ্যে পরস্পরের মতবিরোধ শুধু শাব্দিক মতবিরোধ। কেননা হানাফিয়াগণ একথা বলেন না যে, আমলে ত্রুটিকারী ব্যক্তি সোজা জান্নাতে চলে যাবে। যেমনটা মুরজিয়ারা বলে বরং তারা বলেন, সে জাহান্নামে যাবে, তবে শাস্তি ভোগ করার পর সে জান্নাতে যাবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফিঈ রহ. ও তার সমমনাগণ বলেন, আমল তরককারী জাহান্নামে যাবে। তবে সে مُخَلَّد فِى النَّارِ

তথা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না। সুতরাং দুই মাযহাবের সারকথা তো একই হল। (তাকরীরে বুখারী : ১/১০০-১০১)

আহলে সুন্নাতের দুই ফরীকের মধ্যে মতবিরোধের কারণ

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে, যখন উভয় দলের সারকথা ও মাকসাদ একই হল, তখন উভয় দল تَعْبِيْر কে একভাবে করলেন না কেন? যাতে তাদের উপর মুতাযিলা হয়ে যাওয়ার অভিযোগ না আসতো এবং হানাফিয়াদেরকে মুরজিয়্যা বলে অভিযোগ দেওয়া না হত।

এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে শাইখুল হিন্দ মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী রহ. বলেন, সর্বকালেই আহলে হককে বাতিলপন্থীদের মোকাবেলা করতে হয়েছে। এক্ষেত্রে তারা সব সময় নিজ নিজ যুগের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে মোকাবেলা করেছেন আর আবূ হানীফা রহ.-এর যুগে মুতাযিলাদের প্রভাব বেশী ছিল। এমনকি রাষ্ট্র নায়কদের মাসলাকও তখন মুতাযিলা মাসলাক ছিল। আর মুতাযিলারা যেহেতু আমলকে ঈমানের অংশ বলত, এজন্য ইমাম আবূ হানীফা রহ. যুগের চাহিদা সামনে রেখে আমলকে ঈমান থেকে বের করে দেন। পক্ষান্তরে ইমাম শাফিঈ রহ.-এর সময়ে কাররামিয়্যাদের প্রভাব ছিল বেশি। আর তারা আমলকে একদম নিষ্প্রয়োজন বলে তাকে ঈমান থেকে পূর্ণরূপে বের করে দিয়েছিল। তাই ইমাম শাফিঈ রহ. তাঁর যুগের দাবীর প্রতি লক্ষ্য রেখে আমলকে ঈমানের অংশ বলে কাররামিয়াদের কঠোরভাবে মোকাবেলা করেছেন।

ঈমান বাড়ে কমে কিনা?

ঈমান بَسِيْط (অবিমিশ্রিত) নাকি مُرَكَّب (মিশ্রিত) এই মতবিরোধের উপর ভিত্তি করে অপর একটি মাসআলাতে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। সেটি হল, ঈমান বাড়ে কমে কিনা? এ ব্যাপারে সারকথা হল, যাদের নিকট ঈমান বসীত, যেমন– হানাফিয়া প্রমুখ উলামা, তাদের মতে ঈমান বাড়া-কমার তো প্রশ্নই আসে না। পক্ষান্তরে যারা একে مُرَكَّب বলেন, যেমন– শাওয়াফে প্রমুখ উলামায়ে কেরাম, তাদের মতে ঈমান বাড়ে-কমে। যারা বলেন, ঈমান বাড়ে-কমে, তারা নিম্নবর্ণিত প্রমাণ পেশ করে থাকেন।

(١) قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهٗ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا

(٢) قَوْلُهٗ تَعَالٰى : فَزَادَهُمْ إِيْمَانًا

(٣) فَمِنْهُمْ مَنْ يَّقُوْلُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖ إِيْمَانًا

(٤) فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ إِيْمَانًا

(٥) وَيَزْدَادُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِيْمَانًا

(٦) وَلِيَزْدَادُوْا إِيْمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ

(٧) وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا

উল্লিখিত আয়াতসমূহে ঈমান বাড়ার কথা বলা হয়েছে। কাজেই যেখানে إِيْمَان বাড়তে পারে সেখানে কমতেও পারে। বুঝা গেল, ঈমান বাড়ে ও কমে।

ইমাম আবূ হানীফা রহ. ও যারা বলেন ঈমান বাড়েও না, কমেও না- তাদের দলীল-

(১) কুরআনে কারীমের যেসব স্থানে ঈমানের সাথে আমলের আলোচনা এসেছে, সেখানে আমলকে ঈমানের উপর عَطْف حَرْف ইত্যাদি দ্বারা عَطْف করা হয়েছে। যেমন, إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ আর আতফ مُغَايَرَت তথা মাতুফ ও মাতুফ আলাইহি এর মাঝে বৈপরিত্বের দাবি করে। বুঝা গেল, عَمَل ঈমানের মৌলিকতার অন্তর্ভুক্ত নয়।

(২) কুরআনে কারীমের প্রায় ২২ স্থানে কলবকে ঈমানের স্থান বলা হয়েছে। যেমন-

(١) قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ

(٢) كُتِبَ فِىْ قُلُوْبِكُمُ الْاِيْمَانُ

(٣) قَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ

ইত্যাদি। আর একথা স্বীকৃত যে, قَلْب হল بَسِيْط সুতরাং তাতে যে জিনিস স্থান লাভ করে, তাও بَسِيْط হবে।

(৩) কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আমলে সালিহার বিপরীত তথা مَعْصِيَت এর সাথে ঈমানকে জমা করা হয়েছে অর্থাৎ مَعْصِيَت এর সাথেও اِيْمَان এর প্রয়োগ হয়েছে, অথচ তা আমলে সালিহার সম্পূর্ণ বিপরীত। সুতরাং আমলে সালিহা যদি ঈমানের অংশ হত, তবে তার বিপরীত জিনিস তথা مَعْصِيَت ঈমানের সাথে একত্র হতে পারত না। যেমন, কুরআনের আয়াত-

وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا

(৪) কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য ঈমানকে শর্ত হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর নিয়ম আছে : شَرْطُ الشَّيْئِ غَيْرُ الشَّيْئِ কাজেই ঈমান থেকে আমল বের হয়ে গেল। সুতরাং ঈমান بَسِيْط হল আর بَسِيْط কখনো বাড়েও না কমেও না।

হানাফিদের পক্ষ থেকে প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব

(১) কেউ কেউ জবাব দিয়েছেন, উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসসমূহে যে ঈমান বাড়ার কথা বলা হয়েছে, তা মূল ঈমান বাড়ার কথা নয় বরং كَمَال اِيْمَان তথা ঈমানের পূর্ণতা/শক্তি বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে।

(২) আবার কেউ কেউ জবাব দিয়েছেন, আয়াত ও হাদীসে نُوْر اِيْمَان বা ঈমানের জ্যোতি বাড়ার কথা বলা হয়েছে; মূল ঈমানের কথা বলা হয় নি।

(৩) মাওলানা ইদরীস কান্দলভী রহ. শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ.-এর বরাতে নকল করেছেন, যেমনিভাবে تَصْدِيْق بِالْجِنَانِ এর উপর اِيْمَان এর প্রয়োগ হয়- যেমনটি حَدِيْث جِبْرَئِيْل-এ এ অর্থেই ঈমান ব্যবহৃত হয়েছে- ঠিক তেমনিভাবে কখনও اِيْمَان শব্দটি মিষ্টতা, নিশ্চিন্তা ও আনন্দের অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসসমূহে এ তরীকাতেই اِيْمَان এর বাড়া কমার বিষয়টি ব্যবহৃত হয়েছে।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) اُكْتُبْ مَعْنَى الْاِيْمَانِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا ثُمَّ بَيِّنْ وَجْهَ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ وَالْاِصْطِلَاحِيِّ.

(٢) اُكْتُبْ الْمَعَانِى الَّتِىْ يُطْلَقُ عَلَيْهَا لَفْظُ الْاِيْمَانِ مُمَثِّلًا.

(٣) مَا مَعْنَى الْاِسْلَامِ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْاِيْمَانِ بَيِّنْهُ مَعَ بَيَانِ النِّسْبَةِ بَيْنَهُمَا.

(٤) اُكْتُبْ الْمَذَاهِبَ فِىْ حَقِيْقَةِ الْاِيْمَانِ مُدَلَّلًا مُفَصَّلًا.

(٥) هَلِ الْاِيْمَانُ يَزِيْدُ وَيَنْقُصُ اَمْ لَا بَيِّنْ مُدَلَّلًا مُرَجِّحًا ؟

٥٧. حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسِتُّوْنَ اَوْ سَبْعُوْنَ بَابًا اَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَاَرْفَعُهَا قَوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ.

حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنِ ابْنَ عَجْلَانَ ح و حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهٗ.

সহজ তরজমা

(৫৭) আলী ইবনে মুহাম্মদ তানাফিসী রহ. ..... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ঈমানের ষাট অথবা সত্তরটির

অধিক স্তর রয়েছে। এর নিম্ন স্তর হল, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা এবং সর্বোৎকৃষ্ট স্তর হল, কালিমা (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) আর লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি অঙ্গ।

আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা ও আমর ইবনে রাফে রহ. .... আবূ হুরাইরা রা. সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلْإِيْمَانُ : হাদীসের শুরুর শব্দ اَلْإِيمَانُ বলতে ثَمَرَاتُ الْإِيْمَانِ وَ فُرُوْعُهُ বা ঈমানের ফল ও শাখা-প্রশাখা উদ্দেশ্য। এখানে اِيْمَان শব্দটি রূপকভাবে فُرُوْعُ الْإِيْمَانِ এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেহেতু فُرُوْعُ الْإِيْمَانِ ঈমানের حُقُوْق ও তার لَازِم সমূহের অন্তর্ভুক্ত, তাই এখানে مَلْزُوْم বলে لَازِم উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় অর্থাৎ যারা اَعْمَال কে اِيْمَان এর অংশ বলে দাবি করে থাকেন, তারা বলেন, এ হাদীসে بِضْعٌ وَّسِتُّوْنَ بَاب যা কিনা اَعْمَال তাকে اِيْمَان বলা হয়েছে। কেননা বলা হয়েছে اَلْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّوْنَ এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, اَعْمَال ঈমানের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত আছে। কাজেই ঈমান যে তিনটি বিষয়ের সমষ্টির নাম, তা আবারও প্রমাণিত হল।

এর জবাব হল, এখানে اِيْمَان দ্বারা شُعَبُ الْإِيْمَانِ উদ্দেশ্য। যেমনটি শুরুতেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। تَقْرِيْرِى عِبَارَت হল شُعَبُ الْإِيْمَانِ بِضْعٌ وَّ سِتُّوْنَ এর কারণ, যদি এখানে شُعَبُ الْإِيْمَانِ উদ্দেশ্য না নিয়ে ذَاتُ اِيْمَان .. الخ উদ্দেশ্য নেওয়া হয়, তা হলে كُل এর حَمَل তার جُزْء এর উপর হওয়া অবধারিত হয়। কারণ, তাদের বক্তব্য অনুযায়ী ঈমান তিন জিনিসের সমষ্টির নাম অথচ হাদীসে বলা হচ্ছে, اَلْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسِتُّوْنَ অর্থাৎ এখানে শুধু আমলকেই اِيْمَان বলা হচ্ছে।

আর একথা পূর্ব স্বীকৃত যে, كُل এর حَمَل তার جُزْء এর উপর বিশুদ্ধ নয়। যেমন- زَيْدٌ يَدٌ তথা যায়েদকে يَدٌ বা হাত বলা সঠিক নয়। সুতরাং বাক্যকে সঠিক রাখতে হলে شُعَبُ الْإِيْمَانِ بِضْعٌ وَّسِتُّوْنَ -ই উদ্দেশ্য নিতে হবে। আর এটা সুস্পষ্ট কথা যে, شُعَبُ الْإِيْمَانِ ঈমানের غَيْر সুতরাং আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়।

بِضْعٌ শব্দের বিশ্লেষণ : بِضْع শব্দের অর্থ- টুকরো, খণ্ড। এরপর তিন থেকে দশ পর্যন্ত ব্যবহৃত হতে থাকে। কেউ বলেন- ৪ থেকে ৯ পর্যন্ত। আবার কেউ বলেন- শব্দটি শুধু ৭ এর জন্য ব্যবহৃত হয়। (মিরকাত)

একটি সমস্যা ও তার সমাধান

আলোচ্য রেওয়ায়াতটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে : بِضْعٌ وَّسِتُّوْنَ اَوْ سَبْعُوْنَ অর্থাৎ ৬০/৭০ সন্দেহের সাথে। বুখারী শরীফের এক রিওয়ায়াতে আছে : بِضْعٌ وَّسِتُّوْنَ অন্য রিওয়ায়াতে আছে : سَبْعٌ وَّسِتُّوْنَ আবার কোনো কোনো রিওয়ায়াতে আছে : سَبْعٌ وَّ سَبْعُوْنَ মোটকথা, রিওয়ায়াতগুলোর পরস্পরে বিরোধ দেখা যায়। এর সমাধান কী?

উত্তর : (১) কোনো কোনো আলেম এ প্রশ্নের জবাবে বলেন, এখানে تَحْدِيْد তথা সুনির্দিষ্টভাবে কোনো সংখ্যা বুঝানো উদ্দেশ্য নয় বরং تَكْثِيْر তথা আধিক্য উদ্দেশ্য। কাজেই রিওয়ায়াতের মর্মার্থ হবে- ঈমানের শাখা-প্রশাখা অনেক। সুতরাং যেহেতু নির্ধারিত কোনো সংখ্যা বুঝানো উদ্দেশ্য নয়, এজন্য একেক সময় একেক সংখ্যা বলে এ শাখার আধিক্য বুঝানো হয়েছে।

(২) আলেমদের এক জামাত বলেন, বর্ণনাকারীদের স্মৃতি-বিভ্রাটের কারণে এমনটি হয়ে থাকতে পারে অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে হাদীসের শব্দ কেবল একটিই। কিন্তু পরবর্তীকালে বর্ণনাকারীদের স্মৃতি-বিভ্রাট ঘটায় কেউ سِتُّوْنَ বর্ণনা করেছেন। আবার কেউ سَبْعُوْنَ বর্ণনা করেছেন। যদি বাস্তবতা তাই হয়ে থাকে, তা হলে তো আর রিওয়ায়াতসমূহের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করার কোনো প্রয়োজন থাকবে না।

(৩) তবে কেউ কেউ سِتُّوْنَ এর রিওয়ায়াতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ, سِتُّوْنَ কম হওয়ার দরুন তা সর্বাবস্থায় বিশ্বাসযোগ্য। কেননা سَبْعُوْنَ এর আওতায় سِتُّوْنَ ও রয়েছে।

(৪) আবার কেউ কেউ سَبْعُوْنَ এর রিওয়ায়াতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা سَبْعُوْنَ এর মধ্যে سِتُّوْنَ থেকে বাড়তি রয়েছে। আর উসূলে হাদীসের নিয়মানুযায়ী নির্ভরযোগ্য রাবীর বর্ধিত অংশ গ্রহণযোগ্য।

(৫) আবার কোনো কোনো আলিম সামঞ্জস্য বিধান করেছেন, স্বল্প সংখ্যক উল্লেখ করা তার থেকে অধিক সংখ্যাকে অপনোদন করে না। কারণ, হতে পারে প্রথমত ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ঈমানের ষাটটি শাখা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে আরও দশটি বাড়িয়ে সত্তরটি শাখার ইলম প্রদান করা হয়েছে।

اَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى এর ব্যাখ্যা

اَدْنٰى শব্দের মধ্যে দু'টি সম্ভাবনা আছে।

(১) শব্দটি دُنُوٌّ থেকে উদ্ভব হয়েছে। যার অর্থ হল, নিকটবর্তী হওয়া। এ

সূরতে মর্মার্থ হবে اَقْرَبُهَا تَنَاوُلًا وَاَسْهَلُهَا حُصُوْلًا অর্থাৎ সবচেয়ে সহজ শাখা হল রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে রাখা।

(২) অথবা دَنَاءَةٌ থেকে শব্দটি উৎকলিত হয়েছে। এ সূরতে মর্মার্থ হবে- اَقَلُّهَا وَاَدْوَنُهَا فَائِدَةً وَثَوَابًا অর্থাৎ সাওয়াবের ক্ষেত্রে সবচেয়ে নিম্ন পর্যায়ের শাখা হল এটি।

وَاَرْفَعُهَا قَوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এর ব্যাখ্যা ঃ

এখানে قَوْل দ্বারা দু'টি উদ্দেশ্য হতে পারে।

(১) ذِكْر অর্থাৎ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এর যিকির করা। যেমন, অন্য হাদীসে আছে- اَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ অর্থাৎ সবচেয়ে উত্তম যিকির হল لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এর যিকর করা। এখানে قَوْل দ্বারা شَهَادَت উদ্দেশ্য নয়। কারণ, شَهَادَت এর অর্থ হল, اِقْرَار بِاللِّسَانِ আর এটা এবং تَصْدِيْق قَلْبِىْ হল ঈমানের মূল; ঈমানের শাখা নয়। অথচ পূর্বেই বলা হয়েছে, এ হাদীসে ঈমানের শাখার বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। মূল ঈমানের বর্ণনা দেওয়া উদ্দেশ্য নয়।

(২) কেউ কেউ বলেন, এখানে قَوْل দ্বারা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এর সাক্ষ্য দেওয়া উদ্দেশ্য।

মোটকথা , যদি প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তা হলে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এর যিকির সবচেয়ে اَفْضَلُ বলতে তুলনামূলক اَفْضَلُ উদ্দেশ্য; সার্বিকভাবে اَفْضَلُ উদ্দেশ্য নয়। কারণ, ذِكْر তো আর صَوْم ও صَلَاة থেকে اَفْضَل নয়। আর যদি দ্বিতীয় অর্থ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তবে مِنْ كُلِّ الْوُجُوْهِ তথা সার্বিকভাবেই لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এর شَهَادَت উত্তম।

اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْاِيْمَانِ এর ব্যাখ্যা

حَيَاء দুই প্রকার। যথা- (১) حَيَاء اِيْمَانِىْ (২) حَيَاء طَبْعِىْ

حَيَاء اِيْمَان এর সংজ্ঞা

حَيَاء اِيْمَانِىْ হল هُوَ خُلُقٌ يَمْنَعُ الشَّخْصَ عَنِ الْقُبْحِ بِسَبَبِ الْاِيْمَانِ অর্থাৎ এমন এক চরিত্র, যা ঈমানের কারণে ব্যক্তিকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। যেমন, মানুষের সম্মুখে সহবাস করা বা উলঙ্গ হওয়া থেকে حَيَاء اِيْمَانِىْ মানুষকে বিরত রাখে।

حَيَاء طَبْعِىْ এর সংজ্ঞা

هُوَ تَغَيُّرٌ وَانْكِسَارٌ يَعْتَرِى الْمَرْأَ مِنْ خَوْفِ مَا يُلَامُ وَيُعَابُ عَلَيْهِ অর্থাৎ কেউ তিরস্কার করবে বা খারাপ বলবে, এই আশঙ্কার কারণে ব্যক্তির মধ্যে যে পরিবর্তন সৃষ্টি হয় তাকে حَيَاء طَبْعِىْ বলে।

হাদীসে حَيَاء দ্বারা কোন حَيَاء উদ্দেশ্য

হাদীসে যেই حَيَاء কে إِيْمَان এর শাখা বলা হয়েছে সেটা হল حَيَاء إِيْمَانِى ; حَيَاء طَبْعِى নয়। এই উত্তর দ্বারা কতগুলো প্রশ্নের উত্তর হয়ে গেছে।

প্রথম প্রশ্ন : حَيَاء (লজ্জা) তো একটি অনৈচ্ছিক ও স্বভাবগত বিষয়। পক্ষান্তরে إِيْمَان তো হল একটি ঐচ্ছিক বিষয়। সুতরাং অনৈচ্ছিক বিষয় কি করে ঐচ্ছিক জিনিস তথা ঈমানের অংশ হতে পারে?

উত্তর : যেহেতু আমরা হাদীসে حَيَاء বলতে حَيَاء إِيْمَانِى উদ্দেশ্য নিয়েছি আর তা ঐচ্ছিক বিষয়। সুতরাং এ প্রশ্ন আর উত্থাপিত হবে না। কারণ, ঈমানও ঐচ্ছিক আর তার শাখাও ঐচ্ছিক।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : আমরা অনেক সময় দেখি, কাফের বেঈমানদের মধ্যেও حَيَاء (লজ্জা) পাওয়া যায়। সুতরাং ঈমানের একটি অন্যতম শাখা বেঈমানদের মধ্যে কিরূপে পাওয়া যাচ্ছে?

উত্তর : কাফেরদের মধ্যে যেই حَيَاء লক্ষ্য করা যায়, তা স্বভাবগত। পক্ষান্তরে হাদীসে যে حَيَاء কে ঈমানের শাখা বলা হয়েছে, তা হল ঈমানি হায়া। সুতরাং কোনো প্রশ্ন নেই।

তৃতীয় প্রশ্ন : حَيَاء কি করে ঈমানের শাখা হতে পারে? অথচ অনেক সময় দেখি, ঈমান যেসব জিনিসের দাবি করে– যেমন, আদিষ্ট বিষয়সমূহ পালন করা ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকা। এগুলোর জন্য حَيَاء প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, অথচ حَيَاء ঈমানের শাখা হওয়ার দাবি তো সে উদ্বুদ্ধকারী হবে; প্রতিবন্ধক হবে না।

উল্লিখিত বিষয় থেকে প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে যেই حَيَاء সেটা হল, حَيَاء طَبْعِى আর ঈমানের শাখা হল حَيَاء إِيْمَانِى সুতরাং কোন إِشْكَال নেই।

এখানে আরেকটি প্রশ্ন হয়ে থাকে, হাদীসে حَيَاء নামক ঈমানের শাখাটিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হল কেন?

উত্তর : حَيَاء নামক ঈমানের শাখাটি অন্যান্য সকল শাখার প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। কারণ, যার حَيَاء আছে– সে দুনিয়ার অপমান ও আখেরাতের শাস্তির ভয়ে সকল প্রকার করণীয় কাজগুলো করে ও বর্জনীয় কাজ থেকে বিরত থাকে। এজন্য এর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। এদিকে ইঙ্গিত করার জন্য বিশেষভাবে حَيَاء নামক শাখাটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

এ হাদীস দ্বারা মুসান্নিফ রহ.-এর উদ্দেশ্য কী?

হাদীস দ্বারা মুসান্নিফ রহ.-এর উদ্দেশ্য হল مُرْجِيَه ফেরকাকে রদ করা। কারণ, তারা বলে– ঈমান শুধু تَصْدِيْق قَلْبِى (আন্তরিক বিশ্বাসের) নাম, আমাল

ঈমানের মূলাংশের অন্তর্ভুক্ত নয় আবার ঈমানের পূর্ণতার জন্যও আমলের প্রয়োজন নেই। অথচ আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, আমল ঈমানের পূর্ণতার জন্য জরুরি।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ مُوْضِحًا.

(٢) اَلْعَمَلُ جُزْءُ الْإِيْمَانِ اَمْ لَا ؟ وَمَا الْاِخْتِلَافُ فِيْهِ وَالْحَدِيْثُ يَدُلُّ عَلٰى جُزْئِيَّتِهٖ فَمَا الْجَوَابُ عَنْهُ؟

(٣) اِخْتَلَفَ الرُّوَاتُ فِىْ عَدَدِ شُعَبِ الْاِيْمَانِ فَكَيْفَ التَّوْفِيْقُ؟

(٤) لِمَ خُصَّ الْحَيَاءُ بِالذِّكْرِ مِنْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ؟

(٥) مَا مَعْنَى الْحَيَاءِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا وَكَمْ قِسْمًا لَهٗ وَمَا الْمُرَادُ بِهٖ هُنَا ؟

(٦) قَدْ يُوْجَدُ الْحَيَاءُ فِى الْكُفَّارِ وَقَدْ يَمْنَعُ لِاِتْيَانِ الْمَامُوْرِ بِهٖ وَتَرْكِ الْمَنْهِيَّاتِ فَكَيْفَ يَكُوْنُ شُعَبَ الْاِيْمَانِ؟

---

٥٨. حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَبِىْ سَهْلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ رَجُلًا يَعِظُ اَخَاهُ فِى الْحَيَاءِ فَقَالَ اِنَّ الْحَيَاءَ شُعْبَةٌ مِنَ الْاِيْمَانِ.

সহজ তরজমা

(৫৮) সাহ্ল ইবনে আবূ সাহ্ল ও মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ রহ. .... সালিম-এর পিতা রাযি. সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ এক ব্যক্তি কর্তৃক তার ভাইকে 'লজ্জা' সম্বন্ধে উপদেশ দিতে শুনতে পেয়ে বললেন, নিশ্চয়ই লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি অঙ্গ।

٥٩. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ ح وَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ الرَّقِيُّ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ اِيْمَانٍ.

সহজ তরজমা

(৫৯) সুওয়ায়দ ইবনে সায়ীদ ও আলী ইবনে মায়মূন ওয়াক্কী রহ. ..... আবদুল্লাহ্ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ﷺ বলেছেন : যার অন্তরে সরিষা পরিমাণও অহংকার রয়েছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। পক্ষান্তরে যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান রয়েছে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ذَرَّةٌ শব্দের تَحْقِيْق : অভিধানে শব্দটির বিভিন্ন অর্থ পাওয়া যায়। তন্মধ্য হতে কয়েকটি নিম্নরূপ। ছোট ছোট পিঁপড়া, সূর্যের এক একটি আলোকরশ্মি, যা বাঁশের চাটাইর আড়াল থেকে সূর্যের আলোর সাথে দেখা যায়, একটি যবের এক শতাংশ ইত্যাদি।

আসলে হাদীসে স্বল্পতার একটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য হল, যার অন্তরে সামান্যতম অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

مِنْ كِبْرٍ এর ব্যাখ্যা : كِبْر দুই প্রকার। যথা– (১) كِبْر مِنْ أَحْكَامِ اللّٰهِ আল্লাহ পাকের আহকাম সম্পর্কে كِبْر আর সেটা হচ্ছে কুফর ও শিরক। যেমন কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে وَكَانُوْا عَنْ اٰيَاتِنَا يَسْتَكْبِرُوْنَ:

(২) كِبْر عَلَى النَّاسِ অর্থাৎ নিজেকে বড় আর অন্যকে ছোট ও তুচ্ছ মনে করা।

মুসলিম শরীফের ছোট একটি হাদীসে অতি সংক্ষিপ্ত বাক্যে রাসূলুল্লাহﷺ উভয় প্রকার كِبْر এর সংজ্ঞা দান করেছেন। তিনি বলেন– اَلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ অর্থাৎ অহংকার হল সত্যকে না মানা ও মানুষকে তুচ্ছ মনে করা। এ বাক্যের بَطَرُ الْحَقِّ দ্বারা প্রথম প্রকার অহংকারের দিকে এবং غَمْطُ النَّاسِ দ্বারা দ্বিতীয় প্রকার অহংকারের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

كِبْر এর হুকুম

প্রথম প্রকার كِبْر হল কুফরী আর দ্বিতীয় প্রকার كِبْر এর হুকুম হল হারাম ও কবীরা গুনাহ। কুরআন-হাদীসের অনেক স্থানে এর নিন্দা ও ধমকি এসেছে।

তবে এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, সর্বক্ষেত্রে كِبْر নিন্দনীয় নয় বরং অনেক ক্ষেত্রে তা জায়েয বরং ওয়াজিব হয়ে যায়। যেমন :

(১) মুসলমানগণ কর্তৃক নিজেকে কাফের, মুলহিদ ও বিদ'আতী অপেক্ষা ভালো ও শ্রেষ্ঠ মনে করা। এটা كِبْر হলে এটা ওয়াজিব। অবশ্য ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করে নিজেকে তুচ্ছ মনে করতে হবে। কারণ, শেষ অবস্থার কথা তো কারও জানা নেই।

(২) অনুরূপভাবে যুদ্ধের ময়দানে অহংকার করা, এটাও প্রশংসনীয়।

(৩) দীনদার আলেমের জন্য নিজেকে দুনিয়াদার বা মুলহিদ বা পাপীর সামনে অহংকার প্রকাশ করা প্রশংসনীয়।

একটি সন্দেহ নিরসন

হাদীসের প্রথম অংশে বলা হয়েছে, যার অন্তরে সামান্য অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

এর মাধ্যমে তো ঈমানের ব্যাপারে যে মুতাযিলা ও খাওয়ারেজদের মাযহাব রয়েছে, তার সমর্থন পাওয়া যায়। কারণ, তাদের মাযহাব হল কবীরা গুনাহকারী ঈমানের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যায়। আর كِبْر একটি কবীরা গুনাহ। এ কবীরা গুনাহকারী সম্পর্কে বলা হয়েছে, সে জান্নাতে যাবে না। বুঝা গেল, কবীরা গুনাহের কারণে ইসলাম থেকে খারেজ হয়ে যায় যদ্দরুন সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

এ সন্দেহের জবাব দিতে গিয়ে উলামায়ে কেরাম এখানে দু'টি ব্যাখ্যা করেছেন।

(১) হাদীসে كِبْر এর প্রথম প্রকার তথা কুফর-শিরক যে কিব্‌র, তা উদ্দেশ্য আর কাফের তো কখনো জান্নাতে যাবে না, এটা সর্বস্বীকৃত। কাজেই এর দ্বারা তো আর মুতাযিলাদের দলীল হবে না। এ সূরতে لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ তার বাহ্যিক অর্থেই থাকবে।

(২) كِبْر বলতে হাদীসে مُطْلَق كِبْر অর্থাৎ মানুষকে তুচ্ছ জানাই উদ্দেশ্য। তবে এ সূরতে অহংকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এর অর্থ হল, সে অগ্রগামীদের সাথে প্রথম অবস্থাতেই জান্নাতে যাবে না। অবশ্য অহংকারের শাস্তি ভোগ করার পর সে জান্নাতে যাবে।

আরেকটি সংশয়

হাদীসের দ্বিতীয় অংশ وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ اِيْمَانٍ দ্বারা মুরযিয়াহ সম্প্রদায়ের সমর্থন মিলে। কারণ, তারা বলে : নেক আমলের কোনো লাভ নেই এবং গুনাহের দ্বারা কোনো ক্ষতি নেই মূল ঈমান থাকলে। আর হাদীস দ্বারাও বুঝা যায়, যার অন্তরে সামান্য ঈমান আছে, সে সমূহ অপরাধ করলেও তাতে কোনো ক্ষতি নেই বরং সে জান্নাতে যাবে।

মোল্লা আলী কারী রহ. এ সন্দেহের জবাবে বলেন– এখানে জান্নাতে প্রবেশ করবে না অর্থ হল, প্রথম অবস্থায়ই জান্নাতে প্রবেশ করবে না। অবশ্য পরে প্রবেশ করতে পারবে।

মোটকথা, মুসান্নিফ রহ. হাদীসের প্রথম অংশ দ্বারা মু'তাযিলা ও খাওয়ারেজকে খণ্ডন করেছেন আর দ্বিতীয় অংশ দ্বারা মুরজিয়াদেরকে খণ্ডন করেছেন।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ.

(٢) حَقِّقِ الذَّرَّةَ وَالْكِبْرَ ثُمَّ اكْتُبْ مَعَانِى الْكِبْرِ وَالْمُرَادَ بِالْكِبْرِ فِى الْحَدِيْثِ.

(٣) بَيِّنْ مَعْنَى الْحَدِيْثِ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى الْحَدِيْثُ دَلِيْلًا عَلٰى اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَيَنْدَفِعُ الْاِشْكَالُ.

(٤) اُذْكُرْ غَرَضَ الْمُؤَلِّفِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ مُفَصَّلًا

---

٦٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَلَّصَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ النَّارِ و اٰمَنُوْا فَمَا مُجَادَلَةُ اَحَدِكُمْ لِصَاحِبِهٖ فِى الْحَقِّ يَكُوْنُ لَهٗ فِى الدُّنْيَا اَشَدَّ مُجَادَلَةً مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لِرَبِّهِمْ فِىْ اِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ اُدْخِلُوا النَّارَ قَالَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اِخْوَانُنَا كَانُوْا يُصَلُّوْنَ مَعَنَا وَيَصُوْمُوْنَ مَعَنَا وَيَحُجُّوْنَ مَعَنَا فَاَدْخَلْتَهُمُ النَّارَ فَيَقُوْلُ اِذْهَبُوْا فَاَخْرِجُوْا مَنْ عَرَفْتُمْ مِنْهُمْ فَيَاْتُوْنَهُمْ فَيَعْرِفُوْنَهُمْ بِصُوَرِهِمْ لَا تَأْكُلُ النَّارُ صُوَرَهُمْ فَمِنْهُمْ مَنْ اَخَذَتْهُ النَّارُ اِلٰى اَنْصَافِ سَاقَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ اَخَذَتْهُ اِلٰى كَعْبَيْهِ فَيُخْرِجُوْنَهُمْ فَيَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرَجْنَا مَنْ قَدْ اَمَرْتَنَا ثُمَّ يَقُوْلُ اَخْرِجُوْا مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهٖ وَزْنُ دِيْنَارٍ مِنَ الْاِيْمَانِ

ثُمَّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزْنُ نِصْفِ دِينَارٍ ثُمَّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ فَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْ هٰذَا فَلْيَقْرَأْ (اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا) .

সহজ তরজমা

(৬০) মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া রহ. .... আবূ সায়ীদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন আল্লাহ্ (কিয়ামতের দিন) মুমিনদের জাহান্নাম থেকে নাজাত দিবেন এবং তারা নিরাপদ হয়ে যাবে, তখন ঈমানদারগণ তাদের জাহান্নামী ভাইদের ব্যাপারে তাদের রবের সাথে এরূপ বাক-বিতণ্ডা করবে যে, দুনিয়াতে অবস্থানকালে কেউ কারো পক্ষে এরূপ প্রচণ্ড ঝগড়া করে নি। তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদের এ ভাইয়েরা তো আমাদের সাথে নামায আদায় করতেন, আমাদের সাথে রোযা পালন করতেন এবং আমাদের সাথে হজ্জ আদায় করতেন। অথচ আপনি তাদের জাহান্নামে প্রবেশ করিয়েছেন। তখন (আল্লাহ্) বলবেন, তোমরা যাও এবং তাদের মাঝে যাদেরকে তোমরা চিনতে পার, তাদেরকে বের করে আনো! তখন তাঁরা তাদের কছে যাবেন এবং আকৃতি দেখে তাদের চিনবেন; জাহান্নামের আগুন তাদের শরীর স্পর্শ করবে না। এদের কারো পায়ের গোছা পর্যন্ত এবং কারো পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত আগুনে ধরবে। তখন তাঁরা তাদের সেখান থেকে বের করে আনবেন এবং বলবেন, হে আমাদের রব! আপনি যাদের বের করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আমরা তাদের তো বের করেছি। এরপর তিনি বলবেন, যাদের অন্তরে দীনার পরিমাণ ঈমান আছে, তাদেরও বের করে আনো। এরপর যাদের অন্তরে অর্ধ-দীনার পরিমাণ ঈমান রয়েছে, তাদেরও (বের কর)। এরপর যাদের অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান রয়েছে, তাদেরও (বের কর)। আবূ সাঈদ রাযি. বলেন : যে ব্যক্তির এ কথা বিশ্বাস না হয়, সে যেন এ আয়াত তিলাওয়াত করে–

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا.

"আল্লাহ অণু-পরিমাণও জুলুম করেন না এবং অণু-পরিমাণ নেক কাজ হলেও আল্লাহ্ একে দ্বিগুণ করেন এবং আল্লাহ্ তাঁর নিকট হতে মহাপুরস্কার প্রদান করেন।" (৪ : ৪০)

٦١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ نَجِيحٍ وَكَانَ ثِقَةً عَنْ اَبِى عِمْرَانَ الْجَوْفِيِّ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَاوِرَةٌ فَتَعَلَّمْنَا الْاِيْمَانَ قَبْلَ اَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْاٰنَ فَازْدَدْنَا بِهٖ اِيْمَانًا.

সহজ তরজমা

(৬১) আলী ইবনে মুহাম্মদ রহ. .... জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর কাছে ছিলাম আর সে সময় আমরা যুবক ছিলাম। আমরা কুরআন শিক্ষার আগে ঈমান শিক্ষা করেছি। এতে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পেয়েছে।

٦٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا اِبْنُ عَلِى نِزَارٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صِنْفَانِ مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ لَيْسَ لَهُمَا فِى الْاِسْلَامِ نَصِيْبٌ اَلْمُرْجِيَّةُ وَالْقَدَرِيَّةُ.

সহজ তরজমা

(৬২) আলী ইবনে মুহাম্মদ রহ. .... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এ উম্মতের মধ্যে এমন দুটি সম্প্রদায় রয়েছে, যাদের জন্য ইসলামে কোনো অংশ নেই। এরা হল, মুরজিয়া এবং কাদরিয়া সম্প্রদায়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হাদীসের মান নির্ণয়

হাদীসটি ইবনে মাজাহ রহ.-এর ন্যায় ইমাম তিরমিযী রহ.-ও এই সূত্রে এবং কাসেম ইবনে হাবীবের সূত্রে নকল করেছেন। বলেছেন, حَسَنٌ غَرِيْبٌ অর্থাৎ হাদীসটি হাসান গরীব। হাফেয সিরাজুদ্দীন আল-কাযবিনী রহ.-এর মতে হাদসিটি জাল। তবে তাঁর এ মতামতকে পরবর্তীকালে হাফেয আলাঈ রহ. ও হাফেয ইবনে হাজার রহ. সহ অনেকেই প্রত্যাখ্যান করেছেন।

খুলাসা কিতাবেও হাদীসখানাকে জাল হাদীসসমূহের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। তা ছাড়া ফিরুজাবাদী রহ. বলেন, মুরজিয়া ও কাদরিয়াদের নিন্দা সম্পর্কে কোনো হাদীসই সহীহ নেই। জামে সগীরে হাদীসখানা উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে–

"একে ইমাম বুখারী রহ. তাঁর তারীখে, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে খতীব বাগদাদী আব্দুল্লাহ ইবনে আমর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

মোটকথা, হাদীসটিকে মওজু বা জাল বলা সমীচীন হবে না।

لَيْسَ لَهُمَا فِى الْإِسْلَامِ نَصِيْبٌ এর ব্যাখ্যা

হাদীসের বাহ্যিক অবস্থা দেখে মনে হয়, মুরজিয়া ও কাদরিয়া ফিরকা দুটি কাফের। অথচ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে তারা কাফের নয়। এজন্য মোল্লা আলী কারী রহ. হাদীসটির দু'টি ব্যাখ্যা করেছেন।

(১) نَصِيْب শব্দের মধ্যে ব্যাখ্যা করেছেন অর্থাৎ نَصِيْب كَامِل তখন মর্মার্থ হবে- 'এই দুই ফিরকার ইসলামে পরিপূর্ণ অংশ নেই বরং তারা অসম্পূর্ণ মুসলমান।' এ সূরতে ইসলাম শব্দটি তার বাহ্যিক অর্থেই থাকবে।

(২) إِسْلَام শব্দের মধ্যে ব্যাখ্যা করা হবে। نَصِيْب কে তার বাহ্যিক অর্থের উপর রাখা হবে অর্থাৎ إِسْلَام দ্বারা উদ্দেশ্য হবে তার আভিধানিক অর্থ। (বিশ্বাস ও মান্য করা)। মর্মার্থ হবে- আল্লাহ তা'আলা নিজ ইচ্ছায় বান্দার জন্য যে ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন, তা পূর্ণরূপে মেনে নেওয়ার বিষয়ে ওই দুই ফিরকার কোনো অংশ নেই অর্থাৎ তারা পরিপূর্ণরূপে তা মানে না।

মুরজিয়াহ ফিরকার পরিচয়

مُرْجِيَة শব্দটি بَاب إِفْعَال থেকে إِسْم فَاعِل এর সীগাহ। মাসদার এর অর্থ হল- বিলম্বিত করা, স্থগিত রাখা। এ সম্প্রদায় হাসান ইবনে মুহাম্মদ নামক এক পথভ্রষ্টের অনুসারী। তারা যেহেতু আমলকে ঈমান থেকে বিলম্বিত করে অর্থাৎ তাদের মতে নাজাতের জন্য ঈমানই যথেষ্ট; আমলের প্রয়োজন নেই। এজন্য তাদেরকে মুরজিয়াহ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

অথবা مُرْجِيَة শব্দটি رَجَاء শব্দ থেকে উদ্ভুত। অর্থ, আশা-প্রত্যাশা। এ হিসেবে তাদেরকে মুরজিয়াহ নামে নামকরণ করার কারণ হল- তারা আশার ক্ষেত্রে অধিক আবেগপ্রবণ। তাদের মতে ঈমানের পর পাপ, অপকর্ম করাতে কোনো অসুবিধা নেই।

তবে অধিকাংশ আলেমের মতে মুরজিয়াহ ফেরকাটি জাবরিয়া ফিরকারই অপর নাম; যাদের বিশ্বাস হল- মানুষ শক্তিহীন, জড়পদার্থের মত। তাদের কর্মের স্বাধীনতা নেই। তারা আল্লাহর লেখা তাকদীরের অধীন। কাজেই মানুষকে ভালো কাজের জন্য প্রতিদান এবং মন্দ কাজের জন্য শাস্তি দেওয়া হবে না।

মুরজিয়াদের বাতিল আকীদাসমূহ

১. নাজাতের জন্য কেবল ঈমানই যথেষ্ট। আমলের কোনো প্রয়োজন নেই।

২. আরশ হল আল্লাহর আসন।

৩. স্ত্রীলোক বাগানের ফুলের মতো। প্রত্যেকেই যেভাবে ইচ্ছে তাকে উপভোগ করতে পারবে। বিবাহের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। আল্লাহ তা'আলা আদম আ.-কে নিজ আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন ইত্যাদি।

কাদরিয়াদের পরিচয় : قَدَرِيَّة শব্দটি قَدَر থেকে উদ্ভূত। অর্থ, নির্ধারণ করা। এ ফিরকাটি মাবাদ আল-জুহানী নামক এক পথহারা ব্যক্তির অনুসারী। অনেক আকীদার ক্ষেত্রে মুতাযিলাদের সাথে এদের মিল রয়েছে বলে কারো কারো মতে কাদরিয়া ও মুতাযিলা একই সম্প্রদায়।

তাকদীর সম্পর্কিত মাসআলা নিয়ে এদের আলোচনা ও চিন্তা, অনুসন্ধান বেশী পরিমাণে ছিল বলে তাদেরকে কাদরিয়া বলা হয়।

কাদরিয়াদের কতিপয় বাতিল আকীদা

১. বান্দাই তার কর্মের স্রষ্টা, এতে আল্লাহর কোনো দখল নেই।

২. গুনাহগার ব্যক্তি মুমিন নয় এবং কাফিরও নয়।

৩. আল্লাহ তা'আলার দীদার অসম্ভব।

৪. এ ছাড়াও তারা আল্লাহর অনাদি গুণ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দৈহিক মেরাজকে অস্বীকার করে।

মুরজিয়াহ ও কাদরিয়াহ সম্প্রদায়ের আবির্ভাবের পটভূমি

একবার কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির ব্যাপারে মানুষের মাঝে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল। মুতাযিলা সম্প্রদায় বলল, সে মুমিন নয় এবং কাফেরও নয়। আর খারেজীরা তাকে কাফের সাব্যস্ত করল। অপরদিকে হকপন্থীদের মতামত ছিল সে পাপী মুমিন। এই মতপার্থক্যের একপর্যায়ে এমন এক দলের আত্মপ্রকাশ ঘটল, যারা দাবি করে বসল যে, ঈমান শুধু আন্তরিক বিশ্বাসের নাম; আমলের কোনো প্রয়োজন নেই এবং গুনাহ ঈমানের জন্য ক্ষতিকরও নয়। এরাই ইতিহাসে মুরজিয়াহ নামে খ্যাত।

সাহাবী যুগের শেষ পর্বে ও বনু উমাইয়া খেলাফতের সূচনা লগ্নে কাদরিয়া সম্প্রদায়ের উত্থান। তাদের আত্মপ্রকাশের ঘটনা হল– যখন কাবা শরীফ অগ্নিদগ্ধ হল, তখন এ ব্যাপারে লোকেরা পরস্পরে মতানৈক্যে জড়িয়ে পড়ল। কাদরিয়ারা বলল, আল্লাহর পূর্ব নির্ধারিত তাকদীর অনুযায়ী কাবা অগ্নিদগ্ধ হয়েছে। অন্য এক ব্যক্তি বলল, কাবা আল্লাহর তাকদীর অনুসারে অগ্নিদগ্ধ হয় নি বরং লোকেরা কাবা পুড়িয়েছে। এখান থেকেই কাদরিয়া সম্প্রদায়ের উত্থান।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ.

(٢) اَلْحَدِيْثُ صَحِيْحٌ سَنَدًا اَمْ لَا وَمَا قَالَ الْعُلَمَاءُ فِيْهِ؟

(٣) اَوْضِحْ عَقَائِدَ الْمُرْجِيَّةِ وَالْقَدْرِيَّةِ مَعَ بَيَانِ وَجْهِ تَسْمِيَتِهَا.

(٤) مَتٰى نَشَأَتِ الْمُرْجِيَّةُ وَالْقَدْرِيَّةُ وَكَيْفَ؟ بَيِّنْ.

(٥) مَا الْحَقُّ عِنْدَ اَهْلِ الْحَقِّ فِىْ دُخُوْلِ الْفَرِيْقَيْنِ فِى الْاِسْلَامِ اَمْ خُرُوْجِهٖ؟

(٦) اَشْرِحِ الْحَدِيْثَ حَقَّ التَّشْرِيْحِ.

---

٦٣. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيٰى بْنِ يَعْمُرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيْدُ سَوَادِ شَعْرِ الرَّأْسِ لَا يُرٰى عَلَيْهِ اَثَرُ سَفَرٍ وَلَا يَعْرِفُهٗ مِنَّا اَحَدٌ قَالَ فَجَلَسَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَسْنَدَ رُكْبَتَهٗ اِلٰى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا الْاِسْلَامُ؟ قَالَ شَهَادَةُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامُ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءُ الزَّكٰوةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ فَقَالَ صَدَقْتَ فَعَجِبْنَا مِنْهُ يَسْأَلُهٗ وَيُصَدِّقُهٗ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا الْاِيْمَانُ؟ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَآئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَكُتُبِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ قَالَ صَدَقْتَ فَعَجِبْنَا مِنْهُ يَسْأَلُهٗ وَيُصَدِّقُهٗ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا الْاِحْسَانُ ؟ قَالَ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنَّكَ اِنْ لَا تَرَاهُ فَاِنَّهٗ يَرَاكَ قَالَ فَمَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ فَمَا أَمَارَتُهَا؟ قَالَ اَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا قَالَ وَكِيْعٌ يَعْنِىْ تَلِدَ الْعَجَمُ الْعَرَبَ وَ اَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِى الْبِنَاءِ قَالَ ثُمَّ قَالَ فَلَقِيَنِى النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَقَالَ اَتَدْرِىْ مَنِ الرَّجُلُ ؟ قُلْتُ اَللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ - قَالَ ذَاكَ جِبْرَئِيْلُ اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ مَعَالِمَ دِيْنِكُمْ.

সহজ তরজমা

(৬৩) আলী ইবনে মুহাম্মদ রহ. .... উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা নবী ﷺ এর কাছে ছিলাম। এ সময় ধবধবে সাদা পেশাক পরিহিত কুচকুচে কালো মাথার চুলবিশিষ্ট একব্যক্তি উপস্থিত হলেন। তাঁর চেহারায় সফরের কোনো ছাপ ছিল না এবং আমাদের মাঝে কেউ তাঁকে চিনত না। রাবী বলেন : তিনি নবী ﷺ এর নিকটবর্তী হয়ে তার হাঁটুদ্বয় তাঁর হাঁটুদ্বয়ের সাথে ঠেস লাগিয়ে এবং হস্তদ্বয় তাঁর উরুদ্বয়ের উপর রেখে বসলেন। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে মুহাম্মদ! ইসলাম কি? তিনি বললেন, (ইসলাম হল) এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল; সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, রমাযানে রোযা পালন করা এবং বায়তুল্লাহর হজ্ব করা। আগন্তুক বললেন, আপনি সত্যি বলেছেন। আমরা তাঁর উক্তিতে খুবই বিস্মিত হয়ে যাই যে, তিনি নিজেই প্রশ্ন করলেন এবং নিজেই তার উত্তরের সত্যায়ন করলেন! তারপর আগন্তুক জিজ্ঞাসা করলেন, হে মুহাম্মদ! ঈমান কি? তিনি বললেন, তুমি ঈমান আনবে আল্লাহ্র প্রতি, তাঁর ফিরিশতাদের প্রতি, তাঁর রাসূলদের প্রতি, তাঁর কিতাবের প্রতি, শেষ দিনের প্রতি এবং তাকদীরের ভালোমন্দের ওপর। (আগন্তুক) বললেন, আপনি সত্যিই বলেছেন! আমরা এতে আরো আশ্চর্য হয়ে যাই, তিনি নিজেই প্রশ্ন করছেন এবং নিজেই তার সত্যতার স্বীকৃতি দিচ্ছেন!

এরপর (আগন্তুক) জিজ্ঞাসা করলেন, হে মুহাম্মদ! ইহ্সান কি? তিনি বললেন, তুমি এভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ যদি তুমি তাঁকে দেখতে নাও পাও, তা হলে এ ধারণা করবে যে, তিনি তোমাকে দেখছেন। এরপর আগন্তুক জিজ্ঞাসা করলেন, কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? তিনি বললেন, এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি প্রশ্নকারীর চাইতে অধিক অবগত নয়। পুনরায় আগন্তুক জিজ্ঞাসা করলেন, এর আলামত কি কি? তিনি বললেন, (কিয়ামতের প্রাথমিক নিদর্শনসমূহ হল), ক্রীতদাস তার মনিবকে জন্ম দিবে (অর্থাৎ ক্রীতদাসীর গর্ভে তার প্রভু জন্ম লাভ করবে)। ওয়াকী রহ. বলেন, অনারবদের ঔরসে আরবরা জন্ম নিবে। আর তুমি দেখতে পাবে নগ্নদেহী, নগ্নপদ বিশিষ্ট, অভাবগ্রস্থ এবং মেষপালকরা সুউচ্চ দালান-কোঠা তৈরি করে দাম্ভিকতায় মেতে উঠবে। উমর রাযি. বলেন, এ ঘটনার তিন দিন পর আমার সঙ্গে নবী ﷺ এর সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেন– তুমি কি জান, সে লোকটি কে ছিল? আমি বললাম, এ ব্যাপারে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-ই অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, তিনি ছিলেন জিবরাঈল আ.। তিনি তোমাদের দীনের নীতিমালা শিক্ষা দেওয়ার জন্য তোমাদের নিকট এসেছিলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হাদীসের নাম

হাদীসখানা হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. সহ অনেক সাহাবীই রেওয়ায়াত করেছেন। মুহাদ্দিসগণের নিকট এটি হাদীসে জিবরাঈল নামে প্রসিদ্ধ। কেননা হাদীসে উল্লিখিত প্রশ্নকারী ছিলেন খোদ জিবরাঈল আ.। তা ছাড়া যেহেতু হাদীসে দীনের মৌলিক জরুরি বিষয়াবলী অত্যন্ত পরিপূর্ণরূপে বিবৃত হয়েছে, এজন্য একে উম্মুস সুনান (সুন্নতের জননী) ও উম্মুল আহাদীসও বলা হয়ে থাকে।

উল্লেখ্য, এ হাদীসে শরী'অতের তিনটি মৌলিক বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

(১) আকীদা-বিশ্বাস, এটি ইলমে কালামের আলোচ্য বিষয়।

(২) ইবাদত তথা নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্ব ইত্যাদি। এটি ফিকহে ইসলামীর আলোচ্য বিষয়।

(৩) ইখলাস তথা একনিষ্ঠতা। এটি তাসাউফ শাস্ত্রের মূল।

মোটকথা, এ হাদীসে দীনের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল আমল এসে গেছে। শরী'অতের এমন কোনো মৌলিক শিক্ষা নেই, যা এখানে অনুপস্থিত।

شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ ঃ বাক্যটি দু'ভাবে পড়া যায়।

(১) شَدِيْد শব্দটিকে بَيَاض এর দিকে اِضَافَت এর সাথে।

(২) شَدِيْد শব্দটি তানবীনের সাথে اِضَافَت ছাড়া পড়া যায়। আর بَيَاضُ الثِّيَاب কে فَاعِل হিসেবে مَرْفُوْع পড়া যায়। অনুরূপভাবে পরবর্তী শব্দ شَدِيْدُ سَوَادِ شَعْرِ الرَّأْسِ এর মধ্যেও এ দুই সূরত বৈধ।

হাদীসের এ বাক্যাংশ দ্বারা বুঝা যায়, ছাত্র যমানায় এবং বড়দের মজলিসে যাওয়ার সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া উচিত।

وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ এর ব্যাখ্যা

এখানে فَخِذَيْهِ এর ضَمِيْر এর মধ্যে দুটি সম্ভাবনা আছে।

(১) এটি পূর্বে উল্লিখিত رَجُل এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। মর্মার্থ হবে, লোকটি তার হস্তদ্বয় নিজের রানের উপর রাখল। অন্যান্য দিক বিবেচনায় এ সূরতটিই যুক্তিসঙ্গত মনে হয়।

(২) ضَمِيْر টি প্রিয়নবী ﷺ-এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। নাসাঈ শরীফের এক রিওয়ায়াত দ্বারা এ সম্ভাবনার প্রতি সমর্থন পাওয়া যায়। কারণ, সে রিওয়ায়াতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيِ النَّبِيِّ ﷺ

এ ছাড়া এর মাধ্যমে প্রশ্নকারী উত্তরদাতার পূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছেন বলাও যুক্তিসঙ্গত।

দুটি সম্ভাবনার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে বলা যায়, লোকটি প্রথমে নিজের রানে হাত রাখে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রানে হাত রাখে।

قَالَ يَامُحَمَّدُ : কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেন, সম্ভবত এটি رِوَايَت بِالْمَعْنٰى মূলত রিওয়ায়াতে এভাবে ছিল يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ কিন্তু বর্ণনাকারী বর্ণনা করতে গিয়ে এভাবে বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী রিওয়ায়াত দ্বারাও একথার প্রতি সমর্থন লাভ হয়। কারণ, সে রিওয়ায়াতে আছে : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ আর এটা এজন্য বলতে হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাম ধরে সম্বোধন করা জায়েয নেই। কারণ, কুরআনে এসেছে :

لَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

এখানে রিওয়ায়াত বিল মা'না না বলে বলা যেতে পারে, আয়াতের হুকুম বনী আদমের সাথে সীমাবদ্ধ। ফেরেশতাদের বেলায় এ হুকুম প্রযোজ্য নয়। অথচ হাদীসে يَا مُحَمَّدُ বলে ডাক দিয়েছেন ফিরিশতা জিবরাঈল আ.।

مَا الْاِسْلَامُ এর ব্যাখ্যা

اِسْلَام মানে প্রকাশ্য স্বীকৃতি বা বাহ্যিক কর্মকাণ্ডে শরী'অতের বিধি-বিধান মেনে নেওয়া। পক্ষান্তরে اِيْمَان মানে পরোক্ষ স্বীকৃতি অর্থাৎ আত্মিকভাবে শরী'অতের বিধি-নিষেধ মেনে নেওয়া। এজন্য اِسْلَام সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে এমন সব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর اِيْمَان সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে এমন সব জবাব দেওয়া হয়েছে, যেগুলো অভ্যন্তরীণ বা আত্মিক বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত।

কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে, مَا শব্দটি তো কোনো বস্তুর নিগুঢ়তা সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্য আসে। অথচ এ হাদীসে যেহেতু مَا দিয়ে ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হচ্ছে। কাজেই উত্তরেও ইসলাম ও ঈমানের বাস্তব প্রকৃতি সম্পর্কে জবাব দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা না করে এ দু'টি বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত বস্তুসমূহ উল্লেখ করা হল কেন?

জবাব : এর কারণ হল, প্রশ্নকারীর অবস্থা দৃষ্টে বুঝা গেছে, তিনি এ দুটির বাস্তব প্রকৃতি জানতে চান না বরং সম্পৃক্ত বিষয়াবলী জানতে চায়। তাই জবাবেও তাই বলা হয়েছে।

فَعَجِبْنَا مِنْهُ এর ব্যাখ্যা

সাহাবাদের আশ্চর্যের কারণ কী ছিল? এর জবাবে বলা হয় যে, প্রশ্ন থেকে মনে হচ্ছিল যে, প্রশ্নকারীর প্রশ্নকৃত বিষয় সম্বন্ধে জানা নেই, কিন্তু জবাব শোনার পর সেই জবাবকে সত্যায়ন করার দ্বারা মনে হচ্ছিল যে, সে বিষয় তার জানা আছে। অন্যথায় তিনি صَدَقْتَ তথা ঠিকই বলেছেন কথাটি বললেন কিভাবে?

এ ছাড়া তিনি যে বিষয়গুলোর সত্যায়ন করছিলেন সেগুলো শুধু রাসূলের মাধ্যমেই জানা সম্ভব ছিল। অথচ এর পূর্বে তার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কখনো সাক্ষাৎ হয়েছে বলেও কারো জানা ছিল না। তাই তাদের আশ্চর্যের কারণ আরো বেড়ে গিয়েছিল।

مَا الْاِحْسَانُ এর ব্যাখ্যা

اِحْسَان এর আভিধানিক অর্থ হল– কোনো কাজ সুন্দরভাবে করা। হাদীসে যে اِحْسَان সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে, তা কী –এ সম্পর্কে উলামাদের মতপার্থক্য রয়েছে।

(১) যেমন : কোনো কোনো আলেম বলেন– اَلْاِحْسَان এর শুরুতে যে الف لام রয়েছে, তা عَهْد خَارِجِىْ যার مَعْهُوْد হল, কুরআনে কারীমে বর্ণিত এহসান। যেমন, কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اَلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ

وَقَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَهَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ

وَقَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاَحْسِنُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

অর্থাৎ কুরআনে কারীমের বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত اِحْسَان দ্বারা কি উদ্দেশ্য, হাদীসে তা জানতে চাওয়া হয়েছে।

মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন : কুরআনে কারীমে উল্লিখিত اِحْسَان এর মধ্যে ঈমান, ইসলাম, আমাল, আখলাক সবই অন্তর্ভুক্ত আছে। অথচ হাদীসে যেই اِحْسَان সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে, তা উপর্যুক্ত অর্থে নয়। বুঝা গেল, প্রশ্নকৃত اِحْسَان ওই اِحْسَان নয়, যার উল্লেখ কুরআনে কারীমে আছে। এ ব্যাপারে আবার দু'টি মতামত রয়েছে।

(১) কেউ কেউ বলেন, এখানে اِحْسَان দ্বারা اِخْلَاص উদ্দেশ্য। কারণ, ঈমান ও ইসলাম বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য اِخْلَاص শর্ত। যেমন, এখানে একথা বলা হচ্ছে : ঈমান ও ইসলাম কি জিনিস তা তো জানা হল, এবার এহসান তথা এ দু'টির শুদ্ধতা যে বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, সে বিষয়ে বলুন!

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাবে اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ দ্বারা বলে ইঙ্গিত করলেন যে, সে বিষয়টি হল اِخْلَاص অর্থাৎ সমস্ত কাজে যেন আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালন ও তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জন উদ্দেশ্য হয়। এটাই হল اِخْلَاص বা এহসান। এরপর كَاَنَّكَ تَرَاهُ বলে সেই اِخْلَاص কিভাবে অর্জিত হবে, তার পন্থা বলে দিয়েছেন।

(২) মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন : সবচেয়ে বিশুদ্ধ কথা হল– اِحْسَان দ্বারা

উদ্দেশ্য হল, إِحْسَانُ الْعَمَلِ অর্থাৎ আমল সুন্দর করা। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ.-এর মতামতও তাই। এ সূরতে ইহসানের অর্থের মধ্যে ইখলাস, খুশু-খুযূ শর্ত-শরায়েত, আদাব সবই অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সাথে সাথে আল্লাহর সামনে সদা উপস্থিত, এই কল্পনাও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এক কথায় এখানে আমল সুন্দর করার পদ্ধতি কি, সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও এমন জামে (পরিপূরক) জবাব দিয়েছেন, যাতে আমল সুন্দর করার সকল পন্থায়ই অন্তর্ভুক্ত আছে। কারণ, যে আল্লাহকে দেখছে বা আল্লাহ তাকে দেখছেন– এই কল্পনা মাথায় রেখে ইবাদত করবে, তার ইবাদতের মধ্যে সমস্ত বাহ্যিক ও পরোক্ষ আদব অবশ্যই বিদ্যমান থাকবে এবং লোকদেখানো ইত্যাদির কোনো সুযোগ থাকবে না।

أَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ঃএখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম إِحْسَانِ এর দু'টি স্তর বর্ণনা করেছেন। (১) সুফিয়াদের পরিভাষায় যাকে মুশাহাদা বলা হয়। (২) মুরাকাবা। এটি ইহসানের অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্তর। এ স্তরও যদি কোনো আবেদের অর্জিত হয়ে যায়, তবে সেও তার ইবাদত পূর্ণ ইখলাসের সাথে আঞ্জাম দিয়েছে বলে ধরা হবে। কোনো ইবাদত আল্লাহ পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য ইহসানের শর্ত। তবে সেটি সহীহ-শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত নয়। আর গ্রহণযোগ্য হওয়া ও সহীহ্ শুদ্ধ হওয়া এতদুভয়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে।

أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا এর ব্যাখ্যা

এখানে رَبَّة শব্দের মধ্যে تاء যোগ করা হয়েছে কেন? সে সম্পর্কে মোল্লা আলী কারী রহ. তিনটি সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। যথা– (১) এখানে رَبَّة দ্বারা উদ্দেশ্য হল نَسَمَة আর এ শব্দটি যেহেতু مُؤَنَّث এ জন্য رَبَّة এর সাথে تاء যুক্ত করা হয়েছে। (২) যেহেতু اَللّٰه অর্থেও رَبّ শব্দটি ব্যবহার হয়, এজন্য تاء যোগ করা হয়েছে। যাতে تاء টি যে اَللّٰه অর্থে ব্যবহৃত এখানে নয়, সে দিকে ইঙ্গিত হয়ে যায়। (৩) এখানে رَبَّة এর مَدْلُول হল بِنْت কাজেই تاء যুক্ত করা হয়েছে। আর بِنْت এর হুকুম যেহেতু জানা হয়ে গেছে। কাজেই اِبْن এর হুকুমও তা থেকে জানা হয়ে যাবে।

হাদীসের উল্লিখিত বাক্যাংশের মর্মার্থ কি? তা নিয়ে উলামায়ে কেরামের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। তন্মধ্য হতে কয়েকটি উক্তি নিম্নে তুলে ধরা হল।

(১) কিয়ামতের পূর্বে মানুষের বন্দী ও গনীমত প্রচুর পরিমাণে অর্জিত হতে থাকবে। মানুষ তাদের বন্দীকৃত দাসীদের সাথে সহবাসে লিপ্ত হবে এবং সেসব বাঁদীদের থেকে সন্তান জন্ম নিবে এবং একপর্যায়ে তারা মুক্ত হয়ে যাবে। যেহেতু সেই সন্তানই তার দাসী মাতার আজাদ হওয়ার কারণ হবে, সেহেতু সেই সন্তানই যেন মাতার হল। এ জন্য নিজ সন্তানকে মনিব বলা হয়েছে (অর্থাৎ বাঁদী তার মনিবকে জন্ম দিবে)।

অথবা এর কারণ হল, মনিব কর্তৃক বাঁদীর মালিকানা মূলত যেন সন্তানেরই মালিকানা। কেননা সন্তান তো তার পিতার ওয়ারিশ হয়ে থাকে। সুতরাং পিতা যখন বাঁদীর মালিক, তখন সন্তানও যেন মালিক। এ হিসেবে সন্তানকে মনিব বলা হয়েছে।

এ বিষয়টা কিয়ামতের আলামত বলার কারণ হল- যখন মানুষ প্রচুর পরিমাণে বাঁদীর মালিক হবে, তখন ইসলামের বিজয় ব্যাপকহারে হতে থাকবে এবং দীন শক্তিশালী হয়ে যাবে আর দীন শক্তিশালী হওয়াই কিয়ামতের আলামত। কারণ, নিয়ম রয়েছে কোনো বস্তু পূর্ণতায় পৌঁছে পতনের দিকে ধাবিত হয়। এভাবে দীন যখন শক্তিশালী হয়ে যাবে, বুঝতে হবে- এবার তার পতনের পালা আর দীনের পতনের পরই কিয়ামত সংঘটিত হবে।

(২) হাদীসে মূলত সম্মানিত লোক অপমানিত হয়ে যাওয়ার একটি উপমা পেশ করা হয়েছে এবং এটাকে কিয়ামতের আলামত সাব্যস্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ সন্তান কর্তৃক মাতার মালিক হয়ে যাবে। এটা যেমন সম্মানিত ব্যক্তির অপমানিত হওয়াকে আবশ্যক করে, ঠিক তেমনিভাবে যখন দেখবে, সম্মানিত লোক অসম্মানিত আর অসম্মানিত লোক সম্মানিত হচ্ছে, তখন বুঝে নিতে হবে- কিয়ামত ঘনিয়ে আসছে। অপর এক রিওয়ায়াত দ্বারাও এ ব্যাখ্যার সমর্থন হয়। রেওয়ায়াতটি হল-

إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ وَوُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

(৩) বাঁদীর ছেলে রাষ্ট্রের শাসক নিযুক্ত হবে। ফলে তার মাতাও অন্যান্যদের মতো তার প্রজায় পরিণত হবে এবং সে যেন অন্যদের মতো তার মাতারও মাওলা বা অভিভাবকে পরিণত হবে।

(৪) অবস্থা এতই পরিবর্তিত হয়ে যাবে যে, মানুষ ব্যাপকহারে নিজ নিজ উম্মে ওলাদকে বিক্রি করতে শুরু করবে। যদ্দরুন সে বিক্রিত হতে হতে কখনও এমন হবে যে, মা তার সন্তানের হাতে এসে পড়বে আর সন্তান অজ্ঞসারে তার মাতার সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হবে। একেই বাঁদী তার মনিবকে জন্ম দিবে বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

(৫) মূলত বাক্যটি দ্বারা মাতা-পিতার অবাধ্যতা কিয়ামতের পূর্বে ব্যাপক হয়ে যাওয়ার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে অর্থাৎ সন্তান নিজের জননী থেকে এমন এমন সেবা গ্রহণ করবে, যা কিনা বাঁদীদের থেকে গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

"حُفَاة" শব্দটি حَافِى এর বহুবচন। যার অর্থ- খালি পা, যার জুতা পরিধানের সাধ্য নেই।

عُرَاة শব্দটি عَارٍ এর বহুবচন, যার অর্থ- বস্ত্রহীন দেহ, যার বস্ত্রের কোনো ব্যবস্থা নেই।

عَالَة শব্দটি عَائِل এর বহুবচন। যার অর্থ- নিঃস্ব, দরিদ্র।

رِعَاء (بِكَسْرِ الرَّاءِ وَالْمَدِّ) শব্দটি رَاعٍ এর বহুবচন। অর্থ, রাখাল।

الشَّاء শব্দটি شَاة এর বহুবচন। অর্থ, বকরী।

পূর্ণ বাক্যটির মর্মার্থ হল, একদম অশিক্ষিত গণ্ড মূর্খ, অযোগ্য ব্যক্তি, যে উটের রাখালী করার যোগ্যতা না থাকার দরুন অবশেষে যে বকরীর রাখালী করত, সে অট্টালিকা বানিয়ে তাতে আত্মগৌরব করতে থাকবে অর্থাৎ সার্বিকভাবে অযোগ্য লোকদের পার্থিব উন্নতি হবে। রাজত্ব ক্ষমতা তাদের থাকবে আর ভদ্র লোকেরা তাদের অধিনস্ত আজ্ঞাবহ হয়ে যাবে। এটাই কিয়ামতের অন্যতম আলামত।

"اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ" এখানে প্রশ্ন হতে পারে, জিবরাঈল আ. শিক্ষা দিয়েছেন বলা হল কেন? অথচ জিবরাঈল আ. তো শুধু প্রশ্নকারী ছিলেন। শিক্ষা তো উত্তরদাতা হিসেবে রাসূলুল্লাহ ﷺ দিয়েছেন। এর জবাব হল, যেহেতু প্রশ্ন করার কারণে জিবরাঈল আ. তাদের শিক্ষার কারণ হয়েছেন, এজন্য রূপক অর্থে জিবরাঈল আ. তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন বলা হয়েছে।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ

(٢) كَمْ اِسْمًا لِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَمَا وَجْهُ تَسْمِيَتِهٖ بَيِّنْهُ ثُمَّ اَوْضِحْ مَكَانَةَ الْحَدِيْثِ فِىْ اَمْرِ الدِّيْنِ؟

(٣) اِلٰى مَا يَرْجِعُ الضَّمِيْرُ الْمَجْرُوْرُ فِىْ قَوْلِهٖ "فَخِذَيْهِ" بَيِّنْهُ ثُمَّ وَضِّحْ مُرَادَهٗ؟

(٤) مَا مَعْنَى الْاِحْسَانِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا وَمَا هُوَ الْمُرَادُ هُنَا بَيِّنْ مُوْضِحًا؟

(٥) اَوْضِحْ قَوْلَهٗ : اَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا حَقَّ التَّوْضِيْحِ.

(٦) اِشْرَحِ الْحَدِيْثَ شَرْحًا كَامِلًا.

٦٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ اَبِىْ حَيَّانَ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْاِيْمَانُ؟ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَ مَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَلِقَائِهٖ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْاٰخِرِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْاِسْلَامُ؟ قَالَ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَتُقِيْمَ الصَّلٰوةَ الْمَكْتُوْبَةَ وَتُؤَدِّىَ الزَّكٰوةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْاِحْسَانُ؟ قَالَ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ

تَرَاهُ فَاِنَّكَ اِنْ لَا تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَلٰكِنْ سَاُحَدِّثُكَ عَنْ اَشْرَاطِهَا اِذَا وَلَدَتِ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا فَذٰلِكَ مِنْ اَشْرَاطِهَا وَاِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْغَنَمِ فِى الْبُنْيَانِ فَذَالِكَ مِنْ اَشْرَاطِهَا فِىْ خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ فَتَلٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ :(اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ)

সহজ তরজমা

(৬৪) আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা রহ. ..... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ঈমান কি? তিনি বললেন, তুমি বিশ্বাস স্থাপন করবে আল্লাহ্র প্রতি, তাঁর ফিরিশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবের প্রতি, তাঁর রাসূলদের প্রতি, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রতি এবং তুমি পুনরুত্থান দিবসের প্রতি। লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইসলাম কি? তিনি বললেন, তুমি আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কোনোকিছু শরীক করবে না, ফরয নামায কায়েম করবে, ফরয যাকাত আদায় করবে এবং রমাযান মাসে রোযা পালন করবে। লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহসান কি? তিনি বললেন, তুমি এভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তা হলে মনে করবে যে, তিনি তোমাকে দেখছেন। লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? তিনি বললেন, এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি প্রশ্নকারীর চাইতে অধিক অবগত নয়। তবে আমি তোমাকে কিয়ামতের কিছু আলামত বলে দিচ্ছি– ক্রীতদাসী যখন তার মনিবকে প্রসব করবে, তখন একে কিয়ামতের একটি আলামত মনে করবে। আর যখন বকরীর রাখালেরা (অর্থাৎ নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকেরা) সুউচ্চ দালান-কোঠা তৈরি করে অহংকারে মেতে উঠবে, এটাও তার একটি লক্ষণ। পাঁচটি বিষয় এমন যা, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানে না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিলাওয়াত করলেন :

ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث و يعلم ما فى الارحام وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس بأى ارض تموت ان الله عليم خبير

"কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকটে রয়েছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন

এবং তিনি জানেন যা জরায়ুতে আছে। কেউ জানে না, আগামীকাল সে কি অর্জন করবে এবং কেউ জানে না, কোন্ স্থানে তার মৃত্যু হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।" (৩১ : ৩৪)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

فِىْ خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ ...... الخ এটা [উহ্য] ثَابِتَةٌ বা شَامِلَةٌ এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়ে حَال হবে, পূর্বে উল্লিখিত اَشْرَاطُهَا এর ضَمِيْر مَجْرُوْر থেকে। মর্মার্থ হবে, এগুলো কিয়ামতের আলামতসমূহ, যা (কিয়ামত) ওই পাঁচ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোর জ্ঞান আল্লাহ ব্যতীত আর কারো নেই। শুধু আলামত দ্বারাই এর কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে।

কতিপয় প্রশ্ন ও সেগুলোর উত্তর

প্রশ্ন : হাদীসে পাঁচ বস্তুর জ্ঞানকে আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে নির্দিষ্ট থাকার কথা বলা হয়েছে। অথচ এ ছাড়া বহু অদৃশ্য বস্তু রয়েছে, যেগুলো আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। সুতরাং عِلْمُ الْغَيْبِ কে পাঁচ বস্তুর সাথে সীমাবদ্ধ করার কারণ কি?

উত্তর : (১) কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেন : এ পাঁচটি হচ্ছে মূল অদৃশ্য বিষয়। বাদ বাকী সবগুলো এ পাঁচটিরই শাখাবিশেষ। যেমন : সূরা আন'আমে এ পাঁচটি বিষয়কে مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ তথা "অদৃশ্য জগতের চাবিসমূহ" বলা হয়েছে।

(২) আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ. বলেন, শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. তার তাফসীরে 'দুররে মানসূরে' একটি রিওয়ায়াত নকল করেছেন, যাতে উল্লেখ আছে : এ আয়াত এক ব্যক্তির প্রশ্নের জবাবে অবতীর্ণ হয়েছে। প্রশ্নকারী ৫টি বস্তু সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল। তার উত্তরেও সেই পাঁচটি বস্তুর জ্ঞান আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট থাকার কথা বিশেষ গুরুত্বসহ উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে এ আয়াতে অদৃশ্য বস্তু জগত এই পাঁচ বস্তুর সাথে সীমাবদ্ধ থাকার কথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়।

প্রশ্ন : এখানে আরেকটি প্রশ্ন হয়, উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে অনুমিত হয় যে, ৫টি বস্তুর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই সুনির্দিষ্ট। এ ব্যাপারে তিনি কাউকে অবহিত করেন না, অথচ অনেক সময় নবীগণ অদৃশ্যের অনেক কথা জানিয়ে থাকেন। যেমন : রাসূলুল্লাহ ﷺ একযুদ্ধে আবূ জাহেল এখানে মরবে, উৎবা এখানে মরবে ইত্যাদি বিষয়ে পূর্ব থেকেই বলে দিয়েছিলেন। পরে বাস্তবেও তেমনি হয়েছিল। বুঝা গেল, নবীগণও আলেমুল গায়েব [অদৃশ্যজ্ঞানী] হয়ে থাকেন। তা ছাড়া আওলিয়ায়ে কেরামেরও এমন অনেক ঘটনা বর্ণিত, যাতে

জানা যায়, কোথায়ও কখন তার মৃত্যু ঘটবে, তারা এ ব্যাপারে পূর্বেই অবগত হয়ে যেতেন। যেমন : হযরত আবূ বকর রাযি. মৃত্যুর পূর্বেই জেনেছিলেন, তার স্ত্রী খারেজার গর্ভে কন্যা সন্তান রয়েছে। এজন্য তিনি মিরাছ বণ্টনের ওসিয়তনামায় গর্ভস্থ কন্যা সন্তানের জন্য পৃথকভাবে সম্পত্তি রেখে যান। অনুরূপভাবে গণকরাও তো অনেক সময় অদৃশ্যের অনেক কথা বলে থাকে।

উত্তর : নিঃসন্দেহে আলেমুল গায়ব বিশেষণটি কেবল আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণ আর তিনি এ ব্যাপারে কাউকে অবহিত করেন না। তবে এখানে দু'টি বিষয় বিবেচ্য। (১) ইলমে গায়ব। (২) খবরে গায়ব। ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত। তবে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে অজস্র গায়েবের বিষয় ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করেন এবং কাশফের দ্বারা অনেক অলীদেরকে গায়েবের বিষয়ে জ্ঞান দান করেন। এটা তো প্রকৃত অর্থে ইলমে গায়েব [অদৃশ্য-জ্ঞান] নয় বরং খবরে গায়েব [অদৃশ্য-সংবাদ]। ইলমে গায়েব ও খবরে গায়বের মধ্যকার পার্থক্য না জানার কারণেই মূলত এ প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছে। আর গণক-জ্যোতিষরা তো অদৃশ্যের বিষয়ে যা বলে থাকে, তা ধারণার ভিত্তিতে বলে থাকে। তাই অনেক সময় তাদের দেওয়া তথ্যের বিপরীত হতেও দেখা যায়। সুতরাং এটা তো গায়েবের জ্ঞানই নয় বরং ধারণা মাত্র।

প্রশ্ন : বর্তমানে ডাক্তারগণ যন্ত্রের সাহায্যে বা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বলে দেন, গর্ভস্থ সন্তানটি ছেলে হবে নাকি মেয়ে। তা হলে আবার এটা مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ হল কি করে?

উত্তর : (১) ডাক্তারগণ তো যন্ত্রের সাহায্যে একথা জানতে পারেন। এখানে কেউ জানে না বলতে উদ্দেশ্য হল, যন্ত্র বা মাধ্যম ব্যতীত কেউ জানে না। সুতরাং কোনো প্রশ্ন নেই।

(২) ডাক্তারগণ তো যন্ত্রের সাহায্যেও সুবিস্তারিতভাবে সবকিছু সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন না। যেমন : সন্তানটি কাফের হবে নাকি মুসলমান হবে? আলেম হবে নাকি জাহেল হবে? ধনী হবে নাকি গরীব হবে? ইত্যাদি। কাজেই عِلْمُ الْغَيْبِ আল্লাহর সাথেই সীমাবদ্ধ থাকল।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ.

(٢) اَعْرِبْ قَوْلَهُ : فِىْ خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ.

(٣) اَشْرَحِ الْحَدِيْثَ حَقَّ التَّشْرِيْحِ.

(٤) مَا وَجْهُ اِنْحِصَارِ عِلْمِ الْغَيْبِ فِىْ خَمْسٍ مَعَ ان كَثِيْرًا مِّنَ الْاَشْيَاءِ الْمُغَيَّبَةِ لَا يَعْلَمُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ؟

(٥) كَيْفَ صَارَتْ عِلْمُ هٰذِهِ الْأَشْيَاءِ الْخَمْسَةِ الْمَغِيْبَةِ مُخْتَصًّا بِاللّٰهِ تَعَالٰى مَعَ اَنَّنَا نَرَى الْأَنْبِيَاءَ وَالْأَوْلِيَاءَ يُخْبِرُوْنَ بِهٰذِهِ الْأَشْيَاءِ؟

(٦) اَلْأَطِبَّاءُ اَيْضًا يَطَّلِعُوْنَ عَلٰى بَعْضِ هٰذِهِ الْأَشْيَاءِ الْخَمْسَةِ فَكَيْفَ صَحَّ تَخْصِيْصُهُ بِاللّٰهِ تَعَالٰى اَجِبْ مُتَيَقِّظًا.

---

٦٥. حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَبِىْ سَهْلٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَا ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ صَالِحٍ اَبُوالصَّلْتِ الْهَرَوِىُّ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُوْسٰى الرِّضَىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاِيْمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ وَقَوْلٌ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ قَالَ اَبُوْ الصَّلْتِ لَوْ قُرِئَ هٰذَا الْاِسْنَادُ عَلٰى مَجْنُوْنٍ لَبُرَأَ.

সহজ তরজমা

(৬৫) সাহল ইবনে আবূ সাহাল ও মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল রহ. .... আলী ইবনে আবূ তালিব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ﷺ বলেছেন : ঈমান হল অন্তরের বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি এবং দীনী বিধানের যথাযথ বাস্তবায়ন। আবূ সালত বলেন, যদি এ সনদ কোনো পাগলের উপর পাঠ করা হয়, তা হলে সে নিরাময় হয়ে যাবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হাদীসের মান

মুহাদ্দিসগণের নিকট এ হাদীসটি সহীহ নয়। তারা এটিকে জাল বলে অভিহিত করেছেন। যেমন : ইবনুল জাওযী রহ. তার আল-মওযু'আত নামক কিতাবে একে জাল বলেছেন।

মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন,

اَلْاِيْمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ يَزِيْدُ وَيَنْقُصُ اَلْاِيْمَانُ لَا يَزِيْدُ وَلَا يَنْقُصُ

এ জাতীয় সকল হাদীসই সহীহ নয়। আর এটি জাল করার দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি হল, اَبُو الصَّلْتِ নামক সনদের একজন রাবী। তার ব্যাপারে অধিকাংশ ইমাম কঠোর সমালোচনা করেছেন। যেমন : উকায়লী বলেন, اِنَّهُ كَذَّابٌ (নিঃসন্দেহে সে মিথ্যুক)। মীযানুল ইতিদাল নামক কিতাবে ইমাম দারাকুতনী

থেকে أَبُو الصَّلْتِ এর ব্যাপারে নকল করা হয়েছে- رَافِضِيٌّ خَبِيْثٌ وَهُوَ مُتَّهَمٌ بِوَضْعِ حَدِيْثِ الْاِيْمَانِ اقْرَارٌ بِالْقَوْلِ হাফেয ইবনে হাজার রহ. তার তাহযীবুত তাহযীব নামক কিতাবে দারাকুতনীর মন্তব্য টেনে লিখেন :

قَالَ اَبُو الْحَسَنِ (اَلدَّارُقُطْنِى) وَرَوٰى حَدِيْثَ الايْمَانِ اِقْرَارٌ بِالْقَوْلِ وَهُوَ مُتَّهَمٌ بِوَضْعِهِ لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ اِلَّا مَنْ سَرَقَ مِنْهُ فَهُوَ الْاِبْتِدَاءُ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ

তবে ইবনে মাজাহর টীকায় বলা হয়েছে,

وَالْحَقُّ اَنَّهُ لَيْسَ بِمَوْضُوْعٍ وَثَّقَهُ اِبْنُ مَعِيْنٍ وَقَالَ لَيْسَ مِمَّنْ يَكْذِبُ وَقَالَ فِى الْمِيْزَانِ رَجُلٌ صَالِحٌ اِلَّا اَنَّهُ شِيْعِيٌّ وَذَكَرَ الْمِزِّىُّ فِى "التَّهْذِيْبِ" مُتَابِعَاتٌ لِهٰذَا الْحَدِيْثِ

অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে হাদীসটি মওযু (জাল) নয়। কারণ, اَبُو الصَّلْتِ নামক রাবী সম্পর্কে ইবনে মাঈন রহ. বলেন, সে নির্ভরযোগ্য। সে মিথ্যুক নয়। মীযানুল ইতিদাল কিতাবে আছে, সে একজন নেককার লোক। তবে সে ছিল শী'আ মতাবলম্বী আর আল্লামা মিযযী রহ. "তাহযীবুল কামাল" নামক কিতাবে হাদীসটির অনেকগুলো مُتَابِعَاتٌ (সমর্থনমূলক হাদীস) উল্লেখ করেছেন।

তবে আল্লামা আব্দুর রশীদ নূমানী রহ. মা তামুসসু **ইলাইহিল হাজা** কিতাবে লিখেছেন : "ইমাম দারাকুতনী যা বলেন, আমিও তাই বলি অর্থাৎ হাদীসের রাবী আবুস সাল্ত জাল রিওয়ায়াত করার ব্যাপারে অভিযুক্ত। সুতরাং তার এই রিওয়ায়াতটিও জাল। কারণ, হাফেয যাহাবী রহ. ও ইবনে হাজার আসকালানী রহ. দারাকুতনীর উপরি-উক্ত উক্তিটি নকল করার পর তা খণ্ডন করেন নি। বুঝা গেল, এটা তাদের নিকটও জাল। (মা তামুসসু ইলাইহিল হাজাহ : ৩৮)

হাদীসের ব্যাখ্যা

হাদীসে ঈমান সম্বন্ধে বলা হয়েছে, তা তিনটি বস্তুর সমষ্টির নাম। যদ্বারা মুতাযিলা ও খারেজি সমর্থন হয়। কারণ, তারাও বলে, এ তিন জিনিসের সমষ্টির নাম ঈমান।

তবে আহনাফের পক্ষ থেকে এর উত্তর পূর্বে সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ এগুলো মূল ঈমানের অংশ নয় বরং كَامِل اِيْمَان এর অংশ। অবশ্য اِقْرَار بِاللِّسَان তথা মৌখিক স্বীকারোক্তি তার উপর শরী'অতের হুকুম বলবৎ হওয়ার জন্য শর্ত; মূল ঈমানের জন্য শর্ত নয়। عَمَلٌ بِالْاَرْكَانِ এটাও মূল ঈমানের জন্য শর্ত নয় বরং كَمَال اِيْمَان এর জন্য শর্ত।

বিঃ দ্রঃ مَعْرِفَت ও تَصْدِيْق এর মাঝে পার্থক্য- মারেফত হচ্ছে, সত্যকে সত্য বলে জানা ও চেনা। এর জন্য সত্যায়ন জরুরি নয়। পক্ষান্তরে تَصْدِيْق হল,

সত্যকে সত্যরূপে চিনে তা সত্যায়ন করা। আল্লামা কাশ্মিরী রহ. বলেন, ঈমান শুধু জানার নাম নয় বরং মানার নাম হল ঈমান।

لَوْ قُرِئَ هٰذَا الْاِسْنَادُ عَلٰى مَجْنُوْنٍ لَبَرَأَ এর ব্যাখ্যা

আল্লামা সিন্দী রহ. বলেন– এ হাদীসের সনদ সম্পর্কে বলা হয়েছে, তা কোনো পাগল ব্যক্তির উপর পড়ে দম করলে সে সুস্থ হয়ে যায়। যদি হাদীস সঠিক হয়ে থাকে, তবে এর কারণ সম্ভবত এই যে, এর সনদের রাবীগণ আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই তাদের বরকতে এমনটি হতে পারে।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ.

(٢) اُذْكُرْ اَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ فِيْ صِحَّةِ هٰذَا الْحَدِيْثِ.

(٣) لِمَ صَارَتْ قِرَاءَةُ هٰذَا الْاِسْنَادِ عَلَى الْمَجْنُوْنِ سَبَبَ بَرَاءَتِهٖ عَنِ الْجُنُوْنِ فِيْهِ؟

(٤) يَدُلُّ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَلٰى كَوْنِ الْاِيْمَانِ مُرَكَّبًا بِثَلَاثَةِ اَشْيَاءَ اُذْكُرِ الْجَوَابَ عَنْهُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ.

---

٦٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ اَوْ قَالَ لِجَارِهٖ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ.

সহজ তরজমা

(৬৬) মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার ও মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না রহ. ...... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মাঝে কেউ ততক্ষণ কামিল মুমিন হবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য মতান্তরে তার প্রতিবেশীর জন্য তাই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ এর ব্যাখ্যা : এখানে মূল ঈমান নেই বলা উদ্দেশ্য নয় বরং পরিপূর্ণ ঈমান নেই, একথা বুঝানো উদ্দেশ্য। তবে অধিক গুরুত্ব বুঝানোর জন্য পূর্ণতাকে "নাই" এর স্থানে রেখে নাকচ করা হয়েছে।

সব ভাষাতেই এ ধরনের ব্যবহার রয়েছে। যেমন, বাংলাতে আমরা বলে থাকি লোকটা মানুষই না। অথচ এখানে বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়, ঠিক তেমনি সে মুমিন নয় অর্থাৎ পূর্ণ মুমিন নয়। সহীহ ইবনে হিব্বানের রিওয়ায়াত দ্বারা এ অর্থ আরও স্পষ্ট বুঝা যায়। সেখানে আছে : لَا يَبْلُغُ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يُحِبَّ অর্থাৎ বান্দা ঈমানের বাস্তবতা তথা পূর্ণতায় পৌছুতে পারে না যতক্ষণ না সে .....।

প্রশ্ন : এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে– হাদীস দ্বারা তো বুঝা যায়, কেউ যদি শুধু হাদীসে বর্ণিত গুণটি অর্জন করে নেয়, তা হলেই সে পরিপূর্ণ মুমিন হয়ে যাবে, যদিও তার মধ্যে ঈমানের অন্যান্য গুণাবলী না থাকে।

উত্তর : হাদীসে উল্লিখিত গুণটির ব্যাপারে গুরুত্ব বুঝানোর জন্য مُبَالَغَه করে এমনটি বলা হয়েছে অথবা বলা হবে, অন্য এক রিওয়ায়াতে اَخِيه শব্দের صِفَت আনা হয়েছে اَلْمُسْلِم বলে। কাজেই এখানেও اَلْمُسْلِم উহ্য মানা হবে। তখন اَلْمُسْلِم শব্দ থেকে একথা বুঝা যাবে, মুসলমানিত্বের অন্যান্য গুণতো তার মধ্যে অবশ্যই থাকতে হবে। কাজেই শুধু এইগুণ থাকলেই সে পূর্ণ মুসলমান হবে না বরং অন্যান্য জরুরি গুণাবলীও থাকতে হবে।

مَا يُحِبُّ لِاَخِيهِ এর ব্যাখ্যা : এখানে শব্দ যদিও ব্যাপক অর্থাৎ নিজের জন্য যা পছন্দ হয়, অপর ভাইয়ের জন্যও তা-ই পছন্দ করবে। কিন্তু উদ্দেশ্য ব্যাপক নয় বরং উদ্দেশ্য হল, ভালো ও কল্যাণকর বিষয় বা ইবাদত সংক্রান্ত বিষয়। যেমন : নিজের জন্য যদি তাহাজ্জুদের নামায, ইশরাকের নামায, দান-খয়রাত করা ইত্যাদি পছন্দ হয়, তবে ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ করবে।

অনুরূপভাবে যে সকল মন্দ বিষয় নিজের জন্য অপছন্দ মনে হয়, ভাইয়ের জন্যও সেটা অপছন্দ করবে। যেমন : ফ্লিম দেখা, দুষ্টু পাপীদের সাথে উঠাবসা করা ইত্যাদি যদি নিজের জন্য অপছন্দনীয় মনে হয়, তবে ভাইয়ের জন্যও তা অপছন্দ করবে। নাসাঈ শরীফের এক বর্ণনায় এই ভালো বিষয়ের কথাটা স্পষ্টভাবেই উল্লেখ আছে। যেমন, সেখানে আছে– حَتَّى يُحِبَّ لِاَخِيهِ مِنَ الْخَيْرِ তদ্রূপ মন্দ বিষয়াবলীর ব্যাপারেও একই কথা বলা হবে। কারণ, মুসনাদে আহমদের এক বর্ণনায় এটা স্পষ্টভাবেই وَتَكْرَهُ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ উল্লেখ আছে।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

প্রশ্ন : ভালো বিষয়াবলী নিজের জন্য পছন্দ করলে, অপর ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করা যদি পরিপূর্ণ ঈমান হয়ে থাকে, তা হলে তো সেটা অপরের জন্য পছন্দ না করলে দুর্বল ও অসম্পূর্ণ ঈমান হবে। যদি তাই হয়, তা হলে হযরত ইবরাহীম আ. একমাত্র নিজেদের জন্য وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দিন এই দু'আ করলেন

কিভাবে? বরং উচিত তো ছিল অন্যান্যদের জন্যও এ দু'আ করা। অনুরূপভাবে হযরত সুলাইমান আ. কিভাবে দু'আ করলেন, رَبِّ هَبْ لِىْ مُلْكًا لَا يَنْبَغِىْ لِاَحَدٍ مِنْ بَعْدِىْ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনি আমাকে এমন এক রাজত্ব দিন যা আমার পর আর কারো জন্য সমীচীন হবে না।

উত্তর : আলোচ্য হাদীসের ব্যাপকতা থেকে কিছু কিছু বিষয় ব্যতিক্রম রয়েছে। আর সেই ব্যতিক্রম বিষয়সমূহের মধ্য থেকেই এই দুই দু'আ। কারণ, সমগ্র পৃথিবীর সকলেই যদি নেতা ও বাদশা হয়ে যায়, তবে অধীনস্থ ও প্রজা কে হবে?

কোনো কোনো আলেম এ প্রশ্নের জবাবে বলেন, আসলে হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হল, হিংসা বর্জন করা। কেননা মানুষ সাধারণত অন্যের কল্যাণ দেখলে হিংসা হয় এবং সে এ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে থাকে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি থেকে যেন সেই কল্যাণ নিঃশেষ হয়ে যায়। তাই হাদীসে ইরশাদ করা হচ্ছে, মুমিনের অবস্থা তো এমন হওয়া চাই যে, সে নিজের জন্য যেমনি কল্যাণ পছন্দ করে, এর জন্য তার কোনো হিংসা সৃষ্টি হয় না আর না সে তা দূর হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে, ঠিক তেমনিভাবে আপন মুসলমান ভাইয়ের কল্যাণ দেখেও যেন সে হিংসাপরায়ণ হয়ে না উঠে।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ.

(٢) اَلْحَدِيْثُ يُؤَيِّدُ مَذْهَبَ الْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ بِاَنَّ مُرْتَكِبَ الْكَبِيْرَةِ خَارِجٌ عَنِ الْاِيْمَانِ فَهٰذَا الْحَدِيْثُ اَيْضًا يَدُلُّ عَلٰى اَنَّ الْحَسَدَ الَّذِىْ هُوَ اَيْضًا مِنَ الْكَبَائِرِ مُنَافٍ لِلْاِيْمَانِ فَمَا الْجَوَابُ عَنْهُ؟

(٣) اَوْضِحْ مَعْنَى الْحَدِيْثِ بِحَيْثُ يَكُوْنُ جَوَابًا عَنِ الْاِعْتِرَاضَاتِ الْوَارِدَةِ عَلَى الْحَدِيْثِ.

---

٦٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهٖ وَوَالِدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ.

সহজ তরজমা

(৬৭) মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার ও মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না রহ. .... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের

মাঝে কেউ সে পর্যন্ত কামিল মুমিন হবে না, যে পর্যন্ত না আমি তার কাছে তার সন্তান-সন্ততি, পিতামাতা এবং সমস্ত মানুষের চাইতে অধিক প্রিয় হব।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهٖ وَ وَالِدِهٖ. এর ব্যাখ্যা

একথা তো সুস্পষ্ট যে, وَلَد এর অর্থের মধ্যে ছেলে-মেয়ে উভয়ই অন্তর্ভুক্ত আছে। তেমনিভাবে وَالِد এর অর্থের মধ্যে মাতা-পিতা উভয়েই শামেল আছে। আর এটা فَاعِل ذِىْ كَذَا হিসেবে আছে। যেমন, تَامِر এর অর্থ ذُوْ تَمْر (খেজুরওয়ালা)। ঠিক তেমনিভাবে وَالِد এর অর্থ- ذُوْ وَلَدٍ , সন্তানওয়ালা অর্থাৎ মাতা-পিতা। তবে হাদীসে বিশেষভাবে সন্তান-সন্ততি ও মাতা-পিতার চেয়ে অধিক ভালবাসা হতে হবে, এটা উদ্দেশ্য নয় বরং স্বভাবতই মানুষের মধ্যে এ দুয়ের মুহাব্বত প্রবল থাকে, এজন্য এ দুই জনের কথা উদাহরণ হিসেবে পেশ করে সর্বপ্রকার ভালবাসার বস্তু উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। চাই তা মানবজাতি থেকে হোক, চাই মাল-সম্পদ থেকে হোক, চাই আপন থেকে হোক, চাই পর থেকে হোক। শুধু তাই নয়, এমনকি নিজের সত্তা থেকেও বেশি মুহাব্বত থাকতে হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি।

যেমন : এক রিওয়ায়াতে وَلَدِهٖ وَ وَالِدِهٖ এর স্থলে مِنْ مَالِهٖ وَاَهْلِهٖ আছে। যার ব্যাপকতার মধ্যে সকল ভালোবাসার বস্তু অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে এবং রিওয়ায়াতের শেষাংশ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ শব্দ আছে। এর দ্বারা উপর্যুক্ত উদ্দেশ্যের প্রতি সমর্থন লাভ হয়। অন্য এক রিওয়ায়াতে তো نَفْس এর কথা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে। কাজেই অর্থ দাঁড়াল : حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ جَمِيْعٍ

مُحَبَّت এর অর্থ ও প্রকারভেদ

مُحَبَّة এর আভিধানিক অর্থ হল, কোনো বস্তুর দিকে অন্তর ধাবিত হওয়া কিংবা কোনো সুস্বাধু জিনিসের প্রতি মনে আকর্ষণ সৃষ্টি হওয়া।

ইমাম রাগিব রহ. مُحَبَّة এর সংজ্ঞা এভাবে করেছেন- اِرَادَةُ مَا تُرَاهُ وَتَظُنُّهُ خَيْرًا। অর্থাৎ কোনো বস্তুকে নিজের জন্য কল্যাণকর মনে করে তা অর্জন করা ইচ্ছা করা। চাই সেটা কল্যাণময় হওয়া নিশ্চিত হোক বা ধারণা প্রসূত হোক।

مُحَبَّة তিন প্রকার। (১) مُحَبَّة طَبْعِى (স্বভাবসুলভ মুহাব্বত) (২) مُحَبَّة عَقْلِى (বিবেকপ্রসূত মুহাব্বত) (৩) مُحَبَّة اِيْمَانِى (ঈমানী দাবী সুলভ মুহাব্বত একে مُحَبَّة شَرْعِى ও বলে। কারো কারো মতে محبة ايمانى এর এক স্তরের নাম مُحَبَّة عِشْقِى

مُحَبَّة طَبْعِى মানুষের ইচ্ছাধীন নয় বরং সৃষ্টিগতভাবেই মানুষের মধ্যে তা থাকে। যেমন : সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার ভালোবাসা ইত্যাদি।

مُحَبَّة عَقْلِى মানুষের আয়ত্তাধীন। মানসিকভাবে কখনো এটা খারাপ মনে হলেও বিবেকের যুক্তিতে একে মানুষ সবকিছুর উপর প্রাধান্য দিয়ে ভালোবাসে। যেমন : তিক্ত ও দুর্গন্ধযুক্ত ঔষধ স্বভাবতই অপছন্দনীয় মনে হয়। তদুপরি তা অসুস্থ ব্যক্তির কাছে প্রিয় ও উদ্দিষ্ট বস্তু হয়ে যায়। কারণ, এটা তার বিবেকের নিকট প্রিয়।

مُحَبَّة اِيْمَانِى হল, যা প্রিয়তমের প্রতি অগাধ সম্মান ও তার মহত্ত্বে বিশ্বাসী হওয়া ও তার দান অনুদান ও রূপ থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে। এর ফলে সে প্রিয়ের চাহিদাকে অন্যসব চাহিদা, এমনকি নিজের আত্মীয়ের ও ব্যক্তিগত চাহিদার উপর প্রাধান্য দেয়। সেখানে না কোনো লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে, না কোনো ক্ষতির ভয়।

এই مُحَبَّة আরেক নাম مُحَبَّة شَرْعِىْ , তবে এ মুহাব্বত যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছুয়ে যায়, তখন প্রেমিকের দৃষ্টিতে নিজের প্রেমাস্পদ ছাড়া আর কিছুই মুখ্য থাকে না। এমনকি নিজের সত্তার প্রতিও কোনো ভ্রুক্ষেপ থাকে না। কারো কারো মতে ওই মুহাব্বতের নাম হয়ে যায় مُحَبَّة عِشْقِى

হাদীসে কোনো مُحَبَّة উদ্দেশ্য

আলোচ্য হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুহাব্বত সবকিছু থেকে বেশি না হলে সে পরিপূর্ণ মুমিন নয়। এখানে কোনো مُحَبَّة উদ্দেশ্য? এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের বিভিন্ন উক্তি পাওয়া যায়।

(১) আল্লামা বদর উদ্দীন আইনী রহ. ও আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ.-এর মতে এখানে مُحَبَّة طَبْعِى উদ্দেশ্য অর্থাৎ পরিপূর্ণ মুমিন হতে হলে স্বভাবসুলভ মুহাব্বতই সবচেয়ে বেশি হতে হবে।

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. মুহাব্বতের কোনো বিভাজন করতে পছন্দ করেন না। তিনি বলেন, মূলত মুহাব্বত একটি গুণের নাম। তাতে কোনো ভাগ নেই। অবশ্য বিভিন্ন সম্পর্কের ভিত্তিতে বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়। এর সম্পর্ক যখন পিতা-মাতা বা সন্তানের সাথে হয়, তখন এর নাম হয় مُحَبَّة طَبْعِى আর এর সম্পর্ক যখন হয় শরী'অতের সাথে তখন তার নাম হয় শরঈ। তিনি তাঁর দাবীর স্বপক্ষে কতিপয় দলিল পেশ করেছেন। নিম্নে দুটি দলিল উপস্থাপন করা হচ্ছে :

(১) আল্লাহ তা'আলা সাহাবাদের গুনাগুণ বর্ণনা করতে গিয়ে কুরআনে কারীমে ইরশাদ ফরমান-

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَائُكُمْ وَاَبْنَائُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوْهَا

وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا ...... الخ

এ আয়াতে আবশ্যিকভাবে বলা হয়েছে, উল্লিখিত সবকিছু থেকে সাহাবাদের অন্তরে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের ভালোবাসা অধিক হতে হবে। আর একথা সুস্পষ্ট যে, উল্লিখিত সবকিছুর প্রতি মানুষের ভালোবাসা طَبْعِىْ বা স্বভাবগতই হয়ে থাকে। আর এদের ভালোবাসা অপেক্ষা আল্লাহ ও রাসূলের ভালোবাসা বেশি হতে হবে একথা চাওয়া হয়েছে। বুঝা গেল, আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি مُحَبَّةٌ طَبْعِىْ-ই অন্যদের তুলনায় বেশি হতে হবে।

(২) অসংখ্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কেরামের নিকট রাসূলের ভালোবাসা সবকিছু থেকে বেশি ছিল। সাহাবাগণ সেই বেশি ভালোবাসা বলতে ওই ভালোবাসাই বুঝতেন, যা তাদের পরস্পরে ছিল। আর তা হল, مُحَبَّةٌ طَبْعِىْ তখন তো مُحَبَّةٌ شَرْعِىْ বলতে মুহাব্বতের একটা প্রকার আছে তা হয়তো তারা জানতেনও না। যেমন : হযরত উমর রাযি. একবার নিজের সত্তার মুহাব্বতের সাথে রাসূলের মুহাব্বতের সাথে তুলনা করে বলেছিলেন-

لَاَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ كُلِّ شَيْئٍ اِلَّا مِنْ نَفْسِىْ

আর একথা অতি সুস্পষ্ট যে, নিজের نَفْس এর সাথে مُحَبَّةٌ طَبْعِىْই থাকে। প্রিয়নবী ﷺ জবাবে বলেছিলেন- لَا وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ এখানে হযরত উমরের নফসের সাথে যেই ভালোবাসা আছে, সেই একই ভালোবাসা রাসূলের প্রতি বেশি হতে হবে বলে বুঝানো হয়েছে। বুঝা গেল, مُحَبَّةٌ একটি গুণই মাত্র। আর তা হল مُحَبَّةٌ طَبْعِىْ কাজেই হাদীসে مُحَبَّةٌ طَبْعِىْ ই উদ্দেশ্য।

(২) কেউ কেউ বলেন, হাদীসে مُحَبَّةٌ عَقْلِىْ উদ্দেশ্য; مُحَبَّةٌ طَبْعِىْ উদ্দেশ্য নয়। কেননা مُحَبَّةٌ طَبْعِى তো অনৈচ্ছিক বিষয় আর কাউকে তো অনৈচ্ছিক বিষয়ে আদেশ করা যায় না।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ও আল্লামা কাযী বায়যাবী রহ.-এর মতও এটাই।

(৩) মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন, হাদীসে مُحَبَّةٌ اِيْمَانِىْ বা مُحَبَّةٌ عَقْلِى উদ্দেশ্য, যা مُحَبَّةٌ عَقْلِى থেকে অগ্রগামী।

আল্লামা ফখরুদ্দীন দেওবন্দী রহ. ও আল্লামা ইউসুফ বিন্নূরী রহ. বলেন- এ মুহাব্বত مُحَبَّةٌ عَقْلِى দ্বারা শুরু হয়। এরপর সেটা উন্নতি করে مَحَبَّةٌ اِيْمَانِى তে পরিণত হয়। এরপর তা যখন আরো উন্নতি লাভ করে, তখন তা مَحَبَّةٌ عِشْقِىْ তে পরিণত হয়ে যায়।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ.

(٢) اَوْضِحْ قَوْلَهُ : مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ.

(٣) كَمْ قِسْمًا لِلْمَحَبَّتِ وَمَا هِيَ ؟ وَمَا الْمُرَادُ بِهَا هٰهُنَا ؟ بَيِّنْ مَعَ ذِكْرِ اَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ فِيْهِ.

٦٨. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا وَلَا تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا اَوَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى شَيْءٍ اِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ؟ اَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ -

সহজ তরজমা

(৬৮) আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা রহ. .... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সে মহান সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমরা ততক্ষণ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা ঈমানদার হবে। আর তোমরা একে অপরের সাথে ভালোবাসা ব্যতিরেকে কামিল ঈমানদার হবে না। আমি কি তোমাদের এমন একটি বিষয়ের সন্ধান দিব না, যখন তোমরা তা করবে, তখন তোমরা একে অন্যকে ভালোবাসতে পারবে? তা হলো, তোমরা পরস্পর সালাম বিনিময় করবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا এর ব্যাখ্যা : لَا تَدْخُلُوْا এটা نهى এর সীগাহ। কিন্তু নফী এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ, ভাষাবিদগণ কখনো نهى বলে نفى আবার কখনো نفى বলে نهى উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন। অনুরূপভাবে لَا تَؤْمِنُوْا শব্দটিও نهى এর সীগাহ, কিন্তু نفى এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

এ বাক্যটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল্লামা নববী রহ. বলেন– لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا এটা বাহ্যিক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا দ্বারা

نفس اِيْمَان উদ্দেশ্য এবং دُخُوْل দ্বারা نَفْس دُخُوْل উদ্দেশ্য।

মর্মার্থ এই যে, যার ঈমান থাকবে না, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না বরং সে চিরজীবন জাহান্নামে থাকবে।

পক্ষান্তরে আল্লামা আবূ আমর রহ. বলেন, حَتّٰى تُؤْمِنُوْا এর মধ্যকার اِيْمَان দ্বারা اِيْمَان كَامِل উদ্দেশ্য। আর دُخُوْل দ্বারা উদ্দেশ্য হল دُخُوْل اُوْلٰى এ সূরতে মর্মার্থ হবে, তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ মুমিন না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথম বারই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ.

(٢) اَشْرَحِ الْحَدِيْثَ حَقَّ التَّشْرِيْحِ.

٦٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ثَنَا الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهٗ كُفْرٌ.

সহজ তরজমা

(৬৯) মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে নুমায়র ও হিশাম ইবনে আম্মার রহ. ..... আবদুল্লাহ্ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকী (গুনাহর কাজ) এবং তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কুফরী।

٧٠. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ ثَنَا جَعْفَرٌ الرَّازِىُّ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا عَلَى الْاِخْلَاصِ لِلّٰهِ وَحْدَهٗ وَعِبَادَتِهٖ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ مَاتَ وَاللّٰهُ عَنْهُ رَاضٍ.

قَالَ اَنَسٌ وَهُوَ دِيْنُ اللّٰهِ الَّذِىْ جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ وَبَلَّغُوْهُ عَنْ رَبِّهِمْ

قَبْلَ هَرْجِ الْاَحَادِيْثِ وَاخْتِلَافِ الْاَهْوَاءِ وَتَصْدِيْقُ ذٰلِكَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ فِيْ اٰخِرِ مَا نُزِّلَ يَقُوْلُ اللّٰهُ فَاِنْ تَابُوْا (قَالَ خَلْعُ الْاَوْثَانِ وَعِبَادَتِهَا) وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ.

حَدَّثَنَا اَبُوْ حَاتِمٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى الْعَبْسِىُّ ثَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ الرَّازِىُّ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ اَنَسٍ مِثْلَهُ.

সহজ তরজমা

(৭০) নাসর ইবনে আলী জাহযামী রহ. ..... আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দুনিয়া ত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহ্র প্রতি ইখলাসের সাথে, আল্লাহ্র ইবাদতে কাউকে শরীক না করে, সালাত আদায় করে ও যাকাত প্রদান করে, সে এমনভাবে মারা যায় যে, আল্লাহ্ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন।

আনাস রাযি. বলেন, এটা হল আল্লাহর দীন, যা নিয়ে রাসূলগণ আগমণ করেন এবং তাঁরাও তাঁদের রবের তরফ থেকে নিজেদের মনগড়া কোনোকিছু সংমিশ্রণ ছাড়াই তা প্রচার করেছেন। যার সত্যতা কুরআনের শেষের দিকে অবতীর্ণ আয়াতে রয়েছে। আল্লাহ্ বলেন–

فَاِنْ تَابُوْا (قَالَ خَلْعُ الْاَوْثَانِ وَعِبَادَتِهَا) وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوا الزَّكٰوةَ.

“যদি তারা তাওবা করে (রাবী বলেন, মূর্তিপূজা ছেড়ে দেয়), সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে।” (৯ : ৫)

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন–

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُو الصَّلٰوةَ وَاٰتَوا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ.

“যদি তারা তাওবা করে, নামায আদায় করে ও যাকাত প্রদান করে, তবে তারা তোমাদের দীনী ভাই।” (৯ : ১১)

আবূ হাতিম রহ. .... রবী ইবনে আনাস রাযি. থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٧١. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْاَزْهَرِ ثَنَا اَبُو النَّضْرِ ثَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ.

সহজ তরজমা

(৭১) আহমদ ইবনে আযহার রহ. ..... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমাকে মানুষের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই এবং নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্র রাসূল, সাথে সাথে তারা সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত আদায় করবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কতিপয় প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন : ১ : قَوْلُهُ حَتّٰى يَشْهَدُوْا আলোচ্য হাদীসে বলা হয়েছে, قِتَال এর غَايَت (সীমানা) হল شَهَادَة ، اِقَامَةُ الصَّلٰوة ، اِيْتَاء زَكٰوة ; এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোনো ব্যক্তি যদি تَوْحِيْد ও رِسَالَت কে স্বীকার করে নেয়, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তা হলে সে مَعْصُوْمُ الدَّمِ হয়ে যাবে অর্থাৎ তাকে হত্যা করা যাবে না। যদিও সে শরী'অতের অবশিষ্ট আহকামসমূহকে অস্বীকার করে। অথচ এটা সঠিক নয়।

উত্তর : রিসালাতকে স্বীকার করার অর্থ হচ্ছে, اَلتَّصْدِيْقُ بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সবকিছুর تَصْدِيْق রিসালাতের স্বীকারোক্তির মধ্যেই নিহিত আছে। সুতরাং রিসালাতের স্বীকৃতির মধ্যে সবই অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

প্রশ্ন : ২ : পূর্বের প্রশ্নের জবাব দ্বারা বুঝা গেল, রিসালাতের স্বীকারোক্তির মধ্যে সবই অন্তর্ভুক্ত আছে। যদি তাই হয়, তবে পরে নামায ও যাকাতের কথা আবার আলাদা করে উল্লেখ করা হল কেন? এবং حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ এর উপর ক্ষান্ত করা হল না কেন?

উত্তর : নামায ও যাকাতের অধিক মহত্ত্ব বুঝানোর জন্য এমনটি করা হয়েছে। কেননা নামায হল সমস্ত بَدَنِىْ (দৈহিক) ইবাদতের মূল আর زَكٰوة হল সমস্ত مَالِىْ (আর্থিক) ইবাদতের মূল।

প্রশ্ন : ৩ : আলোচ্য হাদীস থেকে বুঝে আসে, আল্লাহর একত্ববাদ অস্বীকারকারী প্রত্যেকের সাথে যুদ্ধ করা আবশ্যক। সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্রে যে সব অমুসলিম জিযিয়া (কর) দিয়ে বসবাস করে অথবা যাদের সাথে সরকারের শান্তি চুক্তি হয়েছে, তারা এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত হবে অর্থাৎ তাদের সাথেও যুদ্ধ করা হবে। কেননা হাদীসে যুদ্ধের "সীমানা" শাহাদাত, নামায কায়েম করা ও যাকাত আদায় করাকে নির্ধারণ করা হয়েছে আর এগুলো তাদের মধ্যে অনুপস্থিত। অথচ কুরআন হাদীস অনুসন্ধান করলে যুদ্ধ বন্ধের সীমানা তিনটি

পাওয়া যায়। সেগুলো হল (১) ইসলাম কবুল করা। (২) জিযিয়া (কর) প্রদান করা। (৩) সন্ধি বা শান্তিচুক্তি করা।

জিযিয়ার ব্যাপারে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে- حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُوْنَ অর্থাৎ যতক্ষণ না তারা করজোর করে জিযিয়া প্রদান করে, ততক্ষণ তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ অব্যাহত রাখ।

সন্ধির ব্যাপারে কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- إِلَّا عَلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقٌ অর্থাৎ তোমাদের সাথে যাদের চুক্তি বিদ্যমান আছে, তাদের মোকাবেলায় (যুদ্ধ) নয়।

অথচ আলোচ্য হাদীস দ্বারা যুদ্ধ বন্ধের শুধু একটি প্রক্রিয়া জানা যাচ্ছে।

উত্তর : এ প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর দেওয়া হয়েছে।

(১) যেমন : কেউ কেউ বলেন, হাদীসের এ হুকুমটি ইসলামের প্রাথমিক যুগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তখন জিযিয়া ও চুক্তি সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ হয় নি। পরবর্তী সময়ে যখন জিযিয়া গ্রহণ ও চুক্তি সম্পর্কিত বিধান প্রবর্তিত হয়, তখন জিহাদের হুকুম রহিত হয়ে যায়।

(২) কোনো কোনো আলেম এ প্রশ্নের জবাবে বলেন, হাদীসে أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ এর মধ্যে نَاس শব্দটি যদিও عَام কিন্তু উদ্দেশ্য خَاص অর্থাৎ এর দ্বারা বিশেষত মুশরিকীন উদ্দেশ্য। যেমন : নাসাঈ শরীফের এক রিওয়ায়াতে أُقَاتِلَ النَّاسَ এর পরিবর্তে أُقَاتِلَ الْمُشْرِكِيْنَ শব্দ এসেছে। আর মুশরিকদের বিষয়ে যুদ্ধ থেকে অব্যাহতির একটি মাত্র পথই খোলা আছে। তা ইসলাম গ্রহণ করা। পক্ষান্তরে জিযিয়ার সম্পর্ক হল শুধু আহলে কিতাবদের সাথে। আর সন্ধির বিষয়টি যদিও মুশরিকদের সাথে সম্পর্কিত, কিন্তু যেহেতু সন্ধির কারণে যুদ্ধ বন্ধের বিষয়টি সীমিত সময়ের জন্য কার্যকর হয়ে থাকে, একেবারে তা বন্ধ হয়ে যায় না, এজন্য হাদীসে সে বিষয়ে কিছু বলা হয় নি। এ সূরতে হাদীসখানা তার ব্যাপক অর্থে উপর অবশিষ্ট থাকবে।

(৩) এ হাদীসটি عَامٌ خُصَّ مِنْهُ الْبَعْضُ এর পর্যায়ভুক্ত অর্থাৎ এ হাদীসখানা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর একত্ববাদ স্বীকার করে নেওয়া, নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করাই যুদ্ধ বন্ধের একমাত্র পথ। আর نَاس শব্দটি মুশরিক ও আহলে কিতাব সবাইকে শামেল করে। তবে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও অন্যান্য হাদীস, এদের মধ্য থেকে কিছুসংখ্যক মানুষকে এ হুকুম থেকে খাস করে নিয়েছে। তারা হল, যারা জিযিয়া প্রদান করে ও যাদের সাথে চুক্তি হয়েছে। কারণ, তারাও যুদ্ধের বিধান বহির্ভূত।

وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ এর ব্যাখ্যা : إِقَامَةُ الصَّلَاةِ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, সর্বদা নামায আদায় করা অথবা নামায আদায় করা। আর নামায বলতে ফরয নামায উদ্দেশ্য।

নামায তরককারীর হুকুম

কোনো ব্যক্তি যদি নামাযের ফরযিয়ত অস্বীকার করে অথবা নামাযের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, তা হলে সে কাফের ও মুরতাদ এবং সর্বসম্মতিক্রমে সে হত্যার যোগ্য সাব্যস্ত হয়ে যায়। তবে অলসতাবশত কেউ নামায তরক করলে তার হুকুম কি, এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

ইমাম আহমদ রহ.-এর মতে সে নামায তরক করার দরুন কাফের ও মুরতাদ হয়ে গেছে। বিধায় তাকে মুরতাদ হিসেবে হত্যা করা ওয়াজিব।

তবে ইমাম শাফিঈ রহ. ও মালেক রহ.-এর নিকটে সে মুরতাদ হয়ে যায় না; তবে সে যে অপরাধ করেছে, সেই অপরাধের حَد (ইসলামের দণ্ড) হিসেবে তাকে হত্যা করতে হবে।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মতে তাকে তিন দিন পর্যন্ত আটক করে রাখা হবে। এর মধ্যে যদি সে তওবা করে নামায শুরু করে দেয়, তা হলে তো কোনো কথাই নেই। তা না হলে তাকে বেত্রাঘাত করতে করতে রক্তাক্ত করে দেওয়া হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সে নামায শুরু না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে ছাড়া হবে না।

তিন ইমাম আলোচ্য হাদীস দ্বারা বেনামাযীকে হত্যা করার সপক্ষে প্রমাণ পেশ করে থাকেন।

হানাফীদের পক্ষ থেকে তাদের দলিলের জবাবে বলা হয়, এ হাদীসের সাথে এ মাসআলার কোনো সম্পর্ক নেই। কেননা বিতর্কিত বিষয় হল, নামায তরককারীকে হত্যা করা। আর হাদীসে اُقَاتِل শব্দ এসেছে যা مُقَاتَلَه তথা বাবে مُفَاعَلَه থেকে গৃহীত। হাদীসের শব্দ اَقْتُل নয়, যা قَتَل থেকে উদ্ভূত। আর قِتَال ও قَتَل এর মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। قِتَال অর্থ, যুদ্ধ করা; হত্যা নয়।

সুতরাং হাদীসের মর্মার্থ দাঁড়াল- যদি কোনো অঞ্চলের লোক অথবা দল নামায তরকের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়, তবে সরকারের কর্তব্য হল, তাদেরকে প্রতিহত করা। প্রয়োজনে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা। হাদীসের উদ্দেশ্য এই নয় যে, নামায তরককারীকে জোরপূর্বক হত্যা করা হবে।

বি. দ্র. হাদীস দ্বারা মুসান্নিফ রহ.-এর উদ্দেশ্য হল মুরজিয়াহ কার্‌রামিয়্যা -দেরকে রদ করা। কারণ, তারা বলে- নাজাতের জন্য আন্তরিক বিশ্বসই যথেষ্ট আমলের প্রয়োজন নেই- একথা সঠিক নয়। কারণ, হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল, تَرْك قِتَال এর জন্য اِقْرَار شَهَادَتَيْن এর সাথে সাথে اِقَامَت صَلَاة ও اِيْتَاء زَكٰوة -ও জরুরি।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ.

(٢) يَثْبُتُ بِالنُّصُوْصِ اَنَّ غَايَةَ الْقِتَالِ ثَلَاثَةٌ وَالْحَدِيْثُ يَدُلُّ عَلٰى اَنَّ غَايَتَهُ قَبُوْلُ الْاِسْلَامِ فَقَطْ فَكَيْفَ التَّطْبِيْقُ؟

(٣) مَا حُكْمُ تَارِكِ الصَّلَاةِ؟ اُكْتُبْ مَعَ بَيَانِ مَذَاهِبِ الْاَئِمَّةِ فِيْهِ مُدَلَّلًا مُوَضَّحًا.

(٤) مَاذَا غَرَضُ الْمُصَنِّفِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ؟ بَيِّنْهُ.

---

٧٢. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْاَزْهَرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ بَهْرَامَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غُنْمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ.

সহজ তরজমা

(৭২) আহমদ ইবনে আযহার রহ. .... মু'আয ইবনে জাবাল রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন আমাকে মানুষের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা এরূপ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই এবং নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্‌র রাসূল; সাথে সাথে আর তারা সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত প্রদান করবে।

٧٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الرَّازِيُّ اَنْبَأَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ اللَّيْثِيُّ ثَنَا نِزَارُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صِنْفَانِ مِنْ اُمَّتِىْ لَيْسَ لَهُمَا فِى الْاِسْلَامِ نَصِيْبٌ اَهْلُ الْاَرْجَاءِ وَاَهْلُ الْقَدْرِ.

সহজ তরজমা

(৭৩) মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল রাযী রহ. .... ইবনে আব্বাস ও জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রাযি. থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে হতে দুটি শ্রেণীর জন্য ইসলামের কোনো অংশ নেই। একটি হল মুরজিয়া সম্প্রদায় ও অপরটি হল কাদরিয়া সম্প্রদায়।

٧٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ عُثْمَانَ الْبُخَارِيُّ سَعِيْدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنِى ابْنَ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مُجَاهِدٍ عن مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا اَلْاِيْمَانُ يَزِيْدُ وَيَنْقُصُ .

সহজ তরজমা

(৭৪) আবূ উসমান বুখারী সায়ীদ ইবনে সাদ রহ. .... আবূ হুরাইরা ও ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, ঈমান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং হ্রাসও পায়।

٧٥. حَدَّثَنَا اَبُوْ عُثْمَانَ الْبُخَارِيُّ ثَنَا الْهَيْثَمُ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَارِثِ اَظُنُّهُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ اَلْاِيْمَانُ يَزْدَادُ وَ يَنْقُصُ.

সহজ তরজমা

(৭৫) আবূ উসমান বুখারী রহ. ...... আবূ দারদা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈমান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং হ্রাসও পায়।

بَابٌ فِى الْقَدَرِ

অনুচ্ছেদ : তাকদীর প্রসঙ্গে

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

تَقْدِيْر এর অর্থ : তাকদীর শব্দটি قَدَرٌ (কাফ ও দালে যবর দিয়ে) থেকে নির্গত। এর অর্থ– নির্ধারণ করা, ব্যবস্থাপনা করা, পরিমাপ করা ইত্যাদি।

শরঈ সংজ্ঞা : শরী'অতের পরিভাষায় تَقْدِيْر বলা হয়, সৃষ্টির যাবতীয় বিষয় তথা ভালো-মন্দ, উপকার, অপকার ইত্যাদির স্থান, কাল এবং এ সবের শুভ-অশুভ পরিণাম পূর্ব থেকে নির্ধারিত থাকাকে।

"قَدَر" শব্দের সাথে সাধারণত আরেকটি শব্দ ব্যবহৃত হয়। তা হল, قَضَاء অর্থাৎ ফায়সালা করা, হুকুম দেওয়া ইত্যাদি।

শরী'অতের পরিভাষায় قَضَاء বলা হয়, অনন্তকাল ধরে সৃষ্ট বস্তু সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলার অনাদি ইচ্ছা বা পরিকল্পনাকে।

قَضَاء ও قَدَر এর মধ্যে পার্থক্য

অধিকাংশ আলেম বলেন, قَضَاء ও قَدَر একটি অপরটির প্রতিশব্দ। দুটির মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। আবার কেউ কেউ বলেন, দুটির মাঝে কিছু পার্থক্য আছে। أَزَل তথা অনাদিকালে আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ও পরিকল্পনাকে বলা হয় কাযা আর ওই সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনার বিস্তারিত ও বাস্তবায়নরূপই হচ্ছে কদর। যেমন, কোনো ঘর বানানোর ইচ্ছা করলে তার যে একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র মাথায় ভেসে উঠে, তাকে قَضَاء এর পর্যায়ে আর সেই চিত্র অনুযায়ী যেই বাড়ি প্রস্তুত হয়, তা قَدَر এর পর্যায়ে।

তাকদীর বিষয়ে একটি জ্ঞাতব্য

তাকদীরের মাসআলাটি নিতান্তই একট স্পর্শকাতর বিষয়। যা আল্লাহর অপরাপর রহস্যের মতো একটি রহস্য। সেই রহস্য সম্পর্কে আল্লাহ পাক তার কোনো নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা বা কোনো নবী-রাসূলকেও অবহিত করেন নি। এজন্য এ বিষয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করা জায়েয নেই বরং কুরআন ও হাদীসে এ বিষয়ে যতটুকু এজমালী বা সারগর্ভ ধারণা দেওয়া হয়েছে, ততটুকুর উপরই ক্ষান্ত করে তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা কর্তব্য। বিষয়টিকে পূর্ণরূপে অনুধাবন করা মানুষের শক্তি বহির্ভূত কাজ। এ বিষয়ে যতই বুদ্ধি খাটানো হবে, ততই বিপদগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। হযরত আলী রাযি.-কে যখন এক ব্যক্তি তাকদীর সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিল, তখন তিনি এ দিকেই ইঙ্গিত করেন। তিনি বলেন–

طَرِيْقٌ مُظْلِمٌ فَلَا تَسْلُكْهُ فَاَعَادَ السُّوَالَ فَقَالَ بَحْرٌ عَمِيْقٌ فَلَا تَلِجْهُ وَاَعَادَ السُّوَالَ فَقَالَ سِرُّ اللّٰهِ تَعَالٰى خَفِيٌّ عَلَيْكَ فَلَا تُفْشِهِ.

অর্থাৎ এটি একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন রাস্তা, তুমি এ পথে চলো না। পুনরায় প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন– এটি গভীর সমুদ্র, তুমি তাতে ডুব দিও না। আবার প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন– এটা আল্লাহর একটি গোপন রহস্য ভাণ্ডার, তুমি তা উন্মুক্ত করতে যেয়ো না।

অনুরূপভাবে হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত একটি হাদীস দ্বারাও তা-ই প্রমাণিত হয়। হাদীসটি হল–

مَنْ تَكَلَّمَ فِىْ شَيْئٍ مِنَ الْقَدْرِ سُئِلَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيْهِ لَمْ يُسْئَلْ عَنْهُ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাকদীর সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে কথা বলবে, কিয়ামতের দিন এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। আর যে এ বিষয়ে কথা বলবে না, তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে না।

সুতরাং এ বিষয়ে যুক্তির পিছনে পড়বে না। কারণ, এতে জাবরিয়া বা কাদরিয়া হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। সারকথা, এ বিষয়ে এতটুকু বিশ্বাস রাখা ওয়াজিব যে, আল্লাহ তা'আলা তার মাখলুক সৃষ্টি করেছেন। তাদেরকে বিভক্ত করেছেন দু'ভাগে। তন্মধ্য হতে একভাগ নিজ অনুগ্রহ ও কৃপায় জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন আর অপর ভাগকে আদল ও ইনসাফের সাথে দোজখের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এতে কারো কোনো দ্বিমত পোষণ করার অবকাশ নেই।

তাকদীরের প্রকারভেদ

তাকদীর দু প্রকার। (১) مُبْرَم (২) مُعَلَّق

যে তাকদীরে কোনো পরিবর্তন হয় না, তাকে تَقْدِيْر مُبْرَم বলে। যেমন : কোনো শর্ত ছাড়া তাকদীরে লিখা আছে, তার এ রোগ আরোগ্য হবে না।

পক্ষান্তরে যে তাকদীরে পরিবর্তন হয়, তাকে تَقْدِيْر مُعَلَّق বলে। যেমন– লিখা আছে, এ পন্থায় চিকিৎসা করলে সে আরোগ্য লাভ করবে।

তাদবীর তাকদীরের পরিপন্থী নয়

কাজ সম্পাদনের জন্য উপায়-উপকরণ অবলম্বন করাকে তাদবীর বলা হয়। তাদবীরের সাথে তাকদীরের কোনো সংঘাত নেই। কাজেই আসবাব অবলম্বন করা তাকদীরের বিশ্বাসের পরিপন্থী হবে না। কেননা এ আসবাব অবলম্বনের কথাও তাকদীরে লিখিত আছে।

একবার এক সাহাবী প্রশ্ন করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা যে ঝাড়-ফুঁক করিয়ে থাকি, ঔষধ খেয়ে থাকি অথবা আত্মরক্ষার জন্য যে উপায় অবলম্বন করে থাকি, তা-কি তাকদীরের কোনো কিছু রদ করতে পারবে? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের এ সকল চেষ্টাও তাকদীরের অন্তর্গত। সুতরাং তাদবীরের শেষ সীমায় না পৌঁছুয়ে বলা যায় না যে, এ কাজটি হবে না বা এটি আমার তাকদীরে নেই।

তাকদীর সম্পর্কে হক ও বাতিলপন্থীদের মতামত

তাকদীর বিষয়ে উম্মত তিন ভাগে বিভক্ত।

(১) জাবরিয়া : তাদের মত হল, বান্দা শক্তিহীন জড়পদার্থের অনুরূপ। পাথর যেমন শক্তিহীন একটি পদার্থ, তদ্রুপ মানুষও আল্লাহর কাজে শক্তিহীন মাজবূর এক সত্তা। কোনো কাজে তার কোনো ধরনের ক্ষমতা বা স্বাধীনতা নেই।

কিন্তু তাকদীর বিষয়ে জাবরিয়াদের এ মাযহাব সম্পূর্ণ বাস্তবতা বহির্ভূত। কারণ, বান্দার যদি নিজ কর্মে কোনো দখল না থাকে, তবে স্বেচ্ছাকৃত স্পন্দন

আর জড়শিহরণের মাঝে কোনোই পার্থক্য থাকবে না। অথচ এতদুভয়ের মাঝে পার্থক্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তা ছাড়া আমাদের কাজকর্ম, যেমন– খানা-পিনা, চলা-ফেরা আর বাতাস চলা ও পাথর পড়ে যাওয়া একরকম নয়। কাজেই বুঝা গেল, বান্দা একদম জড়পদার্থের মতো মাজবূর [বাধ্য/পরনির্ভর] নয় বরং তার কিছু না কিছু স্বাধীনতা ও ইচ্ছার প্রতিফলন অবশ্যই আছে। এতদভিন্ন তাদের মতে মানুষ তার কাজের জন্য মোটেই দায়ী নয়। সমস্ত কিছুর জন্য দায়ী খোদ আল্লাহ্ তা'আলা। অথচ তারা কোনো চোর-ডাকাতকে এ কথা বলে ছেড়ে দেয় না যে, এগুলো তাদের ইচ্ছাকৃত কাজ নয়। এর দ্বারা তাদের ভ্রান্তি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল।

(২) কাদরিয়া বা মুতাযিলা : তাকদীর সম্বন্ধে এ সম্প্রদায়ের বিশ্বাস হল, মানুষের কাজের স্রষ্টা সে নিজেই। কাজের উপর মানুষ পূর্ণ স্বাধীন ও শক্তিমান। এতে আল্লাহ্‌র কোনো দখল নেই। বান্দা যখন যা ইচ্ছা করে, সে তখন তা বাস্তবায়ন করতে পারে। বান্দার ইচ্ছা আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অধীন নয়। তারা তাদের এ মাযহাবের স্বপক্ষে কতগুলো যুক্তি উপস্থাপন করে থাকে।

প্রথম যুক্তি

কাজের মধ্যে ভালো-মন্দ উভয়ই রয়েছে। কাজেই কাজের স্রষ্টা যদি আল্লাহকে সাব্যস্ত করা হয়, তা হলে আল্লাহ্‌র দিকে মন্দ কাজের নিসবত করা আবশ্যক হয়ে পড়ে আর এটা বৈধ নয়।

দ্বিতীয় যুক্তি

আল্লাহ্ পাক যদি اَفْعَال এর خَالِق হোন, তা হলে বান্দা মজবূর হয়ে পড়বে। এরপর তাকে দায়িত্ব অর্পন হবে تَكْلِيْف مَا لَايُطِيْق অর্থাৎ বান্দাকে এমন কাজের দায়িত্ব দেওয়া, যার ক্ষমতা তার নেই। অনুরূপভাবে কোনো অপরাধের কারণে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে নীতি বহির্ভূত। এমতাবস্থায় নবী-রাসূল প্রেরণ, কিতাব অবতীর্ণ করা এ সবই অনর্থক কাজ বলে বিবেচিত হবে।

(৩) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত : তাদের বিশ্বাস হল, উপরিউক্ত দুই মাযহাবের মাঝামাঝি অর্থাৎ বান্দার কর্মের স্বাধীনতা রয়েছে। মানুষকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কর্মের এমন এক শক্তি দেওয়া হয়েছে, যা خَلْق তথা সৃষ্টির ক্ষমতা রাখে না। কিন্তু كَسْب তথা অর্জনের ক্ষমতা রাখে। মানুষের মধ্যে এই كَسْب এর ক্ষমতা আছে বলেই ভালোর জন্য প্রতিদান এবং মন্দের জন্য তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। আবার এ ক্ষমতাটি স্বয়ংসম্পন্ন না হওয়ায় মানুষকে নিজ ইচ্ছার ও কর্মের خَالِق তথা স্রষ্টা বলে অভিহিত করা যায় না।

অনুরূপভাবে মানুষের মাঝে এ শক্তি আছে বলে, তাকে শক্তিহীন জড়পদার্থের মতও গণ্য করা যায় না। ইমাম আবূ হানীফা রহ. বলেন, মানুষকে দায়িত্ব

অর্পণের বিষয়টি মাঝামাঝি ধরনের একটি বিষয়। এখানে যেমনি পূর্ণাঙ্গ মাজবুরী ও বাধ্যবাধকতা নেই তেমনি পূর্ণ স্বাধীনতাও নেই।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের দলীল

(১) আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে ইরশাদ ফরমান, اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ আর شَيْءٍ শব্দটি عَامٌ (ব্যপক) চাই দৃষ্টবস্তু হোক, চাই কাজকর্ম হোক। কাজেই বুঝা গেল, আল্লাহ পাক কাজকর্মেরও স্রষ্টা

(২) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন, وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ও তোমাদের কর্মসমূহকে সৃষ্টি করেছেন।

(৩) তদুপরি যদি বান্দাকে কর্মের স্রষ্টা বলা হয়, তবে আল্লাহর মাখলূক অপেক্ষা বান্দার مَخْلُوْق বেশি হয়ে যাবে। কারণ, দৃষ্টবস্তু অপেক্ষা কাজকর্ম বেশী। আর কাজকর্মের স্রষ্টা বান্দা। কাজেই বান্দার সৃষ্টবস্তু আল্লাহর সৃষ্টবস্তু অপেক্ষা বেশী হল।

কাদরিয়াদের দলিল খণ্ডন

✪ তাদের প্রথম দলিলের জবাব, خَلْقَ شَرّ অনিষ্টকে সৃষ্টি করা খারাপ নয় বরং كَسْبِ شَر (অনিষ্ট অর্জন) হল খারাপ। আর আল্লাহ পাক যেহেতু شَرّ এর স্রষ্টা, তাই তাঁর দিকে شَرّ এর সম্পৃক্ত করা আবশ্যক হয় না।

✪ দ্বিতীয় দলিলের জবাব, বান্দা كَسْب বা কামাই হিসেবে আদিষ্ট বা দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং তার كَسْب এর স্বাধীনতা আছে। সে জড়-পদার্থের মতো বিলকুল মাজবূর নয়। এ হিসেবেই নবী-রাসূল প্রেরণ ও কিতাব অবতীর্ণ করা ইত্যাদি অনর্থক হয় না। আর এই كَسْب এর ক্ষমতা থাকার কারণেই বান্দা অপরাধ করলে সে শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হবে।

সারকথা, আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের মতে বান্দার পূর্ণাঙ্গ ইখতিয়ারও নেই আবার সে পূর্ণাঙ্গ এখতিয়ারহীনও নয়। আবার তার এ এখতিয়ারও আল্লাহর ইচ্ছার অধীন। যেমন, আল্লাহ পাক বলেন– وَمَا تَشَاءُوْنَ إِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ

হযরত আলী রাযি.-কে এক ব্যক্তি তাকদীর সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি জবাবে তাকে বলেন, তুমি এক পা উঠাও! সে উঠাল। এরপর বললেন, অপর পা উঠাও এবার সে আর উঠাতে পারল না। তখন তিনি বললেন : তাকদীর এ রকমই যে, বান্দার কিছু ক্ষমতা তো আছে; আবার কিছু ক্ষমতা নেই।

خَلْق ও كَسْب এর মধ্যে পার্থক্য

خَلْق (সৃষ্টি) ও كَسْب (অর্জনের) মাঝে কয়েকটি পার্থক্য দেখা যায়।

(১) خَلْق হল উপায় ও মাধ্যম ব্যতিরেকে কোনো কর্মের অস্তিত্ব দেওয়া আর كَسْب হল উপায় ও যন্ত্রের মধ্যস্থতায় কর্মের অস্তিত্ব দেওয়া।

(২) যেই فِعَل মহল্লে কুদরতের সাথে স্থিতিশীল হয়, তাকে كَسْب বলে। যেমন, বান্দার اِيْمَان ও كُفْر বান্দার সাথে স্থিতিশীল হয়। কাজেই তা كَسْب পক্ষান্তরে যা مَحَل قُدْرَت এর সাথে স্থিতিশীল হয় না, তাকে خَلْق বলে।

(৩) যে কাজ قُدْرَت قَدِيْمَه (অনাদী ক্ষমতা) থেকে প্রকাশ পায় তাকে خَلْق বলে। আর যা قُدْرَت حَادِثَه (ক্ষণস্থায়ী শক্তি) থেকে প্রকাশ পায়, তাকে كَسْب বলে।

একটি দ্বন্দ্ব ও তার নিরসন

একথা সর্বস্বীকৃত যে, পাপাচার ও কুফর এ সবই আল্লাহ তা'আলার قَضَاء ও قَدْر এর অন্তর্ভুক্ত। আর رِضَا بِالْقَضَاء তথা আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকা ওয়াজিব। অপরদিকে رِضَا بِالْكُفْر তথা কুফরের ব্যাপারে সন্তুষ্টি কুফর। সুতরাং এতদুভয়ের মাঝে সংঘর্ষ বিদ্যমান। এর সমাধান কী?

উত্তর : এখানে দুটি বিষয় রয়েছে। (এক) মাসদারের অর্থে قَضَاء অর্থাৎ خَلْق ও اِيْجَاد -এটা আল্লাহর গুণ। (দুই) اِسْم مَفْعُوْل এর অর্থে قَضَاء অর্থাৎ যার সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে। আর এটা বান্দার গুণ।

জবাবের সারকথা হল, رِضَاء তথা সন্তুষ্টি ওই قَضَاء এর উপর وَاجِب যা মাসদারের অর্থে যা কিনা আল্লাহর সিফত। আর رِضَاءٌ بِالْكُفْر যে كُفْر সেটা দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ওই قَضَاء যা কিনা বান্দার সিফত।

٧٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُوْنِ الرَّقِّيُّ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَ هُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ اِنَّهُ يُجْمَعُ خَلْقُ اَحَدِكُمْ فِىْ بَطْنِ اُمِّهِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللّٰهُ اِلَيْهِ الْمَلَكَ فَيُؤْمَرُ بِاَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، فَيَقُوْلُ اُكْتُبْ عَمَلَهُ وَاَجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِيٌّ اَمْ سَعِيْدٌ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ

فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَاِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا اِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا .

সহজ তরজমা

(৭৬) আলী ইবনে মুহাম্মদ ও আলী ইবনে মাইমূন রাক্কী রহ. ..... আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ﷺ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, যিনি সত্যবাদী ও সত্যবাদী উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। বস্তুত তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টি (অর্থাৎ বীর্য) তার মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত স্থির রাখা হয়। এরপর তা অনুরূপভাবে রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়। এরপর তা একইরূপে মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়। অবশেষে আল্লাহ তার নিকট একজন ফিরিশতা পাঠান। তখন তাকে চারটি বিষয় লিপিবদ্ধ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয় এবং বলেন, তার আমল, তার হায়াত, তার রিয্ক এবং সে কি বদবখত না নেকবখত তা লিখ। ওই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয়ই তোমাদের কেউ অবশ্যই জান্নাতীদের মতো আমল করতে থাকে, এমনকি তার এবং জান্নাতের মাঝে এক হাত পরিমাণ দূরত্ব থাকে। ইত্যবসরে তাকদীর তার দিকে এগিয়ে আসে। তখন সে জাহান্নামীদের মতো আমল করে। ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে। আর তোমাদের কেউ অবশ্যই জাহান্নামীদের মতো আমল করতে থাকে, এমনকি তার এবং জাহান্নামের মাঝে এক হাত পরিমাণ দূরত্ব বিদ্যমান থাকে। এ সময় তাকদীর তার দিকে এগিয়ে আসে, তখন সে জান্নাতীদের মতো আমল করে। ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ এই বাক্যটির মধ্যে দু'টি তারকীবের সম্ভাবনা রয়েছে।

এক. حَال হবে পূর্বে উল্লিখিত رَسُوْلُ اللّٰهِ থেকে। **দুই.** جملہ معترضہ হবে, পূর্ব ও পরের সাথে এর শাব্দিক কোনো যোগসূত্র থাকবে না।

তবে جملہ معترضہ ধরে ترکیب করা এখানে উত্তম হবে। কারণ, এতে বুঝা যাবে, এ গুণটি রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর সর্বাবস্থার গুণ। শুধু কথাটি যখন বলেছেন তখনকার গুণ নয়। পক্ষান্তরে حال হিসেবে ترکیب করলে এটা বুঝা যায় না বরং তখন বুঝা যায়, এটা কেবল রাসূলুল্লাহ্ﷺ যখন হাদীস বর্ণনা করেন, তখনকার গুণ।

صَادِقٌ : এর অর্থ হল, তিনি তাঁর সকল কর্মকাণ্ডে সত্যবাদী।

اَلْمَصْدُوْقُ : এর অর্থ হল, اَلْمَصْدُوْقُ فِىْ جَمِيْعِ مَا اَتَاهُ مِنْ وَحْىِ الْكَرِيْمِ

তথা তাঁর নিকট যত অহী এসেছে, তার সবগুলোতেই তিনি সত্যের উপর রয়েছেন অর্থাৎ অহীর মাধ্যমে তার নিকট যা কিছু বলা হয়েছে, সবই সত্য। এতে কোনো সন্দেহ নেই।

إِنَّهُ يُجْمَعُ خَلْقُ أَحَدِكُمْ فِىْ بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا এর ব্যাখ্যা

এখানে خَلْقُ أَحَدِكُمْ এর শুরুতে مَادَّةٌ শব্দ উহ্য আছে, যা خَلْقُ أَحَدِكُمْ এর দিকে মুযাফ হবে। আর مَادَّةُ خَلْقِ أَحَدِكُمْ দ্বারা উদ্দেশ্য হল বীর্য।

(১) এ বাক্যের ব্যাখ্যা সম্পর্কে نِهَايَة কিতাবে উল্লেখ আছে, বীর্যকে মায়ের জরায়ূতে স্থির রাখা এবং একে সংরক্ষণ করা।

(২) আল্লামা তিবী রহ. এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত ইবনে মাসউদ রাযি.-এর একটি হাদীস উল্লেখ করেন, যাতে বলা হয়েছে- বীর্য যখন মাতৃগর্ভে পতিত হয় এবং সেটা দিয়ে আল্লাহ পাক মানব তৈরি করতে চান, তখন সেই বীর্য মায়ের সমগ্র দেহের শিরা-উপশিরার নিচে গিয়ে ঠাই নেয় এবং এ অবস্থায় চল্লিশ দিন অবস্থান করে। এরপর তা রক্ত হয়ে এসে জরায়ুতে স্থান গ্রহণ করে। হাদীসে جَمْعِ مَادَّةٌ বলতে তা-ই বুঝানো হয়েছে।

ثُمَّ يَبْعَثُ اللّٰهُ إِلَيْهِ الْمَلَكَ এর ব্যাখ্যা

সহীহাইনের রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে : বীর্য যখন মাতৃগর্ভে স্থির হয়, তখনই আল্লাহ তা'আলা একজন ফিরিশতাকে জরায়ুতে পর্যবেক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেন। সুতরাং يَبْعَثُ اللّٰهُ إِلَيْهِ الْمَلَكَ বলতে যদি সে ফিরিশতাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তা হলে يَبْعَثُ তার বাহ্যিক অর্থে থাকবে না। কারণ, ফিরিশতা তো সেই পূর্ব থেকেই নিযুক্ত আছে। কাজেই তখন অর্থ হবে, আল্লাহ পাক ওই ফেরেশতাকে গোশতপিণ্ডে তার কর্ম সম্পাদনের নির্দেশ দেন। পক্ষান্তরে যদি يَبْعَثُ দ্বারা অন্য কোনো ফেরেশতা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তা হলে يَبْعَثُ তার বাহ্যিক অর্থেই ব্যবহৃত হবে।

بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ : এখানে أَرْبَعِ এর শুরুতে كِتَابَةِ শব্দ মুযাফ উহ্য আছে। আসলে عِبَارَت এমন হবে- فَيُؤْمَرُ بِكِتَابَةِ أَرْبَعِ كَلِمَاتٍ অর্থাৎ ফেরেশতাকে চারটি বিষয় লিখার আদেশ দেওয়া হয় আর এ লেখা দ্বিতীয় বারের লেখা। কারণ, এর আগে হযরত আদম আ.-এর সৃষ্টিরও পূর্বে লওহে মাহফুযে এটা একবার লিখা হয়েছিল।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

প্রশ্ন : বুখারী শরীফের একটি রিওয়ায়াত

إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِىْ بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ ثُمَّ يَكُوْنَ عَلَقَةً ..... الخ

দ্বারা প্রতীয়মান হয়, চারটি বিষয় লেখার কাজ তৃতীয় ৪০ এর পর হয়ে

থাকে। অথচ অন্যান্য সকল রিওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায়, ৪টি জিনিসের লিখার কাজ প্রথম চল্লিশের পরই হয়ে থাকে। এই বিরোধের সমাধান কী?

উত্তর : الخ ...... ثُمَّ يَبْعَثُ اللّٰهُ اِلَيْهِ الْمَلَكَ فَيُؤْمَرُ এ বাক্যের সম্পর্ক পূর্ববর্তী এবারত ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذٰلِكَ এর সাথে নয় বরং এর সম্পর্ক তারও পূর্বের ইবারত يُجْمَعُ فِىْ بَطْنِ اُمِّهٖ এর সাথে। এ সূরতে আর কোনো বিরোধ থাকবে না বরং সকল রিওয়ায়াত একরকম হয়ে যাবে।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ.

(٢) مَا مَعْنَى الْقَدْرِ وَالْقَضَاءِ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ؟

(٣) اُكْتُبْ مَقَالَةً وَجِيْزَةً حَوْلَ مَسْئَلَةِ التَّقْدِيْرِ.

(٤) هَلِ التَّدْبِيْرُ مُخَالِفٌ لِلتَّقْدِيْرِ اَمْ لَا ؟ بَيِّنِ الْمَسْئَلَةَ مُوْضِحًا.

(٥) كَمْ قِسْمًا لِلتَّقْدِيْرِ وَمَا هِىَ بَيِّنْ مَعَ بَيَانِ حُكْمِهٖ.

(٦) اُكْتُبْ مَذْهَبَ اَهْلِ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فِى الْقَدْرِ ثُمَّ اَبْطِلْ مَذْهَبَ الْبَاطِلِ عَلٰى ضَوْءِ النَّقْلِ وَالْعَقْلِ.

(٧) اُكْتُبِ الْفَرْقَ بَيْنَ الْخَلْقِ وَالْكَسْبِ مُوْضِحًا.

(٨) اِدْفَعِ التَّعَارُضَ بَيْنَ وُجُوْبِ الرِّضَاءِ بِالْقَضَاءِ وَبَيْنَ الرِّضَا بِالْكُفْرِ.

(٩) اَعْرِبْ قَوْلَهٗ : وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ مَعَ بَيَانِ مَعْنَى الصَّادِقِ وَالْمَصْدُوْقِ.

(١٠) اَوْضِحْ قَوْلَهٗ : اِنَّهٗ يُجْمَعُ خَلْقُ اَحَدِكُمْ فِىْ بَطْنِ اُمِّهٖ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا.

(١١) اِشْرَحِ الْحَدِيْثَ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى الْاِشْكَالُ.

---

٧٧. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَنَانَ عَنْ وَهْبِ بْنِ خَالِدِ الْحِمْصِيِّ عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ وَقَعَ فِىْ نَفْسِىْ شَيْئٌ مِنْ هٰذَا الْقَدْرِ خَشِيْتُ اَنْ يُّفْسِدَ عَلٰى دِيْنِىْ وَاَمْرِىْ فَاَتَيْتُ اُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ اَبَا الْمُنْذِرِ اَنَّهٗ قَدْ وَقَعَ فِىْ نَفْسِىْ شَيْءٌ مِنْ هٰذَا الْقَدْرِ فَخَشِيْتُ عَلٰى دِيْنِىْ وَاَمْرِىْ فَحَدِّثْنِىْ مِنْ ذٰلِكَ بِشَيْءٍ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَّنْفَعَنِىْ بِهٖ فَقَالَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ عَذَّبَ اَهْلَ

سَمَاوَاتِهِ وَاَهْلَ اَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ اَعْمَالِهِمْ وَلَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ جَبَلِ اُحُدٍ ذَهَبًا اَوْ مِثْلُ جَبَلِ اُحُدٍ تُنْفِقُهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا قُبِلَ مِنْكَ حَتّٰى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ فَتَعْلَمَ اَنَّ مَا اَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَاَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ وَ اَنَّكَ اِنْ مُتَّ عَلٰى غَيْرِ هٰذَا دَخَلْتَ النَّارَ وَلَا عَلَيْكَ اَنْ تَأْتِيَ أَخِيْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ فَتَسْأَلَهُ فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ فَسَأَلْتُهُ فَذَكَرَ مِثْلَ مَا قَالَ اُبَيٌّ وَ قَالَ لِيْ وَلَا عَلَيْكَ اَنْ تَأْتِيَ حُذَيْفَةَ فَأَتَيْتُ حُذَيْفَةَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَا وَقَالَ اِئْتِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَاسْأَلْهُ فَأَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ عَذَّبَ اَهْلَ سَمٰوَاتِهِ وَاَهْلَ اَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ اَعْمَالِهِمْ وَلَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ اُحُدٍ ذَهَبًا اَوْ مِثْلُ جَبَلِ اُحُدٍ ذَهَبًا تُنْفِقُهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا قَبِلَهُ مِنْكَ حَتّٰى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ فَتَعْلَمَ اَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَ مَا اَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ وَ اَنَّكَ اِنْ مُتَّ عَلٰى غَيْرِ هٰذَا دَخَلْتَ النَّارَ ـ

সহজ তরজমা

(৭৭) আলী ইবনে মুহাম্মদ রহ. .... ইবনে দায়লামী রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমার অন্তরে তাকদীর সম্পর্কে এরূপ সন্দেহের সৃষ্টি হয় যে, আমি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ভাবি, তা আমার দীন ও অন্যান্য কাজ নষ্ট করে দিবে। তখন আমি উবাই ইবনে কাব রাযি.-এর নিকট উপস্থিত হই এবং আমি তাঁকে বলি হে আবূ মুনযির! আমার অন্তরে তাকদীর সম্পর্কে কিছু খটকা সৃষ্টি হয়েছে। যে কারণে আমি আমার ধর্ম-কর্ম বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা করছি। তাই আপনি আমার নিকট এ সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করুন, হয়ত আল্লাহ এর দ্বারা আমার উপকার করবেন। তখন তিনি বললেন, যদি আল্লাহ আসমানবাসী ও যমীনের অধিবাসীদের শাস্তি দিতে চান, তিনি অবশ্যই তাদের শাস্তি দিতে পারেন। আর

এতে তিনি তাদের প্রতি জালিমও নন। আর যদি তিনি তাদের প্রতি রহম করেন, তবে তাঁর রহমত, তাদের আমলের চেয়ে তাদের জন্য উত্তম হবে। যদি তোমার কাছে উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনা থাকে অথবা (রাবীর সন্দেহ) উহুদ পাহাড়ের মতো, আর তুমি তা আল্লাহ্ রাস্তায় খরচ কর, তা তোমার থেকে কবুল করা হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাকদীরের প্রতি ঈমান আনবে। জেনে রাখ, যা কিছু তোমার উপর আপতিত হওয়ার, তা আপতিত হতে ভুল করবে না। আর যা কিছু আপতিত না হওয়ার, তা কখনো আপতিত হবে না। যদি এ আকীদার বিপরীত চিন্তা করে তোমার মৃত্যু হয়, তা হলে তুমি জাহান্নামে দাখিল হবে।

আমি মনে করি, যদি তুমি ভাই আবদুল্লহ্ ইবনে মাসঊদ রাযি. এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা কর, তা হলে এতে তোমার কোনোরূপ ক্ষতি হবে না [ইবনে দায়লামী রাযি. বলেন,] এরপর আমি আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ রাযি.-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। ইবনে মাসঊদও উবাই রাযি.-এর মতোই বর্ণনা করলেন এবং তিনি আমাকে বললেন, যদি তুমি হুযায়ফা রাযি.-এর কাছে গিয়ে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে, তা হলে খুবই ভাল হত। এরপর আমি হুযায়ফা রাযি. এর কাছে যাই এবং তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি। তিনিও তাঁদের মতোই বললেন।

আরো বললেন, তুমি যায়েদ ইবনে সাবিত রাযি. এর কাছে গিয়ে এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসা কর। অতঃপর আমি যায়েদ ইবনে সাবিত রাযি.-এর কাছে গিয়ে এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি। তখন তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যদি আল্লাহ্ আসমান ও যমীনের সকল অধিবাসীদের শাস্তি প্রদান করতে ইচ্ছা করেন, তা হলে তিনি তাদের শাস্তি দিতে পারেন। আর এ ব্যাপারে তিনি তাদের প্রতি জালিমও নন।

কিন্তু যদি তিনি তাদের প্রতি রহম করেন, তাহলে তাঁর এ রহম তাদের সমস্ত নেক আমলের চেয়েও অধিকতর কল্যাণকর। যদি তোমার নিকট উহুদ পর্বত সমান সোনাও থাকে এবং তুমি তা আল্লাহ্র পথে ব্যয়ও কর, তা হলেও যতক্ষণ না তুমি সম্পূর্ণরূপে তাকদীরের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে, তোমার পক্ষ থেকে তা কবুল করা হবে না। জেনে রাখ! তোমার উপর যা আপতিত হওয়ার, (তা আপতিত হবেই); কখনও তা তোমাকে ভুল করবে না। আর যা তোমাকে ভুল করবে, তা কখনো তোমার উপর আপতিত হবে না। কিন্তু তুমি যদি এর বিপরীত বিশ্বাস নিয়ে মারা যাও, তবে তুমি জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَدْ وَقَعَ فِىْ نَفْسِىْ شَيْئٌ مِنْ هٰذَا الْقَدْرِ এর ব্যাখ্যা

বর্ণনাকারী বলেন– আমার অন্তরে تَقْدِيْر সম্বন্ধে কিছু খটকা, কিছু সন্দেহ দানা বেঁধে উঠল। যেমন, মানুষ কি নিজের কর্মের স্রষ্টা? যেমনটা কাদরিয়ারা বলে থাকে। নাকি সে তার কর্মের ক্ষেত্রে একেবারেই মজবূর? যেমনটি জাবরিয়ারা

বলে থাকে। যদি তাই হয়ে থাকে, তা হলে আল্লাহ তা'আলা পাপের কারণে বান্দাকে শাস্তি দিবেন কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি। এখানে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে, এগুলো কেবলই তার কিছুটা সংশয় ছিল মাত্র। এটা আদৌ নয় যে, তাকদীর সম্বন্ধে রাসূলের শিক্ষার বিষয়ে তার একীন ছিল না। আর মনে এ ধরনের কিছু এসে আবার চলে যাওয়া ঈমানী পূর্ণতার জন্য প্রতিবন্ধক নয়। হ্যাঁ, সেই ওয়াসওয়াসার অনুসরণ করা এবং সেটাকে অন্তরে স্থান দিয়ে নিজের আকীদায় পরিণত করে নেওয়া অবশ্যই ঈমানের জন্য ক্ষতিকর।

لَوْ اَنَّ اللّٰهَ عَذَّبَ اَهْلَ .... الخ

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যদি সমগ্র দুনিয়াবাসী এমনকি নবী-রাসূল, ফেরেশতাদেরকেও শাস্তি প্রদান করেন, তবুও সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো জুলুম হবে না। কারণ, সৃষ্টজগতের সাথে আল্লাহ পাকের সম্পর্ক হল, মালিক ও মামলূকের অর্থাৎ আল্লাহ পাক হলেন মালিক, অধিপতি আর সৃষ্টিজীব হল মাখলূক, দাস। আর মালিকের জন্য নিজ মালিকানাধীন বস্তুর উপর সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থাকে। কাজেই তিনি যা ইচ্ছা এবং যেভাবে ইচ্ছা করতে পারেন। একে আদৌ জুলুম বলা হবে না বরং এটাই আদল ও ইনসাফ।

وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَةً ...... الخ

এ বাক্য দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত হয় যে, বান্দার প্রতি আল্লাহ তা'আলার রহমতের কারণ বান্দার আমল নয় বরং সম্পূর্ণই আল্লাহ পাকের দয়া, অনুকম্পা, কৃপা। কেননা বান্দার আমল যতই সুন্দর হোক না কেন, তা আল্লাহ পাকের শানে নিতান্তই নগণ্য। তা ছাড়া খোদ আমল করার ক্ষমতাও তো লাভ হয়েছে আল্লাহর তৌফিকের বদৌলতে। কাজেই এ আমল কি করে আল্লাহর রহম পাওয়ার যোগ্য হতে পারে? অনুরূপভাবে হাদীসের এ বাক্যাংশ দ্বারা এ দিকেও ইঙ্গিত হয় যে, মুতাযিলাদের এ কথা বলা নিতান্তই ভ্রান্ত যে, অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া ও নেক কাজকারীকে তার কাজের প্রতিদান দেওয়া আল্লাহর উপর ওয়াজিব। কেননা হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, কোনো কিছুই আল্লাহর জন্য জরুরি নয়।

وَلَوْ كَانَ مِثْلُ اُحُدٍ ذَهَبًا اَوْ مِثْلُ جَبَلِ اُحُدٍ এর ব্যাখ্যা

এখানে مِثْلُ جَبَلِ اُحُدٍ দ্বারা تَحْدِيْد উদ্দেশ্য নয় বরং এটি ধরে নেওয়ার পর্যায়ে একটি উদাহরণ মাত্র। কেননা যদি তাকদীর সম্বন্ধে আকীদা বিশ্বাস না থাকে আর সে উহুদ পাহাড় কেন, আসমান-যমীন পরিমাণ স্বর্ণ দান করলেও তা কোনো কাজে আসবে না। উদ্দেশ্য হল, তাকদীরের উপর পূর্ণ ঈমান না রেখে উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণের মতো মূল্যবান বস্তু দান করে দিলেও সে দান গ্রহণযোগ্য হবে না। এ বাক্যাংশ দ্বারা এ দিকেও ইঙ্গিত হয় যে, বিদআতীর কোনো আমল

আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হয় না। যেমন, কুরআনের এক আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন-

اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ وَاِنَّكَ اِنْ مُتَّ عَلٰى غَيْرِ هٰذَا دَخَلْتَ النَّارَ

অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি তাকদীরের উপর ঈমান আনয়ন করা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করে, তা হলে মৌলিক ঈমানের ব্যাপারে সমস্যা থাকার কারণে সে জাহান্নামী হবে। অবশ্য যে ব্যক্তি আন্তরিক হয়ে কালিমা পড়ে; কিন্তু তাকদীরের মাসআলাতে হকপন্থীদের থেকে দূরে পড়ে থাকে, তা হলে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না। তবে সে প্রথমেই জান্নাতে যাবে না।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) زَيِّنِ الْحَدِيْثَ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ.

(٢) تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ مُوْضِحًا.

(٣) اِشْرَحِ الْحَدِيْثَ حَقَّ التَّشْرِيْحِ.

٧٨. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ ح حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعٰوِيَةَ وَوَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِىِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ وَبِيَدِهِ عُوْدٌ فَنَكَتَ فِى الْاَرْضِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ، قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَفَلَا نَتَّكِلُ قَالَ لَا اِعْمَلُوْا وَلَا تَتَّكِلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ (فَاَمَّا مَنْ أَعْطٰى وَاتَّقٰى - وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى - فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرٰى - وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى - وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى - فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرٰى).

সহজ তরজমা

(৭৮) উসমান ইবনে আবূ শায়বা ও আলী ইবনে মুহাম্মদ রহ. .... আলী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ এর নিকট বসা ছিলাম। এ সময় তাঁর হাতে একখানা কাঠের টুকরা ছিল, যা দিয়ে তিনি মাটির উপর রেখা টানছিলেন। এরপর তিনি মাথা উঠিয়ে বললেন, তোমাদের প্রত্যেকের জন্য

(পরকালে) জান্নাতে একটি স্থান এবং জাহান্নামে একটি স্থান নির্ধারিণ করা রয়েছে। জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তা হলে আমরা কি এর উপর ভরসা করব না? তিনি বললেন : না, তোমরা বরং আমল করতে থাক এবং এর উপর ভরসা কর না। কেননা যাদের জন্য যা কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে, তা তাদের জন্য সহজতর করা হবে। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন–

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى ـ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى - فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى - وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى - وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى - فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى.

"সুতরাং কেউ দান করলে, মুত্তাকী হলে এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করলে, আমি তার জন্য সুগম করে দিব সহজ পথ। আর কেউ কার্পণ্য করলে এবং নিজকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে এবং যা উত্তম তা বর্জন করলে, আমি তার জন্য সুগম করে দিব কঠোর পরিণামের পথ।" (৯২ : ৫-১০)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اِلَّا وَ قَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهٗ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهٗ مِنَ النَّارِ এর ব্যাখ্যা

اِلَّا এর পরের واو টি حاليه واو এবং তার পরবর্তী جملہ অর্থাৎ قَدْ كُتِبَ مقعده বাক্যটি এর পূর্বে অবস্থিত اَحَدٌ مِنْكُمْ থেকে حال হয়েছে। অথবা واو টি অতিরিক্ত এসেছে, সিফাত ও মাওসূফের মাঝে যে গাঢ় সম্পর্ক রয়েছে সে সম্পর্কের ব্যাপারে তাকিদ করার জন্য। আর استثناء টি হবে مفرغ ; অর্থ হবে,

مَا وَجَدَ اَحَدٌ مِنْكُمْ فِيْ حَالٍ مِنَ الْاَحْوَالِ اِلَّا حَالَ اَنْ قَدْ كُتِبَ

وَمَقْعَدُهٗ مِنَ النَّارِ বাক্যাংশের শুরুতে যে واؤ রয়েছে, সেটা ইবনে মাযার রিওয়ায়াত। পক্ষান্তরে বুখারী শরীফের রিওয়ায়াতে او এসেছে। রিওয়ায়াতটি দু'ভাবে বর্ণিত হওয়ার কারণে ব্যাখ্যাকারগণ এক্ষেত্রে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছেন। (১) হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ও আল্লামা তীবী রহ. واو এর রিওয়ায়াতকে মূল ধরে او এর রিওয়ায়াতে تاويل করেছেন। তাদের মতে হাদীসের ব্যাখ্যা হল, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য দুটি ঠিকানা রয়েছে। একটি জান্নাতে, অপরটি জাহান্নামে।

তাদের মতে যেখানে او এসেছে, সেখানে او টি تَرْدِيْد (পুনরাবৃত্তি) এর জন্য নয় বরং تَنْوِيْع (বিভিন্নতা আনয়ন) এর জন্য এসেছে। যেমন, বুখারীতে আসা او এর রিওয়ায়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন–

يُشْعِرُ بِاَنَّهَا (اَوْ) بِمَعْنَى الْوَاوِ لَفْظُهٗ اِلَّا قَدْ مَقْعَدُهٗ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهٗ مِنَ النَّارِ وَكَاَنَّهٗ يُشِيْرُ اِلٰى مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ الدَّالِّ عَلٰى اَنَّ لِكُلِّ اَحَدٍ

مَقْعَدَيْنِ وَكَذَا حَدِيْثُ أَنَسٍ فِى الْبُخَارِيِّ الَّذِىْ فِيْهِ فَيُقَالُ لَهُ : اُنْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ فِى النَّارِ قَدْ ......

(২) পক্ষান্তরে মোল্লা আলী কারী রহ. او এর রিওয়ায়াতকে মূল ধরেছেন এবং واو এর রিওয়ায়াতে تَأْوِيْل করে বলেছেন, এটা او এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর মতে হাদীসের ব্যাখ্যা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জান্নাতে অথবা জাহান্নামে ঠিকানা নির্ধারণ করে রেখেছেন অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যাপারে এ সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে যে, সে জান্নাতী না জাহান্নামী। এ অর্থ নয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জান্নাতে ও জাহান্নামে দুটি করে ঠিকানা নির্ধারিত হয়ে আছে।

তিনি তাঁর এ দাবীর সপক্ষে প্রমাণ পেশ করে বলেন, প্রথমত বিভিন্ন রিওয়ায়াতে او সহ বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত সামনে সাহাবা কর্তৃক প্রশ্ন করা হয়েছে, أَفَلَا نَتَّكِلُ؟ আর এ প্রশ্নটি তখনি শুদ্ধ হয়, যখন কারো জন্য জান্নাত আর কারো জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যদি প্রত্যেকের জন্য দুটি করে ঠিকানা থাকে, তা হলে বাহ্যত সাহাবাদের এ প্রশ্নটি অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়।

أَفَلَا نَتَّكِلُ ؟ قَالَ لَا اِعْمَلُوْا وَلَا تَتَّكِلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ
এর ব্যাখ্যা

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন– হাদীসে উল্লেখিত সাহাবাদের প্রশ্নের সারকথা হল, আমাদের জন্য যেহেতু জান্নাত-জাহান্নাম নির্ধারিত হয়েই আছে আর যা তাকদীরে আছে, তা অবধারিত। কাজেই কষ্ট করে আমল করে লাভ কী? আমল ছেড়ে দিয়ে ভাগ্যের উপর ভরসা করে বসে থাকি?

এর জবাবের সারকথা হল, তোমরা তাকদীরের উপর ভরসা করে বসে থেকো না বরং আমল করতে থাকো। কারণ, আমল করতে তোমাদের কোনো কষ্ট হবে না। যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সে কাজই সহজ হয়ে থাকে, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

আল্লামা তীবী রহ. ও মোল্লা আলী কারী রহ.-এর মতে জবাবের সারকথা হল, তোমরা যেহেতু আল্লাহর দাস আর দাসত্বের দাবী হল মুনিবের পক্ষ থেকে আদিষ্ট কাজগুলো করতে থাকা ও নিষিদ্ধ বস্তু থেকে বিরত থাকা। আর মনিব কেন কি নির্দেশ দিয়েছেন, তার অনুসন্ধান না করা।

সারকথা, তাকদীর আল্লাহ তা'আলার একটি নির্ধারণ। এর দরুন দাসত্বের কারণে আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে যে আমলের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তা বাদ পড়বে না। কারণ, প্রত্যেকের জন্য সেই কাজই সহজ করে দেওয়া হবে– যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর সেই কাজই তার জন্য পরকালীন সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের দিকে টেনে নিয়ে যাবে।

وَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى এর ব্যাখ্যা : اِعْطَاء এর দ্বারা হয়ত আল্লাহর দেওয়া সম্পদের হক তথা যাকাত ইত্যাদি প্রদান করা অথবা আদেশ পালন উদ্দেশ্য। اِتَّقٰى এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর শাস্তি ও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى দ্বারা উদ্দেশ্য হল, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এর সত্যায়ন করা। فَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ওই আমলের তাওফীক- যা তাকে সহজ ও আরামের জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে। بُخْل দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর দেওয়া সম্পদের হক আদায় করতে কৃপণতা করা।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ الشَّرِيْفَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ.

(٢) اَوْضِحْ قَوْلَهٗ : وَمَقْعَدُهٗ مِنَ النَّارِ.

(٣) اِشْرَحِ الْحَدِيْثَ بِحَيْثُ لَا يَخْفٰى الْمُرَامُ.

(٤) اُكْتُبْ مُنَاسَبَةَ الْحَدِيْثِ بِتَرْجَمَةِ الْبَابِ

---

٧٩. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ قَالَا ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ رَبِيْعَةَ ابْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْاَعْرَاجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَاَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ وَفِىْ كُلٍّ خَيْرٍ احْرِصْ عَلٰى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَلَا تَعْجَزْ فَاِنْ اَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ اَنِّىْ فَعَلْتُ كَذَاوَكَذَا وَلٰكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللّٰهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَاِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

সহজ তরজমা

(৭৯) আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা ও আলী ইবনে মুহাম্মদ তানাফিসী রহ. ...... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিনের চেয়ে উত্তম এবং আল্লাহ্‌র নিকট অধিক প্রিয়। উভয়ের জন্য কল্যাণ রয়েছে। যে কাজ তোমার উপকারে আসবে, তুমি তার আকাঙ্ক্ষা কর এবং আল্লাহর সাহায্য চাও এবং কখনো অলসতা প্রকাশ কর না।

আর যদি তোমার কোনো ক্ষতিও হয়, তা হলে এ কথা বলো না– যদি আমি কাজটি এভাবে এভাবে করতাম! বরং তুমি বলবে, আল্লাহ্ নির্ধারণ করে রেখেছেন। আর তিনি যা ইচ্ছা, তাই করেন। কেননা لَوْ (যদি) শব্দটি শয়তানের কাজকে প্রশস্ত করে দেয়।

সহজ তাহ্কীক ও তাশরীহ

اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَاَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ এর ব্যাখ্যা

শক্তিশালী মুমিন বলতে হাদীসে ওই ব্যক্তি উদ্দেশ্য, যার ঈমান মজবুত, ইচ্ছা সুদৃঢ়, আকীদা পরিপক্ক এবং রাসূল ﷺ এর আনীত বিষয়াবলীর উপর একীন পরিপূর্ণ। এমন ব্যক্তি আল্লাহর নিকট ওই ব্যক্তি অপেক্ষা অনেক ভালো, যে দুর্বল মনের অধিকারী, বিশ্বাসে দোদুল্যমান, কাঁচা সিদ্ধান্ত ও অপরিপক্ক চিন্তার অধিকারী। কারণ, প্রথমোক্ত ব্যক্তি প্রবল হিম্মত, দুরন্ত সাহসিকতা নিয়ে প্রচণ্ড ক্ষিপ্রগতির সাথে শত্রুর মোকাবেলায় জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং আমর বিল মা'রুফ ও নাহি আনিল মুনকারের ক্ষেত্রে সে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। তারপর এই পথে আগত সকল বিপদ-আপদ, কষ্ট-ক্লেশ হাসিমুখে বরণ করে নিবে। ঠিক তদ্রূপ ইসলামের অন্যান্য বিধি-বিধান। যেমন : নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি আদায়ের ব্যাপারেও সে অগ্রগামী থাকবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ব্যক্তি এ সকল ব্যাপারে পিছে থাকবে।

وَفِىْ كُلٍّ خَيْرٌ এর ব্যাখ্যা

তবে মুমিন হওয়ার কারণে উভয়ের মধ্যে যেহেতু ঈমান আছে। সেজন্য উভয়ের মধ্যেই কল্যাণ আছে।

اِحْرِصْ عَلٰى مَا يَنْفَعُكَ এর ব্যাখ্যা:

অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাতে তোমার জন্য যা কল্যাণকর তা অর্জনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাও। একথা বলে আপত্তি করো না যে, আমার ভাগ্যে যদি একাজ থেকে থাকে, তা হলে অবশ্যই করতে পারব। এখানে سَبَبْ যা কিনা اَلْحِرْصُ (লোভ) তা বলে مُسَبَّبْ তথা চেষ্টা করা উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে।

وَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ : অর্থাৎ মনের কোনো চাহিদার উপর ভরসা করে বসে থেকো না। কারণ, অনেক সময় মানুষ কোনো কিছুকে ভালো মনে করে অথচ বাস্তবে সেটা তার জন্য ক্ষতিকর হয়ে থাকে। এজন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়া উচিত। কারণ, এতে আল্লাহপাক কেবল ওই কাজেরই তৌফিক দান করেন, যা কেবলই বান্দার জন্য উপকারী।

وَلَا تَعْجَزْ : অর্থাৎ নেক-আমল ছেড়ে দিয়ে এবং পার্থিব জীবনে কল্যাণের

সুনিশ্চিত ও সন্দেহমুক্ত, একথা বুঝানো। আর বস্তুজগতে এর বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন, কুরআনে আছে : وَنَادٰى اَصْحَابُ الْجَنَّةِ اَصْحَابَ النَّارِ "জান্নাতীগণ দোযোখীদের ডেকে বলবে।" এ আয়াতে نَادٰى ক্রিয়া পদটি مَاضِى এর সীগা অথচ অর্থ প্রদান করছে মুস্তাকবিলের।

خَيَّبْتَنَا وَاَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ بِذَنْبِكَ এর ব্যাখ্যা

একথাটিই বিভিন্ন বর্ণনায় বিভিন্ন শব্দে এসেছে। যেমন : কোনো কোনো বর্ণনায় اَغْوَيْتَنَا আবার কোথাও اَهْلَكْتَنَا আবার কোথাও اَنْتَ الَّذِىْ اَغْوَيْتَ النَّاسَ ইত্যাদি শব্দে এসেছে। তবে সবগুলো বর্ণনার অর্থ একই একথা বলে হযরত মূসা আ. হযরত আদম আ.-কে তাঁর পদস্খলনের কথার দিকে ইঙ্গিত করেছেন, যা নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার কারণে তাঁর থেকে প্রকাশ পেয়েছিল।

এখানে শব্দটির অর্থ হল, আপনি আমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন। অবশ্য এখানে اِطْلَاقُ الْكُلِّ عَلَى الْجُزْءِ হয়েছে অর্থাৎ শব্দ তো তামাম বনী আদমকে শামিল করেছে; কিন্তু উদ্দেশ্য হল, হযরত আদম আ. এর ওই সমস্ত সন্তান যারা গুনাহগার। তা ছাড়া এখানে تَخْيِيْب এর কর্তা যদিও আদম আ.-কে বানান হয়েছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে تَخْيِيْب এর فَاعِل হযরত আদম আ. নন বরং শয়তান। তবে যেহেতু আদম আ. تَخْيِيْت এর سَبَب بَعِيْد হয়েছেন। তাই এর নিসবত করা হয়েছে তাঁর দিকে।

অনুরূপভাবে اَخْرَجْتَنَا ফে'লকেও হযরত আদম আ.-এর দিকে নিসবত করা হয়েছে سَبَب بَعِيْد এর কারণে। কেননা اِخْرَاج এর فَاعِل حَقِيْقِى আল্লাহ তা'আলা। তবে اَخْرَجْتَنَا এর مَفْعُوْل টি তার ব্যাপকতায় বহাল রয়েছে। কেননা নেককার এবং বদকার সকল বনী আদমের উপরেই خُرُوْج প্রযোজ্য হয়েছে। তবে دُخُوْل فِى النَّارِ ও خَسَارَت সকলের জন্য নয় বরং বনী আদমের মধ্যে যারা অপরাধী, কেবল তাদের জন্য প্রযোজ্য।

بِذَنْبِكَ : কোনো কোনো রিওয়ায়াতে ذَنْبُكَ এর স্থলে خَطِيْئَة শব্দ এসেছে। উভয়টির অর্থই, গুনাহ। তবে এখানে গুনাহ উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্য হল, ভুলক্রমে বা خَطَاء اِجْتِهَادِىْ এর কারণে আল্লাহ পাকের হুকুমের বিপরীত করা। যেমন, কুরআনে কারীমের একটি আয়াতে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে : وَلَقَدْ عَهِدْنَا اِلٰى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِىَ আর একথা স্পষ্ট যে, ভুলের কারণে যে বিপরীত কাজ হয়ে থাকে, সেটাকে গুনাহ বলা হয় না; কিন্তু তারপরও এটা যেহেতু নবুয়তের মর্যাদা পরিপন্থী ছিল, এজন্য কিছু তিরস্কারের সঙ্গে গুনাহ বলা হয়েছে এবং তার শাস্তি হিসেবে জান্নাত থেকে বের হতে হয়েছে। তা ছাড়া এ নীতি তো আছেই যে, حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِيْنَ

خَطَّ لَكَ التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ

অর্থাৎ "তোমার জন্য নিজ হাতে তাওরাত লিখে দিয়েছেন" হাদীসের এই বাক্যাংশটুকু مُتَشَابِهَات এর অন্তর্ভুক্ত। কাজেই অন্যান্য مُتَشَابِهَات এর মতো এর প্রকৃত স্বরূপের বিষয়টি আল্লাহপাকের নিকট ন্যস্ত করা হবে।

রিওয়ায়াতসমূহের মাঝে বৈপরিত্ব এবং তা নিরসন

أَتَلُوْمُنِيْ عَلٰى اَمْرٍ قَدَّرَ اللّٰهُ عَلَيَّ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ بِاَرْبَعِيْنَ سَنَةً : হাদীসের এ বাক্যাংশটুকু মূলত দু'ভাবে বর্ণিত হয়েছে– ১. কোনো কোনো রিওয়ায়াতে أَرْبَعِيْنَ سَنَةً (চল্লিশ বৎসর) এই قَيْد এর সাথে مُقَيَّد আছে। যেমন, আলোচ্য রিওয়ায়াত এবং এ ছাড়া আরো অন্যান্য রিওয়ায়াত। ২. কোনো কোনো রিওয়ায়াত আবার مُطْلَق অর্থাৎ সেখানে বিষয়টি কোনো সময়ের সাথে مُقَيَّد নেই। যেমন, ইয়াহইয়া ইবনে আবী কাসীর রহ. হযরত আবু সালামা থেকে বর্ণনা করেন– اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدَّرَ هٰذَا عَلَيَّ قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَنِيْ؟ অদ্রুপ আবু সালেহের রিওয়ায়াতে আছে : فَتَلُوْمُنِيْ فِيْ شَيْئٍ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيَّ قَبْلَ خَلْقِيْ এ ছাড়াও ইবনে কাসীর ও আমরের রিওয়ায়াতে বিষয়টি مُطْلَق ভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই দুই ধরনের রিওয়ায়াতের মধ্যকার বিরোধ নিরসন করা সহজ। তা এভাবে যে, مُطْلَق রিওয়ায়াতগুলোকে مُقَيَّد রিওয়ায়াতসমূহের উপর প্রয়োগ করে বলা হবে– আসলে যে সকল রিওয়ায়াতে কোনো সময়ের কথা উল্লেখ নেই, সে সকল রিওয়ায়াতেও ৪০ বৎসরই উদ্দেশ্য।

কিন্তু তারপরও জটিলতা থেকে যায় হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত এক রিওয়ায়াতের সাথে। কারণ, সেখানে এভাবে রিওয়ায়াতটি বর্ণিত হয়েছে– اَتَلُوْمُنِيْ عَلٰى أَمْرٍ قَدَّرَ اللّٰهُ عَلَيَّ قَبْلَ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ অর্থাৎ এ রিওয়ায়াতে বিষয়টিকে আসমান ও যমীন সৃষ্টির পূর্বের قَيْد এর সাথে مُقَيَّد করা হয়েছে, অথচ পূর্বের রিওয়ায়াতে ছিল আদম আ. এর সৃষ্টির ৪০ বৎসর পূর্বের কথা আর একথা সুস্পষ্ট যে, আসমান-যমীনের সৃষ্টি হযরত আদম আ. এর সৃষ্টির মাত্র ৪০ বৎসর পূর্বে নয় বরং আরো অনেক পূর্বের। কাজেই এ দু'ধরনের রিওয়ায়াতের মাঝে তো সেই বিরোধ থেকেই গেল।

এ বিরোধ নিরসনে হযরত ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ও আল্লামা আইনী রহ. বলেন, ৪০ বৎসরের রিওয়াতটি مَحْمُوْل হল ওই তাকদীরের সাথে, যা লিখার সাথে সম্পর্কিত। পক্ষান্তরে আসমান-যমীন সৃষ্টির পূর্বের রিওয়ায়াতটি مَحْمُوْل হল ওই তাকদীরের সাথে, যা আল্লাহ তা'আলার অনাদি ইলমের সাথে সম্পর্কিত অর্থাৎ হযরত আদম আ. থেকে এমন কাজ সংঘটিত হবে, তার ইলম আল্লাহ তা'আলার আসমান-যমীন সৃষ্টির পূর্ব থেকেই ছিল। আর আদম আ. এর

সৃষ্টির ৪০ বৎসর পূর্বে আল্লাহ পাকের জ্ঞাত সে বিষয়টিকেই লওহে মাহফুযে কিংবা তাওরাতে লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং কোনো বিরোধ নেই।

কিন্তু এরপরও মুসলিম শরীফের অপর এক রিওয়ায়াতের সাথে বিরোধ থেকে যাচ্ছে। উক্ত রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে :

إِنَّ اللّٰهَ قَدَّرَالْمَقَادِيْرَ قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِخَمْسِيْنَ سَنَةً

এ রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যাচ্ছে, আসমান-যমীন সৃষ্টির ৫০ হাজার বৎসর পূর্বে সৃষ্টিজীবের ভাগ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। অথচ পূর্বের রিওয়ায়াত দ্বারা বুঝা গেছে, আদম আ. এর সৃষ্টির ৪০ বছর পূর্বে ভাগ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং এ দুই রিওয়ায়াতের মধ্যে তো বিরোধ থেকেই গেল?

এ বিরোধ নিরসনে আল্লামা ইবনে হাজার রহ. আল্লামা ইবনুল যাওজীর উক্তি নকল করেছেন, যার সারসংক্ষেপ হচ্ছে, সমগ্র সৃষ্টিজীবের সৃষ্টির পূর্ব থেকে সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ পাকের ছিল। তবে সেই জ্ঞানকে বিভিন্ন সময়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আসমান-যমীন সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বে সমস্ত সৃষ্টির ভাগ্য লিপিবদ্ধ করা হয়। আর আদম আ.-এর সৃষ্টির ৪০ বছর পূর্বে বিশেষভাবে এ ঘটনাটিকে পুনঃ লিপিবদ্ধ করা হয়। সুতরাং হাদীসসমূহের মধ্যে পরস্পরে আর কোনো বিরোধ রইল না।

فَحَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى এর ব্যাখ্যা

একটি সংশয় নিরসন

আলোচ্য হাদীস দ্বারা একদিকে যেমন কাদরিয়াদের রদ হচ্ছে, কেননা তারা তাকদীরকে বিশ্বাস করে না। অথচ হাদীস দ্বারা তাকদীর প্রমাণিত হচ্ছে। এর ফলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সমর্থন হচ্ছে। কিন্তু অপরদিকে জাবরিয়াদেরও সমর্থন লাভ হচ্ছে। কেননা এ হাদীসে হযরত আদম আ., হযরত মূসা আ.-এর উপর বাহ্যত একথা বলেই বিজয়ী হয়েছেন যে, আমার এ বিষয়টি ভাগ্যের অধীন আর ভাগ্যে যা নির্ধারিত আছে, তা তো আমি করতে বাধ্য। সুতরাং আমাকে তিরস্কার করা ঠিক হয় নি।

এ সন্দেহের নিরসন হল– হযরত আদম আ.-এর একথা বলা উদ্দেশ্য নয় যে, তাকদীরী বিষয়ে আমি মজবূর বরং হযরত আদম আ.-এর উদ্দেশ্য হল একথা বুঝানো যে, সমস্ত সৃষ্টজীবের কর্মের জ্ঞান-বিশেষত আমার এ ঘটনার জ্ঞান আল্লাহর পূর্ব থেকেই ছিল আর আল্লাহর ইলমের বিপরীত আমার কাজ প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব।

একটি সমাধান

স্বীকৃত কথা হচ্ছে, কোনো অপরাধ করে তওবা করার পর আর তাকে সেই অপরাধের কারণে তিরস্কার করা বৈধ নয়। তা হলে হযরত মূসা আ. এর মতো এমন সম্মানিত নবী কি করে হযরত আদম আ.-কে তওবা করার পরও সেই গুনাহের কারণে তিরস্কার করতে পারলেন?

উত্তর: হযরত মূসা আ. ও হযরত আদম আ.-এর মধ্যকার এই বিতর্ক আলমে বরজখে বা এমন এক জগতে অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে মানুষ দায়িত্ব পালনে আদিষ্ট নয় আর স্বীকৃত ওই হুকুমটি কর্মজগতের সাথে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং হযরত মূসা আ. তো এ হুকুমের مُكَلَّف ই ছিলেন না।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়– আলোচ্য হাদীসটি দ্বারা তো প্রতীয়মান হয়, দুনিয়াতে যদি কোনো পাপী ব্যক্তি পাপ করে তাকদীরের দোহাই দিয়ে বলে, এটা তো তাকদীরে ছিল কাজেই এমন হয়ে গেছে। তাই আমাকে তিরস্কার করা যাবে না। তা হলে তাকে আর তিরস্কার করা উচিত হবে না। কেননা হযরত আদম আ. তো তিরস্কার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তাকদীরেরই দোহাই দিয়েছেন আর হযরত মূসা আ. এ কথা শুনে খামোশ হয়ে গেছেন। অথচ বাস্তব হল, গুনাহ করার পর তাকদীরের দোহাই দেওয়া শুধু অন্যায়ই নয় বরং নিকৃষ্টতম গুনাহ। তা হলে হযরত আদম আ. এটা করলেন কিভাবে?

উত্তর: এ প্রশ্নের জবাবে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, তাকদীরের আশ্রয় নেওয়া দু'রকমের হতে পারে। প্রথমত পাপাচারের প্রতি বেপরোয়া হয়ে নিজ লজ্জানুভূতি দূর করার জন্য কুৎসিত কাজকে তাকদীরের দিকে সম্বন্ধ করা এবং নিজেকে তাকদীরের অনুগামী বানিয়ে নিরপরাধ বলে জাহির করা। এটা মহাপাপ। দ্বিতীয়ত অনুতপ্ত হয়ে, তওবা ও ইসতিগফার করা সত্ত্বেও মন পরিতৃপ্ত, প্রশান্ত হচ্ছে না, তখন তাকদীরের আশ্রয় নিয়ে মনকে সান্ত্বনা দেওয়া। এটা কাম্য ও প্রশংসনীয় কাজ। হযরত আদম আ. এর তাকদীরের আশ্রয় নেওয়ার বিষয়টি ছিল দ্বিতীয় প্রকারের। কাজেই কোনো প্রশ্ন থাকল না।

কোনো কোনো আলেম এ প্রশ্নের জবাবে বলেন, মানুষ যখন কোনো গুনাহ করে, তখন সেখানে দুটি বিষয় পাওয়া যায়। **এক.** তাকদীর, **দুই.** كَسْب (অর্জন)। আর সংশ্লিষ্ট গুনাহের কারণে তিরস্কার ও শাস্তি সবই সেই كَسْب এর উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে; تَقْدِير এর উপর কোনো তিরস্কার বা শাস্তি আরোপিত হয় না। কারণ, সেটা আল্লাহ তা'আলার কর্ম। এ কারণেই তওবা করার পর দুনিয়াতে কোনো গুনাহের কারণে তিরস্কার করা নিষেধ কেননা তওবা كَسْب এর ক্রিয়াকে মিটিয়ে দিয়েছে। আর আদম আ. যেহেতু তওবা করে নিয়েছিলেন এবং সেই তওবা কবুলও হয়ে গিয়েছিল, তাই তাঁর সেই ত্রুটির মধ্যে

كَسْبِ এর কোনো ধর্তব্য থাকে নি শুধু তাকদীরের বিষয়টি অবশিষ্ট ছিল আর তাকদীরের জন্য তিরস্কার করা ঠিক নয়। এজন্য হযরত আদম আ. বলেছেন : اَتَلُوْمُنِىْ ..... الخ অর্থাৎ আমি তো আমার কৃতকর্মের জন্য তওবা করে নিয়েছি। ফলে এখন শুধু তাকদীরের প্রভাব অবশিষ্ট আছে। কাজেই এখন যদি তিরস্কার করা হয়, তা হবে তাকদীরের উপর আর এটা উচিত নয়। এ জবাব অনুযায়ী تَقْدِيْر এর অসিলা দিলে, তাতে কোন সমস্যা নেই।

আল্লামা কাশ্মীরী রহ. এ প্রশ্নের জবাবে বলেন, পাপাচারে লিপ্ত হয়ে তাকদীরের দোহাই দেওয়া তখনই নিষেধ, যখন তা কর্মজগতে তথা দুনিয়াতে হবে আর হযরত আদম আ. ও হযরত মূসা আ. এর উল্লিখিত বিতর্ক ছিল দুনিয়া থেকে বিদায়ের পর আলমে বরযখে। সুতরাং সেখানে তাকদীরের আশ্রয় নেওয়াতে কোনো অপরাধ হয় নি। ইমাম নববী রহ. ও মোল্লাআলী কারী রহ. থেকেও এ জবাব বর্ণিত আছে।

তা ছাড়া কর্মজগতে থাকাবস্থায়ও তিনি تَقْدِيْر এর আশ্রয় নিয়ে কখনো তাকদীরের উপর দোষ চাপান নি বরং নিজের অপরাধ স্বীকার করে আল্লাহর দরবারে কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। বলেছেন–

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ.

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) زَيِّنِ الْحَدِيْثَ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ثُمَّ تَرْجِمْ مُوْضِحًا.

(٢) اَيْنَ وَقَعَتِ الْمُحَاجَّةُ بَيْنَ آدَمَ وَمُوْسٰى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ.

(٣) اَوْضِحْ قَوْلَهٗ : خَيَّبْتَنَا وَاَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ بِذَنْبِكَ وَقَوْلَهٗ : خَطَّ لَكَ التَّوْرَاةَ بِيَدِهٖ.

(٤) قَوْلُهٗ: قَدَّرَهُ اللّٰهُ عَلَيَّ قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَنِىْ بِاَرْبَعِيْنَ سَنَةً مُعَارِضٌ لِرِوَايَةٍ اُخْرٰى وَهِيَ قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ : اِنَّ اللّٰهَ قَدَّرَ الْمَقَادِيْرَ قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ بِخَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ فَكَيْفَ التَّوْفِيْقُ بَيْنَهُمَا ؟

(٥) وَالتَّعْيِيْرُ بِذَنْبٍ قَدْتِيْبَ عَلَيْهِ لَايَجُوْزُ، فَكَيْفَ عَيَّرَمُوْسٰى آدَمَ بِذَنْبِهٖ قَدْ تَابَ عَلَيْهِ؟

(٦) اَلْاِحْتِجَاجُ بِالتَّقْدِيْرِ بَعْدَ الْاِرْتِكَابِ بِالْمَعَاصِىْ لَايَجُوْزُ فَكَيْفَ اِحْتَجَّ آدَمُ عَلٰى مُوْسٰى بِالتَّقْدِيْرِ؟

٨١. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ عَنْ عَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى يُؤْمِنَ بِاَرْبَعٍ بِاللّٰهِ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَاَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ، وَبِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْقَدْرِ.

সহজ তরজমা

(৮১) 'আবদুল্লাহ ইবনে আমির ইবনে যুরারা রহ. ..... আলী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হবে না, যতক্ষণ না সে চারটি বিষয়ের উপর ঈমান আনবে। একমাত্র আল্লাহর উপর, যাঁর কোনো শরীক নেই; নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্র রাসূল; মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের ওপর এবং তাকদীরের ভালোমন্দের ওপর।

٨٢. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيٰى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ دُعِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى جَنَازَةِ غُلَامٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ طُوْبٰى لِهٰذَا عُصْفُوْرٌ مِنْ عَصَافِيْرِ الْجَنَّةِ لَمْ يَعْلَمِ السُّوْءَ وَلَمْ يُدْرِكْهُ قَالَ اَوْ غَيْرِ ذٰلِكَ يَا عَائِشَةُ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ اَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِيْ اَصْلَابِ اٰبَائِهِمْ وَخَلَقَ لِلنَّارِ اَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِيْ اَصْلَابِ اٰبَائِهِمْ.

সহজ তরজমা

(৮২) আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা ও আলী ইবনে মুহাম্মদ রহ. .... উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এক আনসার বালকের জানাযার জন্য ডাকা হল। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ওর জন্য সুসংবাদ– ও জান্নাতী চড়ুই পাখিদের থেকে একটি পাখি, যে কোনো পাপকাজ করে নি এবং তা করার সুযোগও পায়নি। তখন তিনি বললেন, হে আয়েশা রাযি.! এর ব্যতিক্রম কি হতে পারে না? নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা একশ্রেণীর লোকদের জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাদেরকে

তখন জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন, যখন তারা তাদের পিতার ঔরসে ছিল। তদ্রূপ তিনি জাহান্নামের জন্য একদল সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাদের জাহান্নামের জন্য তখন সৃষ্টি করেছেন, যখন তারা তাদের পিতার ঔরসে ছিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রথম হাদীসের উপর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত অর্থাৎ পূর্বে বলা হয়েছে : যে ব্যক্তি আন্তরিক বিশ্বাস নিয়ে কালিমা পড়েছে অথচ সে তাকদীরের উপর যথাযথ বিশ্বাস রাখে না, সে কাফের হবে না। যদিও সে কঠিন ফাসেক বলে গণ্য হবে। কিন্তু এই হাদীসে বলা হয়েছে : তাকদীরের উপর ঈমান না থাকলে সে কাফের হয়ে যাবে। এই বৈপরিত্বের সমাধান কী?

উত্তর: হাদীসে তাকদীর অস্বীকারকারী বলতে ওই অস্বীকার কারী উদ্দেশ্য, যে গোড়ামী করে। তাকদীরের প্রতি ঈমান রাখে না অথবা যারা তাকদীরের উপর ঈমান রাখে, সে তাদেরকে কাফের মনে করে।

طُوْبٰى শব্দের تَحْقِيْق

طُوْبٰى শব্দটি একবচন, যার বহুবচন হল طُوْبَيَات অর্থ– পবিত্র, উৎকৃষ্ট। তবে শব্দটির প্রকৃত অর্থ নিয়ে উলামায়ে কিরামের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। এ ব্যাপারে ৮টি উক্তি পাওয়া যায়। নিম্নে সেগুলো তুলে ধরা হচ্ছে।

১. হযরত ইবনে হাজারের মতে طُوْبٰى শব্দের অর্থ –আনন্দ, চোখের শীতলতা।

২. কারো মতে এটা হাবশী ভাষায় একটি জান্নাতের নাম।

৩. কারো মতে হিন্দী ভাষায় জান্নাতের নাম।

৪. কেউ কেউ বলেন, এটা জান্নাতের একটি বৃক্ষের নাম।

৫. আবার কেউ বলেন, এটা দ্বারা সৎকর্মের দিকে ইঙ্গিত করা হয়।

৬. কেউ বলেন : এর অর্থ হল, জান্নাতে তার ঠিকানা হবে।

৭. কেউ বলেছেন : এর অর্থ হল, তার কল্যাণ ও মঙ্গল।

৮. আবার কেউ কেউ বলেছেন, শান্তি ও আরাম।

عُصْفُوْرٌ: عُصْفُوْرٌ مِنْ عَصَافِيْرِ الْجَنَّةِ শব্দের অর্থ, কবুতরের চেয়ে ছোট পাখি। বাংলাতে তাকে চড়ুই পাখি বলা হয়। হাদীসে ছোট বাচ্চাকে নিষ্পাপ হওয়া এবং জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানে থাকার স্বাধীনতার দিক দিয়ে عُصْفُوْر এর সাথে তুলনা করা হয়েছে।

اَوْغَيْرِ ذٰلِكَ এর তাহকীক

দ্বিতীয় হাদীসের বাক্য اَوْغَيْرِ ذٰلِكَ এর تَحْقِيْق ও تَرْكِيْبِى حَيْثِيَّت সম্পর্কে ৫ ধরনের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। নিম্নে সেগুলো তুলে ধরা হল।

(১) শুরুর همزه টি اِسْتِفْهَام اِنْكَارِىْ এর জন্য। এর পরের واؤ টি فتح যুক্ত হয়ে حاليه হবে। راء পেশ যুক্ত হবে এবং كاف এর নিচে كسره হবে। খেতাবটি হযরত আয়েশা রাযি. কে হবে। غَيْر ذٰلِكَ মুবতাদা মাহযুফের খবর হবে। পুনরায় جمله টি তার পূর্বে অবস্থিত তা فعل থেকে حال হবে। মূলত ইবারতটি এ রকম হবে :

اَتَعْتَقِدُ بِمَنْ مَا قُلْتَ وَالْحَقُّ غَيْر ذٰلِكَ وَهُوَ عَدَمُ الْجَزْمِ بِكَوْنِهٖ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ

এই সূরতে মর্মার্থ হবে, হে আয়েশা! তুমি এ ধারণা পোষণ করছ? অথচ নিশ্চিতভাবে বলা যায় না, সে জান্নাতী হবে অর্থাৎ এ ধরনের আকীদা পোষণ করা অনুচিত।

উপর্যুক্ত বাক্যের ক্ষেত্রে এ তাহকীকই প্রসিদ্ধ।

(২) اَلْفَائِقُ কিতাবের লেখক বলেন- واو টি فتح বিশিষ্ট হয়ে واو عاطفه হবে। এর معطوف عليه উহ্য থাকবে। আর غَيْر শব্দটি فعل محذوف এর فاعل হবে। মূল ইবারত হবে- اَوَقَعَ هُوَ هٰذَا وَلَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ ذٰلِكَ মর্মার্থ হল, এমনই কি হবে (যেমনি তোমার বিশ্বাস)? এর ব্যতিক্রম হওয়ার কি কোনো সম্ভাবনা নেই? অর্থাৎ কখনো এমন হবে না।

(৩) واو টি সাকিন বিশিষ্ট হবে এবং তখন শুরুর همزه টি استفهام এর জন্য হবে না বরং او হবে, যা حرف عطف ; এ সূরতে কারো কারো মতে মূল ইবারত হবে- اَلْوَاقِعُ هٰذَا اَوْ غَيْرُ ذٰلِكَ অর্থাৎ ব্যাপারটি কি এমনই হবে না-কি অন্য কিছু হবে?

(৪) তবে উপরিউক্ত সূরতে আল্লামা তীবী রহ. বলেন, اَوْ অব্যয়টি بَلْ এর অর্থে হবে। যেমন, مِائَةُ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ আয়াতটিতে بَلْ يَزِيْدُوْنَ হয়েছে। এ সূরতে মূল এবারত হবে- بَلْ غَيْرُ ذٰلِكَ مُحْتَمَلٌ অর্থাৎ না বরং অন্যকিছু হওয়ারও সম্ভাবনা আছে।

(৫) কোনো কোনো রিওয়ায়াতে غَيْر শব্দটি যবরের সাথে এসেছে। তখন তা উহ্য يَكُوْن এর খবর হবে।

প্রশ্ন : প্রিয়নবী ﷺ হযরত আয়েশার কথাটিকে অস্বীকৃতি জানালেন কেন?

উত্তর : কেননা হযরত আয়েশা রাযি. নিশ্চিতরূপে বলেছিলেন, শিশুটি জান্নাতী, অথচ সন্তান তার মাতা-পিতার অনুগত হয়ে থাকে। আর পিতা-মাতা ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করবেন কি-না, একথা কারও জানা নেই। এজন্য হযরত আয়েশা রাযি.-এর জন্য নিশ্চিতরূপে কথাটি বলা উচিত হয় নি।

জ্ঞাতব্য : হযরত কাজী ইয়ায রহ. বলেন, প্রিয়নবী ﷺ এ হাদীসের মধ্যে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, প্রতিদান বা শাস্তির عِلَّت মূলত মানুষের কর্ম নয়। যদি এমনই হত, তা হলে তো মুমিনগণের শিশু সন্তান না জান্নাতে, না দোযখে থাকত বরং দান প্রতিদানের বিষয়টি মূলত আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ থাকা-না থাকার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং একথা তো জানা যাচ্ছে না, কে সৌভাগ্যশীল আর কে হতভাগা। কাজেই এ বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না দিয়ে চুপ থাকাই শ্রেয়।

মুমিনদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানরা কি জান্নাতী, না জাহান্নামী?

মুমিনদের নাবালক সন্তানরা কোথায় থাকবে, এ ব্যাপারে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়।

(১) আল্লামা নববী রহ., শাহ আব্দুল হক দেহলভী রহ., মোল্লা আলী কারী রহ. সহ জমহুরে উলামায়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মত হল, মুমিনদের সন্তানরা নিশ্চিত জান্নাতী। কারণ, বিভিন্ন অকাট্য প্রমাণ দ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। তন্মধ্যে একটি প্রামাণ্য হাদীস হল-

إِنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ وَأَوْلَادَهُمْ فِى الْجَنَّةِ

(২) তবে কোনো কোনো আলেম حَدِيْثُ الْبَابِ এর মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক হযরত আয়েশা রাযি.-এর কথার উপর অসন্তোষ প্রকাশ করার কারণে এ বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করাকে ভালো মনে করেছেন।

জমহুরের পক্ষ থেকে এ হাদীসের জবাব হল,

(১) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই অসন্তোষ ভাব পূর্বাবস্থার উপর প্রযোজ্য হবে, যখন এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জ্ঞান আসেনি। পরবর্তী সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ অসন্তোষ থাকে নি। অন্য রিওয়ায়াত দ্বারা তা প্রমাণিত আছে।

(২) কোনো অকাট্য প্রমাণ ছাড়াই যেহেতু হযরত আয়েশা রাযি. শিশুটির ব্যাপারে নিশ্চিত একটি আকীদা পোষণ করেছেন অর্থাৎ সে জান্নাতী হবে। এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সে কথা মেনে নেন নি বরং অসন্তোষপ্রকাশ করেছেন- তুমি প্রমাণ ছাড়া অযথা কারো ব্যাপারে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত দিতে যেয়ো না।

মুশরিকদের সন্তানরা জান্নাতী নাকি জাহান্নামী হবে?

মুশরিকদের যেসব সন্তান অপ্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের পরিণতি কি হবে, এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরাম থেকে বিভিন্ন উক্তি পাওয়া যায়। যেমন :

(১) কেউ বলেন, তারা তাদের মাতা-পিতার অনুগামী হয়ে জাহান্নামী হবে।
(২) আবার কেউ বলেন, মূল ফিতরাত হিসেবে তারা জান্নাতী হবে।
(৩) কেউ কেউ বলেন, তারা জান্নাতীদের সেবক হবে।
(৪) কেউ কেউ বলেন, তারা জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে থাকবে। তাদেরকে শাস্তিও দেওয়া হবে না, নেয়ামতও না।
(৫) তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হবে অর্থাৎ যাদের সম্বন্ধে আল্লাহ পাকের জানা আছে যে, সে বেঁচে থাকলে কুফর অবলম্বন করত, তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। পক্ষান্তরে যাদের সম্পর্কে জানা আছে যে, বেঁচে থাকলে ঈমান গ্রহণ করত, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।
(৬) ইমাম আবূ হানীফা রহ.-সহ অনেক আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আত বলেন, তাদের ব্যাপারে নীরবতা করা হবে অর্থাৎ অগ্রিম তার ব্যাপারে জান্নাত বা জাহান্নাম কোনোটিরই ফায়সালা দেওয়া হবে না বরং চুপ থাকবে।
(৭) কারো কারো মতে তাদেরকে মাটিতে পরিণত করে দেওয়া হবে। আল্লামা নববী রহ. এ প্রসঙ্গে বলেন, এ বিষয়ে মূলত তিনটি মাযহাব রয়েছে।

(এক) আলেমদের এক দলের অভিমত হল, اَطْفَالُ مُشْرِكِيْنَ কে জান্নাতী বা জাহান্নামী কোনোটিই সাব্যস্ত করা ঠিক হবে না বরং তাদের সম্পর্কে কোনোকিছু না বলাই উত্তম। ইমাম আবূ হানীফা রহ. থেকে এ উক্তিটি বর্ণিত আছে।

দলীল :

(১) সহীহ বুখারীতে আছে : রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যখন মুশরিকদের সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন তিনি সুস্পষ্ট করে কিছু না বলে ইরশাদ করেন– اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন, তারা প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে কি আমল করত!

(২) এ ছাড়াও হাদীসুল বাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আয়েশা রাযি.-কে প্রত্যাখ্যান করে বলেন– اَوَ غَيْرُ ذٰلِكَ يَا عَائِشَةُ অর্থাৎ হে আয়েশা! এর বিপরীত কি হতে পারে না?

এটাও বাহ্যত নাবালেগ ছেলে-মেয়ে সম্পর্কে পরিষ্কার কোনোকিছু না বলার প্রতি নির্দেশ করে।

(দুই) খাওয়ারেজ সম্প্রদায়ের একটি শাখা হল আযারেকা। তাদের মতে, মুশরিকদের নাবালেগ সন্তান– যারা মৃত্যুবরণ করেছে, তারা তাদের পিতা ও পিতামহের অনুগামী হয়ে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে।

দলীল :

(১) একবার হযরত খাদিজা রাযি. প্রিয়নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيْنَ اَطْفَالِيْ مِنْكَ؟ (হে আল্লাহর রাসূল! আপনার ঘরে আমার যে সন্তান রয়েছে, তাদের অবস্থা কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তারা জান্নাতে আছে। এরপর জিজ্ঞাসা করলেন- فَاَطْفَالِيْ مِنْ غَيْرِكَ তা হলে আপনি ভিন্ন অন্য স্বামী থেকে আমার সন্তানদের অবস্থা কি? তিনি জবাবে বলেন- فِي النَّارِ অর্থাৎ তারা জাহান্নামে আছে। অন্য রিওয়ায়াতে আছে : এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন-

اِنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَوْلَادَهُمْ فِي الْجَنَّةِ وَاِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ وَاَوْلَادَهُمْ فِي النَّارِ

অর্থাৎ মুমিনগণ ও তাদের সন্তানরা জান্নাতী আর মুশরিক ও তাদের সন্তানরা জাহান্নামী।

(২) আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, اَلْوَائِدَةُ وَالْمَوْءُوْدَةُ فِي النَّارِ অর্থাৎ যে নারী কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয় এবং যে কন্যা সন্তানকে কবর দেওয়া হয় উভয়ই জাহান্নামী।

উপর্যুক্ত হাদীস দুটি দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, মুশরিকদের মৃত নাবালেগ সন্তানরা জাহান্নামী হবে।

(৩) তা ছাড়া তাদের যৌক্তিক প্রমাণ হল, যদি তারা মুসলমানদের মতই হয়ে থাকে, তবে তাদেরকে মুসলমানদের মতো দাফন করা ও তাদের উপর জানাযার নামায পড়া হয় না কেন? বুঝা গেল, তারা মুশরিকদেরই মতো। কাজেই তারা জাহান্নামী হবে।

(তিন) জমহূর উলামা, মুফাস্সিরীন ও মুতাকাল্লেমীনদের মাযহাব হল, মুশরিক সন্তানরা জান্নাতী হবে। কারণ, তারা মূল ফিতরত অনুযায়ী মুমিনদের তালিকায় গণ্য হয়।

দলীলসমূহ

তাদের অসংখ্য দলীল থেকে এখানে মাত্র কয়েকটি দলিল পেশ করা হচ্ছে-

(১) পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, وَمَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো গুনাহ করে, তা তারই দায়িত্বে থাকে। কেউ অপরের অপরাধের বোঝা বহন করবে না।

(২) অপর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে-

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيْ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؟ قَالُوْا بَلٰى

এ আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, পূর্ণ মানব জাতি কর্তৃক ঈমানের স্বীকারোক্তির কারণে প্রকৃতপক্ষে সকলেই মুমিন। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর তাদের কুফরী কর্মকাণ্ডই কেবল তাদের এ স্বীকারোক্তির মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। আর যারা অপ্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় মারা গেছে, তাদের থেকে তা পাওয়া যায় নি। বিধায় তারাও মূল ঈমানের উপর বহাল থাকবে এবং জান্নাতী হবে।

(৩) রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন–

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ . الخ

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, মুশরিকদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানরা ফিতরী দীনের উপরই জন্মগ্রহণ করে। আর প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পূর্বে তারা مُكَلَّف ও হয় না। সুতরাং তারা কুফরের ক্ষেত্রে তাদের মা-বাবার অনুগামী হবে না বরং জান্নাতী হবে।

প্রথম পেশকৃত হযরত আয়েশা রাযি.-এর হাদীসের জবাব

জমহুরে উলামার পক্ষ থেকে হযরত আয়েশা রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের জবাবে বলেন, মুশরিক শিশুদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিষ্কারভাবে কোনো কিছু না বলার ঘটনা তখনকার, যখন তাদের অবস্থা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কোনো কিছু জানানো হয় নি। পরবর্তী সময়ে তাদের জান্নাতী হওয়ার সংবাদ জানানো হলে এ হাদীস রহিত হয়ে যায়।

আর হযরত আয়েশা রাযি. কর্তৃক শিশুটিকে চড়ুই পাখির সাথে তুলনা করার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অসন্তোষের কারণ ছিল, কোনো কিছুর বিষয়ে বাস্তব প্রমাণ ছাড়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং নিশ্চিত বিশ্বাস রাখা ঠিক নয়। অথচ হযরত আয়েশা রাযি. তাই করেছিলেন।

খারেজী সম্প্রদায়ের দলীলের জবাব

(১) তাদের পেশকৃত প্রথম দলীল সম্বন্ধে আল্লামা ইবনে হাযাম রহ. বলেন–

اَمَّا حَدِيْثُ خَدِيْجَةَ فَسَاقِطٌ مُطْرَحٌ لَمْ يَرْوِهِ قَطُّ مَنْ فِيْهِ خَيْرٌ

অর্থাৎ হযরত খাদিজা রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসখানা প্রত্যাখ্যাত ও অগ্রহণ যোগ্য। আল্লাহভীরু কোনো ব্যক্তি এ হাদীস বর্ণনা করে নি।

(২) তাদের অপর দলীলের জবাব হল, اَلْوَائِدَةُ وَالْمَوْؤُدَةُ فِى النَّارِ এ হাদীসখানা সহীহ সূত্রে প্রমাণিত নয় বরং এটি জাল হাদীসের কাছাকাছি। এ হাদীস সম্পর্কে আল্লামা ইবনে আব্দুল বার রহ. বলেন–

لَا اَعْلَمُ اَحَدًا رَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ غَيْرَ اَبِى مُعَاذٍ

(৩) তৃতীয়ত তাদের যৌক্তিক প্রমাণের জবাব হল, দাফন-কাফন, জানাযা

ইত্যাদি দুনিয়াবী বিষয়। যা প্রচলন না থাকার কারণে তাদের উপর প্রয়োগ করা হয় না। পক্ষান্তরে তাদের নাজাতের বিষয়টি পরকালীন বিষয়। সুতরাং একটিকে অপরটির উপর কিয়াস করা মোটেও ঠিক হবে না।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ

(٢) اَوْضِحْ قَوْلَ عَائِشَةَ : طُوْبٰى لِهٰذَا عُصْفُوْرٌ مِنْ عَصَافِيْرِ الْجَنَّةِ

(٣) اَوْضِحْ قَوْلَهُ : اَوْ غَيْرَ ذٰلِكَ مِنْ حَيْثُ الْاِعْرَابِ وَالتَّرْكِيْبِ وَالْمَعْنٰى

(٤) اُكْتُبْ اَقْوَالًا لِلْعُلَمَاءِ فِى ذَرَارِى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُدَلَّلًا مُوْضِحًا

٨٣. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَ عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ اِسْمَاعِيْلَ الْمَخْزُوْمِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ مُشْرِكُوْ قُرَيْشٍ يُخَاصِمُوْنَ النَّبِىَّ ﷺ فِى الْقَدْرِ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ (يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِى النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ اِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ).

সহজ তরজমা

(৮৩) আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা ও আলী ইবনে মুহাম্মদ রহ. .... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার কুরায়শ সম্প্রদায়ের মুশরিকরা নবী ﷺ এর সঙ্গে তাকদীরের ব্যাপারে ঝগড়া করার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হল। তখন এ আয়াত নাযিল হয়–

يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِى النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ - اِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ.

"সে দিন তাদের উপুড় করে টেনে নেওয়া হবে জাহান্নামের দিকে। বলা হবে, জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন করো! আমি সবকিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে।" (৫৪ : ৪৮-৪৯)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

يُخَاصِمُوْنَ النَّبِيَّ : হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ. বলেন- মক্কার কুরাইশ বংশীয় মুশরিক এবং অন্যান্য সাধারণ আরবগণ তাকদীর সম্পর্কে অবগত ছিল এবং তা স্বীকারও করত। তবে এ হাদীসে যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে তাদের তাকদীর বিষয়ে বিতর্কের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা ছিল নিছক ঝগড়ার উদ্দেশ্যে। হযরত শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ. বলেন, আরব সাহিত্যিকদের সাহিত্য ও কবিতা থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ : অর্থাৎ আমি বিশ্বচরাচরের সবকিছু অনাদি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হিকমতের চাহিদা অনুপাতে সৃষ্টি করেছি।

আল্লামা কাজী বায়যাবী রহ. এ আয়াতের অর্থ করেন- "আমি সকল জিনিস ঘটার পূর্বে লওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ করে রেখেছি"।

মোটকথা, আহলে আরব যদি তাকদীরের অস্বীকারকারী হয়ে থাকে, তবে এ আয়াত দ্বারা তাদেরকে রদ করা উদ্দেশ্য আর যদি তারা তার অস্বীকারকারী হয়ে থাকে, তবে তাদেরকে নির্বাক করা উদ্দেশ্য।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ.

(٢) اِشْرَحِ الْحَدِيْثَ حَقَّ التَّشْرِيْحِ.

٨٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ مَوْلَى اَبِيْ بَكْرٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى عَائِشَةَ فَذَكَرَ لَهَا شَيْئًا مِنَ الْقَدَرِ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ تَكَلَّمَ فِيْ شَيْءٍ مِنَ الْقَدَرِ سُئِلَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيْهِ لَمْ يُسْئَلْ عَنْهُ. قَالَ اَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَاهُ حَازِمُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سِنَانٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ.

সহজ তরজমা

(৮৪) আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা রহ. .... আবদুল্লাহ্ ইবনে আবূ মুলায়কা রহ. থেকে বর্ণিত। একবার তিনি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযি. এর

নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর সঙ্গে তাকদীর সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেন। তখন তিনি ['আয়েশা রাযি.] বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি– যে ব্যক্তি তাকদীর সম্পর্কে কথাবার্তা বলবে, কিয়ামতের দিন তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে আর যে ব্যক্তি এ বিষয়ে কোনোকিছু বলবে না, তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।

আবুল হাসান কাত্তান রহ. ...... ইয়াহইয়া ইবনে উসমান রাযি. পূর্বোক্ত বর্ণনার অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

مَنْ تَكَلَّمَ فِىْ شَيْءٍ مِنَ الْقَدَرِ : হাদীসের এ বাক্যাংশ দ্বারা তাকদীর সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার নিষিদ্ধতা প্রমাণিত হচ্ছে। হাদীসের শব্দ فِىْ شَيْءٍ দ্বারা নিষিদ্ধতার বিষয়টি আরো জোরালোভাবে প্রমাণিত হচ্ছে। আল্লামা তীবী রহ. বলেন : এখানে যদি فِىْ شَيْءٍ مِنَ الْقَدَرِ এর স্থলে فِى الْقَدَرِ বলা হত, তবে বেশি তাকিদ বুঝে আসত না; বুঝা যেত না যে, তাকদীর সংক্রান্ত সামান্য বিষয় নিয়ে বিতর্ক করাও অপছন্দনীয়, যা এ শব্দটুকু বৃদ্ধি করার দ্বারা বুঝা যাচ্ছে।

জ্ঞাতব্য : মনে রাখতে হবে, তাকদীর নিয়ে আলোচনার দুটি পন্থা হতে পারে।

(১) যুক্তি নির্ভর দলীলসমূহের আলোকে আলোচনা করা।

(২) বর্ণনানির্ভর দলীলসমূহের আলোকে আলোচনা করা।

হাদীসে প্রথম প্রকার আলোচনা বা বিতর্ক সম্বন্ধে নিষেধ করা হয়েছে; দ্বিতীয় সূরত সম্বন্ধে নয়। কারণ, দ্বিতীয় সূরতে তাকদীরের আলোচনা দ্বীনের তাবলীগের অংশবিশেষ। তা ছাড়া পূর্বে হযরত ইবনে দায়লামীর রিওয়ায়াত দ্বারা এ কথা আরও স্পষ্ট হয়ে গেছে। কারণ, তাকদীর সম্বন্ধে নিজের সন্দেহ ও খটকা নিরসনে সাহাবী শুধু এ সংক্রান্ত রিওয়ায়াত বর্ণনা করেই থেমে থাকেন নি বরং তিনি এ বিষয়ে আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্য অন্যান্য সাহাবীর নিকট গমনের নির্দেশ দিয়েছেন। আর সাহাবাগণ প্রত্যেকেই শুধু নিজের নিকট থাকা নকলী দলীলই উপস্থাপন করেছেন। এর জন্য কোনো যুক্তির আশ্রয় নেন নি। এর দ্বারাও প্রমাণিত হয়, তাকদীর সংক্রান্ত বিষয়ে শুধু প্রথম প্রকার আলোচনা বা যুক্তি-তর্কই নিষিদ্ধ; দ্বিতীয় প্রকার নয়।

৮৫. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ثَنَا دَاؤُدُ بْنُ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى اَصْحَابِهٖ وَهُمْ يَخْتَصِمُوْنَ فِى الْقَدَرِ فَكَاَنَّمَا يُفْقَأُ فِىْ وَجْهِهٖ حَبُّ الرُّمَّانِ مِنَ الْغَضَبِ فَقَالَ بِهٰذَا اُمِرْتُمْ اَوْ لِهٰذَا خُلِقْتُمْ تَضْرِبُوْنَ الْقُرْاٰنَ بَعْضَهٗ بِبَعْضٍ بِهٰذَا هَلَكَتْ الْاُمَمُ قَبْلَكُمْ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو مَا غَبَطْتُ نَفْسِىْ بِمَجْلِسٍ تَخَلَّفْتُ فِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا غَبَطْتُ نَفْسِىْ بِذٰلِكَ الْمَجْلِسِ وَتَخَلُّفِىْ عَنْهُ

সহজ তরজমা

(৮৫) আলী ইবনে মুহাম্মদ রহ. ..... আমর ইবনে শু'আইব এর দাদা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদের কাছে বেরিয়ে আসলেন। সে সময় তারা তাকদীর নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করছিল। এর কারণে রাগে তাঁর চেহারা ডালিমের দানার মতো লাল হয়ে উঠল এবং তিনি বললেন, তোমাদের কি এ কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অথবা এর জন্য কি তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে? তোমরা তো কুরআনের কতক আয়াতকে কতক আয়াতের বিপরীতে উপস্থাপন করছ। এ জন্যই তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণ ধ্বংস হয়ে গেছে। রাবী বলেন, তখন আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য ছাড়া আমি যত মজলিসেই উপস্থিত হয়েছি, এতটুকু লজ্জা কখনো পাইনি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

يَخْتَصِمُوْنَ فِى الْقَدَرِ এর ব্যাখ্যা

تَقْدِيْر সম্বন্ধে বিতর্কের সূরত এই যে, যেমন– কেউ মুতাযিলাদের মতো বলল, আমার বুঝে আসে না যে, সবকিছুই যদি ভাগ্য অনুযায়ীই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে, তা হলে সওয়াব ও আযাবের প্রশ্ন আসবে কেন? কারণ, جَزَا وَ سَزَا তো اِخْتِيَارِىْ বিষয়ের উপর হওয়া উচিত। অথচ তাকদীর মানলে তো আর বিষয়টি এখতিয়ারাধীন থাকে না।

আবার কেউ বলল : বান্দার কাজগুলো যখন তাকদীর নিয়ন্ত্রিত, তখন আবার কারো জন্য জান্নাত আবার কারো জন্য জাহান্নাম নির্ধারণের রহস্য কি? এটা আমার বুঝে আসে না।

আবার অন্য একজন বলল, বান্দার তো كَسْب এর এখতিয়ার আছে আর كَسْب এর উপর ভিত্তি করেই শাস্তি ও পুরস্কার, জান্নাত ও জাহান্নাম নির্ধারিত

হয়ে থাকে! আরেক ব্যক্তি বলল, ওই كَسْب কে আবার কে সৃষ্টি করেছে? এর শক্তি কে দিয়েছে? ইত্যাদি।

كَأَنَّمَا يُفْقَأُ فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ : এ বাক্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ মারাত্মকভাবে রাগান্বিত হওয়ার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এত কঠিনভাবে রাগান্বিত হওয়ার দুটি কারণ হতে পারে।

(১) তাকদীর তো আল্লাহর একটি গোপন রহস্যের নাম আর আল্লাহর গোপন রহস্য নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা নিষেধ। সাহাবায়ে কিরাম রাযি. যেহেতু এই স্পর্শকাতর একটি বিষয় নিয়ে বিতর্ক করে শরী'অতের হুকুম লঙ্ঘন করেছেন, তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ রাগান্বিত হয়েছেন।

(২) যে ব্যক্তি তাকদীর সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করে, তার ব্যাপারে আশঙ্কা আছে যে, সে জাবরিয়া বা কাদরিয়াদের ভ্রান্ত ধারণার শিকার হয়ে যাবে। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের উপর এভাবে রাগান্বিত হয়েছেন।

وَمَا غَبَطْتُ نَفْسِي بِمَجْلِسٍ تَخَلَّفْتُ فِيهِ : এ বাক্যে প্রথম مَا টি نَافِيَه আর দ্বিতীয় مَا মাসদারিয়াহ। আর দ্বিতীয় مَا غَبَطْتُ বতাবিলে মাসদার হয়ে প্রথম مَا غَبَطْتُ থেকে مَفْعُول مُطْلَق হয়েছে।

غَبَطْتُ শব্দটি بَاب ضَرَبَ ও بَاب فَتَحَ থেকে এসেছে। অর্থ হল, কারও নেয়ামত দেখে নিজের জন্য তেমনি নিয়ামতের আকাঙ্ক্ষা করা। তবে হাদীসে উদ্দেশ্য হল, শুধু আকাঙ্ক্ষা করা।

تَخَلَّفْتُ فِيهِ : এটা مَجْلِس এর সিফাত। আর পরবর্তী تَخَلُّفِي عَنْهُ কথাটি ذٰلِكَ الْمَجْلِس থেকে عَطْف تَفْسِيرِي হয়েছে। যেমন : أَعْجَبَنِي زَيْدٌ وَكَرَمُهُ এর মধ্যে كَرَمُهُ শব্দটি زَيْدٌ এর عَطْف تَفْسِيرِي

বাক্যটির মর্মার্থ হল, "আমি ওই বৈঠকে প্রিয়নবী ﷺ থেকে দূরে তথা সবচেয়ে পিছনে বসার যেমন আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম, অর্থাৎ "আহা! আমি যদি সকলের পিছনে বসতাম, তা হলে তো আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চোখের সামনে পড়তাম না।" অতীতে কখনো কোনো বৈঠকের ব্যাপারে আমার এমন আকাঙ্ক্ষা হয় নি যে, হায় যদি আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে দূরে থেকে সকলের পেছনে বসতাম।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ.

(٢) أَوْضِحْ قَوْلَهُ : فَكَأَنَّمَا يُفْقَأُ فِيْ وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ مَعَ بَيَانِ وَجْهِ غَضَبِ

النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّحَابَةِ.

(٣) اَلتَّكَلُّمُ فِى الْقَدَرِ لَايَجُوْزُ مُطْلَقًا اَمْ فِيْهِ تَفْصِيْلٌ؟ بَيِّنْ وَاضِحًا.

(٤) اشرح الحديث حق التشريح

---

٨٦. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِىْ حَيَّةَ أَبُوْ جَنَابٍ الْكَلْبِيُّ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا عَدْوٰى وَ لَا طِيَرَةَ وَ لَا هَامَةَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ الْبَعِيْرَ يَكُوْنُ بِهِ الْجَرَبُ فَيُجْرِبُ الْاِبِلَ كُلَّهَا قَالَ ذٰلِكُمُ الْقَدَرُ فَمَنْ أَجْرَبَ الْأَوَّلَ.

সহজ তরজমা

(৮৬) আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা ও আলী ইবনে মুহাম্মদ রহ. .... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ছোঁয়াচে বলতে কোনো রোগ নেই, অশুভ লক্ষণ বলতে কিছুই নেই এবং হামাহ্ (এক প্রকার পাখি, যার দৃষ্টিশক্তি দিনের বেলায় কম থাকে এবং রাতের বেলা উড়ে ও আওয়াজ করে। আরবরা এটাকে কুলক্ষুণে বলে মনে করত) বলতে কোনোকিছু নেই। তখন তাঁর কাছে একজন বেদুঈন দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি অবগত নন যে, খোস-পাঁচড়াযুক্ত উট সুস্থ উটের সংশ্রবে এলে সকল উট তাতে আক্রান্ত হয়? তখন তিনি বললেন, এটাই তোমাদের তাকদীর। আচ্ছা বলতো! প্রথম উটটির ওই রোগ কে দিল?

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

لَا عَدْوٰى এর ব্যাখ্যা

عَدْوٰى শব্দটির عَـيْـن যবর বিশিষ্ট ও دال সাকিন। إِعْدَاء অর্থ, একজনের রোগ আরেকজনের মধ্যে সংক্রমিত হওয়া। জাহেলী যুগে মানুষের বিশ্বাস ছিল, যদি কেউ অসুস্থ ব্যক্তির পাশে বসে কিংবা তার সাথে আহার গ্রহণ করে, তবে তার রোগ বসা ব্যক্তি ও ভক্ষণকারীর মাঝে সংক্রমিত হয়ে যায়। لَا عَدْوٰى বলে ওই রোগ সংক্রমণের জাহেলী ভ্রান্ত ধারণাকে বিলুপ্ত করাই হাদীসের উদ্দেশ্য।

প্রাচীন চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে ৭টি রোগ সংক্রমিত হয়। সেগুলো হল, (১) কুষ্ঠ। (২) চর্ম রোগ। (৩) গুটি বসন্ত। (৪) জল বসন্ত। (৫) মুখের দুর্গন্ধ। (৬) চোখ উঠা। (৭) মহামারী/প্লেগ।

মোটকথা, জাহেলী যুগের এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের সংক্রমণের এ অমূলক

ধারণা খণ্ডনের উদ্দেশ্যে হাদীসে বলা হয়েছে, لَا عَدْوٰى অর্থাৎ ইসলামে ছোঁয়াচে ও সংক্রামক বলতে কিছু নেই।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

আলোচ্য হাদীসের বক্তব্য, অন্যান্য কতগুলো হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক মনে হয়। যেমন, এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

لَا يُوْرِدُ مُمَرِّضٌ عَلٰى مُصِحٍّ وَفِىْ رِوَايَةٍ لَا يُوْرِدُ ذُوْ عَاهَةٍ عَلٰى مُصِحٍّ

অর্থাৎ কোনো পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তি যেন সুস্থ ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম না করে।

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছাকীফ প্রতিনিধি দলের এক কুষ্ঠরোগীর হাত ধরে বাই'আত করান নি এবং অদৃশ্যভাবে তার বাই'আত গ্রহণ করেছেন এবং বলে দিয়েছেন, إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ (আমি তোমাকে বাই'আত করে নিয়েছি, তুমি ফিরে যাও।)

তা ছাড়া বুখারী শরীফের এক রিওয়ায়াতে আছে : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, فِرَّ مِنَ الْمَجْذُوْمِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْاَسَدِ অর্থাৎ তুমি কুষ্ঠরোগী থেকে এমনভাবে পালাও, যেভাবে তুমি সিংহ থেকে পলায়ন কর।

এসব রিওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায়, রোগ সংক্রমিত হয়। এজন্যই তো তিনি এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন এবং অন্যদেরকেও সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। পক্ষান্তরে হাদীসুল বাব ও অন্যান্য কিছু রিওয়ায়াত, যেমন- إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَكَلَ مَعَ مَجْذُوْمٍ وَقَالَ كُلْ ثِقَةً بِاللّٰهِ وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ ইত্যাদি দ্বারা বুঝা যায়, রোগ সংক্রমিত হয় না। কাজেই দু'ধরনের রিওয়ায়াত পরস্পরে বিরোধপূর্ণ হয়ে গেল। এর সমাধান কী?

এই বিরোধের সমাধানের জন্য উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন মত পেশ করেছেন। তন্মধ্য হতে কয়েকটি নিম্নে পেশ করা হচ্ছে।

(১) সালফের এক জামা'আতের রায় হল, সংক্রমণ সংক্রান্ত রিওয়ায়াতগুলো রহিত হয়ে গেছে।

(২) কাজী ইয়াজ রহ. বলেন, আসলে কোনো প্রকার রিওয়ায়াতই রহিত হয়ে যায় নি বরং উভয় প্রকার রিওয়ায়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হবে এভাবে- যে সমস্ত রিওয়ায়াতে বিভিন্ন রোগের সংস্পর্শ থেকে বেঁচে থাকার কথা বলা হয়েছে, সেগুলো اِسْتِحْبَاب এর উপর প্রযোজ্য অর্থাৎ বেঁচে থাকা ভালো। পক্ষান্তরে যেসব রিওয়ায়াতে তাদের সাথে খানা-পিনা, মেলা-মেশার কথা আছে, সেগুলো جَوَاز (বৈধতার) উপর প্রযোজ্য অর্থাৎ এগুলো বৈধ।

(৩) কেউ আবার এভাবে সমন্বয় সাধন করেছেন যে, যে সকল রিওয়ায়াতে

(৩) এ হাদীসের রিওয়ায়াতকারী হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. নিজেই সংক্রমণ থেকে বেঁচে থাকার বিষয়ে সন্দিহান। কাজেই অন্যদের রিওয়ায়াতের উপর আমল করা হবে।

(৪) সংক্রমণ থেকে বেঁচে থাকা সংক্রান্ত রিওয়ায়াতগুলোর তুলনায় لَا عَدْوٰى এ সংক্রান্ত রিওয়ায়াতগুলোই অধিক প্রসিদ্ধ।

অপর দল বলেন, لَا عَدْوٰى রিওয়ায়াতটিই পরিত্যজ্য। কারণ, (১) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. এ থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। যেমনটি বুখারীর এক বর্ণনায় রয়েছে।

(২) বেঁচে থাকার রিওয়ায়াতগুলো অধিক সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে তার উপর আমল করা উত্তম হবে।

যারা উভয় প্রকার হাদীসের মধ্যে প্রাধান্য দানের পন্থা অবলম্বনে বিরোধ দূর করেছেন, তাদের জবাবে সমন্বয় সাধনের পন্থা অনুসরণকারীগণ বলেন, যেখানে হাদীসসমূহের মাঝে সমন্বয় সাধন দেওয়া সম্ভব সেখানে প্রাধান্য দানের পন্থা অবলম্বন করা হয় না বরং সমন্বয় সাধন অসম্ভব হলেই কেবল সমন্বয় সাধনের পন্থা অনুসরণ করা হয়- এটাই নিয়ম। তা ছাড়া لَا عَدْوٰى এর রিওয়ায়াতটি অনেক সংখ্যক সাহাবী থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ায় এটাকে প্রত্যাখ্যাত ও مَعْلُوْل বলা ঠিক নয়।

وَلَا طِيَرَةَ এর ব্যাখ্যা

طِيَرَة শব্দটি طاء এর মধ্যে كسره ও ياء তে فتحه এর সাথে হবে। তবে কখনো কখনো ياء এর মধ্যে كسره ও দেওয়া হয়। অর্থ হল, কুলক্ষণ গ্রহণ। আভিধানিক অর্থ হল, উড়া। জাহেলী যুগে লোকেরা পাখিকে উত্তেজিত করে উড়িয়ে দিত, পাখিটি ডান দিকে উড়ে গেলে তারা তা থেকে সুলক্ষণ গ্রহণ করত এবং সফরকে সফল মনে করত আর বাম দিকে উড়ে গেলে তা থেকে কুলক্ষণ গ্রহণ করত এবং সফরকে অকৃতকার্য মনে করত। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম لَا طِيَرَةَ বলে তাদের এ ভ্রান্ত বিশ্বাসকে অপনোদন করেছেন।

طِيَرَة এর হুকুম : এখানে দু'টি বিষয় আছে। একটি হল, فال বা শুভ লক্ষণ গ্রহণ করা। অপরটি হল طِيَرَة বা কুলক্ষণ গ্রহণ করা।

فال যেহেতু আল্লাহ তা'আলার প্রতি সুধারণা পোষণ করার উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে, যা শরী'অত অনুমোদিত, বিধায় তা জায়েয। পক্ষান্তরে طِيَرَة এ যেহেতু আল্লাহর প্রতি কুধারণা পোষণ করা হয়, এজন্য তা বৈধ নয়। لَا عَدْوٰى وَلَا طِيَرَةَ এ হাদীস দ্বারা طِيَرَة এর অবৈধতা প্রমাণিত হয়। কারণ, এখানে نَفِى নাহী এর অর্থে এসেছে। মর্মার্থ হল, তোমরা সংক্রমণের বিশ্বাস রেখ না এবং কুলক্ষণ গ্রহণ করো না।

وَلَا هَامَةَ এর ব্যাখ্যা :

প্রশ্ন : هَامَةٌ কি জিনিস? এ ব্যাপারে কয়েকটি মতামত রয়েছে।

(১) هَامَةٌ হল ওই পাখি, যা আরবদের ধারণা অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির হাড় যখন জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে যায় তখন তা هَامَةٌ নামক একটি পাখিতে পরিণত হয়ে যায় এবং তা কবর থেকে বের হয়ে পরিবার-পরিজনের খোঁজ-খবর নেয় ও ঘোরাফেরা করতে থাকে।

(২) কারো কারো মতে নিহত ব্যক্তির মাথা থেকে একটি পাখি বের হয়, যার নাম হামাহ। সে সর্বদা এই বলে আর্তনাদ করতে থাকে যে, আমাকে পানি দাও, আমাকে পানি দাও। যতক্ষণ না তার হত্যাকারীকে কতল করা হয়, ততক্ষণ সে আর্তনাদ করতেই থাকে।

(৩) আবার কারো মতে খোদ নিহত ব্যক্তির রূহ পাখির রূপ ধারণ করে এসে আর্তনাদ করতে থাকে, যতক্ষণ না হত্যাকারী থেকে কিসাস নেওয়া হয়। কিসাস নিলে সে ফিরে চলে যায়।

(৪) কেউ বলেছেন, هَامَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য পেঁচা। জাহেলী যুগে ধারণা করা হত যে, সেটি কারো ঘরের উপর বসে ডাকার অর্থ হল তার মৃত্যু বা ধ্বংসের সংবাদ দেওয়া।

মোটকথা, শরী'অত এসব ধারণার অপনোদন কল্পে ঘোষণা করেছে– لَا هَامَةَ অর্থাৎ শরী'অতে هَامَةٌ বলতে কিছু নেই।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ.

(٢) مَا مَعْنَى الْعَدْوٰى وَالطِّيَرَةِ وَمَا حُكْمُهَا فِى الشَّرْعِ بَيِّنْهُ مُوْضِحًا.

(٣) كَمْ اَشْيَاءَ يَعُدُّهَا الْاَطِبَّاءُ بِاَعْدَائِهَا بَيِّنْهُ مَعَ حُكْمِهَا.

(٤) اَلْحَدِيْثُ مُعَارِضٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِرَّ مِنَ الْمَجْذُوْمِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْاَسَدِ وَ غَيْرُهُ مِنَ الْاَحَادِيْثِ الدَّالَّةِ عَلٰى خِلَافِهِ فَمَا الْجَوَابُ عَنِ التَّعَارُضِ بَيِّنْهُ مُوْضِحًا.

(٥) مَا مَعْنَى الْهَامَةِ بَيِّنْهُ مَعَ حُكْمِهَا.

৮৯. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا خَالِيْ يَعْلٰى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ لِي جَارِيَةً أَعْزِلُ عَنْهَا قَالَ سَيَأْتِيْهَا مَا قُدِّرَلَهَا فَأَتَاهُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَقَالَ قَدْ حَمَلَتِ الْجَارِيَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا قُدِّرَ لِنَفْسٍ شَيْءٌ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ.

সহজ তরজমা

(৮৯) আলী ইবনে মুহাম্মদ রহ. ..... জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক আনসার নবী ﷺ এর নিকট এসে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমার একটি দাসী আছে আমি কি তার থেকে আযল করব? তখন তিনি বললেন, তার জন্য যা কিছু নির্ধারণ করা হয়েছে, তা অবশ্যই সে লাভ করবে। এর কিছুদিন পর ওই আনসার ব্যক্তি তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বলেন, আমার দাসীটি গর্ভধারণ করেছে। তখন নবীজী ﷺ বললেন, যার জন্য যা কিছু নির্ধারণ করা হয়েছে, তা অবশ্যই হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

عَزَل এর সংজ্ঞা : হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ.-এর মতে عَزَل এর সংজ্ঞা হল, هُوَ النَّزْعُ بَعْدَ الْإِيْلَاجِ لِيُنْزِلَ خَارِجَ الْفَرْجِ অর্থাৎ পুরুষাঙ্গ যোনী পথে প্রবিষ্ট হওয়ার পর বীর্যস্খলনের পরম মুহূর্তে তা বের করে নেওয়া, যাতে যোনীর বাইরে বীর্যপাত হয়।

শায়খ আব্দুল গনী মুজাদ্দেদী রহ. عَزَل এর সংজ্ঞায় বলেন–

اَلْعَزْلُ إِرَاقَةُ الْمَنِيِّ خَارِجَ الْفَرْجِ خَوْفًا مِنْ عَلَقِ الْوَلَدِ অর্থাৎ সন্তান জন্ম নেওয়ার আশঙ্কায় যোনীর বাইরে বীর্যপাত ঘটানো।

عَزَل এর ক্ষেত্রে স্ত্রীর অনুমতি গ্রহণে ইমামদের মতভেদ

(১) ইমাম শাফিঈ রহ.-এর মতে স্ত্রী যদি স্বাধীন হয়, তবুও তার সাথে আযল করার জন্য তার অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন নেই। কেননা তার মতে মূলত সহবাসের ক্ষেত্রে স্ত্রীর কোনো অধিকার নেই।

(২) ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মতে স্বাধীন স্ত্রী থেকে আযল করতে হলে তার থেকে অনুমতি নেওয়া জরুরি। তা ছাড়া জায়েয নেই। কেননা সহবাস তার মতে স্বাধীন স্ত্রীর অধিকারের অন্যতম এবং সে স্বামীর কাছে প্রাপ্তি তলব করতে পারে। তা ছাড়া হযরত উমর রাযি. থেকে বর্ণিত আছে,

اِنَّهٗ نَهٰى اَنْ يُّعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ اِلَّا بِاِذْنِهَا

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বাধীন স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া তার থেকে আযল করতে নিষেধ করেছেন। এজন্যই আল্লামা ইবনে আব্দুল বার রহ. এ ব্যাপারে সমস্ত ফকীহদের ঐকমত্য নকল করেছেন।

আযল এর শরঈ বিধান

সাহাবা ও তাবেঈনের যুগে আযল সংক্রান্ত দু'টি মাযহাব প্রসিদ্ধ ছিল।

(১) আযল মাকরূহ এবং নাজায়েযের নিকটবর্তী। এটাই وَأْد خَفِى (গোপন হত্যা) এর সমার্থবোধক। হযরত উমর রাযি. হযরত উসমান রাযি., আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর প্রমুখ সাহাবীর মতও এটাই। ইমাম নববী রহ.-ও এমতই গ্রহণ করেছেন। মোল্লা আলী কারী রহ. এই নিষেধাজ্ঞাকে মাকরূহে তানযিহীর উপর প্রয়োগ করেছেন।

(২) স্ত্রীর যখন শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল হয় এবং প্রসূতির কিংবা বাচ্চার প্রাণহানীর আশঙ্কা দেখা দেয়, তখন অপারগতাবশত আযল করা জায়েয এবং এটা وَأْدخَفِى এর পর্যায়ভুক্ত হবে না। চার ইমাম ও জমহূর উলামার বিশুদ্ধ মত এটিই এবং এর উপরই ফতওয়া দেওয়া হয়েছে। সাংসারিক ঝামেলা এড়ানো ও পরিবার ছোট রাখা কিংবা রিযিকের সঙ্কীর্ণতার আশঙ্কায় আযল তথা অস্থায়ী জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বৈধ নয়।

سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا এর ব্যাখ্যা

গর্ভ সঞ্চারের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এমন যেকোনো পন্থা অবলম্বন করে কোনো লাভ নেই। কারণ, আল্লাহ পাক যা ভাগ্যে অবধারিত করে রেখেছেন, তা হবেই। কেননা কেউ যদি সহবাসের সময় আযল করে, তবে হতে পারে লিঙ্গ নির্গত করার পূর্বেই তার অনুভূতির বাইরে বীর্যের কোনো ফোঁটা জরায়ুতে প্রবেশ করবে এবং তাতেই গর্ভ সঞ্চার হয়ে যাবে অথবা হতে পারে, বীর্য নির্গত হওয়ার পূর্বে মজীর সাথে বীর্যের কোনো ফোঁটা জরায়ুতে প্রবেশ করবে আর আল্লাহর ইচ্ছা থাকলে তাতেই গর্ভ সঞ্চার হয়ে যাবে। সুতরাং আযল করে কোনো লাভ নেই। এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে নিরুৎসাহিত করেছেন।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ.

(٢) اِشْرَحِ الْحَدِيْثَ حَقَّ التَّشْرِيْحِ.

(٣) مَا مَعْنَى الْعَزْلِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا بَيِّنْهُ مَعَ بَيَانِ الْاِخْتِلَافِ فِيْ حُكْمِهِ.

(٤) مَا ذَا حُكْمُ الْعَزْلِ بِدُوْنِ اِجَازَةِ الزَّوْجَةِ اَوْ بِاِجَازَتِهَا بَيِّنْهُ

(٥) اَوْضِحْ قَوْلَهُ : سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا.

٩٠. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عِيسٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ وَلَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيئَةٍ يَعْمَلُهَا.

সহজ তরজমা

(৯০) আলী ইবনে মুহাম্মদ রহ. .... সাওবান রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : নেককাজ ব্যতীত অন্য কিছুতেই আয়ু বৃদ্ধি পায় না এবং দু'আ ব্যতীত তাকদীর পরিবর্তন হয় না। আর পাপাচারের কারণেই মানুষকে তার জীবিকা থেকে বঞ্চিত করা হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

لَايَزِيْدُ فِي الْعُمُرِ اِلَّا الْبِرُّ এর ব্যাখ্যা

অর্থাৎ নেককাজ বয়সকে বাড়িয়ে দেয়। এখানে আয়ু বাড়ার অর্থ কি, এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের বিভিন্ন অভিমত আছে।

(১) কোনো কোনো আলেম বলেন : এর দ্বারা জীবনটা ব্যর্থ ও নিষ্ফল না হয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য অর্থাৎ শুধু নেকীর মাধ্যমেই একজন মানুষের জীবন নিরাপদ থাকতে পারে। কারণ, জীবনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ্ পাকের বন্দেগী করা। কাজেই যে ব্যক্তি বন্দেগী করল না, সে তো জীবনকে বিনষ্ট করে দিল এবং তাতে ক্ষতিসাধন করল। কিন্তু যে নেককাজ করল, সে নিজের জীবনকে ক্ষতি থেকে বাঁচাল আর ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য লাযেম হল, বৃদ্ধি পাওয়া। সুতরাং এখানে مَلْزُوْم বলে لَازِم উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে।

(২) কেউ কেউ বলেছেন, আয়ু বেড়ে যাওয়া বলতে জীবনে বরকত লাভ হওয়া উদ্দেশ্য অর্থাৎ একমাত্র নেকীর মাধ্যমেই জীবনে বরকত আসতে পারে। সুতরাং যে নেককার হবে, তার জীবনে বরকত হবে এবং অল্প সময়ে প্রচুর কাজ করতে পারবে। একজন নেককার ব্যক্তি থেকে ৫০ বৎসরে এত অধিক পরিমাণ কাজ হবে যে, অন্যজন থেকে সেই কাজ ২০০ বৎসরে হওয়াও কঠিন হবে।

হযরত থানবী রহ.-এর জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখুন, তিনি তাঁর এ সংক্ষিপ্ত জীবনে কত কাজ করে গেছেন। প্রায় দেড় হাজার কিতাব রচনা করেছেন। হাজার হাজার লোককে তরবিয়ত করেছেন। ওয়াজ-নসিহত দ্বারা কত মানুষকে হিদায়াত করেছেন। দুনিয়ার দিক-বিদিক সফর করেছেন। একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত শিক্ষকতা করেছেন। রাষ্ট্রের খবরাখবরও রেখেছেন। পরিবার-পরিজনের

খোঁজখবর নিয়েছেন। লক্ষ লক্ষ ফতওয়া দিয়েছেন। নিজের যিকর-আযকারও পূর্ণরূপে আদায় করেছেন। কত আশ্চর্য! একজন মানুষের সামান্য এ জীবনে এত খেদমত কিভাবে আঞ্জাম দিলেন? এটা আর কিছুই নয়, শুধু জীবনের বরকতের কারণেই হয়েছে।

(৩) কেউ কেউ বলেছেন, হাদীসে আয়ু বাড়া বলতে বাস্তবিকপক্ষেই আয়ু বাড়া উদ্দেশ্য অর্থাৎ যে নেককাজ করবে বাস্তবেই তার আয়ু বাড়িয়ে দেওয়া হবে এবং মৃত্যু বিলম্বিত হবে। তবে এই বৃদ্ধি পাওয়ার সম্বন্ধ হবে তাকদীরে মু'আল্লাক এর সাথেদ; তাকদীরে মুবরাম এর সাথে নয়।

আল্লামা নববী রহ. বলেন, হাদীসে বাস্তবেই আয়ু বৃদ্ধি করা উদ্দেশ্য। তবে তা আল্লাহ পাকের ইলম হিসেবে নয়। কেননা আল্লাহ পাকের ইলমে যার মৃত্যুর যে সময় নির্ধারিত আছে, তাতে সামান্যতম কমবেশি হবে না বরং মৃত্যুর ফেরেশতা বা লাওহে মাহফুয হিসেবে তা বাড়বে বা কমবে অর্থাৎ আল্লাহ প্যাকের পক্ষ থেকে লাওহে মাহফূযে বা মৃত্যুর ফেরেশতার নিকট কিছু জিনিসের সিদ্ধান্ত একরকম লিখে রাখা বা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরপর তা পরিবর্তনের কারণসমূহও রেখে দিয়েছেন। সেই কারণগুলো যখন বাস্তবায়িত হবে, তখন সেগুলোর পরিবর্তন আল্লাহ পাকের অনাদী ইলম অনুযায়ীই হয়ে যাবে।

لَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ এর ব্যাখ্যা

প্রশ্ন : এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, জমহূরে উলামার ঐকমত্যে তাকদীরে কোনোরূপ পরিবর্তন হয় না। অথচ হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, তাকদীর পরিবর্তন হতে পারে?

উত্তর : এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, যদি তাকদীর বলতে তাকদীরে মু'আল্লাক উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তা হলে তো হাদীসের এ অংশের উপর কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হবে না। কারণ, এ তাকদীর পরিবর্তনযোগ্য। কিন্তু যদি تَقْدِير দ্বারা عَام (ব্যাপক অর্থবোধক চাই مُعَلَّق হোক, চাই مُبْرَم হোক) উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তা হলে এমতাবস্থায় হাদীস ও জমহূরের সর্বসম্মত মতের মাঝে বিরোধ দেখা দিবে। কেননা তাকদীরে মুবরাম পরিবর্তনযোগ্য নয়।

তাই মুহাক্কিক আলেমগণ উভয়ের মাঝে সমন্বয় সাধনের জন্য হাদীসের দু'ভাবে تَاوِيل করেছেন।

(১) এখানে হাদীসের বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয় বরং নেককর্ম, দু'আ ও গোনাহ –এ তিন বস্তুর গুরুত্ব ও ভয়াবহতা বুঝানো হয়েছে। মর্মার্থ হল, ভাগ্য যদি কোনোকিছু দ্বারা পরিবর্তন করা যেত, তবে সেটা ছিল দু'আ। কিন্তু যেহেতু তাকদীর কোনো জিনিস দ্বারা পরিবর্তন হয় না, এজন্য দু'আর দ্বারাও পরিবর্তন হবে না।

(২) কেউ কেউ বলেন : এখানে رَدُّ قَضَاء তথা ভাগ্য পরিবর্তন দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তাইসীর অর্থাৎ দু'আর উপকারিতা হচ্ছে, ভাগ্যে যা নির্ধারিত আছে, তা তো অবশ্যই ঘটবে, তবে দু'আর কারণে তা সহ্য করার ক্ষমতা বেড়ে যাবে। ফলে তার কষ্ট অনুভব হবে না। নিম্নের হাদীস দ্বারা এ মতের পক্ষে সমর্থন লাভ হয়–

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلدُّعَاءُ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلُ

وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيْئَةٍ يَعْمَلُهَا এর ব্যাখ্যা

অর্থাৎ মানুষ তার গুনাহের কারণে রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।

প্রশ্ন : এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় অর্থাৎ অনেক কাফের ও ফাসেক এমন আছে, যাদের রিযিক বাধ্যগত মুমিনের রিযিক অপেক্ষা বেশি দেখা যায়। তা হলে পাপের কারণে মানুষ রিযিক থেকে বঞ্চিত হল কিভাবে। বাস্তবতা তো হাদীসের বিপরীত হয়ে গেল?

উত্তর : এখানে রিযিক দ্বারা উদ্দেশ্য হল, পরকালের রিযিক অর্থাৎ সওয়াব। আর গুনাহের কারণে কাফের ও ফাসেকের সওয়াব এবং পরকালের রিযিক থেকে বঞ্চনার বিষয়টি তো সুস্পষ্ট।

কিন্তু যদি রিযিক বলতে দুনিয়াবী রিযিক, যেমন– ধন-সম্পদ, সুস্থতা, বিলাসিতা ইত্যাদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তবে তো প্রশ্ন থেকেই গেল। কেননা এখানে কাফেরদের কোনো কমতি নেই। তবে তখন জবাব এই যে, কাফের-ফাসেকদের যদিও ধন-সম্পদ, মান-সম্মান অর্জিত হয়ে থাকে, কিন্তু আরাম-আয়েশ তথা আন্তরিক প্রশান্তি তাদের অর্জিত নেই। কারণ, আল্লাহ পাকই তো বলেছেন–

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا

অর্থাৎ যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ, তার জন্য থাকবে (আন্তরিক) সঙ্কীর্ণ জীবন। আর মুফতী শফী রহ. এর ভাষায় "তাদের ধন-সম্পদ অর্জিত হতে পারে, কিন্তু প্রকৃত শান্তি আদৌ অর্জিত হবে না।" কারণ, ধন-সম্পদ তো হল শান্তির উপকরণ; মূল শান্তি নয়। আর শান্তির উপকরণ কিনে অর্জন করা যেতে পারে, কিন্তু শান্তি কিনতে পাওয়া যায় না।

তবে কেউ কেউ এ প্রশ্নের জবাবে বলেন, হাদীসটি মূলত ওইসব গুনাহগার মুমিনদের সাথে খাস, যাদেরকে বিপদ আপদে লিপ্ত করার মাধ্যমে গুনাহ থেকে পবিত্র করে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে প্রবেশ করাতে চান অর্থাৎ পাপের কারণে সেসব মুমিনদের রিযিক এজন্য হ্রাস পায়, যাতে এ কষ্টের পর তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো যায়। এখানে কাফের-ফাসেকদের সম্বন্ধে কোনো আলোচনাই নেই।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ.

(٢) مَا الْمُرَادُ بِزِيَادَةِ الْعُمُرِ فِى الْحَدِيْثِ وَمَاذَا اَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ فِيْهِ؟

(٣) اَلْحَدِيْثُ يَدُلُّ عَلٰى اَنَّ الدُّعَاءَ يَرُدُّ الْقَدْرَ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَفَّ الْقَلَمُ عَلٰى عِلْمِ اللّٰهِ ، فَاِنَّهُ يَدُلُّ عَلٰى اَنَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ الْقَدْرُ فَمَا الْجَوَابُ عَنْهُ؟

(٤) فِى الْحَدِيْثِ ، اِنَّ الرَّجُلَ يُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيْئَتِهِ وَنَحْنُ نَرٰى كَثِيْرًا مِّنَ الْكَفَرَةِ وَالْفَجَرَةِ اَكْثَرَ مَالًا مِنْ كَثِيْرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُتَّقِيْنَ فَمَا الْجَوَابُ عَنْ هٰذَا الْاِشْكَالِ؟

٩١. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَطَاءُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخُفَافُ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ! اَلْعَمَلُ فِيْمَا جَفَّ بِهِ الْقَلَمُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيْرُ أَمْ فِىْ أَمْرٍ مُسْتَقْبِلٍ ؟ قَالَ" بَلْ فِيْمَا جَفَّ بِهِ الْقَلَمُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيْرُ وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ"

সহজ তরজমা

(৯১) হিশাম ইবনে আম্মার রহ. .... সুরাকা ইবনে জু'শুম রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমল কি তা, যা পূর্বেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং তদনুযায়ী তকদীর নির্ধারণ করা হয়েছে নাকি তা ভবিষ্যতের কাজ? তিনি বললেন : বরং তা, যা পূর্বে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং তদনুযায়ী তকদীর নির্ধারণ করা হয়েছে। আর তার জন্য যা কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে, তা সহজ করা হয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلْعَمَلُ فِيْمَا جَفَّ بِهِ الْقَلَمُ এর ব্যাখ্যা

اَلْعَمَلُ এর শুরুর الف لام টি عَهْد ذِهْنِى এর জন্য। এর مَعْهُوْد হল ওইসব ভালোমন্দ আমল, যেগুলো মানুষ দুনিয়াতে করে থাকে। যেমন, মুসলিম শরীফের এক রিওয়ায়াতে উল্লেখ আছে–

أَرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَيَكْدَحُوْنَ فِيْهِ اَىْ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ

আর اَلْعَمَلُ এর পূর্বে حرف استفهام উহ্য আছে, যা পরে উল্লেখিত اَمْ শব্দ থেকে বুঝা যাচ্ছে। اَلْعَمَلُ শব্দটি تَرْكِيْب এ মুবতাদা হয়েছে আর পরবর্তী فِيْمَا শব্দটি كَائِنٌ বা دَاخِلٌ এর সাথে মুতাআল্লেক হয়ে خَبَر হবে।

جَفَّ بِهِ الْعَمَلُ এর দ্বারা কিনায়া করা হয়েছে, লেখা শেষ হয়ে যাওয়ার দিকে। কারণ, মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত লেখতে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার কলমও ভিজা থাকে, লেখাও ভিজা থাকে। যখন লেখা শেষ হয়ে যায়, তখন লেখা, কলম সবই শুকিয়ে যায়। কাজেই বুঝা গেল, লেখা শেষ হয়ে যাওয়ার জন্য কলম শুকিয়ে যাওয়া আবশ্যক তাই এ হাদীসে কলম শুকিয়ে যাওয়া বলে আবশ্যিকভাবে "লেখা শেষ হয়ে গেছে" উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। কেননা কলম শুকিয়ে গেছে, কাজেই এর দ্বারা ইঙ্গিত হয়ে গেল যে, লওহে মাহফুযে যা কিছু লিখা হয়েছে, তাতে আর কোনো পরিবর্তন হবে না। এ থেকে আরও বুঝা গেছে, লেখা শেষ হয়েছে অনেক সময়; এমনকি কলমও শুকিয়ে গেছে।

আল্লামা নববী রহ. এ অংশটুকুর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন-

جَفَّ بِهِ اَىْ مَضَتْ بِهِ الْمَقَادِيْرُ وَسَبَقَ عِلْمُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَتَمَّتْ كِتَابَتُهُ فِى اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ وَجَفَّ الْعِلْمُ الَّذِىْ كُتِبَ بِهِ وَامْتَنَعَ الزِّيَادَةُ وَالنُّقْصَانُ

فِىْ اَمْرٍ مُسْتَقْبِلٍ : এখানে فِىْ اَمْرٍ শব্দটি ظرف مستقر হয়ে مبتدا محذوف এর خبر হয়েছে। মূলত عبارت টি এমন ছিল-

هُوَ كَائِنٌ فِىْ شَانٍ وَزَمَانٍ مُسْتَقْبِلٍ مِنْ غَيْرِ سَبْقِ تَقْدِيْرٍ وَزَمَانٍ

হাদীসে প্রশ্নকারীর প্রশ্নের খুলাসা এই যে, পৃথিবীতে মানুষ যে ভালো-মন্দ আমল করে, সেগুলো কি ওইসব আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো আল্লাহ পাকের নিকট তাকদীরে লিপিবদ্ধ আছে নাকি আল্লাহ পাকের নিকট পূর্ব থেকে সেগুলো নির্ধারিত বা লিপিবদ্ধ ছিল না বরং কোনো প্রকার তাকদীরের প্রসঙ্গ ছাড়াই ভবিষ্যতে সেগুলো অস্তিত্বে আসবে?

بَلْ فِيْمَا جَفَّ بِهِ الْقَلَمُ : প্রিয়নবী ﷺ জবাব দিলেন : না, যে কোনো আমল, ভালো হোক চাই মন্দ, সবই পূর্বনির্ধারিত ভাগ্য অনুযায়ীই অস্তিত্বে আসে। তবে যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সে আমল সহজ করে দেওয়া হবে অর্থাৎ যার জন্য ভালো কাজ করা নির্ধারিত আছে, তার থেকে ভালো কাজই প্রকাশ পাবে এবং নেক আমলই তার জন্য সহজ হবে।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ.

(٢) اَوْضِحْ مَعْنَى الْحَدِيْثِ اِيْضَاحًا تَامًّا.

٩٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ مَجُوسَ هٰذِهِ الْأُمَّةِ الْمُكَذِّبُونَ بِأَقْدَارِ اللّٰهِ إِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ وَ إِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ وَ إِنْ لَقِيتُمُوهُمْ فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ.

সহজ তরজমা

(৯২) মুহাম্মদ ইবনে মুসাফ্ফা হিমসী রহ. .... জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এ উম্মতের মধ্যে তারাই মাজূসী (অগ্নিপূজক), যারা আল্লাহ্র তাকদীরকে অস্বীকার করে। এরা যদি রোগাক্রান্ত হয়, তা হলে তোমরা তাদের সেবা-শুশ্রূষা করবে না। যদি তারা মারা যায়, তবে তোমরা তাদের জানাযায় অংশগ্রহণ করবে না। এমনকি যদি তোমরা তাদের সাথে দেখা কর, তবে তোমরা তাদের সালাম করবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

إِنَّ مَجُوسَ هٰذِهِ الْأُمَّةِ : আলোচ্য হাদীসে তাকদীর অস্বীকারকারীকে মাজূসী বা অগ্নিপূজকের সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। কেননা যেমনিভাবে অগ্নিপুজারীরা দু'স্রষ্টার প্রবক্তা- একজন হল خَيْر তথা কল্যাণের স্রষ্টা, যাকে তাদের ধারণা মতে يزدان বলা হয় আর অন্য জন হল شَر তথা মন্দের স্রষ্টা ,যাকে اهرمن বলা হয়; ঠিক তেমনিভাবে তাকদীর অস্বীকারকারী কাদরিয়া ও মুতাযিলারাও অসংখ্য স্রষ্টার প্রবক্তা। তাদের কথা হল, خَيْر এর স্রষ্টা হল আল্লাহ আর شَرّ এর স্রষ্টা হল খোদ বান্দা।

এজন্যই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আলেমগণ বলে থাকেন, মুতাযিলারা মাজূসী তথা অগ্নিপূজকদের থেকেও নিকৃষ্ট। কারণ, অগ্নিপূজারীরা তো দুই স্রষ্টার প্রবক্তা। পক্ষান্তরে মুতাযিলারা অসংখ্য স্রষ্টার প্রবক্তা। কেননা বান্দা অসংখ্য বিধায় তাদের কর্মসমমূহের স্রষ্টাও অসংখ্য।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ.

(٢) إِشْرَحِ الْحَدِيْثَ حَقَّ التَّشْرِيْحِ.

তবে ইমাম আযম আবূ হানীফা রহ. ও ইমাম মালেক রহ.-এর মতে মাঝখানে মুরতাদ হয়ে গেলে ইসলাম গ্রহণের পর পুনরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ না হলে তাকে পরিভাষায় সাহাবী বলা হবে না। কারণ, তাঁদের মতে যেমনিভাবে কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তার অতীতের সমস্ত অপরাধ এমনভাবে মাফ হয়ে যায়, যেন সে ওসব করেই নি, ঠিক তেমনিভাবে মুরতাদ হওয়ার কারণেও তার তামাম নেকী বরবাদ হয়ে যায়, যেন সে ওসব করেই নি। এ হিসেবে মুরতাদ হওয়ার কারণে তার পূর্বেকার সাহাবিয়াতের মর্যাদাও শেষ হয়ে যাবে। অবশ্য পরে আবার নতুন করে সাক্ষাৎ লাভ হলে তিনি নতুন করে সাহাবীর মর্যাদায় ভূষিত হবেন।

আল্লামা সাঈদ আহমদ পালনপুরী বলেন, দলীল-প্রমাণের দিকে লক্ষ্য করলে এ মতটিই অধিক বিশুদ্ধ মনে হয়। (তুহফাতুদ্দুরার : ৪৮)

সাহাবীদের মধ্যে মর্যাদাগত পার্থক্য

ইমাম আবূ আবদিল্লাহ মাযেরী রহ. বলেন, সাহাবাদের পরস্পরে মর্যাদাগত স্তর ভেদ থাকার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে।

(১) এক জামা'আত আলেমের মতে সমস্ত সাহাবায়ে কিরামই হিদায়াতের উজ্জ্বল নক্ষত্র। খোদ প্রিয়নবী ﷺ নিজ হাতে তাদের সকলের করেছেন। সুতরাং এমন মহামানবদের কাউকে কারো উপর মর্যাদা দেওয়া বা কারো থেকে কাউকে খাটো করা আদৌ ঠিক নয় বরং এ বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করাই শ্রেয়।

(২) জমহূরে উলামার মত হল, যখন নবী-রাসূলদের পরস্পরে মর্যাদাগত পার্থক্য রয়েছে, সেখানে সাহাবাদের মর্যাদাগত পার্থক্যের ব্যাপারে সুস্পষ্ট নস থাকা সত্ত্বেও কি করে এ বিষয়টিকে অস্বীকার করা যেতে পারে? কেননা খোদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগেই তো তাদের পরস্পরে মর্যাদাগত পার্থক্যের বিষয়টি স্বীকৃত ছিল। যেমন, হযরত ইবনে উমর রাযি. বলেন-

كُنَّا نَقُوْلُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَيٌّ اَفْضَلُ اُمَّةِ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَهٗ اَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ

অর্থাৎ আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ জীবিত থাকা অবস্থায়ই বলতাম যে, তাঁর পর এ উম্মতের শ্রেষ্ঠ মানব হযরত আবূ বকর রাযি. তারপর হযরত উমর রাযি. তারপর হযরত উসমান রাযি.। তা ছাড়া হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে অপর একটি নস দ্বারা এই মর্যাদাগত পার্থক্যের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৌন সমর্থনও পাওয়া যায়। সুতরাং সাহাবীদের মধ্যে মর্যাদাগত পার্থক্যের বিষয়টি অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

সাবাহায়ে কিরামের মাঝে মর্যাদাগত স্তর বিন্যাস

উপরের আলোচনা দ্বারা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, জমহূরে উলামার নিকট সাহাবাদের পরস্পরের মাঝে মর্যাদাগত পার্থক্য বিদ্যমান আছে। কিন্তু তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে এবং তাদের সেই মর্যাদার স্তর-বিন্যাসই বা কী, এ বিষয়ে আবার তাদের পস্পরে মতবিরোধ রয়েছে।

যেমন : খাত্তাবিয়্যাদের মতে হযরত উমর রাযি.-ই তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। রাবেন্দিয়াদের নিকট হযরত আব্বাস রাযি. সর্বশ্রেষ্ঠ। অপরদিকে শী'আরা সবাইকে কাফের সাব্যস্ত করে হযরত আলী রাযি.-কে সর্বশ্রেষ্ঠ বলার ব্যাপারে অনড়। কিন্তু জমহূরে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের কুরআন-হাদীস ও সাহাবায়ে কিরামের ঐকমত্যকে সামনে রেখে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর উম্মতের মধ্যে হযরত আবূ কবর রাযি. সর্বশ্রেষ্ঠ। এরপর হযরত উমর রাযি., এরপর হযরত উসমান রাযি. এরপর হযরত আলী রাযি.।

অবশ্য আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মধ্য হতে কোনো কোনো কুফাবাসী হযরত আলী রাযি.-কে হযরত উসমান রাযি.-এর উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। কিন্তু জমহূরে আহলুস সুন্নাহ এর বিপরীত কারো কোনো বিচ্ছিন্ন মত মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়।

খুলাফায়ে আরবা'আর অন্যান্য সাহাবাদের পারস্পরিক মর্যাদাগত পার্থক্যের ব্যাপারে আবূ মানসূর মাতুরিদী রহ. বলেন, আকাবেরে উম্মত এ কথার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, চার খলীফা তাদের খেলাফতের ক্রমবিন্যাস অনুসারে একজন অপরজন থেকে উত্তম। এরপর জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবী, তারপর বদরী সাহাবীগণ, তারপর উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ, তারপর বাই'আতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবাগণ অন্যান্য সাধারণ সাহাবা থেকে উত্তম।

কাজী ইয়ায রহ. বলেন, শ্রেষ্ঠত্বের মাসআলায় এক জামা'আত এই মাপকাঠি স্থির করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় যে সকল সাহাবা ইন্তিকাল করেছেন, তারা তাদের পরবর্তী সাহাবীদের থেকে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আল্লামা নববী রহ. এ মতটিকে বিরল আখ্যা দিয়ে তা সুস্পষ্টরূপে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

সাহাবাদের মর্যাদাগত এ স্তর-বিন্যাস কি পার্থিব ও বাহ্যিক নাকি বাস্তবিক ও সার্বিক, এ ব্যাপারে শায়খ আবূ বকর বাকিলানী রহ.-সহ একদল আলেমের মতামত হল, এ স্তরবিন্যাসটি ইজতিহাদী ও ধারণাপ্রসূত। বাস্তবের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

অপরদিকে অন্য এক দল আলেমের মতে তাঁদের এ স্তর বিন্যাস বাহ্যিক তো বটেই, সাথে সাথে বাস্তবিক এবং অকাট্যও।

শায়খ আবুল হাসান আশ'আরী রহ. অত্যন্ত জোর দিয়ে এ অভিমত প্রদান করেছেন আর বাস্তবেও এ মতটি অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

সাহাবাদের সমালোচনা করার শরঈ বিধান

কেউ যদি সাহাবায়ে কিরামের মধ্য থেকে কাউকে সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দু বানায় বা ধর্মীয় মর্যাদা বিতর্কিত করে বা তাদের দোষ চর্চায় প্রবৃত্ত হয়, তবে তা অকাট্য হারাম ও মারাত্মক কবীরাহ গোনাহ।

আল্লামা নববী রহ. তাঁর "আল-মিনহাজ" নামক কিতাবে এমন পাপিষ্ঠের পার্থিব শাস্তি কি হবে, সে প্রসঙ্গে বলেন :

وَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُوْرِ اَنَّهُ يُعَزَّرُ وَلَا يُقْتَلُ وَقَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ يُقْتَلُ

অর্থাৎ এ বিষয়ে আমাদের ও জমহূরের মাযহাব হল, তাকে হত্যা তো করা হবে না ঠিক; কিন্তু এজন্য তাকে (বেত্রাঘাত করে ও অন্যান্যভাবে) লাঞ্ছিত করা হবে আর কিছু সংখ্যক মালেকী বলেন, তাকে হত্যা করা হবে।

(আল-মিন্‌হাজ : ২/৩১০)

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর ভাষ্য মতে কূফার এক দল ফকীহ ও মালিকিয়াদের অনুরূপ এ ব্যক্তিকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

ইবনে তাইমিয়্যা রহ. তার 'আস্‌সাবিমুল মাসলূক' নামক কিতাবে এ বিষয়টিকে আরও বিস্তারিতভাবে বলেন,

قَالَ الْقَاضِىُ اَبُوْ يَعْلٰى الَّذِىْ عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ فِىْ سَبِّ الصَّحَابَةِ اِنْ كَانَ مُسْتَحِلًّا لِذٰلِكَ كَفَرَ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَحِلًّا لَمْ يَكْفُرْ سَوَاءٌ كَفَّرَهُمْ اَوْ اَطْعَنَ فِىْ دِيْنِهِمْ مَعَ اِسْلَامِهِمْ

অর্থাৎ কাজী আবূ ইয়ালা বলেন : এ ব্যাপারে সমস্ত ফকীহ একমত যে, কোনো হতভাগা যদি হালাল মনে করে সাহাবায়ে কিরামের সাথে বেয়াদবীমূলক কোনো আচরণ করে, তা হলে সে কাফের আর যদি হালাল মনে না করে এমনটি করে বরং এটা গুনাহের কাজ জেনেও করে, তবে সে ফাসেক হবে; কাফের হবে না। চাই সে বেয়াদবীটা হল– সে তাদেরকে কাফের বলে বা তাদেরকে মুসলমান স্বীকার করেও তাদের দীনের বিষয়ে কটূক্তি করে।

উপরন্তু আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. বলেন, উলামায়ে কেরাম সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, যে কোনো কাফের (তার কুফর থেকে) তওবা করলে তা দুনিয়া ও আখেরাতে গ্রহণযোগ্য হবে; কিন্তু ওই কাফেরের তওবা গ্রহণযোগ্য নয়, যে নবী অথবা শাইখাইন (আবূ বকর, উমর রাযি.)-কে গালি-গালাজ করে কুফরী অবলম্বন করেছে। (দ্র: টীকা তিরমিযী শরীফ : ২/২২৭)

٩٣. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَلَا إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خَلِيلٍ مِنْ خُلَّتِهِ وَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَابَكْرٍ خَلِيلًا إِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللّٰهِ قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِي نَفْسَهُ.

সহজ তরজমা

(৯৩) আলী ইবনে মুহাম্মাদ রহ. ..... আবদুল্লাহ্ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,জেনে রাখ! নিশ্চয়ই আমি সকল বন্ধুত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত। আর যদি আমি কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম, তবে আমি আবূ বকর (রাযি.) কেই বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম। নিশ্চয়ই তোমাদের সাথী আল্লাহ্র বন্ধু। ওয়াকী রহ. বলেন, এ কথার দ্বারা তিনি নিজের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خَلِيلٍ مِنْ خُلَّتِهِ এর ব্যাখ্যা

خُلَّة শব্দটির خاء অক্ষরের মধ্যে فتحه , ضمه ও كسره তিন حركت-ই বৈধ আছে। অর্থ হল, খাঁটি ও নিরঙ্কুশ বন্ধুত্ব। তবে خاء অক্ষরে فتحه ও كسره হলে তার অর্থ, অন্তরঙ্গ বন্ধু। অবশ্য আলোচ্য হাদীসে خُلَّة এর অর্থ, আন্তরিক বন্ধুত্ব।

মর্মার্থ হল, কারো যদি আমার সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব থেকে থাকে, তা হলে আমি তাকে অন্তরঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করছি। কারণ, আমি তো কেবল আল্লাহকেই অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছি। এ ছাড়া যদি আমি কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম, তা হলে আবূ বকরকেই গ্রহণ করতাম।

إِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللّٰهِ

এর ব্যাখ্যায় ইমাম অকী রহ. বলেন, এখানে প্রিয়নবী ﷺ صَاحِب বলে নিজেকে উদ্দেশ্য নিয়েছেন। বিনয়বশত তিনি নিজের নাম উল্লেখ করেন নি বরং সাহাবাদের অভিভাবক ও হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে নিজেকে কেবল তাদের একজন সঙ্গী হিসেসে প্রকাশ করেছেন। আর পরবর্তী শব্দ خَلِيلُ اللّٰهِ দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন, হযরত ইবরাহীম আ. ছাড়া প্রিয়নবী ﷺ ও আল্লাহ পাকের খলীল ছিলেন।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ.
(٢) عَرِّفِ الصَّحَابَةَ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا مَعَ بَيَانِ الْاِخْتِلَافِ وَ التَّرْجِيْحِ فِيْهِ.
(٣) هَلْ فَرْقٌ فِيْمَا بَيْنَ الصَّحَابَةِ رُتْبَةً أَمْ لَا اِنْ كَانَ الْجَوَابُ بِنَعَمْ فَرَتِّبْ مَرَاتِبَهُمْ وَ اِنْ كَانَ الْجَوَابُ بِلَا فَلِمَ اَجِبْ مُفَصَّلًا.
(٤) شَرِّحِ الْحَدِيْثَ حَقَّ التَّشْرِيْحِ مَعَ تَعْيِيْنِ الْمُرَادِ بِقَوْلِهِ صَاحِبُكُمْ

٩٤. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ وَ عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا نَفَعَنِىْ مَالٌ قَطُّ مَا نَفَعَنِىْ مَالُ أَبِىْ بَكْرٍ قَالَ فَبَكٰى أَبُوْ بَكْرٍ وَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ أَنَا وَ مَالِىْ إِلَّا لَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ.

সহজ তরজমা

(৯৪) আবূ বকর ইবনে শায়বা ও আলী ইবনে মুহাম্মদ রহ. ...... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আবূ বকর রাযি.-এর ধন-সম্পদ আমার যতটুকু উপকার করেছে, অন্য কারো ধন-সম্পদ ততটুকু উপকার করে নি। বর্ণনাকারী বলেন, একথা শুনে আবূ বকর রাযি. কেঁদে ফেলেন এবং বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি ও আমার ধন-সম্পদ তো আপনারই, ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

٩٥. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كُهُوْلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ اِلَّا النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ لَا تُخْبِرْ هُمَا يَا عَلِيُّ مَا دَامَا حَيَّيْنِ.

সহজ তরজমা

(৯৫) হিশাম ইবনে আম্মার রহ. .... আলী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আবূ বকর এবং উমর রাযি. নবী-রাসূলগণ ব্যতীত পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী যুগের বয়স্ক জান্নাতীদের সরদার হবেন। হে আলী! যতদিন তারা উভয়ে জীবিত থাকবে, ততদিন এ বিষয়ে তুমি তাদের অবহিত করবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

سَيِّدَا كُهُولِ اَهْلِ الْجَنَّةِ এর ব্যাখ্যা

كُهُوْل (بِضَمِّ الْكَافِ) শব্দটি كَهْل (بِفَتْحِ الْكَافِ وَسُكُوْنِ الْهَاءِ) এর বহুবচন। অর্থ হল– মধ্যবয়সী, পৌঢ়, পরিণত বয়সী ইত্যাদি। এর বয়সের সময়সীমা কখন থেকে শুরু হয়, তা নিয়ে আলেমদের মাঝে বিস্তর মতবিরোধ দেখা যায়।

(১) কারো কারো মতে ত্রিশ বৎসর থেকে শুরু হয়ে ৫১ বৎসরের মাঝামাঝি ব্যক্তিকে كَهْل বলে।

(২) কেউ কেউ বলেন, ৩৪ বৎসর থেকে ৫১ বৎসরের মাঝামাঝি বয়সের ব্যক্তিকে كَهْل বলে। (কামূস)

(৩) আবার কেউ কেউ বলেন, ৪০ থেকে; আবার কেউ বলেন, ৪৫ বয়স থেকে كَهْل এর সূচনা।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

প্রশ্ন : كَهْل শব্দের ব্যাখ্যা অনুযায়ী তো কোনো প্রশ্ন নেই। কিন্তু এক হাদীসে এসেছে সকল জান্নতী ৩৩ বৎসরের তারুণ্যদ্বীপ্ত টগবগে যুবক হবে আর এ হাদীসে শায়খাইনকে জান্নাতী كَهْل -এর নেতা বলা হয়েছে। অথচ ২য় ও ৩য় ব্যাখ্যা অনুযায়ী ৩৩ বৎসর বয়সী লোককে কেউ كَهْل বলে না। খোলাসা কথা হল, কোনো জান্নাতীই كَهْل এর বয়সী হবে না। সুতরাং হযরত আবূ বকর রাযি. ও হযরত উমর রাযি. জান্নাতী كَهْل -এর সরদার হবেন কিরূপে? কাজেই দুই হাদীসের মধ্যে বাহ্যত বিরোধ মনে হয়। এর সমাধান কী?

উত্তর : كُهُوْلُ اَهْلِ الْجَنَّةِ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, দুনিয়াতে যে সকল লোক كَهْل তথা মধ্যবয়সে পৌঁছয় (চাই তা তেত্রিশের পরেই হোক না কেন) মৃত্যুবরণ করেছে, তাঁরা দু'জন তাদের সরদার হবেন। এ অর্থ নয় যে, সেখানে কিছুসংখ্যক লোক كُهُل হবে আর তাঁরা তাদের সরদার হবেন। যেমনটা বাহ্যত মনে হয়।

এ প্রশ্নের জবাবে আল্লামা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. বলেন, জান্নাতে মর্যাদাগত পার্থক্য সূচিত হবে عَمَلِى ও عِلْمِى তারতম্য কম বেশী হিসাবে।

আর প্রিয়নবী ﷺ যখন শায়খাইনকে كَهْلُ اَهْلِ الْجَنَّةِ এর সরদার বলেছেন, অথচ সেখানে তো কোনো كَهْل (৩৪ বৎসর বা তদোর্ধ্ব বয়সী লোক) থাকবে না। বুঝা গেল, রাসূল ﷺ এর উদ্দেশ্য এ দুজনকে জান্নাতের ওইসব লোকদের উপর মর্যাদা দান করা, যারা দুনিয়াতে عِلْمِى ও عَمَلِىْ শক্তিতে পূর্ণ ছিলেন। সুতরাং তারা যখন كَامِلِيْن দের সরদার হবেন, তখন অন্যদের যে সরদার হবেন, তা তো বলারই অপেক্ষা রাখে না।

উপরিউক্ত ব্যাখ্যা দু'টি সামনে রাখলে আর মুসনাদে আহমদের সেই রিওয়ায়াত দ্বারা কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হবে না, যেখানে বলা হয়েছে : سَيِّدَا كُهُوْلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَ شَبَابِهَا اِلَّا النَّبِيِّيْنَ وَ الْمُرْسَلِيْنَ (অর্থাৎ তারা দু'জন জান্নাতের প্রৌঢ় ও যুবকদের সরদার হবেন নবী ও রাসূলগণ ব্যতীত।)

আরেকটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

প্রশ্ন : তারপরও একটি প্রশ্ন থেকে যায় অর্থাৎ কোনো কোনো রিওয়ায়াত দ্বারা তো বুঝা যায়, হযরত হাসান রাযি. ও হুসাইন রাযি. জান্নাতিদের সরদার হবেন, অথচ মুসনাদে আহমদের এ রিওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, যুবকদের সরদারও হযরত শায়খাইন রাযি. হবেন।

উত্তর : দুই হাদীসের মধ্যে প্রকৃত অর্থে কোনো বিরোধ নেই। কারণ, যুবকদের বিশেষ সরদার হবেন হযরত হাসান হুসাইন রাযি. এবং প্রৌঢ়দের বিশেষ সরদার হবেন হযরত শায়খাইন আর প্রৌঢ়দের সরদার যুবকদের সাধারণ সরদার হতে কোনো সমস্যা নেই।

শায়খাইনকে তাদের জীবদ্দশায় সংবাদটি না জানানোর কারণ

হযরত শায়খাইন রাযি. কে তাঁদের জীবদ্দশাতে তাদের ফযীলত সংক্রান্ত সংবাদটি না জানানোর কারণ কি ছিল, এ ব্যাপারে (১) কেউ কেউ বলেন, হতে পারে তাদের এ মর্যাদার কথা তাঁরা শুনলে অন্তরে আত্মম্ভরিতা সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে– এ আশঙ্কায় তিনি নিষেধ করেছেন।

(২) তবে কারো মতে এতে তাদের ব্যাপারে একপ্রকার ত্রুটি অন্বেষণ করা হয়। প্রকৃত কারণ হচ্ছে, যাতে করে রাসূল ﷺ নিজে তাদেরকে এ সংবাদ জানাতে পারেন। এতে তাদের বিষয়টির ব্যাপারে নিশ্চয়তা অর্জিত হবে। আবার তাদের আনন্দও তুলনামূলক বেশী হবে।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ.

(٢) مَامَعْنَى الْكَهْلِ لُغَةً وَ اصْطِلَاحًا وَ مَا الْاَقْوَالُ فِيْهِ؟

(٣) طَبِّقِ الرِّوَايَةَ عَلٰى مَعْنَى الْكَهْلِ الْاِصْطِلَاحِيِّ تَطْبِيْقًا شَافِيًا.

(٤) هٰذَا الْحَدِيْثُ مُعَارِضٌ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ : اَلْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَادْفَعْهُ.

(٥) مَا وَجْهُ مَنْعِ النَّبِيِّ ﷺ اِخْبَارَ هٰذَا الْخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ؟

٩٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ أَهْلَ الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى يَرَاهُمْ مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ كَمَا يُرَى الْكَوْكَبُ الطَّالِعُ فِي الْأُفُقِ مِنْ آفَاقِ السَّمَاءِ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْهُمْ وَ أَنْعَمَا.

সহজ তরজমা

(৯৬) আলী ইবনে মুহাম্মদ ও আমর ইবনে আবদুল্লাহ্ রহ. ...... আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, (জান্নাতে) উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে তাদের তুলনায় কম মর্যাদাসম্পন্ন লোকেরা এরূপ দেখতে পাবে, যেরূপ উর্ধ্বাকশে আলোকোজ্জ্বল তারকারাজি দেখা যায় আসমানের প্রান্ত হতে। আবূ বকর এবং উমর রাযি. সে উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন লোকদেরই অন্তর্ভুক্ত বরং তাদের মাঝে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন।

٩٧. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مَوْلٰى لِرِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِنِّي لَا أَدْرِي مَا قَدْرُ بَقَائِي فِيكُمْ فَاقْتَدُوا بِاللَّذَيْنَ مِنْ بَعْدِي وَأَشَارَا إِلٰى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ.

সহজ তরজমা

(৯৭) আলী ইবনে মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার রহ. .... হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি জানি না, আমার অবস্থান তোমাদের মাঝে আর কতদিন হবে। সুতরাং তোমরা আমার পরে দু'জনের অনুসরণ করবে। আর তিনি এর দ্বারা আবূ বকর ও উমর রাযি. এর প্রতি ইশারা করেন।

٩٨. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَمَّا وُضِعَ عُمَرُ عَلٰى سَرِيرِهِ اِكْتَنَفَهُ

النَّاسُ يَدْعُوْنَ وَيُصَلُّوْنَ أَوْ قَالَ يُثْنُوْنَ وَيُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُّرْفَعَ وَأَنَا فِيْهِمْ فَلَمْ يَرُعْنِى إِلَّا رَجُلٌ قَدْ زَحَمَنِى وَ أَخَذَ بِمَنْكِبِى فَالْتَفَتُّ فَإِذَا عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ - فَتَرَحَّمَ عَلٰى عُمَرَ ثُمَّ قَالَ مَا خَلَّفْتُ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَىَّ أَنْ أَلْقَى اللّٰهَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ وَايْمُ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُ لَأَظُنُّ لَيَجْعَلَنَّكَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ صَاحِبَيْكَ وَ ذٰلِكَ أَنِّى كُنْتُ أَكْثَرَ أَنْ أَسْمَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ ذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُوْبَكْرٍ وَعُمَرُ، وَ خَرَجْتُ أَنَا وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فَكُنْتُ أَظُنُّ لَيَجْعَلَنَّكَ اللّٰهُ مَعَ صَا حِبَيْكَ.

সহজ তরজমা

(৯৮) আলী ইবনে মুহাম্মদ রহ. ...... ইবনে আবূ মুলাইকা রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস রাযি.-কে বলতে শুনেছি, যখন উমর রাযি. এর জানাযা খাটিয়ার উপর রাখা হল তখন জনসাধারণ দু'আ এবং সালাতে জানাযার জন্য খাটিয়াকে ঘিরে ধরল। অথবা (বর্ণনাকারী বলেন,) জানাযা শুরু করে দিল আর আমিও তাদের মাঝে উপস্থিত ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি আমাকে অবাক করেছিলেন, তিনি আমাকে ধাক্কা দিয়ে আমার কাঁধে ভর করে দাঁড়ালেন, আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম তিনি হলেন আলী ইবনে আবূ তালিব রাযি.। তিনি সহানুভূতির সাথে উমর রাযি. এর জন্য রহমতের দু'আ করেন। এরপর বললেন, যাঁরা তাঁদের নেক আমলের দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে আমার নিকট আপনার চাইতে অধিক প্রিয় আর কাউকে পিছনে রাখেন নি। আল্লাহ্‌র কসম! অব্যশ্যই আমি মনে করি, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে আপনার দু'জন সাথীর সঙ্গী করেছেন। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে অধিকাংশ সময় বলতে শুনেছি, আমি এবং আবূ বকর ও উমর রাযি. গিয়েছিলাম। আমি এবং আবূ বকর ও উমর রাযি. প্রবেশ করেছিলাম। আমি এবং আবূ বকর ও উমর বের হয়েছিলাম। এ থেকেই আমি মনে করি, আল্লাহ্ আপনাকে আপনার দু'জন সাথীর সঙ্গী করবেন।

৯৯. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَيْمُوْنِ الرَّقِّىُّ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقَالَ هٰكَذَا نُبْعَثُ.

সহজ তরজমা

(৯৯) আলী ইবনে মায়মূন রাক্কী রহ. .... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বকর ও উমর রাযি.-এর মাঝখান থেকে বের হলেন। এরপর তিনি বললেন, এভাবেই আমরা (কিয়ামতের দিন) উত্থিত হব।

١٠٠. حَدَّثَنَا اَبُوْ شُعَيْبٍ صَالِحُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْوَاسِطِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوْسِ بْنُ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِى جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كُهُوْلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ اِلاَّ النَّبِيِّيْنَ وَ الْمُرْسَلِيْنَ.

সহজ তরজমা

(১০০) আবূ শুয়াইব সালিহ্ ইবনে হায়সাম ওয়াসিতী রহ. .... আবূ জুহায়ফা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আবূ বকর এবং উমর নবী-রাসূলগণ ব্যতীত সকল পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের বয়স্ক জান্নাতীদের সরদার হবেন।

١٠١. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِىُّ قَالَا ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَىُّ النَّاسِ اَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ عَائِشَةُ قِيْلَ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ اَبُوْهَا.

সহজ তরজমা

(১০১) আহমদ ইবনে আবদাহ্ ও হুসায়ন ইবনে মারুযী রহ. .... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোন্ লোকটি আপনার কাছে অধিক প্রিয়? তিনি বললেন, আয়েশা। আবার জিজ্ঞাসা করা হল, পুরুষদের মাঝে কে? তিনি বললেন, তার পিতা।

فَضْلُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

অনুচ্ছেদ : উমর রাযি.-এর ফযীলত

١٠٢. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ أَخْبَرَنِىْ الْجُرَيْرِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَىُّ أَصْحَابِهِ كَانَ أَحَبَّ

প্রশ্ন : (১) এ হাদীসে রাসূল ﷺ এর নিকট সবচেয়ে বেশি ভালোবাসার পাত্র হযরত শায়খাইন ও হযরত আবূ উবাইদা রাযি. এর কথা বিবৃত হয়েছে। অথচ অন্য হাদীসে হযরত আয়েশা ও ফাতেমাকে বেশি ভালোবাসার কথা এসেছে। সুতরাং দু'ধরনের হাদীসের মধ্যে বিরোধ দেখা গেল? এর জবাব কী?

উত্তর : পূর্বের ভূমিকা থেকে একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, ভালোবাসার মূল উপাদান ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। হযরত আয়েশা রাযি. এর সাথে বৈবাহিক সম্পর্কে কারণে এবং হযরত ফাতিমার সাথে নিজের অবিচ্ছেদ্য অংশের কারণে, শায়খাইনের প্রতি ভালোবাসা ইসলামের প্রতি তাদের বিশেষ অবদানের কারণে হযরত আবূ উবাইদা রাযি. এর প্রতি তার বিশেষ এক গুণ তথা বিশ্বাস যোগ্যতা ও বিশ্বস্থতার কারণে। সুতরাং দু'ধরনের হাদীসের মাঝে কোনো বৈপরিত্ত্য নেই।

প্রশ্ন : (২) আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, মর্যাদার স্তর হিসেবে হযরত উমর রাযি. এর পরই হযরত আবূ উবায়দা রাযি. এর স্থান। অথচ অন্য এক হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, মর্যাদায় তৃতীয় পর্যায়ে আছেন হযরত উসমান এবং চতুর্থ পর্যায়ে হযরত আলী রাযি. সেখানে হযরত আবূ উবায়দার নামও নেই। যেমনটা হযরত ইবনে উমর রাযি.-থেকে বর্ণিত বুখারী শরীফের এ রিওয়ায়াতে আছে। তিনি বলেন–

كُنَّا لَا نَعْدِلُ بِاَبِىْ بَكْرٍ اَحَدًا ثُمَّ عُمَرَ ثُمَّ عُثْمَانَ ثُمَّ نَتْرُكُ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَا نُفَضِّلُ بَيْنَهُمْ

আর এ ব্যাপারে হযরত সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈগণের ইজমা সংঘঠিত হয়েছে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদাও তাই। সুতরাং দুই হাদীসের মধ্যে তো বাহ্যত বিরোধ দেখা যাচ্ছে। এর সমাধান কী?

উত্তর : পূর্বে উল্লিখিত ভূমিকা থেকেও এ র়সমাধান বের করা সম্ভব আর তা হল– আলোচ্য হাদীসে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসার পাত্র কে, সে বিষয় বিবৃত হয়েছে এবং হযরত ইবনে উমর রাযি.-এর হাদীসে মর্যাদাগত পার্থক্যের বিষয়টি বিবৃত হয়েছে। আর কারো প্রতি ভালোবাসা থাকা তার শ্রেষ্ঠত্বের আলামত নয়, যা পূর্বে বলা হয়েছে। সুতরাং দুই হাদীসের মধ্যে কোনোরূপ বিরোধ নেই।

এ ছাড়া কেউ কেউ এ বিরোধের অন্য উত্তরও দিয়েছেন। যেমন, তৃতীয় স্তরে হযরত উসমান ও চতুর্থ স্থানে হযরত আলী রযি. আছেন। কিন্তু এখানে ৩য় স্থানে হযরত আবূ উবাইদা রাযি. এর নাম উল্লেখ করার দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য একথা বুঝনো যে, সামগ্রিকভাবে যদিও তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে যথাক্রমে হযরত উসমান রাযি. ও হযরত আলী রাযি. ছিলেন কিন্তু বিশেষ একটা দিক বিবেচনায় হযরত আবূ উবায়দা রাযি. ছিলেন অপর দুই জনের শীর্ষে এবং

বলতে আল্লাহ তা'আলাই উদ্দেশ্য। তা ছাড়া اَلْحَقُّ আল্লাহ পাকের একটি নামও বটে। কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে حق শব্দটি ব্যবহৃতও হয়েছে। সুতরাং এখানেও حَقٌّ বলতে খোদ আল্লাহ তা'আলা উদ্দেশ্য হবে। দারুল উলূম দেওবন্দের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা নে'আমাতুল্লাহ আজমী এবং আল্লামা রিয়াসাত আলী বিজনৌরী এর মতেও এখানে حَقٌّ বলতে আল্লাহ পাকের সত্তা উদ্দেশ্য নেওয়া অধিক অগ্রগণ্য।

١٠٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ أَبُوْ عُبَيْدٍ الْمَدِيْنِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُوْنَ حَدَّثَنِى الزَّنْجِيُّ بْنُ خَالِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ أَعِزَّ الاِسْلَامَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خَاصَّةً.

সহজ তরজমা

(১০৫) মুহাম্মদ ইবনে উবায়দ আবূ উবায়দ মাদানী রহ. .... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ইয়া আল্লাহ্! আপনি বিশেষ করে উমর ইবনে খাত্তাব রাযি.-এর দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করুন।

١٠٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَبُوْبَكْرٍ وَ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ أَبِىْ بَكْرٍ عُمَرُ.

সহজ তরজমা

(১০৬) আলী ইবনে মুহাম্মদ রহ. .... আবদুল্লাহ্ ইবনে সালমা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী রাযি.-কে বলতে শুনেছি– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর পরে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি হলেন আবূ বকর রাযি.। আর আবূ বকর রাযি. এর পরে উত্তম ব্যক্তি হলেন উমর রাযি.।

١٠٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْمِصْرِىُّ أَنْبَأَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِىْ فِى الْجَنَّةِ فَإِذَا اَنَا بِامْرَأَةٍ تَتَوَضَّأُ إِلٰى جَنْبِ قَصْرٍ فَقُلْتُ لِمَنْ هٰذَا

الْقَصْرُ ؟ فَقَالَتْ لِعُمَرَ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ فَبَكٰى عُمَرُ فَقَالَ أَعَلَيْكَ بِأَبِىْ وَأُمِّىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! أَغَارُ؟

সহজ তরজমা

(১০৭) মুহাম্মদ ইবনে হারিস মিসরী রহ. .... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবীজী ﷺ এর কাছে বসা ছিলাম। তিনি বললেন, একবার আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। এমতাবস্থায় আমি নিজেকে জান্নাতে দেখতে পেলাম। হঠাৎ আমি দেখতে পেলাম, একজন মহিলা প্রাসাদের পাশে ওযু করছে। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ প্রাসাদটি কার? সে বলল, উমর এর। আর সে উমর রাযি. এর আত্মমর্যাদার কথা উল্লেখ করল, পরে আমি সেখান থেকে ফিরে এলাম। আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, একথা শুনে উমর রাযি. কেঁদে উঠলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। আপনার উপরও আত্মমর্যাদা দেখাব?

١٠٨. حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ اللّٰهَ وَضَعَ الْحَقَّ عَلٰى لِسَانِ عُمَرَ يَقُوْلُ بِهِ.

সহজ তরজমা

(১০৮) আবূ সালামা ইয়াহ্ইয়া ইবনে খালাফ রহ. .... আবূ যর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি– নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা উমর রাযি. এর যবানে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যা দিয়ে তিনি (সর্বদা হক কথাই) বলেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হাদীসের শব্দ وَضَعَ দ্বারা أَجْرٰى (প্রয়োগ করা, বাস্তবায়ন করা) উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ : عَلٰى لِسَانِ عُمَرَ رضـ

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় عَلٰى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهٖ শব্দ এসেছে। হাদীসের মর্মার্থ হল, আল্লাহ তা'আলা হযরত উমর রাযি.-এর কলবে হক তথা সত্য বিষয় ইলহাম করেন। এরপর তা তাঁর মুখ দিয়ে নিসৃত করেন। হযরত উমর রাযি.-এর রায় যে সঠিক, একথা হযরত সাহাবায়ে কিরামের নিকট প্রসিদ্ধ ছিল। প্রায়ই দেখা গেছে, হযরত উমর রাযি. যেভাবে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন,

সেভাবেই শরী'অতের হুকুম নাযিল করা হয়েছে। কখনো কখনো তো, তাঁর মুখ দিয়ে যে বাণী উচ্চারিত হয়েছে, আল্লাহ পাক আরশ থেকে সেটাই নবীর কলবে নাযিল করে দিয়েছেন।

হযরত উমর রাযি.-এর চাহিদা অনুযায়ী
শরী'অত নাযিলের উদাহরণ

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে কিছু লোক এমন হত, যাঁদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা হকের কথা ঢেলে দিতেন। আমার উম্মতের মধ্যে যদি এমন কেউ থেকে থাকে, তবে সে উমর রাযি.।

মুসলিম শরীফের (২/২৭৬) এক বর্ণনায় খোদ হযরত উমর রাযি. বলেন–

وَافَقْتُ رَبِّىْ فِىْ ثَلَاثٍ فِىْ مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ وَالْحِجَابِ وَاُسَارٰى بَدْرٍ

"তিন স্থানে আমার মতামত আমার রবের মতের সাথে মিলে গেছে। ১. মাকামে ইবরাহীমের ব্যাপারে। ২. পর্দার ব্যাপারে। ৩. বদর যুদ্ধের বন্দীদের ব্যাপারে।" (মুসলিম শরীফ : ২/২৭৬)

অর্থাৎ হযরত উমর রাযি. মাকামে ইবরাহীমে নামায পড়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এ আয়াত নাযিল হয়–

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى

আবার তিনি মহিলাদের পর্দায় থাকার ব্যাপারে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলে, আল্লাহ পাক নিম্নের আয়াতটি নাযিল করেন।

يَآ اَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ

অনুরূপভাবে বদর যুদ্ধে বন্দীদের থেকে মুক্তিপণ না নিয়ে তাদেরকে হত্যা করার মতামত দিলে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ اَسْرٰى ..... এ আয়াত নাযিল করে প্রিয়নবী ﷺ-কে সতর্ক করা হয়।

ঠিক তেমনিভাবে মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলূলের মৃত্যুর পর তারই ছেলের অনুরোধে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জানাযা পড়তে উদ্যত হলে হযরত উমর রাযি. তাতে বাঁধ সাধেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কথায় ভ্রুক্ষেপ না করে জানাযার নামায পড়িয়ে দিলে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে হযরত উমর রাযি.-এর মতের সমর্থনে এ আয়াত নাযিল হয়–

وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ

অনুরূপভাবে একবার নবী-পত্নীগণ কোনো এক বিষয়ে দাবী দাওয়া নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে অনড় অবস্থান গ্রহণ করলে হযরত উমর রাযি.

বলেছিলেন, عَسٰى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ পরবর্তী সময়ে হুবহু এ শব্দে আল্লাহ পাক কুরআনের আয়াত নাযিল করে দেন। যা সূরায়ে তাহরীমে বিদ্যমান।

মোটকথা, এটা একটি বাস্তব সত্য ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত উমর রাযি.-এর মুখ দিয়ে সত্য কথা নিসৃত করতেন এবং তিনি মিথ্যার সাথে কখনো আপস করেন নি। কারো কারো মতে, যে-সকল স্থানে হযরত উমর রাযি.-এর সমর্থনে শরী'অত নাযিল হয়েছে, এমন স্থানের সংখ্যা পনের। (মিরকাত)

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) تَرْجِمِ الْحَدِيْثَيْنِ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ.

(٢) أَوْضِحْ قَوْلَهُ أَوَّلُ مَنْ يُصَافِحُهُ الْحَقُّ عُمَرُ .... الخ مَعَ تَعْيِيْنِ مِصْدَاقِ "اَلْحَقّ" مُفَصَّلًا

(٣) اِشْرَحِ الْحَدِيْثَ الثَّانِيْ حَقَّ التَّشْرِيْحِ.

(٤) كَمْ مَوْضِعًا وَافَقَ فِيْهِ عُمَرُ رض الرَّبَّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى بَيِّنْهُ مَعَ ذِكْرِ عِدَّةِ أَمْثِلَةٍ مِنْهَا.

فَضْلُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

উসমান রাযি.-এর ফযীলত

١٠٩. حَدَّثَنَا أَبُوْ مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا أَبِيْ عُثْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيْقٌ فِي الْجَنَّةِ وَ رَفِيْقِيْ فِيْهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ.

সহজ তরজমা

(১০৯) আবূ মারওয়ান মুহাম্মদ ইবনে উসমান উসমানী রহ. ... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, জান্নাতে প্রত্যেক নবীর জন্যই একজন সঙ্গী থাকবেন আর সেখানে আমার সঙ্গী হবেন উসমান ইবনে আফফান।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

একটি দ্বন্দ্বের নিরসন

قَوْلُهُ : رَفِيقِى فِيهَا : এ হাদীসটি বাহ্যত অপর একটি হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক মনে হয়। সেখানে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিশেষ বন্ধু হবেন হযরত আবূ বকর রাযি. ও হযরত উমর রাযি.।এর উত্তরে মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন, দুই হাদীসের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো বিরোধ নেই। কারণ, প্রশ্নে উল্লিখিত হাদীস থেকে বুঝা যায়, প্রত্যেক নবীর একজন বিশেষ বন্ধু হবে আর প্রিয়নবী ﷺ-এর বিশেষ বন্ধু হবেন একাধিক। আলোচ্য হাদীসে বিশেষভাবে সে-সব বন্ধুদের মধ্য হতে হযরত উসমান রাযি.-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাঁর মর্যাদা প্রকাশ করার জন্য। তবে বিশেষভাবে তাঁর কথা উল্লেখ করার কারণে অন্যদের জন্য এ মর্যাদা লাভে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে না।

١١٠. حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا أَبِى عُثْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِى أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَاجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِىَ عُثْمَانَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا عُثْمَانُ! هٰذَا جِبْرِيلُ أَخْبَرَنِى أَنَّ اللّٰهَ قَدْ زَوَّجَكَ أُمَّ كُلْثُومَ بِمِثْلِ صَدَاقِ رُقَيَّةَ عَلٰى مِثْلِ صُحْبَتِهَا.

সহজ তরজমা

(১১০) আবূ মারওয়ান মুহাম্মদ ইবনে উসমান উসমানী রহ. .... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। একবার নবী ﷺ উসমান রাযি.-এর সাথে দরজায় সাক্ষাৎ করেন। তখন তিনি বলেন, হে উসমান ! ওনি জিবরাঈল আ.। তিনি আ-মাকে অবহিত করলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার সাথে উম্মে কুলসূম এর বিবাহ দিয়েছেন; তার মোহর রুকাইয়া এর অনুরূপ হবে।

١١١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِتْنَةً فَقَرَّبَهَا فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ رَأْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا يَوْمَئِذٍ عَلَى الْهُدٰى فَأَخَذْتُ بِضَبْعَىْ عُثْمَانَ ثُمَّ اسْتَقْبَلْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ هٰذَا؟ قَالَ هٰذَا،

আপনাকে কিসে বিরত রেখেছে ? তিনি বলেন, আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

يَا عُثْمَانُ اِنْ وَلَّاكَ اللّٰهُ هٰذَا الْاَمْرَ এর ব্যাখ্যা:

এ হাদীস থেকে কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত হচ্ছে।

(১) হযরত উসমান রাযি.-এর হত্যাকারীরা মুনাফিক ছিল। কেউ তো বিশ্বাসগত মুনাফিক আবার কেউ কেউ ছিল কার্যত মুনাফিক।

(২) একদিন হযরত উসমান রাযি.-এর হাতে খেলাফতের গুরুদায়িত্ব অর্পিত হবে।

(৩) তাঁকে খলীফা বানানোর বিষয়টি যথার্থ হবে এবং তিনি হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেন।

তা ছাড়া এ হাদীস ও এর পূর্ববর্তী হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, প্রিয়নবী ﷺ সত্য নবী ছিলেন। কারণ, পরবর্তীকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক এ দুই হাদীসে উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়েছিল।

اَنْ تَخْلَعَ قَمِيْصَكَ : এখানে قَمِيْص বলতে রূপক অর্থে খেলাফত উদ্দেশ্য। আর এ قَمِيْص খুলে নেওয়া বলতে খেলাফতের দায়িত্ব থেকে অপসারিত হওয়া উদ্দেশ্য।

يَقُوْلُ ذَالِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : এখানে ذَالِكَ দ্বারা ইঙ্গিতকৃত বিষয় সম্পর্কে দু'টি সম্ভাবনা আছে। (১) এর পূর্ববর্তী বাক্য فَلَا تَخْلَعْهُ অর্থাৎ এ বাক্যাংশটুকুই রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন তিন বার পুনরাবৃত্তি করেছেন। তবে এ সম্ভাবনাটি দুর্বল মনে হয়।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) تَرْجِمِ الْاَحَادِيْثَ الْمَذْكُوْرَةَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ.

(٢) اَلْحَدِيْثُ الْاَوَّلُ مُعَارِضٌ لِحَدِيْثٍ اٰخَرَ يَدُلُّ عَلٰى كَوْنِ اَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رضـ مِنْ خَوَاصِّهٖ فَكَيْفَ التَّطْبِيْقُ؟

(٣) مَا الْمُرَادُ بِالْفِتْنَةِ فِى الْحَدِيْثِ الثَّانِىْ اُذْكُرْهُ مَعَ بَيَانِ الْفَوَائِدِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنَ الْحَدِيْثِ.

(٤) اِشْرَحِ الْحَدِيْثَ الثَّالِثَ حَقَّ التَّشْرِيْحِ

١١٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ وَدِدْتُّ أَنَّ عِنْدِي بَعْضَ أَصْحَابِي قُلْنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ! أَلَا نَدْعُولَكَ أَبَا بَكْرٍ ؟ فَسَكَتَ - قُلْنَا أَلَا نَدْعُولَكَ عُمَرَ ؟ فَسَكَتَ-قُلْنَا أَلَا نَدْعُولَكَ عُثْمَانَ ؟ قَالَ نَعَمْ فَجَاءَ عُثْمَانُ فَخَلَا بِهِ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يُكَلِّمُهُ وَ وَجْهُ عُثْمَانَ يَتَغَيَّرُ قَالَ قَيْسٌ فَحَدَّثَنِي أَبُو سَهْلَةَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ يَوْمَ الدَّارِ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا فَأَنَا صَائِرٌ إِلَيْهِ وَ قَالَ عَلِيٌّ فِي حَدِيثِهِ وَ أَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ - قَالَ قَيْسٌ فَكَانُوا يُرَوْنَهُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ -

সহজ তরজমা

(১১৩) মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে নুমায়র ও আলী ইবনে মুহাম্মদ রহ. .... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর মৃত্যুশয্যাকালীন রোগের সময় বলেছেন, হায়! এ সময় যদি সাহাবীদের কেউ কেউ আমার কাছে থাকত! তখন আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার কাছে কি আবূ বকর কে ডেকে আনব? তিনি নীরব রইলেন। আমরা বললাম, আমরা কি আপনার কাছে উমর কে ডেকে আনব? তিনি এবারও নীরব থাকলেন। আমরা বললাম, আমরা কি আপনার কাছে উসমান কে ডেকে পাঠাব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর তিনি [উসমান রাযি.] এলেন। তিনি তাঁর সাথে একান্ত আলাপ-আলোচনা করেন। উসমান এর চেহারা বিবর্ণ মনে হচ্ছিল। কায়স রহ. বলেন, আমাকে উসমানের আযাদকৃত গোলাম আবূ সাহ্লাহ রাযি. বর্ণনা করেছেন, উসমান ইবনে আফফান রাযি. অবরুদ্ধ হওয়ার দিন বলেছেন– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছ থেকে একটি অঙ্গীকার নিয়েছিলেন এবং তার উপর আমি সবর করব। রা.

আলী (ইবনে মুহাম্মদ রহ.) তাঁর হাদীসে উল্লেখ করেছেন– উসমান রাযি. বলেছেন, আমি তার উপর সবর করব। কায়েস বলেছেন : সাহাবারা মনে করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সঙ্গে তাঁর একান্তে এ আলাপই হয়েছিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : فَخَلَا بِهِ : হাদীসের এ বাক্যাংশটুকুর অর্থ হল, প্রিয়নবী ﷺ হযরত উসমান রাযি.-এর সাথে নির্জনতা অবলম্বন করলেন। তবে এখানে এ উদ্দেশ্য নয় যে, ঘরে অপর কেউ ছিলেন না। অন্যথায় হযরত উসমান রাযি.-এর চেহারায় বিবর্ণ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি বর্ণনাকারী কিভাবে দেখতে পেলেন? এখানে বরং উদ্দেশ্য হল, অন্যদের থেকে পৃথক হয়ে নির্জনে কিছু কথাবার্তা বলা।

قَوْلُهُ : عَهِدَ اِلَىَّ عَهْدًا : অর্থাৎ আমাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অসিয়ত করেছেন। সে অসিয়তটি কি ছিল, এ ব্যাপারে কেউ কেউ বলেন : পূর্বের হাদীসে উল্লিখিত فَاِنْ اَرَادُوْكَ اَنْ تَخْلَعَ قَمِيْصَكَ الَّذِىْ قَمَّصَكَ اللّٰهُ فَلَا تَخْلَعْهُ অর্থাৎ, শত্রুরা যদি খেলাফতের দায়িত্ব ছিনিয়ে নিতে চায়, তবুও তুমি ছাড়বে না।

তবে আল্লামা তীবী রহ. বলেন, সেই অসিয়তটি ছিল শত্রুদের আক্রমণের জবাবে ধৈর্য ধারণ করা। তাদের সাথে যুদ্ধে না জড়ানো।

পক্ষান্তরে আল্লামা মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন, সেই অসিয়তটি উপরিউক্ত দু'টি বিষয়ই ছিল অর্থাৎ খেলাফতের জিম্মাদারীও ছাড় না এবং তাদের সাথে যুদ্ধে জড়াবে না বরং ধৈর্য্য ধারণ করবে।

হযরত উসমান রাযি.-এর শাহাদাতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

এ ভয়াবহ ফিতনা ও রক্তপাতের মূল হোতা হল প্রতারক এক ইহুদি গাদ্দার আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা। সে ছিল ইয়ামানের বাসিন্দা। সে হযরত উসমান রাযি.-এর খিলাফতকালে মদীনাতে এসে মুসলমানদের সাথে মিশে পাক্কা ইসলাম পন্থী সেজে বসে আর ভিতরে ভিতরে মুসলমানদের মধ্যে ফাটল সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি গোপন দল প্রতিষ্ঠার দুরভিসন্ধি করে। রাসূল-প্রেম ও আহলে বাইতের প্রতি অনুরাগের স্লোগানকে সামনে রেখে সে তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জোর কর্মতৎপরতা চালায়। বসরা, কূফা, সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি অঞ্চলে সে গড়ে তুলে তার আঞ্চলিক সংগঠন। নানা ষড়যন্ত্র ও খলীফার বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন কিছু উত্থাপন করে সারা দেশে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

অভিযোগগুলো ছিল, মিনায় দু'রাকাতের পরিবর্তে চার রাকাত নামায আদায় করা– যা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও পরবর্তী দুই খলীফা করতেন না। সংরক্ষিত চারণভূমি বেদখল করা, কুরআনের একটিমাত্র কিরাত রেখে বাকী সবগুলো বিলুপ্ত করে দেওয়া, অনভিজ্ঞ যুবকদেরকে বিভিন্ন স্থানে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করা এবং স্ববংশীয়দেরকে বিভিন্ন পদ ও অনুদান দেওয়া ইত্যাদি।

একপর্যায়ে বিদ্রোহীরা খলীফার নিকট নিজেদের অভিযোগ পেশ করতে এবং পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার আবেদন জানাতে কূফা, বসরা ও মিসর থেকে তিনটি প্রতিনিধি দলে বিভক্ত হয়ে মদীনায় আসল।

কেউ কেউ হযরত উসমান রাযি.-কে পরামর্শ দিলেন, এদেরকে হত্যা করে ফিতনার মূলোৎপাটন করে দেওয়া হোক। কিন্তু তিনি তাতে সম্মত হন নি। কারণ, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ হাদীস জানতেন যে, "উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে যখন একবার তলোয়ার উন্মুক্ত করা হবে, তখন তা কিয়ামত পর্যন্ত কোষহীন থাকবে।" তাই তিনি তাদের প্রতিটি অভিযোগের প্রমাণসহ জবাব দিলেন। কিন্তু ফিতনাবাজরা তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে নিজ নিজ শহরে গিয়ে অপপ্রচার চালাল যে, উসমান রাযি. পরিস্থিতি শোধরানোর জন্য প্রস্তুত নন। এবার বিদ্রোহীরা তলোয়ারের জোরে নিজেদের কুমতলব চরিতার্থ করার লক্ষ্যে শাওয়াল মাসে হজ্ব আদায়ের ছদ্মাবরণে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হল। হযরত আলী রাযি. তাদেরকে বুঝিয়ে সুজিয়ে নিজ নিজ গন্তব্যে ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু হযরত উসমান রাযি. তাদেরকে হত্যার গোপন নির্দেশ দিয়েছেন, এ মিথ্যা অভিযোগ তুলে তারা আবার মদীনায় ফিরে এল। একপর্যায়ে তারা আবদার তুলল যে, হযরত উসমান রাযি. যেন খিলাফতের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে দেন। কিন্তু হযরত উসমান রাযি. তাদের এ অযৌক্তিক দাবি প্রত্যাখ্যান করে বললেন, আমি এ সম্মানের পোশাক– যা আল্লাহ তা'আলা আমাকে পরিয়েছেন– তা আমি নিজ হাতে অপসারিত করব না।

এরপর বিদ্রোহীরা হযরত উসমান রাযি.-এর বাসভবন ঘেরাও করে। এমনকি একপর্যায়ে তারা তাঁর নিকট খাদ্য ও পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। মসজিদে নামায আদায়ে বাঁধা সৃষ্টি করে। এ অবরোধ দীর্ঘ চল্লিশ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ইতিহাসে এটি يوم الدار তথা বাড়ি অবরোধ দিবস নামে প্রসিদ্ধ।

অবশেষে বিদ্রোহীদের যখন দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, তিনি খিলাফতের দায়িত্ব পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত নন, তখন তারা দেয়াল টপকিয়ে খলীফার বাড়িতে ঢুকে পড়ে। গাফেকী, সাওদান ইবনে ইমরান ও আমর ইবনে হুমুক প্রমূখ হযরত উসমান রাযি.-কে তিলাওয়াত রত অবস্থায় অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করে তার শির দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। انا لله وانا اليه راجعون

হযরত উসমান রাযি. ইচ্ছা করলে অবরুদ্ধ হওয়ার পর বিদ্রোহীদেরকে নির্মূল করতে পারতেন। কিন্তু তিনি মুসলমানদের মধ্যে রক্তপাতের সূচনাকারী হতে চান নি। তিনি হকের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভবিষ্যদ্বাণীর উপর পূর্ণ আস্থা রেখে অপূর্ব দৃঢ়তা ও অবিচলতার সাথে দুষ্কৃতিকারীদের সত্যের দিকে আহবান করে অবশেষে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্তিমশয্যায় হযরত উসমান রাযি.-কে নির্জনে ডেকে নিয়ে তার পরিণতি সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তা বাস্তবে রূপ নিল।

فَضْلُ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

আলী ইবনে আবূ তালিব রাযি.-এর ফযীলত

١١٤. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ ﷺ أَنَّهُ لَا يُحِبُّنِىْ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُنِىْ إِلَّا مُنَافِقٌ.

সহজ তরজমা

(১১৪) আলী ইবনে আবূ মুহাম্মদ রহ. ...... আলী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মী নবী ﷺ আমাকে এরূপ খবর দেন যে, মুমিনরাই আমাকে ভালো-বাসবে এবং মুনাফিকরাই আমার সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছেন, হে আলী! চরমপন্থা ও শিথিলপন্থামুক্ত ভালোবাসা তোমার সাথে কেবল তারই হবে, যে মুমিন অর্থাৎ প্রকৃত মুমিনই তোমাকে সঠিক অর্থে ভালোবাসবে আর যে মুনাফিক, সেই কেবল তোমার সাথে শত্রুতা পোষণ করবে।

অন্য এক হাদীসেও আছে : হে আলী! তোমার ব্যাপারে দু'গ্রুপ ধ্বংস হবে। এক. যে তোমাকে ভালোবাসার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করবে। দুই. যে তোমার সাথে শত্রুতা পোষণকারী। বাস্তবেও তাই হয়েছিল। শী'আরা তো তাঁকে এ পরিমাণ ভালোবেসেছিল যে, তাঁকে দাসত্বের গণ্ডি থেকে বের করে প্রভুত্বের আসনে সমাসীন করেছিল। তারা তাঁর জন্য বিভিন্ন অবাস্তব ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রমাণ করেছিল। ফলে তারা ধ্বংসের অধ্যাদেশ পেয়েছে। অপরদিকে খারেজিরা হযরত আলী রাযি.-এর সাথে শত্রুতা পোষণ করে তাঁকে দীন থেকেই বের করে দিয়েছে।

١١٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِىْ وَقَّاصٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُوْنَ مِنِّىْ بِمَنْزِلَةِ هٰرُوْنَ مِنْ مُوْسَى؟

সহজ তরজমা

(১১৫) মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার রহ. .... সাদ ইবনে আবী ওয়াক্‌কাস রাযি. সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি আলী রাযি. কে বলেন হে 'আলী! তুমি কি এতে খুশী নও যে, আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক হবে মূসার সঙ্গে হারূন আ. এর সম্পর্কের মতো?

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

৯ম হিজরীর রজব মাসে প্রিয়নবী ﷺ ত্রিশ হাজার সেনাসদস্য নিয়ে হেরাক্লিয়াসের বাদশার বিরুদ্ধে তাবুক অভিমুখে রওয়ানা হন। সে সময় ঘরোয়া কাজ দেখাশুনা করাসহ বিভিন্ন প্রয়োজন সামনে রেখে প্রিয়নবী ﷺ হযরত আলী রাযি.-কে মদীনাতে রেখে যান। কিন্তু এদিকে মদীনায় মুনাফিকরা এই বলে প্রোপাগাণ্ডা শুরু করল যে, নবী ﷺ হযরত আলী রাযি.-কে বোঝা মনে করে সাথে না নিয়ে মদীনায় রেখে গেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আলী রাযি.-এর কোনো সম্পর্ক নেই এবং তার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো বিশেষ মনমালিন্য আছে। এহেন ভর্ৎসনা আর তিরস্কার শুনে হযরত আলী রাযি. অত্যন্ত বিষণ্ন, মনোক্ষুণ্ন হয়ে হাতিয়ার নিয়ে খুব দ্রুতগতিতে বেরিয়ে পড়লেন এবং মদীনা থেকে এক ক্রোশ (তিন হাজার গজ) দূরে অবস্থিত জুরফ নামক স্থানে অবস্থানরত বাহিনীতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং মুনাফিকদের প্রোপাগাণ্ডা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অবহিত করলেন।

তখন প্রিয়নবী ﷺ বলেন, মুনাফিকরা মিথ্যুক। আমি তো তোমাকে ঘরোয়া ব্যাপারাদি আঞ্জাম দেওয়ার জন্য মদীনাতে রেখে এসেছি। তারপর সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী রাযি.-কে বলেন, হে আলী! আমার সাথে তো তোমার ওই সম্পর্ক আছে, যা হযরত মূসা আ.-এর সাথে হারূন আ.-এর ছিল। কারণ, হযরত মূসা আ. যখন তূর পাহাড়ে গিয়েছিলেন, তখন তো তিনি ঘরোয়া বিষয়াদী দেখাশুনা ও উম্মতের খোঁজ-খবর রাখার জন্য হযরত হারূন আ.-কে রেখে গিয়েছিলেন। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, আমার পর আর কোনো নবীর আগমন ঘটবে না। (তারীখুল ইসলাম : ১/২১৯)

উল্লেখ্য, শী'আ সম্প্রদায় আলোচ্য হাদীস দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পর হযরত আলী রাযি.-ই খেলাফতের সবচেয়ে যোগ্য এবং অন্যতম হকদার এ বিষয়ে প্রমাণ পেশ করে থাকে। সামনে এ বিষয়ে আহলুল সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মতাদর্শ ও এ মর্মে তাদের প্রমাণগুলো উপস্থাপনের পর শী'আদের উপরিউক্ত প্রমাণ খণ্ডন করা হবে।

মাসআলায়ে খিলাফত

প্রকাশ থাকে যে, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নিকট সমগ্র উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হলেন, হযরত আবূ বকর রাযি.। এরপর হযরত

উমর রাযি.। এরপর হযরত উসমান রাযি.। এরপর হযরত আলী রাযি.। যেমনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর খেলাফতের স্তর বিন্যাস কী? এ ব্যাপারেও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মত হল, মর্যাদাগত উপরিউক্ত স্তরই খিলাফতেরও স্তরবিন্যাস অর্থাৎ প্রথম হযরত আবূ বকর রাযি. এরপর হযরত উমর রাযি. এরপর হযরত উসমান রাযি. এরপর হযরত আলী রাযি.।

অপরদিকে রাওয়াফেয ও শী'আ দলসমূহের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পর খেলাফতের সবচেয়ে হকদার ও যোগ্যতম ব্যক্তি হলেন হযরত আলী রাযি.। রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক খেলাফতের ওয়াসিয়ত হযরত আলী রাযি.-এর ব্যাপারেই ছিল। কিন্তু আবূ বকর ও উমর রাযি. তা ছিনিয়ে নিয়েছেন। (নাউযুবিল্লাহ) অবশ্য এ বিষয়ে তাঁদের মধ্যেও কিছু মতভেদ রয়েছে। যেমন-

(১) রাওয়াফেযরা বলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অসিয়তের বিরোধিতা করে হযরত আলী রাযি.-এর উপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দিয়ে সমস্ত সাহাবা কাফের হয়ে গেছেন। (নাউযুবিল্লাহ)

(২) তাদের কেউ কেউ আবার নিজের অধিকার দাবী না করে খোদ হযরত আলী রাযি.-ও কাফের হয়ে গেছেন বলে মনে করেন।

(৩) ইমামিয়া সম্প্রদায় ও কিছু মুতাযিলাদের মত হল, সাহাবারা কাফির তো হয় নি, তবে তারা আলী রাযি. ব্যতীত অন্যদেরকে খলীফা নিয়োগের ক্ষেত্রে ভুল করেছেন।

(৪) কোনো কোনো মুতাযিলার মতে আবার হযরত আলী রাযি. হলেন, সাহাবাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। হযরত আবূ বকর রাযি. ও হযরত উমর রাযি. ও হযরত উসমান রাযি. তার থেকে নিম্ন-পর্যায়ের। আর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে অন্যকে খলীফা হিসেবে নির্বাচন করা বৈধ আছে। কাজেই আলী রাযি.-এর উপর অন্যকে প্রাধান্য দিয়ে তারা কোন ভুল করেন নি।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের দলীলসমূহ

আলোচ্য মাসআলাতে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অনেক দলীল রয়েছে। শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. তাঁর "ইযালাতুল খফা" নামক কিতাবে সেসব দলীল সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। এখানে তন্মধ্য হতে কয়েকটি দলীল পেশ করা হচ্ছে।

(১) হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাযি. থেকে বর্ণিত বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীস-

عَنْ عَائِشَةَ رضـ قَالَتْ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ مَرَضِهٖ اُدْعِيْ لِيْ اَبِيْ بَكْرٍ اَبَاكِ وَاَخَاكِ حَتّٰى اَكْتُبَ كِتَابًا ، فَاِنِّيْ اَخَافُ اَنْ يَّتَمَنّٰى مُتَمَنٍّ وَيَقُوْلُ قَائِلٌ اَنَا وَلَا يَأْبَى اللّٰهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ اِلَّا اَبَا بَكْرٍ (متفق عليه)

(২) বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হযরত জুবাইর ইবনে মুতঈম রাযি. বর্ণনা করেন-

اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ اِمْرَأَةٌ فَكَلَّمَتْهُ فِيْ شَيْئٍ فَاَمَرَهَا اَنْ تَرْجِعَ اِلَيْهِ قَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اَرَأَيْتَ اِنْ جِئْتُ وَلَمْ اَجِدْكَ كَاَنَّهَا تُرِيْدُ الْمَوْتَ قَالَ : فَاِنْ لَمْ تَجِدِيْنِيْ فَأْتِيْ اَبَا بَكْرٍ (متفق عليه)

(৩) ইমাম হাকেম রহ. হযরত আয়েশা রাযি.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন-

قَالَتْ اَوَّلُ حَجَرٍ حَمَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ لِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ حَمَلَهُ اَبُوْ بَكْرٍ حَجَرًا ثُمَّ حَمَلَ عُمَرُ حَجَرًا اٰخَرَ ثُمَّ حَمَلَ عُثْمَانُ حَجَرًا اٰخَرَ ، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اَلَا تَرٰى اِلٰى هٰؤُلَاءِ كَيْفَ يُسْعِدُوْنَكَ؟ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ: هٰؤُلَاءِ الْخُلَفَاءُ مِنْ بَعْدِيْ ثُمَّ قَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلٰى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

শী'আদের দলীল

আলোচ্য মাসআলায় শী'আদের দলীল হল, حَدِيْثُ الْبَابِ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে বলেছেন-

اَلَا تَرْضٰى اَنْ تَكُوْنَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسٰى

এ হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাযি.-কে হযরত হারূন আ.-এর সাথে উপমা দিয়ে বলেছেন, তুমি আমার নিকটে ওই মর্যাদায় রয়েছ, যেখানে হযরত হারূন আ. হযরত মূসা আ.-এর নিকটে ছিলেন।"

আর একথা সর্বস্বীকৃত যে, তূর পাহাড়ে যাওয়ার সময় হযরত হারূন আ. হযরত মূসা আ.-এর খলীফা (স্থলাভিষিক্ত) হয়েছিলেন। সুতরাং হাদীসের এ উপমার দাবী এটাই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর হযরত আলী রাযি. খলীফা হবেন।

তাদের দলীলের খণ্ডন

(১) হাদীসে হযরত আলী রাযি.-কে হযরত হারূন আ.-এর সাথে যে উপমা দেওয়া হয়েছে, তা খলীফা বা স্থলাভিষিক্ত হওয়ার দিক দিয়ে নয় বরং মর্যাদা ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের দিক দিয়ে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বলা উদ্দেশ্য ছিল- মর্যাদা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের দিক দিয়ে হযরত হারূন আ. হযরত মূসা আ.-এর নিকটতম। ঠিক তেমনিভাবে হে আলী! তুমিও মর্যাদা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আমার নিকটতম।

(২) যদি মেনেও নেওয়া হয়, হাদীসে উল্লিখিত উপমাটি স্থলাভিষিক্ত নির্বাচনের ব্যাপারেই ছিল, তথাপি হাদীসের মর্মার্থ হবে- যেমনিভাবে হযরত মূসা আ. তূর পর্বতে গমনের সময় তাঁর অনুপস্থিতিতে হযরত হারূন আ.-কে স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে গিয়েছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে কেবল তাবুক যুদ্ধের সময় আমার অনুপস্থিতিতে হে আলী তুমি আমার স্থলাভিষিক্ত হয়েছ। কাজেই এটাও কি কম মর্যাদার? তথাপি তুমি মুনাফিকদের এ সমস্ত অপপ্রচারে কান দিচ্ছ?

হাদীসে খেলাফতে কুবরার ব্যাপারে হযরত আলী রাযি.-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্থলাভিষিক্ত বানানো আদৌ উদ্দেশ্য নয়। এর জলন্ত প্রমাণ হযরত হারূন আ.-এর সাথে উপমা প্রদান। কারণ, হযরত হারূন আ. হযরত মূসা আ.-এর পর খলীফা তো দূরের কথা, তিনি মূসা আ.-এর ৪০ বৎসর পূর্বে ইন্তিকাল করেছেন। সুতরাং যখন مُشَبَّه بِه (হারূন আ.) খলীফা হন নি, তখন مُشَبَّه (আলী রাযি.)-কে কিভাবে খলীফা সাব্যস্ত করা হবে? তা ছাড়া সাময়িকভাবে স্থলাভিষিক্ত বানানো কি করে খিলাফতের যোগ্য হওয়ার দলীল হতে পারে? তা হলে তো অন্ধ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাযি.-ও খেলাফতের যোগ্য হবেন। কেননা প্রিয়নবী ﷺ বহুবার তাঁকে মদীনায় স্থলাভিষিক্ত করে গেছেন।

ঠিক তদ্রূপ এ হাদীসে যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আলী রাযি.-কে হযরত হারূন আ.-এর সাথে উপমা দিয়ে থাকেন, তা হলে তো বদর-যুদ্ধ-বন্দীদের বিষয়ে তিনি যখন সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করলেন, তখন হযরত আবূ বকর রাযি.-কে হযরত ইবরাহীম আ. ও হযরত ঈসা আ.-এর সাথে উপমা দিয়েছেন এবং হযরত উমর রাযি.-কে হযরত নূহ আ. ও হযরত মূসা আ.-এর সাথে উপমা দিয়েছেন। আর একথা সুস্পষ্ট যে, কাউকে হযরত নূহ আ. ও হযরত মূসা আ.-এর সাথে উপমা দেওয়া اَنْتَ بِمَنْزِلَةِ هٰرُوْنَ مِنْ مُوْسٰى বলা অপেক্ষা অনেক বেশী উপরের। সুতরাং অন্তত এ হাদীস দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ.

(٢) اِشْرَحِ الْحَدِيْثَ حَقَّ التَّشْرِيْحِ.

(٣) اُكْتُبْ سَبَبَ وُرُوْدِ الْحَدِيْثِ.

(٤) اَفْضَلُ الْاُمَّةِ مَنْ هُوَ وَمَا التَّرْتِيْبُ فِيْهِ وَمَنْ اَحَقُّ بِالْخِلَافَةِ بَعْدَ الرَّسُوْلِ ﷺ وَمَا الْاِخْتِلَافُ فِيْهِ بَيْنَ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالشِّيْعَةِ بَيِّنُوْا بِالْاَدِلَّةِ وَاَجِيْبُوْا عَنِ الْحَدِيْثِ اِنْ خَالَفَكُمْ

١١٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُوالْحُسَيْنِ أَخْبَرَنِي حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِي حَجَّتِهِ الَّتِي حَجَّ فَنَزَلَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَأَمَرَ الصَّلٰوةَ جَامِعَةً فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ، فَقَالَ أَلَسْتُ أَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؟ قَالُوا بَلٰى قَالَ أَلَسْتُ أَوْلٰى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ؟ قَالُوا بَلٰى قَالَ فَهٰذَا وَلِيُّ مَنْ أَنَا مَوْلَاهُ أَللّٰهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ أَللّٰهُمَّ عَادِ مَنْ عَادَاهُ،

সহজ তরজমা

(১১৬) আলী ইবনে মুহাম্মদ রহ. .... বারা ইবনে আযিব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সঙ্গে বিদায় হজ্বে উপস্থিত ছিলাম। তিনি পথিমধ্যে এক জায়গায় অবতরণ করেন। এরপর তিনি সালাতের জন্য একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দেন। তখন তিনি আলী রাযি.-এর হাত ধরে বলেন, আমি কি মুমিনদের নিকট তাদের প্রাণের চাইতে অধিক প্রিয় নই? তাঁরা বলেন : হ্যাঁ, অবশ্যই। তিনি আবার বলেন, আমি কি প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির কাছে তার প্রাণের চাইতে অধিক প্রিয় নই? তারা বলেন : হ্যাঁ, অবশ্যই। তিনি বলেন, আমি যার বন্ধু, ওনিও তার বন্ধু বটে। হে আল্লাহ্! যে তাকে ভালবাসে, আপনি তাকে ভালবাসুন। হে আল্লাহ্! যে তার সঙ্গে দুশমনি রাখে, আপনিও তার সঙ্গে দুশমনি রাখুন।

١١٨. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا اِبْنُ أَبِي لَيْلٰى ثَنَا الْحَكَمُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلٰى، قَالَ كَانَ أَبُو لَيْلٰى يَسْمُرُ مَعَ عَلِيٍّ فَكَانَ يَلْبَسُ ثِيَابَ الصَّيْفِ فِي الشِّتَاءِ وَثِيَابَ الشِّتَاءِ فِي الصَّيْفِ فَقُلْنَا لَوْ سَأَلْتَهُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ إِلَيَّ وَ أَنَا أَرْمَدُ الْعَيْنِ يَوْمَ خَيْبَرَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ ! إِنِّي أَرْمَدُ الْعَيْنِ فَتَفَلَ فِي عَيْنِي ثُمَّ قَالَ أَللّٰهُمَّ أَذْهِبْ عَنْهُ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ قَالَ فَمَا وَجَدْتُّ حَرًّا وَلَا بَرْدًا بَعْدَ يَوْمِئِذٍ وَ قَالَ لَأَبْعَثَنَّ رَجُلًا يُحِبُّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يُحِبُّهُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ لَيْسَ بِفَرَّارٍ

فَتَشَرَّفَ لَهُ النَّاسُ فَبَعَثَ إِلَى عَلِيٍّ فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ.

সহজ তরজমা

(১১৭) উসমান ইবনে আবূ শায়বা রহ. ..... আবদুর রহমান ইবনে আবূ লায়লা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ লায়লা রাযি. মাঝে মাঝে আলী রাযি. এর সফরসঙ্গী হতেন। তিনি [আলী রাযি.] শীতকালে গ্রীষ্মকালীন পোশাক পরিধান করতেন এবং গ্রীষ্মকালে শীতের পোশাক পরতেন। আমরা তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বর যুদ্ধের দিন আমার কাছে লোক পাঠালেন এবং এ সময় আমার চোখের রোগ ছিল। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি একজন চক্ষু-পীড়ার রোগী। তখন তিনি তাঁর মুখের লালা আমার চোখে লাগিয়ে দিলেন এবং বললেন, ইয়া আল্লাহ্! ওর থেকে গরম ও ঠাণ্ডা দূর করে দাও। তিনি বললেন, সেদিন থেকে আমি গরম ও ঠাণ্ডা পৃথকভাবে অনুভব করি নি। আর তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আমি এমন এক ব্যক্তিকে পাঠাব, যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলও তাকে পছন্দ করেন। সে পালিয়ে যাওয়ার লোক নয়। লোকেরা তাঁর কাছে এলে তিনি তাদের আলী রাযি.-এর কাছে পাঠান। এরপর তিনি তাঁকেই পতাকা দান করেন।

١١٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْوَاسِطِيُّ ثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَلْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ أَبُو هُمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا.

সহজ তরজমা

(১১৮) মুহাম্মদ ইবনে মূসা ওয়াসিতী রহ. ..... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, হাসান ও হুসায়ন জান্নাতী যুবকদের সরদার এবং তাদের পিতা তাদের চাইতেও উত্তম।

١١٩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى قَالُوا ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ عَلِيٌّ مِنِّي وَ أَنَا مِنْهُ وَلَا يُؤَدِّي عَنِّي إِلَّا عَلِيٌّ.

সহজ তরজমা

(১১৯) আবূ বকর আবূ শায়বা, সুওয়ায়দ ইবনে সাঈদ ও ইসমাঈল ইবনে মূসা রহ. ..... হুবশী ইবনে জানাদা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি– আলী রাযি. আমার থেকে এবং আমিও তার থেকে। আর আমার তরফ থেকে কেবল আলী রাযি. তা আদায় করতে পারে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

عَلِيٌّ مِنِّيْ وَاَنَا مِنْهُ এর ব্যাখ্যা

বংশীয় সম্পর্ক বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তা ভালোবাসা ইত্যাদির ক্ষেত্রে আমাদের দু'জনের মাঝে এমন গভীর সম্পর্ক রয়েছে, যেন আমরা একে অপরের অংশ। সুতরাং তোমরা কেউ যদি আলীকে কষ্ট দাও, তা হলে এতে আমারও কষ্ট হবে।

وَلَا يُؤَدِّيْ عَنِّيْ اِلَّا عَلِيٌّ এর ব্যাখ্যা

মক্কা বিজয়ের পর নবম হিজরীতে হজ্বের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর প্রিয়নবী ﷺ ইসলামের প্রথম হজ পালন উপলক্ষে হযরত আবূ বকর রাযি.-কে আমীরুল হজ্ব নিয়োগ করে মক্কায় প্রেরণ করেন। সেই সঙ্গে তাঁকে নির্দেশ প্রদান করেন, তিনি যেন কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ও তাদের ব্যাপারে দায়িত্ব মুক্তির ঘোষণা হিসেবে সূরা বারা'আতের প্রাথমিক আয়াতগুলো শুনিয়ে দেন। হযরত আবূ বকর রাযি.-এর নেতৃত্বে কাফেলা রওয়ানা হওয়ার পর কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে আরয করলেন : আরবদের নীতি অনুযায়ী চুক্তি নবায়ন বা চুক্তি বাতিল সম্পর্কিত কোনো ঘোষণা সংশ্লিষ্ট কওমের প্রধান অথবা তাঁর নিকটবর্তী কোনো প্রিয়জনের মাধ্যমে হতে হয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবূ বকর রাযি.-কে শুধু আমীরুল হজ্ব নিয়োগ করেন এবং কাফেরদের সাথে সম্পাদিত সকল চুক্তি বাতিল ঘোষণার জন্য হযরত আলী রাযি.-কে বিশেষ দূত হিসেবে পাঠান। তখনই প্রিয়নবী ﷺ বলেছিলেন, لَا يُؤَدِّيْ عَنِّيْ اِلَّا عَلِيٌّ অর্থাৎ একমাত্র আলী ছাড়া কেউ আমার পয়গাম পৌঁছাতে পারে না।

উল্লেখ্য যে, হাদীসের বাক্যাংশ عَلِيٌّ مِنِّيْ وَاَنَا مِنْهُ দ্বারা শী'আ সম্প্রদায় প্রমাণ পেশ করে বলে থাকে, হযরত আলী রাযি. সমস্ত সাহাবাদের থেকে শ্রেষ্ঠ। কারণ, এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আলী রাযি.-কে নিজের অংশ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। অথচ এ কথাটি তিনি হযরত আলী রাযি. ছাড়া অন্য কারো ব্যাপারে বলেন নি। বুঝা গেল, তিনিই সাহাবাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পর খেলাফতের সবচেয়ে বেশী হকদার।

শী'আদের এ দলীলের জবাব, হাদীসের ব্যাখ্যায় পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, এখানে আত্মীয়তার সম্পর্ক, বৈবাহিক সম্পর্ক ও ভালোবাসার দিক দিয়ে একে

অপরের অংশ বুঝানো উদ্দেশ্য। সুতরাং এ হাদীস দ্বারা আদৌ তাদের দাবি প্রমাণিত হবে না। তা ছাড়া তাদের একথা বলাও ঠিক নয় যে, هُوَ مِنِّىْ وَاَنَا مِنْهُ -এমন কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্য কারো ব্যাপারে বলেননি। কারণ, হাদীস অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, হযরত আলী রাযি. ছাড়াও অনেকের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন কথা বলেছেন। যেমন-

(১) মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় হযরত جُلَيْبِيب এর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, هٰذَا مِنِّىْ وَاَنَا مِنْهُ

(২) অনুরূপভাবে মুসলিম শরীফের অপর এক বর্ণনায় আছে, আশআরিয়্যিনদের ব্যাপারেও রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- فَهُمْ مِنِّىْ وَاَنَا مِنْهُمْ

(৩) মুসনাদে আহমদের এক বর্ণনা অনুযায়ী বনূ নাজিয়াহ সম্পর্কেও রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- اَنَا مِنْهُمْ وَهُمْ مِنِّىْ

আর এটা সুস্পষ্ট যে, উল্লিখিত যাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন কথা বলেছেন, মোটেও তা তাদের রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্থলাভিষিক্ত বুঝানোর জন্য বলেন নি। সুতরাং হযরত আলী রাযি.-এর ব্যাপারে একথা বলার দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উদ্দেশ্য ছিল তাঁর পর আলী রাযি.-এর স্থলাভিষিক্ততা বা তার শ্রেষ্ঠত্ব সাব্যস্ত করা যাবে না।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ.

(٢) اِشْرَحِ الْحَدِيْثَ.

(٣) اِسْتَدَلَّ الشِّيْعَةُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ عَلٰى اَفْضَلِيَّةِ عَلِيٍّ مِنْ سَائِرِا لصَّحَابَةِ فَمَا الْجَوَابُ عَنْهُ؟

---

١٢٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ الرَّازِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى أَنْبَأَنَا الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ أَنَا عَبْدُ اللّٰهِ وَ أَخُوْ رَسُوْلِهِ ﷺ وَ أَنَا الصِّدِّيْقُ الْاَكْبَرُ لَا يَقُوْلُهَا بَعْدِىْ إِلَّا كَذَّابٌ صَلَّيْتُ قَبْلَ النَّاسِ لِسَبْعِ سِنِيْنَ

সহজ তরজমা

(১২০) মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল রাযী রহ. ....আব্বাদ ইবনে আবদুল্লাহ্ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী রাযি. বলেছেন : আমি আল্লাহ্র বান্দা এবং তাঁর রাসূলের ভাই। আমি সিদ্দীকে আকবর। আমার পরে কেবল

মিথ্যাবাদীই এরূপ বলবে। আমি লোকদের মাঝে সাত বছর বয়সের পূর্বেই সালাত আদায় করেছি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : وَاَنَا الصِّدِّيْقُ الْاَكْبَرُ : সিদ্দীক বলা হয়, কোনো প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই হকের সত্যায়নকারীকে। اَلصِّدِّيْقُ الْاَكْبَرُ ছিল হযরত আবূ বকর রাযি.-এর উপাধি। কারণ, সর্বপ্রথম ওহী নাযিল হওয়ার পর কোনোরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং মিরাজের ঘটনাও বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করে নিয়েছিলেন।

এ হাদীসে যে হযরত আলী রাযি. নিজের সম্পর্কে اَلصِّدِّيْقُ الْاَكْبَرُ বলেছেন, তা জমহূরের ব্যবহার-বিধির ব্যতিক্রম। তাই উলামায়ে কেরাম এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন।

(১) যেহেতু তাঁর সত্য বলার বিষয়ে পূর্ণ নিশ্চয়তা ছিল, তাই নিজেকে اَلصِّدِّيْقُ الْاَكْبَرُ বলেছেন।

(২) কেউ কেউ বলেন, যেহেতু তিনি বিনা সন্দেহে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন এবং এর পিছনে কোনো মুজিযাও ছিল না, সেজন্য তিনি একথা বলেছেন।

صَلَّيْتُ قَبْلَ النَّاسِ سَبْعَ سِنِيْنَ এর ব্যাখ্যা

এখানে اَلنَّاس এর শুরুর الف لام জিনসী নয় যে, এর দ্বারা সমস্ত نَاس উদ্দেশ্য হবে। কারণ, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ তো নিশ্চিতরূপে সর্বপ্রথম নামায আদায়কারী ছিলেন। কাজেই এর মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্তর্ভুক্ত নেই। তাই الف لام এখানে عَهْدِى হবে। উদ্দেশ্য হল, বিশেষ বিশেষ نَاس বা মানুষের পূর্বে তিনি নামায পড়েছেন।

এখানে আরও লক্ষণীয় যে, সেই নামাযগুলো ছিল নফল নামায। কেননা নামায তো ফরয হয়েছে হিজরতের পূর্বে নবয়তের ১২ বৎসর পর মিরাজের ঘটনার সময়।

قَوْلُهُ بَعْدِى : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হযরত আবূ বকর রাযি.-কে ব্যতিক্রমভুক্ত করা। কারণ, তিনি তো আরও পূর্বেই اَلصِّدِّيْقُ الْاَكْبَرُ উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। তবে হযরত আবূ বকর রাযি. ছিলেন প্রাপ্ত বয়স্ক ও বিবেক সম্পন্ন লোক। পক্ষান্তরে হযরত আলী রাযি. তখন ছিলেন শিশু।

١٢١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ اِبْنِ سَابِطٍ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ فِىْ بَعْضِ حَجَّاتِهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَعْدٌ فَذَكَرُوْا

عَلِيًّا فَنَالَ مِنْهُ فَغَضِبَ سَعْدٌ وَ قَالَ تَقُوْلُ هٰذَا الرَّجُلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ وَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ أَنْتَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هٰرُوْنَ مِنْ مُوْسٰى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ وَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ الْيَوْمَ رَجُلًا يُحِبُّ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهُ،؟

সহজ তরজমা

(১২১) আলী ইবনে মুহাম্মদ রহ. ..... সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আবিয়া রাযি. একবার হজ্বে গমন করেন। তখন সাদ রাযি. তাঁর কাছে আসেন। সেখানে তাঁরা আলী রাযি. এর প্রসংঙ্গে (অশোভন) আলাপ-আলোচনা করেন। এতে সা'দ রাযি. অত্যন্ত নাখোশ হন এবং বলেন : তোমরা এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে কটূক্তি করছ, যার ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি– আমি যার বন্ধু, আলীও তার বন্ধু। আর আমি তাঁকে [রাসূলুল্লাহ ﷺ] আরো বলতে শুনেছি, তুমি (আলী) আমার কাছে ওইরূপ, যেরূপ ছিলেন হারূন আ. মূসা আ. এর নিকট; তবে আমার পরে কোনো নবী নেই। আমি নবী ﷺ কে আরো বলতে শুনেছি : (আজ খায়বার যুদ্ধের দিন) আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে ঝাণ্ডা অর্পণ করব, যে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে।

فَضْلُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

যুবায়ের রাযি.-এর ফযীলত

١٢٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ مَنْ يَأْتِيْنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟ فَقَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا فَقَالَ مَنْ يَأْتِيْنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟ قَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا ثَلٰثًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَإِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ.

সহজ তরজমা

(১২২) আলী ইবনে মুহাম্মদ রহ. ..... জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনূ কুরায়যার যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আমাদের কাছে কাফির সম্প্রদায়ের খবর কে আনবে? তখন যুবায়ের রাযি. বললেন, (ইয়া রাসুলাল্লাহ্!)

আমি। এরপর তিনি আবার জিজ্ঞাসা করেন, আমাদের কাছে কাফিরদের খবর কে আনবে? যুবায়ের রাযি. বলেন, আমি। তিনি তিনবার এরূপ বলেন। তখন নবী ﷺ বলেন, প্রত্যেক নবীর হাওয়ারী ছিল আর আমার হাওয়ারী হল যুবায়ের রাযি.।

١٢٣. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ لَقَدْ جَمَعَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَبَوَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ.

সহজ তরজমা

(১২৩) আলী ইবনে মুহাম্মদ রহ. ..... যুবায়ের রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উহুদের দিন তাঁর পিতামাতার কথা আমার জন্য এক সাথে উল্লেখ করেন।

١٢٤. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَ هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَتْ لِىْ عَائِشَةُ يَا عُرْوَةُ! كَانَ أَبَوَاكَ مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ أَبُوْ بَكْرٍ وَ الزُّبَيْرُ.

সহজ তরজমা

(১২৪) হিশাম ইবনে আম্মার ও হাদিয়া ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব রহ. ..... উরওয়া রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আয়েশা রাযি. বলেন, হে উরওয়া! তোমার দু'জন পিতৃপুরুষ সে সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাঁরা ক্ষত-বিক্ষত হওয়ার পরও আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। (এঁরা হলেন) আবূ বকর ও যুবায়ের রাযি.।

فَضْلُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ্ রাযি.-এর ফযীলত

١٢٥. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْأَوْدِيُّ قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الصَّلْتُ الْأَزْدِيُّ ثَنَا أَبُوْ نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ طَلْحَةَ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ شَهِيْدٌ يَمْشِىْ عَلٰى وَجْهِ الْأَرْضِ.

সহজ তরজমা

(১২৫) আলী ইবনে মুহাম্মদ ও আমর ইবনে আবদুল্লাহ্ আওদী রহ. .... জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত। একদা তালহা রাযি. নবী ﷺ এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন : একজন শহীদ, যিনি যমীনে বিচরণ করছেন।

١٢٦. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنِيْ إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ قَالَ نَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى طَلْحَةَ، فَقَالَ هٰذَا مِمَّنْ قَضٰى نَحْبَهُ.

সহজ তরজমা

(১২৬) আহমদ ইবনে আযহার রহ. .... মু'আবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবীজী ﷺ তালহার রাযি. দিকে তাকিয়ে বললেন : ওনি সেই ব্যক্তি, যিনি তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : فَمَنْ قَضٰى نَحْبَهُ : আলোচ্য হাদীসে একটি সুদীর্ঘ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যার সারসংক্ষেপ হল, হযরত আনাস ইবনে নযর ও তার কিছু সাথী বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। ফলে তাঁদের বেশ অনুশোচনা ছিল এর জন্য। তাঁরা মান্নত করেছিলেন, ভবিষ্যতে কোনো জিহাদের সুযোগ পেলে প্রাণপণ লড়াই করে শাহাদাত বরণ করব। পরবর্তী সময়ে উহুদ যুদ্ধে তাঁদের কেউ কেউ শাহাদাত বরণ করেন আর কেউ কেউ শাহাদাতের অপেক্ষায় ছিলেন। তাদেরই শানে আল্লাহ্ পাক এ আয়াত নাযেল করেন : فَمِنْهُمْ مَنْ قَضٰى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ হযরত তালহা রাযি. ছিলেন অপেক্ষাকারীদের অন্যতম। কিন্তু এ হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ হযরত তালহা রাযি.-এর ব্যাপারে বলেন– هٰذَا مِمَّنْ قَضٰى نَحْبَهُ অর্থাৎ তিনি ওইসব লোকদের অন্যতম, যারা তাদের মান্নত পূর্ণ করে নিয়েছেন। মর্মার্থ হল, হযরত তালহা রাযি. নিজের উপর আবশ্যক করে নিয়েছিলেন যে, তিনি যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহর শত্রুদের সাথে প্রাণপণে লড়াই করবেন আর তিনি তা পূর্ণ করেছেন। (এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী نَحْب এর অর্থ হল, মান্নত।)

কেউ কেউ বলেন : نَحْب এর অর্থ মৃত্যু। এ হিসেবে মর্মার্থ হবে– তিনি নিজের উপর আবশ্যক করে নিয়ে ছিলেন যে, আমরণ লড়াই করে যাবেন। তিনি যেন তার সেই প্রণ পূর্ণ করে নিয়েছেন। কারণ, তিনি তখন পর্যন্ত যদিও মৃত্যুবরণ করেন নি, কিন্তু রিওয়ায়াতে আছে– উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর

আশপাশে যখন মাত্র ১৪জন সাহাবী অবশিষ্ট ছিলেন। অপরদিকে চারদিক থেকে কাফেরদের তীর-তরবারীর বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছিল। তখন হযরত তালহা রাযি. ছিলেন সেই ১৪ জনের অন্যতম। যেদিক থেকেই কোনো আক্রমণ আসত সেদিকেই তিনি নিজ হাত বা দেহ অগ্রসর করে দিতেন। এভাবে তার দেহে ৮০ এর অধিক স্থানে যখম হয়েছিল। অবশেষে তাঁর হাত অবশ হয়ে গিয়েছিল। এই অসাধারণ আত্মত্যাগের দরুন যেন তিনি মরেই গেছেন। শহীদ হয়েই গেছেন। তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ব্যাপারে বলতেন- طَلْحَةُ مِمَّنْ قَضٰى نَحْبَهُ -তালহা তাদের অন্যতম, যারা তাদের পণ (মৃত্যু) পূর্ণ করেছে। কেউ কেউ বলেন : যেহেতু হযরত তালহা রাযি. ভবিষ্যতে তাঁর পণ অবশ্যই পূর্ণ করবেন, তাই ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে কথাটি বলেছেন।

١٢٨. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا إِسْحَاقُ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ طَلْحَةُ مِمَّنْ قَضٰى نَحْبَهُ.

সহজ তরজমা

(১২৭) আহমদ ইবনে সিনান রহ. .... মূসা ইবনে তালহা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মু'আবিয়া রাযি.-এর কাছে ছিলাম। তখন তিনি বললেন : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, তালহা রাযি. সে-সব লোকদের অন্যতম, যাঁরা তাঁদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছেন।

١٢٨. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ شَلَّاءَ وَقٰى بِهَا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ.

সহজ তরজমা

(১২৮) আলী ইবনে মুহাম্মদ রহ. ..... কায়স রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের দিন দেখেছি, তালহা রাযি. এর হাত ক্ষতবিক্ষত, যা দিয়ে তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিরাপত্তা দিয়েছিলেন।

فَضْلُ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস রাযি.-এর মর্যাদা

١٢٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَا

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَمَعَ أَبَوَيْهِ لِأَحَدٍ غَيْرِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ فَإِنَّهُ قَالَ لَهُ يَوْمَ أُحُدٍ اِرْمِ سَعْدُ فِدَاكَ أَبِيْ وَ أُمِّيْ.

সহজ তরজমা

(১২৯) মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার রহ. ..... আলী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে সা'দ ইবনে মালিক ব্যতীত অন্য কারো জন্য তাঁর পিতামাতার কথা একত্রে উল্লেখ করতে দেখি নি। কেননা তিনি উহুদের দিন তাঁকে বলেছিলেন, হে সা'দ! তুমি তীর নিক্ষেপ কর! আমার পিতামাতা তোমার জন্য কুরবান হোক!

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

একটি বিরোধ নিরসন

আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, প্রিয়নবী ﷺ হযরত সা'দ ইবনে মালেক রাযি. ছাড়া আর কারো ব্যাপারে فِدَاكَ اَبِىْ وَاُمِّىْ একথা বলেন নি। অথচ পূর্বে বলা হয়েছে : হযরত যুবায়ের রাযি. বলেন, لَقَدْ جَمَعَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبَوَيْهِ يَوْمَ اُحُدٍ কাজেই দুই রিওয়ায়াতের মধ্যে বাহ্যত বিরোধ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর সমাধান কী?

এর সমাধান হল, আসলে প্রিয়নবী ﷺ হযরত সা'দ রাযি. ও হযরত যুবায়ের রাযি. উভয়ের ব্যাপারেই فِدَاكَ اَبِىْ وَاُمِّىْ (আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য উৎসর্গ হোক) বলেছেন। কিন্তু আলোচ্য হাদীসের রাবী হযরত আলী রাযি. নিজের জানা মতে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কথাটি আর কারো ব্যাপারে বলেন নি। কিন্তু হযরত যুবায়ের রাযি.-এর ব্যাপারেও যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথাটি বলেছেন, সেটা তার জানা ছিল না। সুতরাং কোনো বিরোধ রইল না।

١٣٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ ابْنُ سَعْدٍ ح وَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ وَ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِيْ وَقَّاصٍ يَقُوْلُ لَقَدْ جَمَعَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ أَبَوَيْهِ فَقَالَ اِرْمِ سَعْدُ فِدَاكَ أَبِيْ وَ أُمِّيْ.

সহজ তরজমা

(১৩০) মুহাম্মদ ইবনে রুম্হ ও হিশাম ইবনে আম্মর রহ. ...... সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস

রাযি.-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উহুদের দিন আমার জন্য তাঁর পিতামাতার কথা একসাথে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, হে সা'দ! তীর নিক্ষেপ কর! আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য কুরবান হোক!

١٣١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَ خَالِيْ يَعْلٰى وَ وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِيْ وَقَّاصٍ يَقُولُ إِنِّيْ لَأَوَّلُ الْعَرَبِ رَمٰى بِسَهْمٍ فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ.

সহজ তরজমা

(১৩১) আলী ইবনে মুহাম্মদ রহ. ...... কায়স রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস রাযি.-কে বলতে শুনেছি– আমিই প্রথম আরব, যে আল্লাহ্র রাস্তায় সর্বপ্রথম তীর নিক্ষেপ করেছে।

١٣٢. حَدَّثَنَا مَسْرُوقُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ يَحْيَى ابْنُ أَبِيْ زَائِدَةَ. عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِيْ وَقَّاصٍ مَا أَسْلَمَ أَحَدٌ فِي الْيَوْمِ الَّذِيْ أَسْلَمْتُ فِيهِ وَلَقَدْ مَكَثْتُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَ إِنِّيْ لَثُلُثُ الْإِسْلَامِ.

সহজ তরজমা

(১৩২) মাসরূক ইবনে মারযুবান ইয়াহইয় ইবনে আবূ যায়েদা রহ. .... সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস রাযি. বলেছেন– যেদিন আমি ইসলাম কবুল করি, সেদিন আর কেউ ইসলাম গ্রহণ করে নি। তবে আমি আমার ইসলাম কবুলের বিষয়টি সাতদিন পর্যন্ত গোপন রেখেছি। আর আমি ইসলাম গ্রহণ কারীদের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

إِنِّيْ لَأَوَّلُ الْعَرَبِ رَمٰى بِسَهْمٍ فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ এর ব্যাখ্যা : প্রথম হিজরীর শাওয়াল মাসে প্রিয়নবী ﷺ হযরত উবাইদা ইবনুল হারেছ রাযি.-এর নেতৃত্বে ৬০ জন মুজাহিদের এক বাহিনী "বতনে রাবেগ" নামক এক স্থান অভিমুখে আবূ সুফিয়ানের কাফেলার মোকাবেলা করতে পাঠিয়ে ছিলেন। এ যুদ্ধে হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযি. সর্বপ্রথম শত্রুর বিরুদ্ধে তীর নিক্ষেপ করেছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে এটাই ছিল শত্রুর বিরুদ্ধে নিক্ষেপিত সর্বপ্রথম তীর। সেই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে হযরত সাদ রাযি. বলতেন, إِنِّيْ لَأَوَّلُ الْعَرَبِ رَمٰى بِسَهْمٍ فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ আমিই প্রথম আরব লোক, যে আল্লাহর পথে সর্বপ্রথম তীর নিক্ষেপ করেছে।

وَلَقَدْ مَكَثْتُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَإِنِّي ثُلُثُ الْإِسْلَامِ এর ব্যাখ্যা

অর্থাৎ আমি যখন মুসলমান হলাম, তখন আমিসহ সর্বমোট মুসলমান ছিলাম মাত্র তিনজন। ৭দিন পর্যন্ত এ তিনজনই মুসলমান ছিলাম। অন্যান্যরা ওই ৭ দিন পর মুসলমান হয়েছেন। সারকথা, ৭দিন পর্যন্ত আমি ছিলাম ইসলামের এক-তৃতীয়াংশ।

উল্লেখ্য যে, হযরত আবূ বকর রাযি. হযরত আলী রাযি. হযরত বেলাল রাযি. হযরত খাদীজা রাযি. ও হযরত যায়দ ইবনে হারেছা রাযি. প্রমুখ সাহাবী হযরত সা'দের পূর্বে মুসলমান হয়েছিলেন, সম্ভবত হযরত সা'দের ওইসব ব্যক্তিবর্গের ইসলাম সম্বন্ধে জানা ছিল না। কেননা তখন প্রত্যেকেই গোপনভাবে মুসলমান হতেন। কাজেই তিনি তাঁর জানামতে কথাটি বলেছেন।

فَضَائِلُ الْعَشَرَةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ

আশারায়ে মুবাশশারা রাযি. এর ফযীলত

١٣٣. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو الْمُثَنَّى النَّخَعِيُّ عَنْ جَدِّهِ رِيَاحِ بْنِ الْحَارِثِ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَاشِرَ عَشَرَةٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدٌ فِي الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ فِي الْجَنَّةِ فَقِيلَ لَهُ مَنِ التَّاسِعُ؟ قَالَ أَنَا.

সহজ তরজমা

(১৩৩) হিশাম ইবনে আম্মার রহ. ..... রিয়াহ ইবনে হারিস রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফায়ল রাযি. কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত) দশজনের অন্যতম ছিলেন। এ প্রসঙ্গে নবী ﷺ বলেন– আবূ বকর জান্নাতী, উমর জান্নাতী, উসমান জান্নাতী, আলী জান্নাতী, তালহা জান্নাতী, যুবায়র জান্নাতী, সা'দ. জান্নাতী, আবদুর রহমান ইবনে আওফ জান্নাতী। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, নবম জান্নাতী কে? তিনি বলেন, 'আমি'।

١٣٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ظَالِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ

زَيْدٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اُثْبُتْ حِرَاءُ! فَمَا عَلَيْكَ اِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيْقٌ اَوْ شَهِيْدٌ وَعَدَّهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَ الزُّبَيْرُ وَ سَعْدٌ وَابْنُ عَوْفٍ وَسَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ.

সহজ তরজমা

(১৩৪) মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার রহ. ..... সাঈদ ইবনে যায়দ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর উপর কসম করে বলছি! আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, হে হেরা (পর্বত)! তুমি স্থির থাক। কেননা এখন তোমার উপরে নবী বা সিদ্দীক বা শহীদ রয়েছেন। এরপর তিনি তাঁদের নাম ধরে গণনা করেন– আবূ বকর রাযি., উমার রাযি., উসমান রাযি., আলী রাযি., তালহা রাযি., যুবায়র রাযি., সা'দ রাযি., ইবনে আউফ রাযি. ও সাঈদ ইবনে যায়দ রাযি.।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

فَمَا عَلَيْكَ اِلَّا نَبِيٌّ اَوْ صِدِّيْقٌ اَوْ شَهِيْدٌ এর ব্যাখ্যা

এ হাদীসে نَبِي বলে উদ্দেশ্য প্রিয়নবী ﷺ صِدِّيْق বলে উদ্দেশ্য হল হযরত আবূ বকর রাযি. আর شَهِيْد বলে উদ্দেশ্য হযরত উমর রাযি. থেকে নিয়ে হযরত সাঈদ ইবনে যায়দ পর্যন্ত অবশিষ্ট সকলেই। হাদীসে او অব্যয়টি واو এর অর্থে ব্যবহৃত।

একটি প্রশ্ন : হযরত উমর রাযি., উসমান রাযি., আলী রাযি., হযরত তালহা রাযি., যুবাইর রাযি. তো নিঃসন্দেহে শাহাদাত বরণ করেছেন। কিন্তু হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াককাস, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ ও সাঈদ ইবনে যায়েদ এ তিনজন তো শহীদ হন নি বরং স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন। তা হলে তাদেরকে কিভাবে শহীদ বলা যেতে পারে?

উত্তর : এর উত্তর হল, হাদীসে تَغْلِيْبًا একত্রে সকলকে شَهِيْد বলে দেওয়া হয়েছে। কারণ, তাঁদের অধিকাংশই তো শহীদ হয়েছিলেন। অন্যথায় বলা হবে, এখানে شَهِيْد শব্দটি شُهُوْد لَهٗ بِالْجَنَّةِ এর অর্থে এসেছে অর্থাৎ তাঁদের সকলের ব্যাপারেই জান্নাতের সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। আর فَعِيْل কখনো مَفْعُوْل এর অর্থে আসে। যেমন قَتِيْل শব্দটি مَقْتُوْل এর অর্থ দেয়।

فَضَائِلُ اَبِىْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

আবূ উবায়দা ইবনে জাররাহ্ রাযি.-এর ফযীলত

١٣٥. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ جَمِيعًا عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِأَهْلِ نَجْرَانَ سَأَبْعَثُ مَعَكُمْ رَجُلًا اَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ قَالَ فَتَشَرَّفَ لَهُ النَّاسُ فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ.

সহজ তরজমা

(১৩৫) আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার রহ. .... হুযায়ফা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নাজরানবাসীদের লক্ষ্য করে বলেন : আমি তোমাদের সঙ্গে একজন আমানতদার লোক পাঠাচ্ছি, যিনি আমানতের হক পূর্ণ করবেন। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, লোকেরা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। তখন তিনি আবূ উবায়দা ইবনে জার্‌রাহ রাযি.-কে প্রেরণ করেন।

١٣٦. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ بْنَ زُفَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِأَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ هٰذَا أَمِينُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ.

সহজ তরজমা

(১৩৬) আলী ইবনে মুহাম্মদ রহ. ..... আবদুল্লাহ্ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ উবায়দা ইবনুল জার্‌রাহকে লক্ষ্য করে বলেন : ওনি এ উম্মতের আমানতদার।

فَضْلُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللّٰهِ عَنْهُ

আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাযি.-এর ফযীলত

١٣٧. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ عَنِ الْحٰرِثِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ مُسْتَخْلِفًا أَحَدًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ لَا سْتَخْلَفْتُ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ.

সহজ তরজমা

(১৩৭) আলী ইবনে মুহাম্মদ রহ. ...... আলী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি যদি কাউকে পরামর্শ ব্যতিরেকে আমার প্রতিনিধি নিযুক্ত করতাম, তা হলে ইবনে উম্মে আবদকেই আমার প্রতিনিধি নিযুক্ত করতাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

لَوْ كُنْتُ مُسْتَخْلِفًا এর ব্যাখ্যা

ইমাম তূরপুশতী রহ. বলেন, এখানে خِلَافَت বলতে خِلَافَت كُبْرٰى তথা দেশের খলীফা নিযুক্ত করা উদ্দেশ্য নয় বরং কোনো বাহিনী বা বিশেষ কোনো جزئى কাজে নিজের প্রতিনিধি বানানো উদ্দেশ্য। কারণ, হযরত ইবনে মাসউদ রাযি.-এর সকল যোগ্যতা ও মর্যাদা সত্ত্বেও তিনি কুরাইশ বংশীয় ছিলেন না। অথচ خِلَافَت كُبْرٰى এর জন্য কুরাইশ বংশীয় হওয়া জরুরি। কেননা অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– اَلْاَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ

সুতরাং এ হাদীসে خِلَافَت দ্বারা خِلَافَت كُبْرٰى উদ্দেশ্য নেওয়া ঠিক নয়। আর যদি إِسْتِخْلَاف বলতে خِلَافَت كُبْرٰى উদ্দেশ্য হয়েও থাকে, তা হলে হযরত ইবনে মাসউদ রাযি.-এর ব্যাপারে কুরাইশী না হওয়া সত্ত্বেও একথা বলার কারণ হল, ধরে নেওয়ার পর্যায়ে একটি কথা বলে হযরত ইবনে মাসউদ রাযি.-এর প্রতি আস্থা ও তাঁর মর্যাদা বুঝানো উদ্দেশ্য। এটা এমনি কথা, যেমন হযরত উমর রাযি.-এর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, لَوْ كَانَ بَعْدِىْ نَبِىٌّ لَكَانَ عُمَرُ অর্থাৎ যদি আমার পর নবী হত, তা হলে উমর হত।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

একথা স্বীকৃত যে, ইমামুল মুসলিমীনের জন্য কাউকে কোনো বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করতে কিংবা কোনো স্থানে নিজের স্থলাভিষিক্ত করতে কারো সাথে পরামর্শ করা তার জন্য জরুরি নয় বরং মুস্তাহাব। বিষয়টি তার ব্যক্তিগত বিবেচনাধীন। যাকে যে কাজের জন্য তিনি উপযুক্ত মনে করবেন, তাকে সে কাজে নিয়োগ করবেন। যদি তাই হয়ে থাকে তবে কেবল হযরত ইবনে মাসউদ রাযি.-এর ব্যাপারে بِغَيْرِ مَشُوْرَةٍ বলা অর্থাৎ যদি আমি পরামর্শ ছাড়া কাউকে স্থলাভিষিক্ত করতাম, তা হলে তাকে করতাম, এর কী অর্থ? কারণ, তিনি ছাড়া অন্যদেরকেও তো রাসূলুল্লাহ ﷺ পরামর্শ ছাড়া স্থলাভিষিক্ত বানাতে সক্ষম?

উত্তর : এখানে শুধু হযরত ইবনে মাসউদ রাযি.-এর প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আস্থা-ভরসা ও নিশ্চিন্তার বিষয়টি ফুটিয়ে তোলা উদ্দেশ্য। তা ছাড়া দুনিয়াবী বিষয়াবলীতে পরামর্শ না করার দরুন সাধারণত যে সকল ক্ষতি সাধিত হয়ে

থাকে, হযরত ইবনে মাসঊদ রাযি.-এর বেলায় এমনটির সম্ভাবনা নেই। সুতরাং তার ব্যাপারে পরামর্শ করা-না করা উভয়ই সমান।

١٣٨. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ بَشَّرَاهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلٰى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ.

সহজ তরজমা

(১৩৮) হাসান ইবনে আলী খাল্লাল রহ. ..... আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ রাযি. থেকে বর্ণিত। আবূ বকর ও উমর রাযি. তাঁকে এ মর্মে সুসংবাদ দেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কুরআন এমন উত্তম পদ্ধতিতে তিলাওয়াত করতে চায়, যেভবে তা নাযিল হয়েছে; সে যেন ইবনে উম্মে আবদ রাযি.-এর অনুসরণে তিলাওয়াত করে।

١٣٩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ إِدْرِيْسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ تَرْفَعَ الْحِجَابَ وَأَنْ تَسْمَعَ سِوَادِيْ حَتّٰى أَنْهَاكَ.

সহজ তরজমা

(১৩৯) আলী ইবনে মুহাম্মদ রহ. ..... আবদুল্লাহ্ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন : তোমার জন্য পর্দা তুলে আমার কাছে আসার এবং আমার গোপন কথা শোনার অনুমতি রয়েছে, যতক্ষণ না আমি তোমাকে নিষেধ করি।

فَضْلُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাযি.-এর ফযীলত

١٤٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيْفٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِيْ سَبْرَةَ النَّخَعِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ كُنَّا نَلْقَى النَّفَرَ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُمْ

يَتَحَدَّثُونَ فَيَقْطَعُونَ حَدِيثَهُمْ فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَتَحَدَّثُونَ فَاِذَا رَاَوُا الرَّجُلَ مِنْ اَهْلِ بَيْتِي قَطَعُوا حَدِيثَهُمْ. وَاللّٰهِ لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ الْاِيمَانُ حَتّٰى يُحِبَّهُمْ لِلّٰهِ وَلِقَرَابَتِهِمْ مِنِّي.

সহজ তরজমা

(১৪০) মুহাম্মদ ইবনে তারীফ রহ. .... আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন কুরায়শ গোত্রের লোকদের সমাবেশে তাদের কথাবার্তা বলার সময় উপস্থিত হতাম, তখন তারা তাদের আলাপ-আলোচনা বন্ধ করে দিত। তখন আমরা বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে উল্লেখ করলাম। তখন তিনি বললেন, লোকদের কী হল যে, তারা নিজেদের মাঝে আলাপ-আলোচনা করে এবং যখন তারা আমার লোকদের দেখে, তখন তারা তাদের কথাবার্তা বন্ধ করে দেয়! আল্লাহ্র কসম! কোনো ব্যক্তির কলবে সে পর্যন্ত ঈমান প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও আমার আত্মীয়তার খাতিরে তাদের ভালোবাসবে।

١٤١. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ صَفْوَانَ ابْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا فَمَنْزِلِي وَمَنْزِلُ إِبْرَاهِيمَ فِي الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُجَاهَيْنِ وَ الْعَبَّاسُ بَيْنَنَا مُؤْمِنٌ بَيْنَ خَلِيلَيْنِ.

সহজ তরজমা

(১৪১) আবদুল ওয়াহ্হাব ইবনে যাহ্হাক রহ. .... আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে বন্ধু বানিয়েছেন, যেমন বন্ধু বানিয়েছেন ইবরাহীম আ. কে। কিয়ামতের দিন জান্নাতে আমার ও ইবরাহীম আ. এর আসন সামনা-সামনি হবে আর আব্বাস রাযি. আমাদের দুই বন্ধুর মাঝখানে একজন মুমিন হিসাবে অবস্থান করবেন।

فَضْلُ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ اِبْنَىْ عَلِيِّ بْنِ أَبِىْ طَالِبٍ رضـ

হাসান ও হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবূ তালিব রাযি.-এর ফযীলত

١٤٢. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ يَزِيْدَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِلْحَسَنِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُحِبُّهُ فَاَحِبَّهُ وَ أَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ قَالَ وَضَمَّهُ اِلٰى صَدْرِهٖ.

সহজ তরজমা

(১৪২) আহমদ ইবনে আবদা রহ. ...... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ হাসান রাযি. সম্পর্কে বলেন, হে আল্লাহ্! আমি অবশ্যই হাসানকে ভালোবাসি, আপনিও তাকে ভালোবাসুন এবং যারা তাকে ভালোবাসে, তাদেরও ভালোবাসুন। রাবী বলেন, সাথে সাথে তিনি তাঁকে আপন বক্ষের সাথে মিলিয়ে নিলেন।

١٤٣. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِىْ عَوْفٍ اَبِى الْجَحَّافِ وَكَانَ مَرْضِيًّا عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ فَقَدْ اَحَبَّنِىْ وَ مَنْ اَبْغَضَهُمَا فَقَدْ اَبْغَضَنِىْ .

সহজ তরজমা

(১৪৩) আলী ইবনে মুহাম্মদ রহ. .... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যারা হাসান ও হুসাইন রাযি.-কে ভালোবাসে, তারা আমাকেই ভালোবাসে এবং যারা তাদের উভয়ের সাথে শত্রুতা পোষণ করে, তারা আমার সাথেই দুশমনি করে।

١٤٤. حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُثْمَانَ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ رَاشِدٍ اَنَّ يَعْلَى بْنَ مُرَّةَ حَدَّثَهُمْ اَنَّهُمْ خَرَجُوْا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ اِلٰى طَعَامٍ دُعُوْا لَهُ فَاِذَا حُسَيْنٌ يَلْعَبُ فِى السِّكَّةِ قَالَ فَتَقَدَّمَ النَّبِىُّ ﷺ اَمَامَ

الْقَوْمِ وَبَسَطَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ الْغُلَامُ يَفِرُّ هٰهُنَا وَ هٰهُنَا وَ يُضَاحِكُهُ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى اَخَذَهُ فَجَعَلَ اِحْدٰى يَدَيْهِ تَحْتَ ذَقَنِهِ وَالْاُخْرٰى فِىْ فَاسِ رَأْسِهِ فَقَبَّلَهُ وَ قَالَ حُسَيْنٌ مِنِّىْ وَ اَنَا مِنْ حُسَيْنٍ اَحَبَّ اللّٰهُ مَنْ اَحَبَّ حُسَيْنًا حُسَيْنٌ سَبْطٌ مِنَ الْاَسْبَاطِ.

সহজ তরজমা

(১৪৪) ইয়াকূব ইবনে হুমায়দ ইবনে কাসিব রহ. .... সাঈদ ইবনে আবূ রাশিদ থেকে বর্ণিত। ইয়া'লা ইবনে মুররাহ রাযি. তাদের নিকট এ মর্মে হাদীস বর্ণনা করেন যে, একবার তারা নবী ﷺ এর সঙ্গে এক ভোজ-সভায় যোগদান করেন যেখানে তাঁদের দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। এ সময় হুসাইন রাযি. রাস্তার ধারে খেলাধূলায় মশগুল ছিলেন। রাবী হলেন, নবী ﷺ লোকদের সামনে এগিয়ে গেলেন এবং তাঁর দু'হাত বিস্তার করলেন। তখন ছেলেটি [হুসাইন রাযি.] এদিক-ওদিক পালাতে লাগল এবং নবী ﷺ-ও তাঁর সাথে কৌতুক করতে করতে তাঁকে ধরে ফেলেন। এরপর তিনি তাঁর এক হাত ছেলেটির চোয়ালের নিচে রাখলেন, অপর হাত রাখলেন তাঁর মাথায় এবং তিনি তাঁকে চুমু খেলেন আর বললেন : হুসাইন আমার থেকে এবং আমি হুসাইন থেকে। যে ব্যক্তি হুসাইন রাযি.-কে ভালোবাসে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ভালোবাসেন। হুসাইন আমার বংশের একজন।

١٤٥. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلَّالُ وَعَلِيُّ ابْنُ الْمُنْذِرِ قَالَا حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ ثَنَا اَسْبَاطُ ابْنُ نَصْرٍ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ صُبَيْحٍ مَوْلٰى اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ اَنَا سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمْتُمْ وَ حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ.

সহজ তরজমা

(১৪৫) হাসান ইবনে আলী খাল্লাল ও আলী ইবনে মুনযির রহ. .... যায়দ ইবনে আরকাম রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলী, ফাতিমা, হাসান, হুসাইন রাযি.-কে লক্ষ্য করে বলেন- যারা তোমাদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করবে, আমিও তাদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করব আর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে, আমিও তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করব।

فَضْلُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযি.-এর ফযীলত

١٤٦. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ هَانِيءِ بْنِ هَانِيءٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَالِبٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِئْذَنُوا لَهُ مَرْحَبًا بِالطَّيِّبِ الْمُطَيَّبِ..

সহজ তরজমা

(১৪৬) উসমান ইবনে আবূ শায়বা ও আলী ইবনে মুহাম্মদ রহ. ...... আলী ইবনে আবূ তালিব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ এর কাছে বসা ছিলাম। ইত্যবসরে আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযি. সেখানে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তখন নবী ﷺ বললেন, তাকে আসার অনুমতি দাও। এই পাক ও পবিত্র ব্যক্তির আগমন মুবারক হোক!

١٤٧. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا عَثَّامُ ابْنُ عَلِيٍّ، عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ هَانِيءِ بْنِ هَانِيءٍ قَالَ دَخَلَ عَمَّارٌ عَلٰى عَلِيٍّ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالطَّيِّبِ الْمُطَيَّبِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مُلِئَ عَمَّارٌ اِيْمَانًا اِلٰى مُشَاشِهِ.

সহজ তরজমা

(১৪৭) নাসর ইবনে আলী জাহযামী রহ. ...... হানী ইবনে হানী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আম্মার রাযি. হযরত আলী রাযি.-এর কাছে উপস্থিত হন। তখন তিনি বলেন, এই পাক-পবিত্র ব্যক্তির আগমন মুবারক হোক! আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি – আম্মারের গলা পর্যন্ত ঈমানে পরিপূর্ণ।

١٤٨. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ مُوْسٰى ح وَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ جَمِيْعًا ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ سِيَاهٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَمَّارٌ مَا عُرِضَ عَلَيْهِ اَمْرَانِ اِلاَّ اخْتَارَ الْاَرْشَدَ مِنْهُمَا.

সহজ তরজমা

(১৪৮) আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা, আলী ইবনে মুহাম্মদ ও আমর ইবনে আবদুল্লাহ্ রহ. .... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আম্মার রাযি. এমন ব্যক্তি, দুটো বিষয়ে তাকে এখতিয়ার দেওয়া হলে সে এর থেকে হিদায়েতে পরিপূর্ণ বিষয়টি এখতিয়ার করে।

فَضْلُ سَلْمَانَ وَ اَبِىْ ذَرٍّ وَالْمِقْدَادِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ

সালমান, আবূ যর ও মিকদাদ রাযি.-এর ফযীলত

١٤٩. حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسٰى وَ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِىْ رَبِيْعَةَ الْاِيَادِيِّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِىْ بِحُبِّ اَرْبَعَةٍ وَاَخْبَرَنِىْ اَنَّهٗ يُحِبُّهُمْ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ هُمْ ؟ قَالَ عَلِيٌّ مِنْهُمْ يَقُوْلُ ذٰلِكَ ثَلَاثًا وَاَبُوْ ذَرٍّ وَ سَلْمَانُ وَالْمِقْدَادُ.

সহজ তরজমা

(১৪৯) ইসমাঈল ইবনে মূসা ও সুওয়ায়দ ইবনে সাঈদ রহ. ..... বুরায়দা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা চার ব্যক্তিকে ভালোবাসতে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি আমাকে এ সংবাদও দিয়েছেন, তিনিও তাদের ভালোবাসেন। জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তারা কারা? তিনি বললেন, আলী তাদের একজন। একথটি তিনি তিনবার বললেন। (অন্য তিনজন হলেন) আবূ যর, সালমান, ও মিকদাদ রাযি.।

١٥٠. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِىُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ ثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ اَبِى النَّجُوْدِ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ اَوَّلَ مَنْ اَظْهَرَ اِسْلَامَهٗ سَبْعَةٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعَمَّارٌ وَ اُمُّهٗ سُمَيَّةُ وَصُهَيْبٌ وَ بِلَالٌ وَ الْمِقْدَادُ فَاَمَّا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَمَنَعَهُ اللّٰهُ بِعَمِّهٖ اَبِىْ طَالِبٍ وَ اَمَّا اَبُوْ بَكْرٍ فَمَنَعَهُ اللّٰهُ بِقَوْمِهٖ وَ اَمَّا سَائِرُهُمْ فَاَخَذَ هُمُ الْمُشْرِكُوْنَ وَ اَلْبَسُوْهُمْ اَدْرَاعَ الْحَدِيْدِ وَ صَهَرُوْهُمْ فِى الشَّمْسِ فَمَا مِنْهُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا وَقَدْ

وَاَتَاهُمْ عَلٰى مَا اَرَادُوا اِلاَّ بِلاَلاً فَاِنَّهُ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِى اللّٰهِ وَهَانَ عَلٰى قَوْمِهِ فَاَخَذُوْهُ فَاَعْطَوْهُ الْوِلْدَانَ فَجَعَلُوْا يَطُوْفُوْنَ بِهٖ فِىْ شِعَابِ مَكَّةَ وَهُوَ يَقُوْلُ اَحَدٌ اَحَدٌ.

সহজ তরজমা

(১৫০) আহমদ ইবনে সাঈদ দারিমী রহ. .... আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বপ্রথম যাঁরা নিজের ইসলাম গ্রহণ করার কথা প্রকাশ করেন, তাঁরা হলেন সাতজন; রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বকর, আম্মার, তাঁর মা সুমাইয়া, সুহায়ব, বিলাল ও মিকদাদ রাযি.। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর চাচা আবূ তালিবের মাধ্যমে হিফাযত করেন। আবূ বকর রাযি.-কে আল্লাহ তা'আলা তাঁর স্বগোত্রীয় লোকদের মাধ্যতে হিফাযত করেন আর অন্যান্যদেরকে মুশরিকরা পাকড়াও করে এবং তাদের লোহার জামা পরিধান করিয়ে প্রখর রোদের মাঝে চিৎ করে শুইয়ে দিত। তাঁদের মাঝে এমন কেউ ছিল না, যাকে তারা তাদের ইচ্ছানুসারে নির্মম অত্যাচার করে নি, তবে বিলাল নিজকে আল্লাহ্র রাস্তায় সঁপে দিয়েছিলেন এবং লোকেরা তাঁকে অপমানিত করেছিল। তারা তাঁকে পাকড়াও করে বালকদের হাতে তুলে দিয়েছিল। তারা তাঁকে নিয়ে মক্কার অলি-গলিতে ঘুরে বেড়াত। আর তিনি শুধু আহাদ আহাদ (আল্লাহ্ এক, আল্লাহ্ এক) বলতেন।

١٥١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ اُوْذِيْتُ فِى اللّٰهِ وَمَا يُؤْذٰى اَحَدٌ وَلَقَدْ اُخِفْتُ فِى اللّٰهِ وَمَا يُخَافُ اَحَدٌ وَلَقَدْ اَتَتْ عَلَيَّ ثَالِثَةٌ وَمَالِىَ وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَاْكُلُهُ ذُوْكَبِدٍ الاَمَا وَارٰى اِبْطُ بِلَالٍ

সহজ তরজমা

(১৫১) আলী ইবনে মুহাম্মদ রহ. ..... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ্র পথে আমাকে যেরূপ কষ্ট দেওয়া হয়েছে, অন্য কাউকে সেরূপ কষ্ট দেওয়া হয় নি। আর আমাকে আল্লাহ্র পথে যেরূপ ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে, সেরূপ ভীতি আর কাউকে প্রদর্শন করা হয় নি। আমার এবং বিলাল এর উপর তিন-তিনটি রাত এমনভাবে অতিবাহিত হত যে, এমন কোনো খাদ্য সহজপ্রাপ্য হয় নি, যা কোনো প্রাণী খেয়ে থাকে; তবে যা কিছু বিলাল তার বগলের নিচে দাবিয়ে রাখত।

فَضَائِلُ بِلَالٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

বিলাল রাযি.-এর ফযীলত

١٥٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ سَالِمٍ اَنَّ شَاعِرًا مَدَحَ بِلَالَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ، خَيْرُ بِلَالٍ- فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كَذَبْتَ، لَا بَلْ بِلَالُ رَسُوْلِ اللّٰهِ خَيْرُ بِلَالٍ.

সহজ তরজমা

(১৫২) আলী ইবনে মুহাম্মদ রহ. .... সালিম রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক কবি বিলাল ইবনে আবদুল্লাহ্ রাযি.-এর প্রশংসা করে বলেন : বিলাল ইবনে আবদুল্লাহ্ সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিলাল। তখন ইবনে উমর রাযি. বললেন : তুমি মিথ্যা বলছ। না, বরং বল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর বিলালই সর্বোত্তম বিলাল।

فَضَائِلُ خَبَّابٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

খাব্বাব রাযি. এর ফযীলত

٣٥١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِىْ لَيْلَى الْكِنْدِيِّ قَالَ جَاءَ خَبَّابٌ اِلٰى عُمَرَ فَقَالَ اُدْنُ فَمَا اَحَدٌ اَحَقَّ بِهٰذَا الْمَجْلِسِ مِنْكَ اِلَّا عَمَّارٌ- فَجَعَلَ خَبَّابٌ يُرِيْهِ اٰثَارًا بِظَهْرِهِ مِمَّا عَذَّبَهُ الْمُشْرِكُوْنَ.

সহজ তরজমা

(১৫৩) আলী ইবনে মুহাম্মদ ও আমর ইবনে আবদুল্লাহ্ রহ. .... আবূ লায়লা কিন্দী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাব্বাব রাযি. উমর রাযি. এর কাছে এলেন। তখন তিনি বললেন, আরো কাছে এসো। মজলিসের উপযুক্ত ব্যক্তি তোমার চাইতে আর কেউ নেই আম্মার রাযি. ব্যতীত। তখন খাব্বাব রাযি. তাঁর পিঠের সেসব ক্ষতচিহ্ন তাঁকে দেখালেন, যেগুলো হয়েছিল মুশরিকরা তাঁকে শাস্তি দেওয়ার কারণে।

١٥٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ابْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ ثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَرْحَمُ اُمَّتِىْ بِاُمَّتِىْ اَبُوْ بَكْرٍ وَاَشَدُّهُمْ فِىْ دِيْنِ

اللّٰهِ عُمَرُ وَاَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ وَ اَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ اَبِى طَالِبٍ وَاَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ وَ اَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَاَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ اَلَا وَاِنَّ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَمِيْنًا وَاَمِيْنُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ،

সহজ তরজমা

(১৫৪) মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না রহ. ...... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ﷺবলেছেন, আমার উম্মতের প্রতি সর্বাপেক্ষা বেশি রহমদিল [কোমল প্রাণ] আবূ বকর রাযি.। আল্লাহ্র দীনের ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা কঠোর উমর রাযি.। তাঁদের মাঝে সর্বাপেক্ষা অধিক লজ্জাশীল উসমান রাযি.। সর্বাপেক্ষা বিচক্ষণ বিচারক আলী ইবনে আবূ তালিব রাযি.। আল্লাহ্র কিতাবের সর্বোত্তম তিলাওয়াতকারী উবাই ইবনে কা'ব রাযি.। হালাল-হারাম সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত মু'আয ইবনে জাবাল রাযি. এবং ফারায়েয (দায়ভাগ) সম্পর্কিত বিষয়ে অধিক জ্ঞানী যায়েদ ইবনে সাবিত রাযি.। জেনে রাখ! প্রত্যেক উম্মতের একজন আমানতদার থাকে। আর এ উম্মতের আমানতদার হল আবূ উবায়দা ইবনে জাররাহ রাযি.।

١٥٥. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِى قِلَابَةَ مِثْلَهُ.

সহজ তরজমা

(১৫৫) 'আলী ইবনে মুহাম্মদ রহ. ...... আবূ কিলাবা রাযি. সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

فَضْلُ اَبِى ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

আবূ যর রাযি.-এর ফযীলত

١٥٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِى حَرْبِ بْنِ اَبِى الْأَسْوَدِ الدِّيْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا اَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ وَلَا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ مِنْ رَجُلٍ أَصْدَقُ لَهْجَةً مِنْ اَبِى ذَرٍّ.

সহজ তরজমা

(১৫৬) আলী ইবনে মুহাম্মদ রহ. ...... আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি, আসমান ও যমীনের মাঝে আবূ যর রাযি.-এর চাইতে অধিক সত্যভাষী আর কেউ নেই।

فَضْلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

সা'দ ইবনে মুআয রাযি.-এর ফযীলত

١٥٧. حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اُهْدِىَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَرَقَةٌ مِنْ حَرِيْرٍ فَجَعَلَ الْقَوْمُ يَتَدَاوَلُوْنَهَا بَيْنَهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَعْجَبُوْنَ مِنْ هٰذَا؟ فَقَالُوْا لَهٗ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! فَقَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَمَنَادِيْلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ هٰذَا ـ

সহজ তরজমা

(১৫৭) হান্নাদ ইবনে সারী রহ. ...... বারা ইবনে আযিব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে একটি সাদা রেশমী কাপড়ের থান হাদিয়া স্বরূপ পেশ করা হল। আর উপস্থিত লোকজন পরস্পরে তা হাতে নিয়ে দেখতে লাগল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা কি এতে আশ্চর্যবোধ করছ? তখন তাঁরা বললেন জ্বি হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্। এরপর তিনিন বললেন : সেই মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! জান্নতে সা'দ ইবনে মু'আয রাযি. এর রুমাল এর চেয়ে উত্তম হবে।

١٥٨. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ عَزَّ وَجَلَّ لِمَوْتِ سَعْدِ ابْنِ مُعَاذٍ.

সহজ তরজমা

(১৫৮) আলী ইবনে মুহাম্মদ রহ. .... জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সা'দ ইবনে মু'আয রাযি.-এর ইনতিকালের সময় মহান আল্লাহ্র আরশ কেঁপে উঠেছিল।

فَضْلُ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

জারীর ইবনে আবদুল্লাহ্ বাজালী রাযি.-এর ফযীলত

١٥٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ ابْنِ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ مَا حَجَبَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُنْذُ اَسْلَمْتُ وَلَا رَاٰنِىْ اِلَّا تَبَسَّمَ فِىْ وَجْهِىْ وَلَقَدْ شَكَوْتُ اِلَيْهِ اَنِّىْ لَا اَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ بِيَدِهٖ فِىْ صَدْرِىْ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا.

সহজ তরজমা

(১৫৯) মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে নুমায়র রহ. .... জারীর ইবনে আবদুল্লাহ্ বাজালী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যেদিন আমি মুসলমান হয়েছি, সেদিন থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার থেকে পর্দা করেন নি (অর্থাৎ তিনি আমাকে সব সময় তাঁর কাছে যাওয়ার অনুমতি দেন)। আর যখনই তিনি আমার দিকে তাকাতেন, তখন হাসিমুখে তাকাতেন। আমি তাঁর কাছে ঘোড়ার পিঠে স্থির না থাকতে পারার অভিযোগ করি। তখন তিনি তাঁর হাত দিয়ে আমার বুকে মৃদু আঘাত করে দু'আ করেন, আয় আল্লাহ্! তুমি তাকে (ঘোড়ার পিঠে দৃঢ়তার সাথে) স্থির রাখ এবং তাকে হিদায়েতকারী ও হিদায়েত প্রাপ্ত বানিয়ে দাও।

فَضْلُ اَهْلِ بَدْرٍ

বদরী সাহাবীগণের ফযীলত

١٦٠. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهٖ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ جَاءَ جِبْرَئِيْلُ اَوْ مَلَكٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا تَعُدُّوْنَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا فِيْكُمْ؟ قَالُوْا خِيَارَنَا ، قَالَ كَذٰلِكَ هُمْ عِنْدَنَا خِيَارُ الْمَلَآئِكَةِ

সহজ তরজমা

(১৬০) আলী ইবনে মুহাম্মদ ও আবূ কুরায়ব রহ. .... রাফে ইবনে খাদীজ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার জিবরাঈল আ. অথবা অন্য এক ফিরিশতা নবী ﷺ এর কাছে এলেন। তিনি বললেন, আপনারা তাদের

কিরূপ গণ্য করেন, আপনাদের মাঝে যারা বদর যুদ্ধে যোগদান করেছিল? তাঁরা বললেন, তাঁরা আমাদের মাঝে উত্তম লোক। ফিরিশতা বললেন, অনুরূপভাবে তাঁরাও আমাদের কাছে উত্তম ফিরিশতা (যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছিল)।

١٦١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا جَرِيرٌ ح و حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ح وَثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ جَمِيعًا عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَسُبُّوْا اَصْحَابِىْ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اَنْفَقَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا اَدْرَكَ مُدَّ اَحَدٍ وَلَا نَصِيْفَهٗ.

সহজ তরজমা

(১৬১) মুহাম্মদ ইবনে সাব্বাহ, আলী ইবনে মুহাম্মদ ও আবূ কুরায়ব রহ. .... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা আমার সাহাবীদের গাল-মন্দ করবে না। কারণ, সেই মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় সমান সোনা ব্যয় করে, তা হলেও সে তাদের এক মুদ কিংবা অর্ধ-মুদ ব্যয়ের সমান সওয়াব পাবে না।

١٦٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ نُسَيْرِ ابْنِ ذُعْلُوقٍ، قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ لَا تَسُبُّوْا اَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ فَلَمَقَامُ اَحَدِهِمْ سَاعَةً ، خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ اَحَدِكُمْ عُمُرَهٗ.

সহজ তরজমা

(১৬২) আলী ইবনে মুহাম্মদ ও আমর ইবনে আবদুল্লাহ্ রহ. .... নুসায়র ইবনে যুলূক রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমর রাযি. বলতেন : তোমরা মুহাম্মদ ﷺ এর সাহাবীদের গালি-গালাজ করবে না। কেননা তাদের এক মুহূর্তের আমল তোমাদের সারা জীবনের আমলের চেয়ে উত্তম।

فَضْلُ الْاَنْصَارِ

আনসারদের ফযীলত

١٦٣. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَزِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ الْاَنْصَارَ اَحَبَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ اَبْغَضَ الْاَنْصَارَ اَبْغَضَهُ اللّٰهُ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ لِعَدِيٍّ اَسَمِعْتَهُ مِنَ الْبَرَاءِ ابْنِ عَازِبٍ؟ قَالَ : اِيَّاىَ حَدَّثَ،

সহজ তরজমা

(১৬৩) আলী ইবনে মুহাম্মদ ও আমর ইবনে আবদুল্লাহ্ রহ. .... বারা ইবনে আযিব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যারা আনসারদের ভালোবাসে, আল্লাহ্ তাদের ভালোবাসেন এবং যারা আনসারদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করেন। শোবা রহ. বলেন : আমি আদী রাযি. কে বললাম, আপনি কি এটি বারা ইবনে আযিব রাযি. থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন, অবশ্য তিনিই বর্ণনা করেছেন।

١٦٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ عَنْ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْاَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ وَ لَوْ اَنَّ النَّاسَ اسْتَقْبَلُوْا وَادِيًا اَوْ شِعْبًا وَ اسْتَقْبَلَتِ الْاَنْصَارُ وَادِيًا لَسَلَكْتُ وَادِىَ الْاَنْصَارِ وَ لَوْ لَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الْاَنْصَارِ.

সহজ তরজমা

(১৬৪) আবদুর রহমান ইবনে ইবরাহীম রহ. .... সাহল ইবনে সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আনসারগণ সেই কাপড়ের মতো যা শরীরের সাথে জড়িয়ে থাকে। অন্যান্য লোক এমন বস্ত্রের মতো, যা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন। যদি সমস্ত লোক কোনো উপত্যকা কিংবা ঘাঁটিতে যায় আর আনসারগণ আরেক উপত্যকার দিকে যায়, তা হলে আমি আনসারদের উপত্যকার দিকেই যাব। অবশ্য যদি হিজরত না হত, তবে আমিও হতাম আনসারদের একজন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَلْاَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ এর ব্যাখ্যা : شِعَارٌ ওই জামাকে বলে, যা দেহের সাথে মিলিত থাকে আর دِثَارٌ বলা হয় ওই কাপড়কে, যা شِعَارٌ এর উপর পরিধান করা হয়ে থাকে। হাদীসের মর্মার্থ হল, আনসারদের সাথে আমার সম্পর্ক অন্যদের তুলনায় বেশি। যেমন, شِعَارٌ এর সম্পর্ক دِثَارٌ এর তুলনায় শরীরের সাথে বেশি।

لَكُنْتُ مِنَ الْاَنْصَارِ এর ব্যাখ্যা

হিজরত যদি দীনী কোনো কাজ না হত এবং কোনো মর্যাদা না থাকত, তবে আনসারদের সাথে আমার গভীর সম্পর্কের কারণে আমি নিজেকে মুহাজিরদের দিকে সম্বন্ধ না করে বরং আনসারদের দিকে করতাম। কিন্তু যেহেতু নুসরত অপেক্ষা হিজরতের মর্যাদা বেশি,তাই আমি নিজেকে মুহাজিরদের সাথে সম্পৃক্ত করে থাকি।

١٦٥. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِىْ كَثِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَحِمَ اللّٰهُ الْاَنْصَارَ وَاَبْنَاءَ الْاَنْصَارِ وَاَبْنَاءَ اَبْنَاءِ الْاَنْصَارِ

সহজ তরজমা

(১৬৫) আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা রহ. ..... আমর ইবনে আউফ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা আনসারদের, তাঁদের সন্তানদের এবং তাঁদের সন্তানের সন্তানদের প্রতি রহম করুন!

فَضْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

ইবনে আব্বাস রাযি. এর ফযীলত

١٦٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِىُّ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَمَّنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَيْهِ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ وَ تَاْوِيْلَ الْكِتَابِ.

সহজ তরজমা

(১৬৬) মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না ও আবূ বকর ইবনে খাল্লাদ বাহিলী রহ. .... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর বুকের সাথে আমাকে মিলালেন এবং বললেন, আয় আল্লাহ্! তাকে হিকমত ও কুরআনের গভীর রহস্য সম্পর্কে জ্ঞান দান করুন।

بَابٌ فِى ذِكْرِ الْخَوَارِجِ

খারেজী সম্প্রদায়ের আলোচনা প্রসঙ্গে

١٦٧. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ قَالَ وَذَكَرَ الْخَوَارِجَ فَقَالَ فِيْهِمْ رَجُلٌ مُخْدَجُ الْيَدِ اَوْ مُوْدَنُ الْيَدِ اَوْ مَثْدُوْنُ الْيَدِ وَ لَوْلَا اَنْ تَبْطَرُوْا لَحَدَّثْتُكُمْ بِمَا وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَقْتُلُوْنَهُمْ عَلٰى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ - قُلْتُ اَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ ﷺ ؟ قَالَ : اِىْ، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

সহজ তরজমা

(১৬৭) আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা রহ. ....আলী ইবনে আবূ তালিব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি খারেজী সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন : তাদের মাঝে এমন এক ব্যক্তির উদ্ভব হবে, যার হাত খাট হবে। যদি তোমরা স্বেচ্ছায় আমল ছেড়ে না বসতে, তবে আমি তোমাদের কাছে সেই হাদীস বর্ণনা করতাম, যে বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদﷺ এর মুখে তাদের কতল করবে তাদের ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন। (রাবী উবায়দা বলেন,) আমি বললাম, আপনি কি এ কথা মুহাম্মদﷺ থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। কাবার রবের কসম! তিনি তিনবার একথা বলেন।

١٦٨. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَا ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ فِى اٰخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ اَحْدَاثُ الْاَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْاَحْلَامِ يَقُوْلُوْنَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ النَّاسِ يَقْرَؤُنَ الْقُرْاٰنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْاِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَمَنْ لَقِيَهُمْ فَلْيَقْتُلْهُمْ فَاِنَّ قَتْلَهُمْ اَجْرٌ عِنْدَ اللّٰهِ لِمَنْ قَتَلَهُمْ.

সহজ তরজমা

(১৬৮) আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা ও আবদুল্লাহ্ ইবনে আমির ইবনে যুরারা রহ. .... আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : শেষ যমানায় এমন এক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হবে, যাদের দাঁত হবে ছোট ছোট এবং তারা হবে কম বুদ্ধিসম্পন্ন। তারা মানুষকে ভালো ভালো কথা বলবে, কুরআন তিলাওয়াত করবে, কিন্তু কুরআন তাদের গলার নিচে যাবে না (আল্লাহ্ কবুল করবেন না)। তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমনি তীর শিকার থেকে বের হয়ে যায়। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের দেখা পাবে, সে যেন তাদের কতল করে। কারণ, যারা তাদের কতল করবে, এর বিনিময়ে আল্লাহ্র নিকট তাদের জন্য প্রতিদান রয়েছে।

١٦٩. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ قُلْتُ لِاَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ هَلْ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُ فِى الْحَرُوْرِيَّةِ شَيْئًا ؟ فَقَالَ سَمِعْتُ يَذْكُرُ قَوْمًا يَتَعَبَّدُوْنَ يَحْقِرُ اَحَدُكُمْ صَلٰوتَهُ مَعَ صَلٰوتِهِمْ وَصَوْمَهُ مَعَ صَوْمِهِمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ اَخَذَ سَهْمَهُ فَنَظَرَ فِىْ نَصْلِهِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا فَنَظَرَ فِىْ رِصَافِهِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا فَنَظَرَ فِىْ قِدْحِهِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا فَنَظَرَ فِى الْقُذَذِ فَتَمَارٰى هَلْ يَرٰى شَيْئًا اَمْ لَا.

সহজ তরজমা

(১৬৯) আবূ বকর আবূ শায়বা রহ. .... আবূ সালামা রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. কে বললাম : আপনি কি হারুরিয়াদের (খারিজীদের) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে কিছু বলতে শুনেছেন? তখন তিনি বললেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি– তিনি একটি সম্প্রদায়ের কথা আলোচনা করেছেন, যারা খুব ইবাদতের পাবন্দ হবে এবং তোমরা তাদের সালাত সওমের তুলনায় নিজেদের নামায-রোযাকে তুচ্ছ মনে করবে; তারা দীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর শিকার থেকে বের হয়ে যায়। সে তার বর্শা নিক্ষেপ করবে এবং তার অগ্রভাগে কিছুই দেখতে পাবে না। এরপর সে তার বর্শার ফলকের প্রতি তাকাবে, তাতেও কোনো চিহ্ন দেখতে পাবে না। এরপর সে বর্শার ফলকের দিকে তাকালে কিছুই দেখতে পাবে না। এরপর সে তীরের ফলকের দিকে দৃষ্টিপাত করলে তার সন্দেহ হবে যে, সে কিছু দেখছে বা দেখছে না।

١٧٠. حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا اَبُو اُسَامَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِى ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ بَعْدِىْ مِنْ اُمَّتِى اَوْ سَيَكُوْنُ بَعْدِىْ مِنْ اُمَّتِى قَوْمًا يَقْرَؤُنَ الْقُرْاٰنَ لَا يُجَاوِزُ حُلُوْقَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لَا يَعُوْدُوْنَ فِيْهِ هُمْ شِرَارُ الْخَلْقِ وَالْخَلِيْقَةِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الصَّامِتِ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَافِعِ بْنِ عَمْرٍو اَخِى الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ فَقَالَ وَاَنَا اَيْضًا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

সহজ তরজমা

(১৭০) আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা রহ. ...... আবূ যর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, :আমার পরে আমার উম্মতের মাঝে অথবা অচিরেই আমার পরে আমার উম্মত থেকে একটি দলের উদ্ভব হবে, তারা কুরআন পাঠ করবে, তবে তা তাদের কণ্ঠদেশের নিম্নভাগ অতিক্রম করবে না। তারা দীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেমনি তীর শিকার থেকে বের হয়ে যায়। এরপর তারা দীনের পথে ফিরে আসবে না। এরা হবে সৃষ্টির মাঝে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। আবদুল্লাহ্ ইবনে সামিত রাযি. বলেন, এরপর আমি বিষয়টি হাকাম ইবনে আমর গিফারী রহ. এর ভাই রাফে' ইবনে আমর রাযি.-এর নিকট উল্লেখ করি। তখন তিনি বলেন, আমিও এ হাদীস রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছি।

١٧١. حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَا ثَنَا اَبُوا الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَقْرَاَنَّ الْقُرْاٰنَ نَاسٌ مِنْ اُمَّتِى يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْاِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

সহজ তরজমা

(১৭১) আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা ও সুওয়ায়দ ইবনে সাঈদ রহ. ...... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

অবশ্যই আমার উম্মত হতে একটি দল কুরআন তিলাওয়াত করবে। তবে তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমনি তীর শিকার থেকে বেরিয়ে যায়।

١٧٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَ سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْجِعِرَّانَةِ وَ هُوَ يَقْسِمُ التِّبْرَ وَ الْغَنَائِمَ وَ هُوَ فِى حِجْرِ بِلَالٍ - فَقَالَ رَجُلٌ اِعْدِلْ يَا مُحَمَّدُ! فَاِنَّكَ لَمْ تَعْدِلْ فَقَالَ وَيْلَكَ وَمَنْ يَّعْدِلُ بَعْدِىْ اِذَا لَمْ اَعْدِلْ؟ فَقَالَ عُمَرُ دَعْنِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حَتّٰى اَضْرِبَ عُنُقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ هٰذَا فِىْ اَصْحَابٍ اَوْ اَصْحَابٍ لَهُ، يَقْرَؤُنَ الْقُرْاٰنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

সহজ তরজমা

(১৭২) মুহাম্মদ ইবনে সাব্বাহ রহ. .... জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিরানা নামক স্থানে গনীমতের মালামাল বণ্টন করছিলেন এবং তা বিলাল রাযি.-এর কোলে ছিল। তখন এক ব্যক্তি বলল, হে মুহাম্মদ! ইনসাফ কর। তুমি তো ইনসাফ করছ না। তখন তিনি বললেন, তোমার জন্য আফসোস! যদি আমি ইনসাফ না করি, তা হলে এমন কে আছে– যে আমার পরে ইনসাফ করবে ? তখন উমর রাযি. বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি এ মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আমার উম্মতের মধ্যে থেকে একটি দলের উদ্ভব হবে, যারা কুরআন তিলাওয়াত করবে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠদেশের নিম্নভাগ অতিক্রম করবে না। তারা দীন থেকে বেরিয়ে যাবে, যেমনি তীর শিকার থেকে বের হয়ে যায়।

١٧٣. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اِسْحٰقُ الْاَزْرَقُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْخَوَارِجُ كِلَابُ النَّارِ.

সহজ তরজমা

(১৭৩) আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা রহ. .... ইবনে আবূ আওফা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, খারিজীরা হল জাহান্নামের কুকুর।

١٧٤. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَنْشَأُ نَشْؤٌ يَقْرَؤُنَ الْقُرْاٰنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ قُطِعَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ قُطِعَ اَكْثَرَ مِنْ عِشْرِيْنَ مَرَّةً حَتّٰى يَخْرُجَ فِىْ عِرَاضِهِمُ الدَّجَّالُ.

সহজ তরজমা

(১৭৪) হিশাম ইবনে আম্মার রহ. .... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : (অচিরেই) একটি দলের উদ্ভব হবে, যারা কুরআন তিলাওয়াত করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালীর নিম্নভাগ অতিক্রম করবে না। যখনই এ দলটি বের হবে, তখনই তাদের খতম করা হবে। ইবনে উমর রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি- যখনই দলটি প্রকাশ পাবে- তখনই খতম করা হবে। কথাটি তিনি বিশের অধিকবার বলেছেন। এমনিভাবে তাদের থেকে দাজ্জাল আবির্ভূত হবে।

١٧٥. حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ اَبُوْ بِشْرٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ قَوْمٌ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ اَوْ فِىْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ يَقْرَؤُنَ الْقُرْاٰنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ اَوْ حُلُوْقَهُمْ سِيْمَاهُمُ التَّحْلِيْقُ اِذَا رَاَيْتُمُوْهُمْ، فَاقْتُلُوْهُمْ.

সহজ তরজমা

(১৭৫) বকর ইবনে খালফ আবূ বিশর রহ. .... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, শেষ যমানায় অথবা এই উম্মতের মাঝে একটি সম্প্রদায় বের হবে, যারা কুরআন তিলাওয়াত করবে, তবে তা তাদের কণ্ঠনালীর নিচে যাবে না। তাদের চিহ্ন হবে মুণ্ডিত মস্তক। যখন তোমরা তাদের দেখতে পাবে কিংবা তাদের সাক্ষাৎ পাবে, তখন তাদের কতল করবে।

١٧٦. حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَبِىْ سَهْلٍ ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِىْ غَالِبٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ يَقُوْلُ شَرُّ قَتْلٰى قُتِلُوْا تَحْتَ اَدِيْمِ السَّمَاءِ وَ خَيْرُ قَتْلٰى مَنْ قَتَلُوْا كِلَابُ اَهْلِ النَّارِ قَدْ كَانَ هٰؤُلَاءِ مُسْلِمِيْنَ فَصَارُوْا كُفَّارًا قُلْتُ يَا اَبَا اُمَامَةَ هٰذَا شَيْءٌ تَقُوْلُهُ؟ قَالَ بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

সহজ তরজমা

(১৭৬) সাহল ইবনে আবূ সাহল রহ. ...... আবূ উমামা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসমানের নিচে সর্বপেক্ষা নিকৃষ্ট নিহত ব্যক্তি তারা, যারা জাহান্নামের কুকুর (খারিজীরা)। আর তাদের যারা কতল করবে, তারা হবে উত্তম। খারিজীরা আগে ছিল মুসলমান, কিন্তু পরে কাফির হয়ে গেছে। (রাবী বলেন,) আমি বললাম : হে আবূ উমামা! এটা কি আপনার নিজস্ব মতামত, যা আপনি বলছেন? তিনি বললেন : না ; বরং এ কথা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকেই শুনেছি।

بَابٌ فِيْمَا اَنْكَرَتِ الْجَهْمِيَّةُ

জাহমিয়া সম্প্রদায় যা অস্বীকার করে সে প্রসঙ্গে

জাহমিয়াহ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হল জাহম ইবনে সাফওয়ান। এই পথভ্রষ্ট লোকটি মূলত কূফী বংশদ্ভূত এবং ইহুদি ছিল। বনূ উমাইয়াদের খেলাফতকালে সে জায়হুন নদীর তীরবর্তী এলাকায় তিরমিয শহরে আত্মপ্রকাশ করে। সহীহ ইবনে খুযাইমাতে ইবনে কুদামার সূত্রে আবূ মু'আয বলখীর একটি উক্তি বর্ণিত আছে, জাহম ইবনে সফওয়ান একজন বিদগ্ধ সাহিত্যিক ছিল। তবে সে ইলম থেকে দূরে থাকার পাশাপাশি আহলে ইলমের মজলিশের ব্যাপারেও সে ছিল অনাসক্ত। সে শুধু مَعْرِفَتِ قَلْبِ কেই ঈমান বলে আখ্যা দিত।

ইমাম আবূ হানীফা রহ. বলেন, জাহম ইবনে সফওয়ান আল্লাহ তা'আলা থেকে তাশবীহ বা সাদৃশ্য প্রত্যাখান করতে গিয়ে এতটা কঠোরতা করেছে যে, সে তাঁকে তাতীল ও তাশদীদ তথা আল্লাহ্ তা'আলাকেও নিষ্কর্মা সাব্যস্ত করতে দ্বিধা করে নি। বনু উমাইয়ার খেলাফতের শেষ সময়ে আনুমানিক ১৩০ হিজরীতে মুসলিম ইবনে আওয়াজ মাযেনী খুরাসানের প্রসিদ্ধ শহর মারওয়ে জাহম ইবনে সাফওয়ানকে হত্যা করেন। এভাবে তিনি উম্মতে মুহাম্মদীকে এক ফিতনাবাজের কবল থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

জাহমিয়াদের কতিপয় ভ্রান্ত আকীদা

(১) ঈমান শুধু مَعْرِفَتْ قَلْبِ অন্তর চিনার নাম। কারো যদি তা অর্জিত হয়ে থাকে, তবে সে মৌখিকভাবে অস্বীকার করা সত্ত্বেও পূর্ণ মুমিন বলে বিবেচিত হবে।

(২) ঈমানের পর আমলে সালিহার কোনো প্রয়োজন নেই। খারাপ কাজ দ্বারা তার ঈমান কোনো প্রভাবান্বিত হবে না।

(৩) আল্লাহর ইলম হাদেস বা নশ্বর, কোনো বস্তুর অস্তিত্বের পূর্বে সে সম্বন্ধে তার কোনো জ্ঞান থাকে না।

(৪) আল্লাহই সকল কর্মের স্রষ্টা।

(৫) বান্দাহ নিতান্তই মজবূর (অপারগ)। তার কোনো এখতিয়ার নেই।

(৬) আল্লাহ পাকের কালাম মাখলূক ও হাদেস।

(৭) আল্লাহ ছাড়া আর কোনো বস্তু কাদীম (অনাদী) নয়।

(৮) আল্লাহ পাকের দীদার (দর্শন) অসম্ভব।

(৯) নবীগণ ও তাদের উম্মতের ঈমান একই পর্যায়ের; দুই ঈমানের মধ্যে কোনো তফাত নাই।

(১০) জাহান্নামী ও জান্নাতীদেরকে জাহান্নামে ও জান্নাতে প্রবেশ করানোর পর সেগুলো ধ্বংস করে দেওয়া হবে। কুরআন ও হাদীসে خَالِدِيْن ইত্যাদি শব্দ আধিক্যের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; চিরজীবনের অর্থে নয়।

(১১) বান্দার মধ্যে পাওয়া যায় এমন কোনো গুণের সাথে আল্লাহকে গুণান্বিত করা জায়েয নেই। একারণেই জাহমিয়ারা আল্লাহ পাক যে حَيٌّ (জীবিত) ও عَالِم (জ্ঞানী) হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করেছে। কেননা এগুলো তো বান্দারও গুণ। আর আল্লাহকে শুধু فَاعِل (কর্তা) خَالِق (স্রষ্টা) ও قَادِر (সক্ষম) এর গুণে গুনান্বিত সাব্যস্ত করেছে। কারণ, এগুলোর সাথে বান্দা গুণান্বিত হয় না।

(১২) তারা আল্লাহ পাকের সমস্ত গুণাবলীকে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করে।

(১৩) মুতাযিলাদের মতো ওই সমস্ত গায়বী অস্বাভাবিক বিষয়াবলীকে অস্বীকার করে থাকে, যেগুলো যুক্তি দিয়ে বেষ্টন করা যায় না।

(১৪) তারা আল্লাহ পাকের ব্যাপারে تَحَيُّز بِالْمَكَان বা তিনি কোনো স্থান বেষ্টীত আছেন একথা প্রমাণ করে থাকে। (মিসবাহুল যুজামাহ : ১৩৯)

١٧٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبِىْ وَ وَكِيْعٌ ح وَ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالُوْا ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

বাতিল ফেরকাসমূহের দলীল

(১) কোনো কিছু দেখার পূর্ব শর্ত হল, সেই বস্তুটি কোনো স্থানে হওয়া। অথচ আল্লাহ পাক স্থান থেকে পবিত্র।

(২) কোনো কিছু দেখার জন্য সেই বস্তুটি কোনো দিকে হওয়া জরুরি।

(৩) দৃশ্যমান বস্তুর জন্য দর্শকের সামনে থাকা জরুরি।

(৪) দৃশ্যমান বস্তুটি এতটাই নিকটে না হতে হবে, যদ্দরুন দেখা যায় না। যেমন, নাক ইত্যাদি। অনুরূপভাবে এতদূরেও না হতে হবে, যদ্দরুন দেখা সম্ভব হয় না।

(৫) দৃষ্টিশক্তির আলোকরশ্মি দৃশ্যমান বস্তুর সাথে মিলিত হওয়া জরুরী। কোনো কিছু দেখার জন্য জরুরী উল্লিখিত শর্তাবলী আল্লাহ পাকের শানে মোটেও প্রযোজ্য নয়।

(৬) উপরোল্লিখিত যুক্তিগত প্রমাণাদী ছাড়াও তারা কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করে থাকে। আয়াতটি হল– لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি তাকে পরিবেষ্টন করতে পারে না। কিন্তু তিনি দৃষ্টিশক্তিসমূহকে পরিবেষ্টন করে রাখেন।

জমহুর উম্মতের দলীলসমূহ

(১) কুরআনের আয়াত رَبِّ اَرِنِى اَنْظُرْ (হে প্রতিপালক! আপনি আমাকে দেখা দিন, আমি আপনাকে দেখব। (সূরা আরাফ)

এ আয়াতে হযরত মূসা আ. আল্লাহ তা'আলাকে দেখার আবেদন করেছেন। যদি দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলাকে দেখা সম্ভব না হত, তবে হযরত মূসা আ. আল্লাহকে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করতেন না। কারণ, সতঃসিদ্ধ কথা মতো নবীগণ কোনো অসম্ভব বিষয়ের আবেদন করতে পারেন না। সুতরাং যদি আল্লাহকে দেখা অসম্ভব বলা হয়, তা হলে হযরত মূসা আ.-কে এ ব্যাপারে জাহেল বলা হবে। অথচ নবীগণ এমন অজ্ঞতা থেকে পবিত্র।

(২) আল্লাহ পাক কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন, وُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ অর্থাৎ অনেক (চেহার) সেদিন হাস্যোজ্জ্বল হবে। তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে। (সূরা কিয়ামাহ) এ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে জান্নাতীদের জন্য আল্লাহর দর্শন প্রমাণ করা হয়েছে।

(৩) আল্লাহ পাক আরও বলেন– كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوْبُوْنَ অর্থাৎ নিশ্চয়ই সেদিন তারা তাদের রব থেকে পর্দার আড়ালে থাকবে।

(সূরা মুতাফফিফীন)

এ আয়াতে কাফেরদের জন্য আল্লাহর দীদার হবে না বলা হয়েছে। শুধু মুমিনরাই এ নেআমতের অধিকারী হবে। এ আয়াতের উপর ভিত্তি করেই

ইমাম মালেক রহ. বলেন, কিয়ামতে যদি মুমিনদেরও আল্লাহ পাকের দীদার নসীব না হয়, তা হলে আর আবরণের কথা বলায় কাফেরদের অসম্মান ও অপমান হবে না।

(৪) প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُّوْنَ فِىْ رُؤْيَتِهٖ অর্থাৎ তোমরা নিঃসন্দেহে তোমাদের রবকে দেখতে পাবে, যেমনি তোমরা এ চাঁদকে দেখতে পাও, একে দেখতে তোমাদের কোনো কষ্ট স্বীকার করতে হয় না। (বুখারী, মুসলিম)

ইমাম নববী রহ. এর ভাষ্য অনুযায়ী প্রায় বিশজন সাহাবা রাযি. আল্লাহ পাককে দেখা যাবে সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। সে হিসেবে এ সংক্রান্তই রিওয়ায়াতগুলো মুতাওয়াতির। (হাশিয়ার মুসলিম : ১/৯৯)

এ ছাড়া আরও অনেক রিওয়াত আছে : যেগুলো দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, কাল কিয়ামতের দিন মুমিন জান্নাতী হলে আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবে।

বাতিলপন্থীদের দলীলসমূহের জবাব

আমরা লক্ষ্য করেছি, আল্লাহ পাককে দেখা সম্ভব নয় মর্মে জমহূর উলামার বিপরীত বাতিলপন্থীরা যে-সকল প্রমাণ উপস্থাপন করেছে, তার প্রায় সবগুলোই যুক্তিনির্ভর প্রমাণ।

আল্লামা তাফতাযানী রহ. শরহে আকায়েদে সংক্ষিপ্তভাবে সেসব দলীলের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন– চাক্ষুশ বস্তুর উপর গায়রে বা অদৃশ্যমান বস্তুকে কিয়াস করা সঠিক নয়। তিনি আরও বলেন– তাঁকে দেখা যাবে কোনো স্থান ছাড়া, কোনো দিক ছাড়া, চোখের আলো তার সাথে মিলিত হওয়া ছাড়া দর্শক ও আল্লাহর মাঝে দূরত্ব ছাড়া।

আর কুরআনের আয়াত لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ দিয়ে তারা যে দলীল দিয়েছে, এর জবাবে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া বলেন– এ আয়াতখানা আল্লাহকে দেখা যাবে না এর দলীল নয় বরং আল্লাহকে দেখা যাবে এর দলীল। কারণ, আয়াতে দর্শনকে অস্বীকার করা হয় নি বরং পরিবেষ্টনকে করা হয়েছে।

বান্দা যখন আল্লাহ পাকের দর্শন লাভ করবে তখন তাঁকে পরিবেষ্টন করে দেখতে পারবে না, যদিও তখন বান্দা আল্লাহ পাকের বেষ্টনীর মধ্যে থাকবে। (ইমদাদুল বারী : ২/৫০২)

মোটকথা, জমহূরে উম্মতের মতোই এ ব্যাপারে সঠিক অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহকে দেখা যাবে। মুমিন বান্দাগণ জান্নাতে আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবেন।

মিরাজের রজনীতে রাসূল ﷺ কি আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছেন?

মিরাজের রজনীতে রাসূল ﷺ আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছেন কি-না, এ ব্যাপারে শুরু থেকেই মতবিরোধ চলে আসছে। কারণ, অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, সাহাবায়ে কিরাম এ বিষয়ে দেখা-না দেখা উভয়বিদ রিওয়ায়াত করেছেন। তা ছাড়া কুরআনের আয়াতসমূহও এ বিষয়ে উভয়বিদ সম্ভাবনাপূর্ণ।

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হযরত আয়েশা, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ, হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. আর তাবেঈদের মধ্যে হযরত মাসরুফ সহ অন্য অনেকেরই মতামত হল, মিরাজের রজনীতে রাসূল ﷺ আল্লাহ তা'আলাকে দেখেন নি বরং হযরত জিবরাইল আ. কে দেখছেন।

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا (٢) لَاتُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ (١)

তা ছাড়া মুসলিম শরীফে আছে : হযরত মাসরুফ রহ. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি.-কে কুরআনের আয়াত وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى অর্থাৎ তিনি তাকে অন্য একবার দেখেছিলেন) এর তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাব দিয়েছিলেন, এ আয়াত সম্পর্কে আমি সর্বপ্রথম রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তখন তিনি বলেছিলেন, এখানে দেখার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, হযরত জিবরাইল; আল্লাহ তা'আলা নয়।

তা ছাড়া ইবনে মারদুবিয়ার একটি রিওয়ায়াতে আছে

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ رَاَيْتَ رَبَّكَ ؟ فَقَالَ لَا اِنَّمَا رَأيْتُ جِبْرَئِيْلَ

অর্থাৎ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আপনার রবকে দেখেছেন? তিনি জবাবে বলেন, না, আমি তো জিবরাইল আ.-কে দেখেছি।

অনুরূপভাবে নাসাঈ শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি. বলেন, اَبْصَرَ جِبْرَئِيْلَ وَلَمْ يَبْصُرْ رَبَّهُ অর্থাৎ তিনি জিবরাইলকে দেখেছেন। তাঁর প্রতিপালককে দেখেন নি। (ইমদাদুল বারী- ১/৪৮৬)

পক্ষান্তরে হযরত আনাস, হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত কা'ব, হযরত আবূ যর, জমহূরে সাহাবা ও তাবেঈনের মতামত হল, রাসূল ﷺ শবে মেরাজে আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছেন। এ মতটিই অধিক শক্তিশালী। পরবর্তী গবেষক আলেমগণ এটিকেই পছন্দ করেছেন।

কেননা অন্য একটি রিওয়ায়াতে একথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ-কে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, আপনি কি আপনার প্রতিপালককে দেখেছেন? তিন তখন জবাবে বলেছেন, হ্যাঁ আমি শবে মেরাজে রাব্বুল আলামীনকে দেখেছি। (বিস্তারিত দেখুন সীরাতে মুস্তফা : ১/ ২৩২; উমদাতুল বারী : ৭/২৪৭; ফাতহুল বারী : ৮/৪৬৮; রুহুল মা'আনী : ২৭/ ৫২)

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) تَرجِم الْحَدِيْثَ بَعْدَ التَّشْكِيلِ

(٢) هَلْ يُمْكِنُ رُؤْيَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَاالْاِخْتِلَافُ فِيْهِ بَيْنَ الْاَئِمَّةِ وَمَا الْحَقُّ فِيْهِ بَيِّنْ مَعَ الدَّلَائِلِ وَ تَرْجِيْحِ الرَّاجِحِ

(٣) هَلْ رَأَى النَّبِيُّ .. رَبَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى فِىْ لَيْلَةِ الْمِعْرَاجِ أَوْلَا؟ بَيِّنْ مُدَلَّلًا مُرَجَّحًا

---

١٧٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيْسٰى الرَّمْلِيُّ، عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تُضَامُّوْنَ فِىْ رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟ قَالُوْا : لَا، قَالَ فَكَذٰلِكَ، لَا تُضَامُّوْنَ فِىْ رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

সহজ তরজমা

(১৭৮) মুহাম্মদ ইবনে 'আবদুল্লাহ্ ইবনে নুমায়র রহ. .... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ﷺবলেছেন : তোমাদের কি পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখতে কোন অসুবিধা হয়? তারা বললেন : এমনিভাবে কিয়ামতের দিন তোমাদের রব্বের দর্শনে তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না।

١٧٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ السَّمَّانْ. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ،. قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَنَرٰى رَبَّنَا ؟ قَالَ تُضَامُّوْنَ فِىْ رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِى الظَّهِيْرَةِ فِىْ غَيْرِ سَحَابٍ ؟ قُلنا لا - قَالَ فَتضَارُّوْنَ فِىْ رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبدرِ فِىْ غَيْرِ سَحَابٍ ؟ قَالُوا لا، قال اِنَّكُمْ لَا تُضَارُّوْنَ فِىْ رُؤْيَةِ اِلَّا كَمَا تُضَارُّوْنَ فِىْ رُؤْيَتِهِمَا .

সহজ তরজমা

(১৭৯) মুহাম্মদ ইবনে 'আলী হামদানী রহ. .... আবূ সা'য়ীদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ﷺ আমরা কি আমাদের

রব্বকে দেখব? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তোমরা কি দুপুরে মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখতে কোন অসুবিধা বোধ কর? আমরা বললাম : না। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন : তোমাদের কি পূর্ণিমার রাতে মেঘমুক্ত আকাশে চাঁদ দেখতে কোন অসুবিধা হয়? তারা বললেন : না। তিনি বললেন : (কিয়ামতের দিন) তাঁকে দেখতে তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না, যেমন তোমরা চাঁর-সূরুয দেখতে তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না, যেমন তোমরা চাঁদ-সূরুয দেখতে অসুবিধা বোধ কর না।

١٨٠. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيْعِ بْنِ حُدُسٍ عَنْ عَمِّهِ اَبِىْ رَزِيْنٍ،. قَالَ، قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ! اَنَرَى اللّٰهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ وَمَا اٰيَةُ ذٰلِكَ فِىْ خَلْقِهِ ؟ قَالَ : يَا اَبَا رَزِيْنٍ أَلَيْسَ كُلُّكُمْ يَرٰى الْقَمَرَ مُخْلِيًا بِهِ ؟ قَالَ، قُلْتُ : بَلٰى، قَالَ فَاللّٰهُ اَعْظَمُ – وَذٰلِكَ اٰيَةٌ فِىْ خَلْقِهِ،

সহজ তরজমা

(১৮০) আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা রহ. ..... আবূ রাযীন রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ! আমরা কি কিয়ামতের দিন আল্লাহ্কে দেখতে পাব? এবং তাঁর সৃষ্টির মাঝে এর নিদর্শন কি? তিনি বললেন : হে আবূ রাযীন! তোমাদের সকলে কি চাঁদকে একান্তে দেখতে পাও না? তিনি বলেন, আমি বললাম : অবশ্যই। তিনি বললেন : আল্লাহ্ সর্বাপেক্ষা মহান এবং এ হলো নিদর্শন তাঁর সৃষ্টির মাঝে।

١٨١. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ – ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ – اَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ – عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيْعِ بْنِ حُدُسٍ عَنْ عَمِّهِ اَبِىْ رَزِيْنٍ، قَالَ. قَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ضَحِكَ رَبُّنَا مِنْ قُنُوْطِ عِبَادِهِ وَقُرْبِ غَيْرِهِ ، قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَوَ يَضْحَكُ الرَّبُّ؟ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ : لَنْ نَعْدِمَ مِنْ رَبٍّ يَضْحَكُ خَيْرًا،

সহজ তরজমা

(১৮১) আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা রহ. .... আবূ রাযীন রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম : আমাদের রব্ব সে সময় হাসেন, যখন তাঁর

বান্দা নিরাশ হয় এবং গায়রুল্লাহ্‌র নৈকট্য প্রার্থনা করে। রাবী বলেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ! রব্ব কি হসেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ। আমি বললাম : আমরা কখনো পূণ্যের কাজ ছাড়বো না, যাতে রব্ব হাসতে পারেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ضَحِكَ رَبُّنَا مِنْ قُنُوطِ عِبَادِهِ এর ব্যাখ্যা : এখানে কেউ কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তো সর্বপ্রকার হাসি-কান্না, ইত্যাদি থেকে মুক্ত। সুতরাং হাদীসে আল্লাহ পাক হাসেন বলতে কি উদ্দেশ্য?

উত্তর : (১) কেউ কেউ এর উত্তরে বলেন যে, হাদীসে রূপক অর্থে আল্লাহ পাক হাসেন, একথা বলা হয়েছে। যেমন বলা হয়ে থাকে بَنَى الْأَمِيرُ الْبَلَدَ (অর্থ্যাৎ বাদশাহ শহর নির্মাণ করেছেন।) অথচ শহর তো নির্মাণ করেছে নির্মাতা করিগরগণ। কিন্তু যেহেতু বাদশাহ নির্মাণের নির্দেশ দাতা তাই কাজটিকে বাদশাহর দিকে نِسْبَت করা হয়েছে। ঠিক আলোচ্য হাদীসেও উদ্দেশ্য হল ফেরেস্তাগণ হেসেছেন। কিন্তু আল্লাহ পাক যেহেতু ফেরেস্তাদেরকে হাসিয়েছেন বিধায় হাসীয়ে আল্লাহ পাক হেসেছেন বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। মূলত এখানে ضَحِكَ اللّٰهُ এর অর্থ হল اَضْحَكَ اللّٰهُ مَلَائِكَتَهُ

(২) কার কার মতে হাদীসে কোনো রূপক অর্থে নয় বরং প্রকৃত অর্থেই আল্লাহ পাক হাসেন। তবে সেই হাসার পদ্ধতি কি? এবং তিনি কিভাবে হাসেন তা আমাদের জানা নেই। আমরা শুধু বিশ্বাস করি যে, তিনি হাসেন।

এ অর্থে মুসান্নিফ রহ. যে, হাদীসটি بَابٌ فِيمَا اَنْكَرَتِ الْجَهْمِيَّةُ এর অধীনে এনেছেন এরও সার্থকতা ফুটে উঠে। কারণ জাহমিয়্যাগণ আল্লাহ পাকের সিফাত সমূহকে অস্বীকার করে থাকে অথচ আলোচ্য হাদীস দ্বারা আল্লাহ পাকের হাসার সিফাত প্রমাণিত হচ্ছে।

لَنْ نَعْدِمَ مِنْ رَبٍّ يَضْحَكُ خَيْرًا এর ব্যাখ্যাঃ প্রিয় নবী সা যখন বললেন যে, বান্দা যখন আল্লাহ তা'আলা থেকে নিরাশ হয়ে গাইরুল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা করে তখন আল্লাহ তা'আলা সেই বান্দার উপর উপহাসের হাসি হাসেন। সাহাবায়ে কিরাম একথা শুনে বলতে লাগলেন যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ যেই রব হাসেন সেই রব থেকে কখনই আমরা কল্যাণ বঞ্চিত হব না কেননা হাসি হল সন্তুষ্টির নিদর্শন। সুতরাং তিনি যখন আমাদের উপর সন্তুষ্ট সুতরাং তিনি কি করে আমাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাতে পারবেন? কারণ, জাহান্নাম হল লাঞ্ছনার ঘর আর কেউ যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে সে লাঞ্ছিত করতে পারে না।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) بَيِّنِ التَّرْجَمَةَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ

(٢) اَوْضِحْ قَوْلَهُ : لَنْ نَعْدِمَ مِنْ رَبٍّ يَضْحَكُ خَيْرًا

(٣) اُذْكُرْ مُنَاسَبَةَ الْحَدِيْثِ بِالْبَابِ

(٤) كَيْفَ قَالَ : ضَحِكَ رَبُّنَا مَعَ اَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى بَرِيْئٌ عَنِ الضِّحْكِ ؟ اَجِبْ مُتَيَقِّظًا

---

١٨٢. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ. وَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالاَ : ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ- أَنْبَأَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيْعِ بْنِ حُدُسٍ عَنْ عَمِّهِ اَبِىْ رَزِيْنٍ، قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَيْنَ كَانَ رَبُّنَا قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ خَلْقَهُ؟ قَالَ : كَانَ فِىْ عَمَاءٍ مَا تَحْتَهُ هَوَاءٌ وَمَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ وَمَاءٌ ثُمَّ خَلَقَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ.

সহজ তরজমা

(১৮২) আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইবনে সাব্বাহ রহ. .... আবূ রাযীন রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাখলূক সৃষ্টি করার পূর্বে আমাদের রব্ব কোথায় ছিলেন? তিনি বললেন, একটি মেঘের মধ্যে, যার উপর নিচে বায়ু ও পানি ছিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

كَانَ فِىْ عَمَاءٍ এর ব্যাখ্যা : عَمَاء শব্দটি দুভাবে বর্ণিত হয়েছে।

(১) عَمَاء (بِالْمَدِّ) অর্থ হল سَحَابٌ বা মেঘমালা। প্রখ্যাত হাদীস ব্যাখ্যাকার আবূ উবায়দ বলেন عَمَاء তথা মেঘমালার অবস্থা কিরূপ ছিল তা আমাদের জানা নেই।

এ সুরতে হাদীসের মর্ম হল, সমগ্র সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ তা'আলা মেঘমালার মধ্যে ছিলেন (যার প্রকৃত রূপ কারো জানা নেই।)

(২) عَمًى (بِالْقَصْرِ) অর্থ হল, لَيْسَ مَعَهُ شَيْئٌ অর্থ্যাৎ তিনি এমন একটা কিছুতে ছিলেন যার সাথে কিছুই ছিল না।

কেউ কেউ বলেছেন عَمًى এমন একটি বস্তু যা বনী আদমের বিবেক অনুধাবন করতে সক্ষম নয়। বর্ণনা করে যার স্বরূপ উদঘাটন করা অসম্ভব। আল্লামা আযহারী বলেন– আমরা উহার প্রতি বিশ্বাস রাখি এবং তাতে কোনোরূপ

উল্লেখ্য, হাদীস শরীফে مَافَوْقَهُ ও مَاتَحْتَهُ এর মধ্যকার ضَمِيْر مَجْرُوْر এর مرجع হল পূর্বে উল্লেখিত শব্দ عَمَاء আর مَاء শব্দের مَعْطُوف عَلَيْه হল এর পূর্বে উল্লেখিত শব্দ هَوَاء। হাদীসের মর্মার্থ হল, আল্লাহ তা'আলা এমন এক মেঘ মালায় ছিলেন যার উপরে ও নীচে বায়ু মন্ডলও পানি ছিল।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ

(٢) حَقِّقْ لَفْظَ "عَمَاء" مَعَ بَيَانِ مَعْنَاهُ

(٣) كَيْفَ اَثْبَتَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَكَانَ لِلرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى بِقَوْلِهٖ : فِىْ عَمَاء مَعَ اَنَّهٗ مُنَزَّهٌ عَنْهُ

(٤) اِلٰى مَا مَرْجَعُ الضَّمِيْرُ فِىْ قَوْلِهٖ : مَا تَحْتَهٗ هَوَاءٌ وَمَا فَوْقَهٗ هَوَاءٌ مَعَ بَيَانِ مَعْنَاهُ

(٥) اُكْتُبْ مُنَاسَبَةَ الْحَدِيْثِ بِتَرْجَمَةِ الْبَابِ

١٨٣. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزِ الْمَزِنِيِّ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَ هُوَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ اِذْ عُرِضَ لَهٗ رَجُلٌ فَقَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ! كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُ فِى النَّجْوٰى؟ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يُدْنِى الْمُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يَضَعَ عَلَيْهِ كِتْفَهٗ ثُمَّ يُقَرِّرُهٗ بِذُنُوْبِهٖ، يَقُوْلُ هَلْ تَعْرِفُ ؟ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ اَعْرِفُ حَتّٰى اِذَا بَلَغَ مِنْهُ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَّبْلُغَ قَالَ اِنِّىْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِى الدُّنْيَا وَاَنَا اَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ قَالَ ثُمَّ يُعْطِىْ صَحِيْفَةَ حَسَنَاتِهٖ اَوْ كِتَابِهٖ بِيَمِيْنِهٖ قَالَ وَاَمَّا الْكَافِرُ اَوِ الْمُنَافِقُ فَيُنَادٰى عَلٰى رُؤُسِ الْاَشْهَادِ قَالَ خَالِدٌ فِى الْاَشْهَادِ شَئٌ مِنْ اِنْقِطَاعٍ. (هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ! اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ).

সহজ তরজমা

(১৮৩) হুমায়দ ইবনে মাস'আদাহ্ রহ. .... সাফওয়ান ইবনে মুহরিয মাযিনী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার আমার 'আবদুল্লাহ্ ইবনে 'উমর রাযি. এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি তখন বায়তুল্লাহর তওয়াফ করছিলেন। তখন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বললো : হে ইবনে 'উমর! আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে সেই হাদীস কিভাবে শুনেছেন, যা তিনি গোপন আলাপ সম্পর্কে বলেছেন?

তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, তিনি কিয়ামতের দিন ঈমানদার ব্যক্তি তার পরওয়ার দিগারের খুব নিকটবর্তী হবে, এমন কি আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর থেকে পর্দা তুলে নেবেন। এরপর তিনি তার গুনাহগুলি তার সামনে তুলে ধরবেন এবং বলবেন : তুমি কি এগুলো জান? তখন সে বলবে :

হে আমার রব্ব! হ্যাঁ। আমি তা জানি। শেষ পর্যন্ত যতখানি আল্লাহ্র মঞ্জুর হবে, সে স্বীকার করে নেবে। তিনি বলবেন : আমি এগুলো তোমার থেকে দুনিয়াতে গোপন রেখেছিলাম এবং আজ আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। রাবী বলেন : তারপর তার ডান হাতে নেক আমলের একটি দপ্তর প্রদান করা হবে। রাবী বলেন : কাফির অথবা মুনাফিকদের বিষয়ে সমস্ত মানুষের সামনে ঘোষণা দেওয়া হবে যে,

هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ! اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ،

"এরাই সে সব লোক, যারা তাদের রব্বের উপর মিথ্যা আরোপ করেছে। জেনে রাখ! "সীমালংঘন কারীদের উপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হবে।"

(১১ ঃ ১৮)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَالَ خَالِدٌ : فِى الْاَشْهَادِ شَيْئٌ مِنَ الْاِنْقِطَاعِ এর ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের শেষাংশে উল্লেখিত خَالِد শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হল হাদীসের একজন রাবী খালেদ ইবনুল হারেস, যিনি হুমাইদ ইবনে, মিসআদাহ এর শায়খ। কথাটির মর্মার্থ হল হাদীসে শব্দ عَلٰى رُؤُسِ الْاَشْهَادِ শব্দটুকু مُتَّصِلُ السَّنَدِ নয় এছাড়া অবশিষ্টাংশ মুত্তাসিল।

هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهٖ এর ব্যাখ্যা। অর্থ্যাৎ এসব কাফের ও মানিফকরা আল্লাহ পাকের শানে এমন এমন উক্তি করেছে যা তার শান উপযোগী নয়। যেমন আল্লাহর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করা। তার জন্য স্ত্রী সাব্যস্ত করা, তার সাথে মিথ্যা উপাস্য স্থির করা, তার সত্তা ও গুণাবলীতে অন্যকে অংশীদার করা ইত্যাদি। এজন্যই কুরআনে কারীমে তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে– كَبُرَتْ كَلِمَةً

تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا অর্থ্যাৎ অত্যন্ত মারত্মক কথাবার্তা যেগুলো তাদের মুখ থেকে উচ্চারিত হয়। তারা তো কেবলই মিথ্যা বলে থাকে।

তরজমাতুল বাবের সাথে মুনাসাবাত

হাদীসুল বাবের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার দুটি সিফাত প্রমাণ করা হয়েছে (১) صِفَتُ خَفَائَت অর্থ্যাৎ আল্লাহ পাক অপরাধসমূহ গোপনকারী। (২) صِفَت عَفَائَت অর্থ্যাৎ আল্লাহ পাক বান্দার অপরাধ সমূহ ক্ষমাকারী। আর এর মধ্য দিয়ে জাহামিয়্যা ফিরকার খন্ডন হয়ে গেল। কারণ তারা আল্লাহ পাকের সমস্ত গুণাবলী অস্বীকার করে থাকে।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ

(٢) اِشْرَحِ الْحَدِيْثَ حَقَّ التَّشْرِيْحِ

(٣) عَيِّنْ خَالِدًا فِىْ قَوْلِهٖ قَالَ خَالِدٌ : فِى الْاَشْهَادِ شَيْئٌ مِنَ الْاِنْقِطَاعِ

(٤) اُكْتُبْ .... مُنَاسَبَةَ الْحَدِيْثِ ....

---

١٨٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ، ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ الْعَبَادَانِىُّ.، ثَنَا الْفَضْلُ الرَّقَاشِىُّ. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَا اَهْلُ الْجَنَّةِ فِىْ نَعِيْمِهِمْ اِذْ سَطَعَ لَهُمْ نُوْرٌ، فَرَفَعُوْا رُءُوْسَهُمْ، فَاِذَا الرَّبُّ قَدْ اَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ – فَقَالَ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ قَالَ وَذٰلِكَ قَوْلُ اللّٰهِ : (سَلٰمٌ قَوْلًا مِنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ) قَالَ فَيَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَيَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ– وَلَا يَلْتَفِتُوْنَ اِلٰى شَيْئٍ مِنَ النَّعِيْمِ مَا دَامُوْا يَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ حَتّٰى يَحْتَجِبَ عَنْهُمْ وَيَبْقٰى نُوْرُهٗ وَبَرَكَتُهٗ عَلَيْهِمْ فِىْ دِيَارِهِمْ ،

সহজ তরজমা

(১৮৪) মুহাম্মদ ইবনে 'আবদুল মালিক ইবনে আবূ শাওয়ারিব রহ. .... জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ

قَدْ اَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ এর ব্যাখ্যা : অর্থ্যাৎ আল্লাহ পাক জান্নাতীদের উপর দিক থেকে প্রকাশিত হবেন। প্রশ্ন হল এটা কি বিশেষ কোনো জান্নাতীদের জন্য হবে যেমন শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য হওয়া ইত্যাদি। নাকি মস্তেরের জান্নাতীদের জন্য হবে?

এ প্রশ্নের জবাবে শাহ আব্দুল গণী রহ. এর মতে নির্ভর যোগ্য হল, আল্লাহ পাকের এই দীদার সর্বস্তরের জান্নাতীদের হবে। কারণ لَفْظ এর ব্যাপকতা দাবী এটাই।

فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ এর ব্যাখ্যা

এখানে একটি প্রশ্ন উথাপিত হয় তা এই যে, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে জান্নাতীদের লক্ষ করে সালাম দেওয়ার বিষয়টিকি ফেরেস্তাদের মাধ্যমে হবে নাকি আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে সরাসরি হবে?

উত্তরঃ এ ব্যাপারে ইমাম বাইযাবী রহ. বলেন এ সালাম কোনোরূপ মধ্যস্ততা ছাড়াই সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। তবে এর كَيْفِيَّت কি হবে কিভাবে তিনি তা করবেন এটা আমরা জানিনা শুধু বিশ্বাস করি।

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত

হাদীসুল বাবে জান্নাতীদের জন্য আল্লাহ পাকের দীদার প্রমাণিত হচ্ছে। যা জাহামিয়্যাগণ অস্বীকার করে থাকে। সুতরাং এ হাদীস দ্বারা তাদের রদ হয়ে গেল। আর তরজমাতুল বাবও ছিল بَابٌ فِيْمَا اَنْكَرَتِ الْجَهْمِيَّةُ

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ

(٢) اُكْتُبْ دَرَجَةَ الْحَدِيْثِ مَعَ ذِكْرِ اَقْوَالِ الْاَئِمَّةِ فِيْهِ

(٣) اَشْرَحِ الْحَدِيْثَ حَقَّ التَّشْرِيْحِ

(٤) اُكْتُبْ مُنَاسَبَةَ الْحَدِيْثِ بِالْبَابِ

---

١٨٥. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا وَكِيْعٌ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ. عَنْ عَدِيِّ ابْنِ حَاتِمٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ. فَيَنْظُرُ عَمَّنْ اَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرٰى اِلَّا شَيْئًا قَدَّمَهُ ثُمَّ يَنْظُرُ مِنْ اَيْسَرَ مِنْهُ فَلَا يَرٰى اِلَّا شَيْئًا قَدَّمَهُ ـ ثُمَّ يَنْظُرُ اَمَامَهُ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ– فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ وَ لَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. فَلْيَفْعَلْ،

সহজ তরজমা

(১৮৫) আলী ইবনে মুহাম্মদ রহ. .... আদী ইবনে হাতিম রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন., রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মাঝে এমন কেউ থাকবে না, যার সামনে তার রব্ব কথা বলবেন না। সে এবং তাঁর মাঝখানে কোন অনুবাদক কারী থাকবে না। বান্দা তার ডানদিকে তাকালে তার আমল ব্যতিরেকে কিছুই দেখতে পাবে না। অত:পর সে তার সম্মুখভাগে নজর করলে জাহান্নাম তাকে অভ্যর্থনা জানাবে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকেই সাধ্যমত যেন জাহান্নাম থেকে বিরত থাকে; যদিও একটি খুরমা-খেজুর সদকা করেও হয়, তাহলে যেন সে তা করে।

١٨٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الصَّمَدِ، عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِالصَّمَدِ ثَنَا اَبُوْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ الْاَشْعَرِيِّ، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ اٰنِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا، وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ اٰنِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَ بَيْنَ اَنْ يَنْظُرُوا اِلٰى رَبِّهِمْ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلٰى وَجْهِهِ فِىْ جَنَّةِ عَدْنٍ.

সহজ তরজমা

(১৮৬) মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার রহ. .... আবদুল্লাহ্ ইবনে কায়স আশ'আরী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : দুটি জান্নাত হবে রূপার তৈরি, তার পান-পাত্র সমূহ ও তার মাঝের অন্যান্য জিনিস হবে সোনার তৈরি। সেদিন লোকদের, আল্লাহ্ তা'আলার দীদার লাভের একমাত্র তাঁর চেহারার উপর কিবরিয়ার (বড়ত্বের) চাদরই প্রতিবন্ধক হবে। আর এই দীদার পর্ব অনুষ্ঠিত হবে আদন নামক জান্নাতে।

١٨٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوْسِ بْنُ مُحَمَّدٍ - ثَنَا حَجَّاجٌ - ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى. عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ : تَلَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذِهِ الْاٰيَةَ : (لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَة)- وَقَالَ - اِذَا دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَاَهْلُ النَّارِ النَّارَ، نَادٰى مُنَادٍ : يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ! اِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ مَوْعِدًا يُرِيْدُ اَنْ

يُنْجِزَكُمُوهُ - فَيَقُولُونَ : وَمَا هُوَ؟ اَلَمْ يُثَقِّلِ اللّٰهُ مَوَازِيْنَنَا وَيُبَيِّضْ وُجُوهَنَا وَيُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَيُنْجِنَا مِنَ النَّارِ ؟ قَالَ فَيُكْشِفُ الْحِجَابَ فَيَنْظُرُونَ اِلَيْهِ - فَوَاللّٰهِ ، مَا اَعْطَاهُمُ اللّٰهُ شَيْئًا اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ، يَعْنِىْ اِلَيْهِ، وَلَا اَقَرَّ لِاَعْيُنِهِمْ .

সহজ তরজমা

(১৮৭) আবদুল কুদ্দুস ইবনে মুহাম্মদ রহ. .... সুহায়ব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ আয়াত তিলাওয়াত করেন : لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ "যারা কল্যাণকর কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং আরো অধিক" (১০ : ২৬)। আর নবী ﷺ বলেন : যখন জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন এক ঘোষণাকারী বলবেন : হে জান্নাতের অধিবাসীরা! নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর একটি ওয়াদা যা তিনি পূরণ করবেন। তখন তারা বলবে : সেটি কি ? আল্লাহ কি আমাদের (নেকীর) পাল্লা ভারী করেন নি ? আমাদের চেহারাগুলো আলোকিত করেন নি ? তিনি কি আমাদের জান্নাতে দাখিল কনেন নি এবং জাহান্নাম থেকে নাজাত দেন নি? {রাসূলুল্লাহ্ ﷺ} বলেন : তখন আল্লাহ পর্দা তুলে নিবেন এবং তারা আল্লাহর প্রতি তাকাবে। আল্লাহর কসম! আল্লাহ তাদেরকে তাঁর দীদারের চাইতে অধিক প্রিয় বস্তু কিছু দান করেন নি এবং কোনো জিনিস দীদার লাভের চাইতে অধিকতর নয়ন প্রীতিকর হবে না।

١٨٨. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ -ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنْ تَمِيْمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ : قَالَتْ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَسَّعَ سَمْعُهُ الْاَصْوَاتِ لَقَدْ جَاءَتِ الْمُجَادِلَةُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَ اَنَا فِىْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ تَشْكُوْ زَوْجَهَا - وَمَا اَسْمَعُ مَا تَقُوْلُ- فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : (قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا)

সহজ তরজমা

(১৮৮) আলী ইবনে মুহাম্মদ রহ. .... 'আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি সব রকম আওয়াজ শুনেন। একবার এক অভিযোগকারি মহিলা নবী ﷺ এর কাছে এল আর আমি ছিলাম তখন ঘরের এর কোণে। সে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছিল। অবশ্য সে যা বলছিল, আমি তা শুনতে পাচ্ছিলাম না। তখন আল্লাহ্ নাযিল করেন :

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا

"হে রাসূল! আল্লাহ সে মহিলার কথা শুনেছেন, যে তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে। (৫৮ : ১)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

لَقَدْ جَاءَتِ الْمُجَادِلَةُ এর ব্যাখ্যা: হাদীসে উল্লেখিত অভিযোগ কারিণী নারীটি কে ছিল, ব্যাপারে হযরত মুফতী শফী রহ. বলেন– মহিলাটির নাম ছিল খাওলা বিনতে ছা'লামা ইবনে আহরাম আল-আনযাবিয়্যাহ আল কাযরাজিয়্যাহ। কারো কারো মতে মহিলাটির নাম ছিল খুওয়াইনাই। তার স্বামীর নাম ছিল আউফ ইবনে সাবেত রাযি.।

মহিলাটির ঘটনা

খাওলা বিনতে ছা'লামার স্বামী আউস ইবনে যামেত একবার নিজ স্ত্রীকে বলল, اَنْتَ عَلَىَّ كَظَهْرِ اُمِّىْ অর্থাৎ তুমি আমার কাছে এমনই হারাম, যেমনি আমার মা আমার জন্য হারাম। স্ত্রী খাওলা বিনতে ছা'লাবাহ এ ঘটনা নিয়ে প্রিয় নবী ﷺ এর দরবারে উপস্থিত হল।

ইতঃপূর্বে যেহেতু এ সংক্রান্ত কোনো বিধান রাসূল ﷺ এর কাছে আসে নি, বিধায় এক্ষেত্রে আরবদের সাধারণ রীতি হিসেবে রাসূল তাকে বলে দিলেন, مَا اَرَاكِ اِلَّا قَدْحَرِمْتِ عَلَيْهِ অর্থাৎ আমার মতে তুমি তোমার স্বামীর জন্য হারাম হয়ে গেছ। এ সিদ্ধান্ত শুনে হযরত খাওলা এই বলে আহাজারী করতে লাগল যে, এই স্বামীর নিকট আমি পূর্ণ যৌবন শেষ করেছি। এখন এই বৃদ্ধ বয়সে আমি কোথায় যাব? আমার ও আমার সন্তানসন্ততির জীবন ধারণের ব্যবস্থা হবে কী ?

আল্লাহ পাক হযরত খাওলার এ অভিযোগ শুনলেন এবং যিহারের পূর্ণ বিধান অবতীর্ণ করলেন। যেহেতু হযরত খাওলার কারণেই উম্মতের এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধান হয়েছে, তাই সাহাবায়ে কেরাম হযরত খাওলাকে খুবই সম্মান করতেন।

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত

এ হাদীসে আল্লাহ তা'আলার জন্য سَمْع তথা শ্রবণ করার গুণ প্রমাণিত হয়েছে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা হযরত খাওলার অভিযোগ শুনেছেন এবং তা আমলে নিয়েছেন। সুতরাং এর মাধ্যমে জাহামিয়া সম্প্রদায়ের রদ হয়ে গেল। কারণ, তারা আল্লাহ পাকের কোনো সীফাত স্বীকার করে না।

١٨٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى عَنْ اِبْنِ عَجْلَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ بِيَدِهِ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ رَحْمَتِىْ سَبَقَتْ غَضَبِىْ.

সহজ তরজমা

(১৮৯) মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া রহ. ...... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ﷺ বলেছেন : তোমাদের রব মাখলূক সৃষ্টির পূর্বে তাঁর কুদরতী হাতে নিজে এরূপ লিখেন যে, আমার রহমত আমার গযবের উপর অগ্রগামী।

١٩٠. حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَا ثَنَا مُوْسَى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ كَثِيْرٍ الْاَنْصَارِيُّ الْحِزَامِيُّ قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ : لَمَّا قُتِلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حِزَامٍ يَوْمَ اُحُدٍ، لَقِيَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا جَابِرُ! اَلَا اُخْبِرُكَ مَا قَالَ اللّٰهُ لِاَبِيْكَ؟ وَقَالَ يَحْيَى فِيْ حَدِيْثِهِ فَقَالَ يَا جَابِرُ! مَالِيْ اَرَاكَ مُنْكَسِرًا؟ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اُسْتُشْهِدَ اَبِيْ وَ تَرَكَ عِيَالًا وَ دَيْنًا - قَالَ اَفَلَا اُبَشِّرُكَ بِمَا لَقِيَ اللّٰهُ بِهِ اَبَاكَ؟ قَالَ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ مَا كَلَّمَ اللّٰهُ اَحَدًا قَطُّ اِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَكَلَّمَ اَبَاكَ كِفَاحًا فَقَالَ يَا عَبْدِيْ تَمَنَّ عَلَيَّ اُعْطِكَ قَالَ يَا رَبِّ تُحْيِيْنِيْ فَاُقْتَلُ فِيْكَ ثَانِيَةً فَقَالَ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ : اِنَّهُ سَبَقَ مِنِّيْ اَنَّهُمْ اِلَيْهَا لَا يُرْجَعُوْنَ قَالَ يَا رَبِّ! فَاَبْلِغْ مِنْ وَرَائِيْ قَالَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ).

সহজ তরজমা

(১৯০) ইবরাহীম ইবনে মুনযির হিযামী ও ইয়াহইয়া ইবনে হাবীব ইবনে আরাবী রহ. .... তালহা ইবনে খিরাশ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. কে বলতে শুনেছি, যখন উহুদের যুদ্ধে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হাযম রাযি. শহীদ হন, তখন রাসূলুল্লাহ্ﷺ এর সঙ্গে আমার দেখা হয়। তিনি বললেন, হে জাবির ! আমি কি তোমাকে সে কথা অবহিত করব না, যা আল্লাহ তোমার পিতা সম্পর্কে বলেছেন ? ইয়াহইয়া রহ. তাঁর হাদীসে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ﷺ বললেন : হে জাবির! আমি তোমাকে

ব্যথিত দেখছি কেন? তিনি বলেন, আমি বললাম– ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতাকে শহীদ করা হয়েছে এবং তিনি অনেক সন্তান-সন্ততি ও ঋণ রেখে গেছেন। তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে সে সু-সংবাদ দিব না যে, কি আচরণ আল্লাহ তোমার পিতার সঙ্গে করেছেন ? তিনি বললেন : অবশ্যই, ইয়া রাসূল-াল্লাহ! তিনি বললেন, আল্লাহ কখনো পর্দার অন্তরাল ছাড়া কারো সাথে কথা বলেন নি। কিন্তু তোমার পিতার সঙ্গে তিনি পর্দা ব্যতিরেকে সরাসরি কথা বলেছেন। আল্লাহ বলেছেন, হে আমার বান্দা! তুমি আমার কাছে চাও, আমি তোমাকে দান করব। তিনি বলেন, হে আমার রব! আপনি আমাকে পুনরায় জীবিত করে দিন, যাতে আপনার রাস্তায় দ্বিতীয়বার শহীদ হতে পারি। তখন মহান ও পবিত্র রব বললেন : আমি তো আগেই লিপিবদ্ধ করে দিয়েছি যে, লোকেরা (মৃত্যুর পর) আর পৃথিবীতে ফিরে যাবে না। তিনি বললেন, হে আমার রব! তা হলে আপনি আমার পরবর্তীদের কাছে এ খবর পৌঁছিয়ে দিন। রাবী বলেন, তখন আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন–

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ

"যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছে, তাদের কখনো মৃত মনে করো না বরং তারা জীবিত এবং তাদের রবের নিকট হতে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত"। (৩ : ১৬৯)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

وَكَلَّمَ اَبَاكَ كِفَاحًا এর ব্যাখ্যা:

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমার পিতারসাথে সরাসরি কথা বলেছেন; তাদের মাঝখানে না কোনো পর্দা ছিল, না কোনো দূতের মধ্যস্থতা ছিল।

এ হাদীসের উপর বাহ্যত দুটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।

প্রথম প্রশ্ন : এ হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা হযরত জাবের রাযি. এর পিতার সাথে কোনোরূপ প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই সরাসরি কথা বলেছেন। অথচ কুরআনের এক আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন–

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ فَيُوْحِىَ بِاِذْنِهٖ

অথাৎ তিনটি উপায় ছাড়া আল্লাহর সাথে কথা বলা কোনো মানুষের সাধ্যে নেই। (১) ওহীর মাধ্যমে। (২) পর্দার অন্তরাল থেকে। (৩) কোনো ফেরেশতা প্রেরণের মাধ্যমে।

অথচ আলোচ্য হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহ পাক হযরত জাবেরের রাযি. পিতার সাথে কথা বলেছেন, যা উল্লিখিত তিন পন্থার কোনো পন্থাই নয়। সুতরাং আলোচ্য হাদীস ও আয়াতের মধ্যেতো বিরোধ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর সমাধান কী?

উত্তর : আয়াতে কথোপকথনের যে তিন পন্থা বলা হয়েছে, তা দুনিয়াতে কথা বলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অথচ হযরত জাবেরের রাযি. পিতার সাথে হাদীসে যে কথোপকথনের কথা বলা হয়েছে, তা মৃত্যুর পরে পরকালের কথা। সুতরাং আয়াত ও হাদীসের মধ্যে কোনো বিরোধ রইল না। (ইনজাহুল হাজার : ১৭)

দ্বিতীয় প্রশ্ন : একটি হাদীসে এসেছে, ঋণী ব্যক্তির আত্মা আকাশে উত্থিত হয় না বরং তা আটকে যায়। মুসনাদে আহমাদের এক রিওয়ায়াতে হযরত সাআদ ইবনে আওয়ালের মৃত্যুর পরে রাসূল ﷺ বলেছিলেন, إِنَّ اَخَاكَ مَحْبُوْسٌ .... فَاقْضِ عَنْهُ অর্থাৎ তোমার ভাই তার ঋণের দায়ে আটকে আছে। কাজেই তুমি তার ঋণ পরিশোধ কর। (মিশকাত : ২৫৩)

এখন প্রশ্ন হল, হযরত জাবেরের পিতার এত ঋণ থাকা সত্ত্বেও তার আত্মা কি করে আসমানে উত্থিত হল?

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত হাদীসে ওই ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে, যে ঋণ আদায়ের জন্য কোনো সম্পদ রেখে যায় নি। অথচ হযরত জাবের রাযি. এর পিতা তার ঋণ আদায়ের জন্য সম্পদ রেখে গিয়েছিলেন। সুতরাং দুই হাদীসের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

শাহ আবদুল গণী মুজাদ্দেদী রহ. এ প্রশ্নের জবাবে বলেন, হযরত জাবেরের পিতার আত্মা এজন্য আটকে রাখা হয় নি যে তিনি শহীদ হয়েছিলেন, আর শহীদদের পক্ষ থেকে আল্লাহ পাক হুকূকুল ইবাদ [বান্দার হকসমূহ] ক্ষমা করার ব্যবস্থা করে দেন। অথচ রুহ আটকে রাখা হয় এমন ঋণগ্রস্থের, যে শহীদ হয় নি।

হাদীসুল বাবের সাথে মুনাসাবাত

হাদীসুল বাবের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার জন্য صِفَتْ تَكَلُّم প্রমাণ করা হয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল জাহমিয়াদের খণ্ডন করা। কারণ, পিছনে একাধিকবার বলা হয়েছে, তারা আল্লাহ তা'আলার কোনো প্রকার صِفَتْ স্বীকার করে না।

اَلتَّمْرِيْنُ

(١) تَرْجِمِ الْحَدِيْثَ بَعْدَ التَّشْكِيْلِ.

(٢) اِشْرَحِ الْحَدِيْثَ حَقَّ التَّشْرِيْحِ.

(٣) هٰذَا الْحَدِيْثُ مُعَارِضٌ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا ..... اِدْفَعْ عَنْهُ التَّعَارُضَ

١٩١. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يَضْحَكُ اِلٰى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ اَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ كِلَاهُمَا دَخَلَ الْجَنَّةَ. يُقَاتِلُ هٰذَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُسْتَشْهَدُ ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى قَاتِلِهٖ فَيُسْلِمُ فَيُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُسْتَشْهَدُ.

সহজ তরজমা

(১৯১) আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা রহ. ...... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা দু'ব্যক্তির প্রতি লক্ষ করে হাসবেন, যাদের একজন অন্যজনকে কতল করেছিল। তারা উভয়ই জান্নাতে প্রবেশ করবে। এক ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করে শহীদ হয়। এরপর আল্লাহ তা'আলা হত্যাকারীর তওবা কবুল করেন। আর সে ইসলাম কবুল করে। এরপর আল্লাহ রাস্তায় জিহাদ করে সেও শহীদ হয়।

١٩٢. حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى وَ يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَا ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْبِضُ اللّٰهُ الْاَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَطْوِى السَّمَاءَ بِيَمِيْنِهٖ ثُمَّ يَقُوْلُ : اَنَا الْمَلِكُ اَيْنَ مُلُوْكُ الْاَرْضِ؟

সহজ তরজমা

(১৯২) হারমালা ইবনে ইয়াহইয়া ও ইউনুস ইবনে আবদুল আ'লা রহ. ..... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ কিয়ামতের দিন যমীন ও আসমানকে গুটিয়ে তাঁর ডান হাতে নিবেন। এরপর তিনি বলবেন, আমিই শাহানশাহ; যমীনের বাদশাহরা (আজ) কোথায়?

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَنَا اللّٰهُ اَيْنَ مُلُوْكُ الْاَرْضِ এর ব্যাখ্যা: এ কথাটি আল্লাহ পাক বলছেন পৃথিবীতে রাজত্ব আর বাদশাহীর দাবিদারদের অক্ষমতা ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করার জন্য। তখন আল্লাহ পাকের এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার মতো কেউ থাকবে না বরং আল্লাহ পাক নিজেই এর জবাবে বলবেন : لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

আল্লাহ পাকের এ প্রশ্নোত্তর কখন সংগঠিত হবে, এ ব্যাপারে হযরত শাহ আবদুল গনী মুজাদ্দেদী রহ. বলেন, শিঙ্গার দুই ফুৎকার মাঝামাঝি সময়ে এটা ঘটবে। (ইনহাহুল হাজাহ : ১৭)

তবে আল্লামা মুফতী শফী রহ. বলেন : সম্ভবত আল্লাহর উপর্যুক্ত কথাটি দু'বার বলা হবে। প্রথমবার শিঙ্গার ফুৎকার ও পৃথিবী ধ্বংসের প্রাক্কালে। দ্বিতীয়বার শিঙ্গার ফুৎকার ও মাখলূককে পুনর্জীবিত করার সময়। (মা'আরেফুল কুরআন : ৭/৫৯০)

١٩٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ اَبِى ثَوْرٍ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَيْرَةَ عَنِ الْاَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ كُنْتُ بِالْبَطْحَاءِ فِى عِصَابَةٍ ـ وَفِيهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَمَرَّتْ بِهِ سَحَابَةٌ فَنَظَرَ اِلَيْهَا فَقَالَ مَا تُسَمُّوْنَ هٰذِهِ؟ قَالُوْا السَّحَابَ قَالَ وَالْمُزْنُ قَالُوا وَالْمُزْنُ قَالَ وَالْعَنَانُ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ قَالُوْا وَالْعَنَانُ قَالَ كَمْ تَرَوْنَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ ؟ قَالُوْا لاَ نَدْرِى قَالَ فَاِنَّ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهَا اِمَّا وَاحِدًا اَوِ اثْنَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا وَّسَبْعِيْنَ سَنَةً وَالسَّمَاءِ فَوْقَهَا كَذٰلِكَ- حَتّٰى عَدَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ـ ثُمَّ فَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ بَحْرًا- بَيْنَ اَعْلاَهُ وَاَسْفَلِهِ كَمَا بَيْنَ سَمَاءٍ اِلٰى سَمَاءٍ ثُمَّ فَوْقَ ذٰلِكَ ثَمَانِيَةُ اَوْ عَالٍ بَيْنَ اَظْلاَفِهِنَّ وَرُكَبِهِنَّ كَمَا بَيْنَ سَمَاءٍ اِلٰى سَمَاءٍ - ثُمَّ عَلٰى ظُهُوْرِهِنَّ الْعَرْشُ بَيْنَ اَعْلاَهُ وَاَسْفَلِهِ كَمَا بَيْنَ سَمَاءٍ اِلٰى سَمَاءٍ - ثُمَّ اللّٰهُ فَوْقَ ذٰلِكَ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى،

সহজ তরজমা

(১৯৩) মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া রহ. .... আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বাত্হা নামক স্থানে একটি দলের সাথে ছিলাম এবং তাদের মাঝে রাসূলুল্লাহ্ﷺও ছিলেন। তখন তাঁর কাছে এক খণ্ড মেঘ আসে। তিনি এর দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন, তোমরা এটাকে কি নামে অভিহিত করে থাক? তারা বললেন, মেঘ। তিনি বললেন, আবার বৃষ্টিও! তারা

বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আনান অর্থাৎ কালো মেঘও! আবূ বকর রাযি. বলেন, তারা বললেন– 'আনানও বটে। তিনি বললেন, তোমাদের এবং আসমানের মাঝে দূরত্ব কত বলে মনে কর? তারা বললেন, আমরা জানি না। তিনি বললেন, তোমাদের এবং আসমানের মাঝে ৭১ অথবা ৭২ অথবা ৭৩ বছরের দূরত্ব রয়েছে। অনুরূপভাবে ঊর্ধ্ব আসমানের দূরত্ব এভাবে তিনি সাত আসমানের সংখ্যা গণনা করেন। এরপর সপ্তম আসমানের উপরে একটি সমুদ্র রয়েছে, যার শীর্ষভাগ ও নিম্নভাগের ব্যবধান এক আসমান থেকে অন্য আসমানের দূরত্বের সমান। এরপর তার উপরে রয়েছে আটজন ফিরিশতা, যাঁদের গোড়ালি ও হাঁটুর ব্যবধান এক আসমান থেকে অন্য আসমানের দূরত্বের সমান। এরপর তাঁদের পিঠে অবস্থিত আছে আরশ, যার উপর ও নিচের ব্যবধান হচ্ছে এক আসমান থেকে অপর আসমানের দূবত্বে সমান। এর উপরে রয়েছেন আল্লাহ তাবারক ওয়া তা'আলা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

إِمَّا وَاحِدًا اَوْ اِثْنَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا وَّسَبْعِيْنَ سَنَةً এর ব্যাখ্যা

এখানে একটি প্রশ্ন উথাপিত হয় আর তা হল, এ হাদীসে আসমান ও যমীনের মধ্যকার দূরত্ব ৭১ বা ৭২ বছরের; অন্য হাদীসে ৫০০ বৎসরের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং বাহ্যত দু'হাদীসে বিরোধ মনে হয়। এর সমাধান কী?

উত্তর : এ প্রশ্নের উত্তরে কোনো কোনো আলেম বলেন, আলোচ্য হাদীসে ৭১ বা ৭২ বা ৭৩ বৎসর দ্বারা সীমাবদ্ধকরন উদ্দেশ্য নয় বরং تَكْثِيْر তথা আধিক্যের দিকে ইশারা করা উদ্দেশ্য। কারণ, আহলে আরব কোনো কিছুর আধিক্য বুঝানোর জন্য এ সংখ্যা ব্যবহার করে থাকে। সুতরাং দুই হাদীসের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এ প্রশ্নের জবাবে বলেন : যে হাদীসে ৫০০ বৎসরের দূরত্বের কথা উল্লেখ আছে, সেখানে ধীরগতিতে চললে ৫০০ বৎসর এর দূরত্ব হয় বুঝানো উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে যে সকল হাদীসে আরো কম দূরত্বের কথা বলা হয়েছে, সেখানে দ্রুত গতিতে চললে তার ৫০০ বৎসর সময় লাগবে। পক্ষান্তরে দ্রুত গতিতে চললে তাতে ৭০ এর কিছু বেশি বৎসর সময় লাগবে। (ইনজাহুল হাজাহ : ৯৮)

١٩٤. حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا قَضَى اللّٰهُ اَمْرًا فِى السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَآئِكَةُ اَجْنِحَتَهَا

خُضْعَانًا لِقَوْلِهٖ كَاَنَّهٗ سِلْسِلَةٌ عَلٰى صَفْوَانٍ فَاِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ (قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ) قَالَ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُو السَّمْعِ بَعْضِهِمْ فَوْقَ بَعْضٍ فَيَسْمَعُ الْمَلَاٰئِكَةُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيْهَا اِلٰى مَنْ تَحْتَهٗ فَرُبَّمَا اَدْرَكَهُ الشِّهَابُ قَبْلَ اَنْ يُّلْقِيَهَا اِلَى الَّذِىْ تَحْتَهٗ فَيُلْقِيْهَا عَلٰى لِسَانِ الْكَاهِنِ اَوْ السَّاحِرِ فَرُبَّمَا لَمْ يُدْرِكْ حَتّٰى يُلْقِيَهَا فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذِبَةٍ فَتَصَدَّقَ تِلْكَ الْكَلِمَةَ الَّتِىْ سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ،

সহজ তরজমা

(১৯৪) ইয়াকূব ইবনে হুমায়দ ইবনে কাসিব রহ. .... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : যখন আল্লাহ তা'আলা আসমানে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন ফিরিশতারা বিনয়াবনত হয়ে তাঁদের পাখাসমূহ বিস্তার করেন। যাতে এমন একটি আওয়াজের সৃষ্টি হয়, যেন তা পাথরের উপর শিকল মারার মতো। যখন তাঁদের অন্তর থেকে ভয়-ভীতি দূরীভূত হয়, তখন তাঁরা পরস্পরে বলাবলি করেন, তোমাদের রব কি বলেছেন? তাঁরা বলেন : قَالُوا الْحَقَّ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ তিনি সত্যই বলেছেন, তিনি সর্বোচ্চ, মহান। (৩৪ ঃ ২৩) রাবী বলেন, তাঁদের পারস্পরিক আলোচনা শয়তান ওঁতপেতে শুনে থাকে এবং ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থানকারীদের কাছে তা পৌঁছুয়ে দেয়। কখনো নিম্নে অবস্থান কারীদের কাছে পৌঁছানোর পূর্বে তাদের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়ে দেয় এবং কখনো বা তারা যমীনে এসে গণক অথবা যাদুকরের জিহবায় নিক্ষেপ করে। আবার কোনো কোনো সময় তারা তা শুনতে পায় না বরং (নিজেদের পক্ষ থেকে) তা গণক ও যাদুকরের জিহ্বায় নিক্ষেপ করে এবং সে এ কথার সাথে শত মিথ্যা মিলিয়ে দেয়। সত্য কথা সেটি, যা আসমান থেকে শোনা হয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَالُوا الْحَقَّ এর ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলা যখন আকাশে কোনো হুকুম নাযিল করেন, তখন ফিরিশতারা পরস্পরে একে অপরকে বলতে থাকেন– مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ অথাৎ তোমাদের পালনকর্তা কি বলেছেন এবং ভাগ্য সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? তখন নিকটতম ফিরিশতা, যেমন– জিবরাইল, মিকাঈল প্রমুখ ফিরিশতাগণ জবাবে বলেন : اَلْحَقَّ أَىْ قَوْلَهُ الْحَقَّ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা حَق বলেছেন। এখানে قَوْل দ্বারা উদ্দেশ্য হল, এ ব্যাপারে কয়েকটি উক্তি পাওয়া যায়। আল্লাহ পাকের كُنْ শব্দ বলা অথাৎ যে বাক্যের মাধ্যমে দৈনন্দিনের সমস্ত

কার্যাবলী সংগঠিত হয় যেমন তিনি কারো গুনাহ ক্ষমা করেন, কারো বিপদ দূর করেন, কাউকে সম্মানিত আবার কাউকে অসম্মানিত করেন ইত্যাদি। যা কিছু كُنْ শব্দের মাধ্যমে সংগঠিত হয়, সে সবই قَوْل দ্বারা উদ্দেশ্য আর **اَلْحَق** বলতে بَاطِل এর বিপরীত যেই حَقٌ আছে , তা উদ্দেশ্য। তা ছাড়া হতে পারে اَلْقَوْل দ্বারা লওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ কথাবার্তা উদ্দেশ্য। (ইনজাহুল হাজাহ :১৮)

١٩٥. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنَامُ وَ لَا يَنْبَغِىْ لَهُ اَنْ يَّنَامَ يُخْفِضُ الْقِسْطَ وَ يَرْفَعُهُ وَ يُرْفَعُ اِلَيْهِ عَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ وَ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ حِجَابُهُ النُّوْرُ- لَوْ كَشَفَهُ لَاَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهٰى اِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ.

সহজ তরজমা

(১৯৫) আলী ইবনে মুহাম্মদ রহ. .... আবূ মুসা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে পাঁচটি বিষয়ে খুতবা দেন। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ নিদ্রা যান না এবং নিদ্রা যাওয়া তাঁর মর্যাদার পরিপন্থী। তিনি মিযান (পাল্লা) নিচু করেন এবং তা উপরে উঠান। রাতের আমল তাঁর নিকট দিনের আমলের পূর্বেই পৌঁছানো হয় এবং দিনের আমল রাতের আমলের আগেই। তাঁর পর্দা হচ্ছে নূর (জ্যোতি)। যদি তিনি তাঁর পর্দা উঠিয়ে নেন, তা হলে তাঁর চেহারার জ্যোতি সব কিছুকে ভস্মীভূত করে দিবে –তাঁর সৃষ্টির যতদূর দৃষ্টি যায়।

١٩٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْمَسْعُوْدِىُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنَامُ، وَلَا يَنْبَغِىْ لَهُ اَنْ يَّنَامَ يُخْفِضُ الْقِسْطَ وَ يَرْفَعُهُ حِجَابُهُ النُّوْرُ لَوْ كَشَفَهَا لَاَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ كُلَّ شَيْئٍ اَدْرَكَهُ بَصَرُهُ ثُمَّ قَرَاَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ : (اِنْ بُوْرِكَ مَنْ فِى النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ).

সহজ তরজমা

(১৯৬) আলী ইবনে মুহাম্মদ রহ. .... আবূ মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ নিদ্রা যান না এবং নিদ্রা যাওয়া তাঁর মর্যাদার পরিপন্থী, তিনি দাঁড়িপাল্লা নিচু করেন এবং তা উপরে উঠান। তাঁর পর্দা হল নূর। যদি তিনি তাঁর পর্দা উঠিয়ে নেন, তবে তাঁর চেহারার জ্যোতি সম্মুখস্থ যাবতীয় কিছু জ্বালিয়ে দিবে, যতদূর দৃষ্টি যাবে। এরপর আবূ উবায়দা রাযি. এ আয়াত তিলাওয়াত করেন– " إِنْ بُوْرِكَ مَنْ فِى النَّارِ وَ مَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ "ধন্য সে ব্যক্তি– যে আছে এ আগুনের মাঝে এবং যারা আছে এর চারপাশে। জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ পবিত্র ও মহিমান্বিত।"

১৯৭. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَمِيْنُ اللّٰهِ مَلْأَى لَا يَغِيْضُهَا شَىْءٌ سَحَّاء اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ بِيَدِهِ الْاُخْرٰى الْمِيْزَانُ يَرْفَعُ الْقِسْطَ وَيَخْفِضُ قَالَ اَرَأَيْتَ مَا اَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ؟ فَاِنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِمَّا فِىْ يَدَيْهِ شَيْئًا.

সহজ তরজমা

(১৯৭) আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা রহ. .... আবূ হুরাইরা রাযি. সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্র ডান হাত পরিপূর্ণ, তা কখনো হ্রাস পায় না। তিনি রাত-দিন বেহিসাব দান করেন। তাঁর অপর হাতে রয়েছে তুলাদণ্ড। তিনি তুলাদণ্ড উপরে উঠান এবং নিচু করেন। নবী ﷺ বলেন, তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ আসমান-যমীন সৃষ্টির প্রথম থেকে কি খরচ করেছেন? বস্তুত (অকাতরে খরচ করা সত্ত্বেও) তাঁর দু'হাতে যা আছে, তার কিছু কমে নি।

১৯৮. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ هُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ يَأْخُذُ الْجَبَّارُ سَمَاوَاتِهِ وَاَرْضَهُ بِيَدِهِ وَ قَبَضَ بِيَدِهِ فَجَعَلَ يَقْبِضُهَا وَ يَبْسُطُهَا ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا الْجَبَّارُ! اَيْنَ

الْجَبَّارُوْنَ؟ اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ؟ قَالَ وَ يَتَمَيَّلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَ عَنْ يَسَارِهٖ حَتّٰى نَظَرْتُ اِلَى الْمِنْبَرِ يَتَحَرَّكُ مِنْ اَسْفَلِ شَيْءٍ مِنْهُ حَتّٰى اِنِّيْ اَقُوْلُ اَسَاقِطٌ هُوَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

সহজ তরজমা

(১৯৮) হিশাম ইবনে আম্মার ও মুহাম্মদ ইবনে সাব্বাহ রহ. .... আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ (কিয়ামতের দিন) আসমান ও যমীনসমূহকে তাঁর হাতের মুঠোয় নিয়ে নিবেন (এবং তিনি তা সঙ্কুচিত করবেন এবং সম্প্রসারিত করবেন) এরপর তিনি বলবেন, আমি মহাপ্রতাপশালী! অত্যাচারী রাজা-বাদশাহরা কোথায়? কোথায় অহংকারী দাম্ভিকরা? রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ডানদিকে ও বামদিকে তাকালেন। এমনকি আমি দেখলাম যে, মিম্বারটি নিচের দিক থেকে হেলেদুলে পড়ছে। এ সময় আমি বললাম : মিম্বারটি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে নিয়ে পড়ে যাবে?

١٩٩. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا ابْنُ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا اِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيَّ يَقُوْلُ حَدَّثَنِي النَّوَّاسُ بْنُ سَمْعَانَ الْكِلَابِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ قَلْبٍ اِلَّا بَيْنَ اِصْبَعَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ الرَّحْمٰنِ اِنْ شَاءَ اَقَامَهٗ وَ اِنْ شَاءَ اَزَاغَهٗ وَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَا مُثَبِّتَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قُلُوْبَنَا عَلٰى دِيْنِكَ قَالَ وَالْمِيْزَانُ بِيَدِ الرَّحْمٰنِ يَرْفَعُ اَقْوَامًا وَ يَخْفِضُ اٰخَرِيْنَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

সহজ তরজমা

(১৯৯) হিশাম ইবনে আম্মার রহ. .... নাওয়াস ইবনে সাম'আন কিলাবী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি, প্রত্যেকটি অন্তঃকরণ দয়াময় আল্লাহ্‌র দু'আঙ্গুলের মাঝে অবস্থিত। যদি তিনি চান, তবে তিনি তা সোজা পথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন আর যদি তিনি চান, তিনি তা বক্রপথে চালিত করেন। অবশ্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ বলতেন :———————

يَا مُثَبِّتَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلٰى دِيْنِكَ "হে অন্তর সুদৃঢ়কারী! আমাদের অন্তরকে আপনার দীনের উপর দৃঢ় রাখুন।" তিনি আরো বলেন, তুলাদণ্ডও দয়াময় আল্লাহ্‌র হাতে। তিনি কোনো কোনো সম্প্রদায়কে উর্ধ্বে তুলে ধরেন এবং কতককে কিয়ামত পর্যন্ত অবনমিত রাখেন।

٢٠٠. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ اَبِىْ الْوَدَّاكِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَيَضْحَكُ اِلٰى ثَلَاثَةٍ لِلصَّفِّ فِى الصَّلٰوةِ وَ لِلرَّجُلِ يُصَلِّىْ فِىْ جَوْفِ اللَّيْلِ وَلِلرَّجُلِ يُقَاتِلُ اُرَاهُ قَالَ خَلْفَ الْكَتِيْبَةِ.

সহজ তরজমা

(২০০) আবূ কুরায়ব, মুহাম্মদ ইবনে আলা রহ. .... আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তিনটি বিষয় দেখে হাসেন– (১) নামাযের কাতারের জন্য; (২) সে ব্যক্তির জন্য, যে গভীর রাতে নামাযে রত থাকে (৩) ও সে ব্যক্তির জন্য, যে সৈন্যদের পাল-ানোর পরও জিহাদ চালিয়ে যায়।

٢٠١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِىْ ابْنَ الْمُغِيْرَةِ الثَّقَفِىَّ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ فِى الْمَوْسِمِ فَيَقُوْلُ اَلَا رَجُلٌ يَحْمِلُنِىْ اِلٰى قَوْمِهِ فَاِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُوْنِىْ اَنْ اُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّىْ.

সহজ তরজমা

(২০১) মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া রহ. ...... জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হজ্বের মৌসুমে নিজকে লোকদের সামনে পেশ করতেন। তখন তিনি বলতেন, কুরাইশরা আমাকে আমার রবের কালাম প্রচারে বাঁধা দিচ্ছে; তোমাদের মাঝে এমন কে আছে, যে আমাকে তার গোত্রের কাছে নিরাপদে নিয়ে যাবে (যাতে আমি আল্লাহ্‌র পয়গাম নির্বিঘ্নে পৌঁছাতে পারি)?

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ اَجْرُهَا এর ব্যাখ্যা :

কিতাবের শুরুতে সুন্নতের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা অতিবাহিত হয়েছে। এখানে শুধু এতটুকু বলা প্রয়োজন যে, এখানে সুন্নত বলতে পারিভাষিক অর্থে সুন্নত উদ্দেশ্য নয় বরং সুন্নত দ্বারা দীনী বিষয় উদ্দেশ্য। শরী'অতের দৃষ্টিতে তা ফরয হোক চাই ওয়াজিব কিংবা সুন্নাত বা মুস্তাহাবই হোক, সবই সুন্নত শব্দের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে। তা ছাড়া এখানে সুন্নত বলতে কল্যাণকর পন্থা উদ্দেশ্য নেওয়াও বিচিত্র কিছু নয়। তদুপরি কল্যাণকর সেই পন্থা যে কোনো ধরনেরই হোক না কেন? যেমন : কোনোস্থানে বিধবাদের বিবাহ করাকে মানুষ খারাপ মনে করে অথবা মেয়েদেরকে মীরাসের অংশ প্রদান করা থেকে মানুষ নিস্পৃহ-অনাগ্রহী অথবা লোকেরা সালাম-মুসাফাহা করে না। সেখানে যদি আল্লাহর কোনো নেক বান্দা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে সেই দীনী কাজগুলো চালু করে এবং মানুষকে সে সব কাজ করতে উদ্যোগী করে তোলে তা হলে সেই ব্যক্তি এই ভালো কাজের চেষ্টা করার সওয়াব প্রাপ্ত হবে। তার প্রচেষ্টায় যে সমস্ত লোক সেই ভালো কাজগুলো করবে, তাদের সকলের অনুরূপ সওয়াব ওই ব্যক্তিকেও প্রদান করা হবে। কিন্তু আমলকারীদের সওয়াব থেকে বিন্দুমাত্র হ্রাস করা হবে না।

পক্ষান্তরে কোনো ব্যক্তি যদি দীনের মধ্যে কোনো বেদীনি কাজ চালু করে এবং তার প্রচেষ্টায় অন্যান্য মানুষ সেই বদদীনি কাজে জড়িয়ে যায়, তবে সেই বিদআত বা দীনের মধ্যে কুসংস্কার চালুকারী ব্যক্তির কাঁধে ওই বিদ'আতের উপর আমলকারীদের গুনাহও এসে বর্তাবে। আবার ওই সব আমলকারীদের গুনাহও কমবে না। সুতরাং প্রত্যেকেরই কল্যাণকর বিষয় চালু করা এবং বিদ'আত ও কুসংস্কার চালু না করে স্বয়ং এগুলো থেকে মানুষকে বিরত রাখার চেষ্টা করা দরকার।

٢٠٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَحَثَّ عَلَيْهِ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدِىْ كَذَا وَ كَذَا قَالَ فَمَا بَقِىَ فِى الْمَجْلِسِ رَجُلٌ اِلَّا تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِمَا قَلَّ اَوْ كَثُرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اسْتَنَّ خَيْرًا فَاسْتَنَّ بِهٖ كَانَ لَهٗ اَجْرُهٗ كَامِلًا وَ مِنْ اُجُوْرِ مَنِ اسْتَنَّ بِهٖ وَ لَا يَنْقُصُ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنِ اسْتَنَّ سُنَّةً

سَيِّئَةً فَاسْتُنَّ بِهِ فَعَلَيْهِ وِزْرُهُ كَامِلًا وَ مِنْ أَوْزَارِ الَّذِي اسْتَنَّ بِهِ وَ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا.

সহজ তরজমা

(২০৪) আবদুল ওয়ারিস ইবনে আবদুস সামাদ ইবনে আবদুল ওয়ারিস রহ. ...... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ এর কাছে আসল। তখন তিনি তাকে দান করার জন্য (লোকদের) উৎসাহিত করলেন। এক ব্যক্তি বলল, আমার পক্ষ থেকে এই এই পরিমাণ। রাবী বলেন, মজলিসে এমন কেউ অবশিষ্ট রইল না, যে কমবেশি ওই ব্যক্তিকে দান করে নি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের প্রচলন করে এবং সে অনুযায়ী কাজ করা হয়, সে তার পরিপূর্ণ প্রতিদান পাবে। তদ্রুপ যারা সে আদর্শ অনুসারে কাজ করবে, তাদের সমপরিমাণ পুরস্কার ওই ব্যক্তি পাবে, অথচ এতে আমলকারীদের বিনিময়ে কোনো ঘাটতি হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজেন প্রচলন করে আর সে অনুযায়ী কাজ করা হয়, এর পাপের বোঝা পূর্ণরূপে তার উপর বর্তাবে এবং যারা মন্দ কাজ করে, তাদের পাপের বোঝাও ওই ব্যক্তির উপর বর্তাবে, অথচ মন্দ কাজকারীদের পাপের বোঝা কোনোক্রমেই হালকা হবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

فَعَلَيْهِ وِزْرُهُ كَامِلًا وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِي اسْتَنَّ بِهِ এর ব্যাখ্যা

হাদীসের এ বাক্যাংশটুকু উপর বাহ্যত একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। এ হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি কোনো খারাপ কাজ চালু করে এবং যারা সেই খারাপ কাজে তার অনুসরণ করে, তাদের সকলের গুনাহ ওই অনুসৃত ব্যক্তিটির উপর বর্তায়। অথচ কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন : وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى অর্থাৎ একজনের গুনাহের বোঝা অন্যজন বহন করবে না। বাহ্যত এ হাদীস ও আয়াতটি সাংঘর্ষিক মনে হয়। এর নিরসন কী?

উত্তর : প্রকৃতপক্ষে আয়াত ও হাদীসের মাঝে কোনো সংঘর্ষ নেই। কারণ হাদীসে যে বলা হয়েছে– একজন অন্যজনের গুনাহ বহন করবে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, সে যেহেতু অন্যকে গোমরাহ ও তাকে অসৎপথে পরিচালিত করার কারণ হয়েছে, বিধায় সে তার নিজের অপরাধ তথা মাধ্যম হওয়ার গুনাহ বহন করবে। সুতরাং এটা তো তারই কৃতকর্মের গুনাহ; অন্যের গুনাহ নয়। পক্ষান্তরে আয়াতে বলা হয়েছে, কেউ কারো গুনাহের বোঝা বহন করবে না। বস্তুত হাদীস দ্বারাও এর ব্যতিক্রম কোনো কিছু প্রমাণিত হচ্ছে না। সুতরাং কোনো সংঘর্ষ বা বিরোধ নেই।

٢٠٥. حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ أَيُّمَا دَاعٍ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ فَاتُّبِعَ فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أَوْزَارِ مَنِ اتَّبَعَهُ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا وَأَيُّمَا دَاعٍ دَعَا إِلَى هُدًى فَاتُّبِعَ فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أُجُورِ مَنِ اتَّبَعَهُ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا.

সহজ তরজমা

(২০৫) ঈসা ইবনে হাম্মাদ মিসরী রহ. .... আনাস ইবনে মালিক রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে কেউ গোমরাহীর দিকে আহবান করে এবং সে অনুযায়ী কাজ করা হয়, তবে পাপকর্মকারীর যে পরিমাণ গুনাহ হবে, ওই কাজে আহবানকারীরও সমপরিমাণ গুনাহ হবে, অথচ এতে পাপকর্মকারীদের গুনাহের পরিমাণ কিছুমাত্র কমানো হবে না। পক্ষান্তরে যে কেউ সৎকর্মের দিকে আহবান করে এবং সে অনুযায়ী কাজ করা হয়, সে ব্যক্তি সৎকর্মকারীদের সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করবে। এতে ওই সৎকর্মকারীদের সওয়াব হতে কিছুই কমানো হবে না।

٢٠٦. حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الْعَلَاءِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، فَعَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنِ اتَّبَعَهُ لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا.

সহজ তরজমা

(২০৬) আবূ মারওয়ান মুহাম্মদ ইবনে উসমান উসমানী রাযি. ...... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি হিদায়াতের দিকে আহবান করে, তার জন্য উক্ত আমলকারীদের সমান পুরস্কার রয়েছে। এতে আমলকারীদের পুরস্কারে কোনোরূপ ঘাটতি হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি গোমরাহীর দিকে আহবান করে, তার জন্য উক্ত আমলকারীর অনুরূপ গুনাহ রয়েছে। এতে মন্দ আমলকারীদের গুনাহের কিছুমাত্র কম হবে না।

٢٠٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ لَهُ اَجْرُهُ وَ مِثْلُ اُجُوْرِهِمْ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُّنْتَقَصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَ مِثْلُ اَوْزَارِهِمْ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُّنْتَقَصَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئًا.

সহজ তরজমা

(২০৭) মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া রহ. ...... আবূ জুহায়ফা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের প্রচলন করে এবং সে অনুসারে আমল করা হয়, তবে তার জন্য এ কাজের পুরস্কার রয়েছে এবং অন্য যারা এ কাজ করবে, তাদের সমপরিমাণ পুরস্কারও ওই ব্যক্তি পাবে, অথচ তাদের পুরস্কার কোনো ঘাটতি হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজের প্রচলন করে এবং তদনুযায়ী কাজ করা হয়, তবে এ কাজের গুনাহ তার হবে এবং যারা এ কাজ করবে, তাদের গুনাহের সমপরিমাণ গুনাহও তার হবে, অথচ এতে তাদের গুনাহের পরিমাণ আদৌ কমবে না।

٢٠٨. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نُهَيْكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُوْ اِلٰى شَيْئٍ اِلَّا وُقِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَازِمًا لِدَعْوَتِهِ مَا دَعَا اِلَيْهِ وَاِنْ دَعَا رَجُلٌ رَجُلًا.

সহজ তরজমা

(২০৮) আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা রহ. ...... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো জিনিসের দিকে আহবান করে, কিয়ামতের দিন তাকে সেই আহবানের সাথেই দাঁড় করানো হবে, যদিও সে একজন ব্যক্তিকেই মাত্র আহবান করে থাকে।

بَابُ مَنْ اَحْيَا سُنَّةً قَدْ أُمِيتَتْ

অনুচ্ছেদ : মৃত সুন্নাত জীবিত করা

٢٠٩. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ حَدَّثَنِى اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِىْ فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لاَ يُنْقُصُ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً فَعُمِلَ بِهَا كَانَ عَلَيْهِ اَوْزَارُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لاَ يَنْقُصُ مِنْ اَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهَا شَيْئًا.

সহজ তরজমা

(২০৯) আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা রহ. ...... আমর ইবনে আওফ মুযানী রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার একটি (মৃত) সুন্নাত জীবিত করে এবং লোকেরা তদনুযায়ী আমল করে, সেও আমলকারীর অনুরূপ পুরস্কার পাবে। এতে আমলকারীদের পুরস্কার আদৌ হ্রাস পাবে না। অপরদিকে যে ব্যক্তি কোনো বিদ'আতের উদ্ভাবন করে এবং সে অনুযায়ী আমল করা হয়, তার উপর আমলকারীর পাপের বোঝার অনুরূপ বোঝা বর্তাবে। এতে আমলকারীদের পাপের পরিমাণ আদৌ কমানো হবে না।

٢١٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ اَبِىْ اُوَيْسٍ حَدَّثَنِىْ كَثِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِىْ قَدْ اُمِيْتَتْ بَعْدِىْ فَاِنَّ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلَ اَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنَ النَّاسِ لَا يَنْقُصُ مِنْ اُجُوْرِ النَّاسِ شَيْئًا وَ مَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً لَا يَرْضَاهَا اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ فَاِنَّ عَلَيْهِ مِثْلَ اِثْمِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنَ النَّاسِ لَا يَنْقُصُ مِنْ اٰثَامِ النَّاسِ شَيْئًا.

সহজ তরজমা

(২১০) মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া রহ. ...... আবদুল্লাহ রাযি. এর পিতা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি– যে ব্যক্তি আমার

পরে আমার কোনো মৃত সুন্নাত জীবিত করবে, সে তদনুযায়ী আমলকারী লোকদের অনুরূপ পুরস্কার পাবে। এতে লোকদের পুরস্কার কিছুমাত্র হ্রাস পাবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোনো বিদ'আত উদ্ভাবন করবে, যে কাজে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অসন্তুষ্ট থাকেন, তবে তার উপর আমলকারী লোকদের অনুরূপ গুনাহ বর্তাবে। এতে আমলকারীদের পাপের পরিমাণ কমানো হবে না।

بَابُ فَضْلِ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ

অনুচ্ছেদ : কুরআন শিক্ষা করা এবং তা শিক্ষা দেওয়ার ফযীলত

٢١١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ ثَنَا شُعْبَةُ وَ سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ شُعْبَةُ خَيْرُكُمْ وَ قَالَ سُفْيَانُ اَفْضَلُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَ عَلَّمَهُ.

সহজ তরজমা

(২১১) মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার রহ. ...... উসমান ইবনে আফফান রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মাঝে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে নিজে কুরআন শিখে এবং তা অপরকে শিক্ষা দেয়।

٢١٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ مَرْثَدٍ عَنْ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَ عَلَّمَهُ.

সহজ তরজমা

(২১২) আলী ইবনে মুহাম্মদ রহ. ..... উসমান ইবনে আফ্ফান রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মাঝে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং তা অপরকে শিক্ষা দেয়।

٢١٣. حَدَّثَنَا اَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ ثَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

ﷺ خِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَ عَلَّمَهُ ، قَالَ وَ اَخَذَ بِيَدِى فَاَقْعَدَنِى مَقْعَدِى هٰذَا اَقْرِئُ.

সহজ তরজমা

(২১৩) আযহার ইবনে মারওয়ান রহ. ...... সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মাঝে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং তা অপরকে শিক্ষা দেয়। রাবী বলেন, সা'দ আমার হাত ধরে আমাকে এ স্থানে বসালেন এবং বললেন, ওনি সর্বাপেক্ষা বড় কারী।

٢١٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَا ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْاُتْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِىْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَ لَا رِيْحَ لَهَا وَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَ طَعْمُهَا مُرٌّ وَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِىْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَ لَا رِيْحَ لَهَا.

সহজ তরজমা

(২১৪) মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার ও মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না রহ. .... আবূ মূসা আশআরী রাযি. সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরআন তিলাওয়াতকারী মুমিন ব্যক্তির উপমা হলো কমলালেবুর মতো যা খেতে সুস্বাদু এবং সুগন্ধিযুক্ত। যে মুমিন ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে না, তার উপমা খেজুরের মতো যা খেতে সুস্বাদু, কিন্তু সুগন্ধিবিহীন। কুরআন তিলাওয়াতকারী মুনাফিক ব্যক্তির উপমা হল সুগন্ধি গুল্মের মতো যা খুব সুগন্ধিযুক্ত, কিন্তু খেতে তিক্ত আর যে মুনাফিক ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে না, তার উপমা হচ্ছে মাকাল ফলের মতো– যা খেতে বিস্বাদ এবং তার সুগন্ধিও নেই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শব্দ বিশ্লেষণ: اُتْرُجَّةٌ এর অর্থ হল– বড় কাগজী লেবু, কমলা, লেবু গাছ। رَيْحَانَةٌ : যে কোনো সুগন্ধি উদ্ভিদ, পুদিনা গাছ, ফুল, ফুলের তোড়া, حَنْظَلَةٌ : **মাকাল ফল**, যা **নিতান্তই** তিতা হয়ে থাকে।

হাদীসে উল্লিখিত উপমার উদ্দেশ্য

শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ. বলেন : হাদীসে উল্লিখিত উপমার উদ্দেশ্য হল, একটি অনুভূতিহীন বস্তুকে অনুভবযোগ্য, বস্তুর সাথে উপমা দিয়ে, কুরআন তিলাওয়াত করার ও না করার মাঝে কি পার্থক্য বুঝানো। যাতে মানুষ সহজেই বুঝতে পারে, কুরআন তিলাওয়াত না করার মাঝে কি ক্ষতি নিহিত আছে?

তিলাওয়াতকারী মুমিন ও না-তিলাওয়াতকারী মুমিনকে লেবু ও খেজুরের সাথে উপমা দেওয়ার কারণ কি?

প্রকৃতপক্ষে যদিও কুরআনে কারীমের তিলাওয়াতের স্বাদ ও মজার সাথে লেবু ও খেজুরের ঘ্রাণ বা সুবাসের কোনোই তুলনা হয় না, তদুপরি এগুলোর সাথে তুলনা করার বিশেষ কিছু হেকমতও আছে। যেমন : লেবুর দ্বারা মুখ সুগন্ধিযুক্ত হয়, ভিতর পরিষ্কার হয়, আত্মায় শক্তি সঞ্চার হয়। তদ্রূপ কুরআন তিলাওয়াতের দ্বারাও এসব উপকারিতা/ লাভ হয়। বিধায় হাদীসে এ উপমা দেওয়া হয়েছে।

তা ছাড়া লোকমুখে শোনা যায়, যে ঘরে কাগজী লেবু থাকে, সে ঘরে জ্বিন আসে না। কথাটি যদি বাস্তব হয়ে থাকে, তবে কুরআনের তিলাওয়াতের সাথে এর এক বিরাট সাদৃশ্য রয়েছে। কারণ, কুরআন তিলাওয়াতের দ্বারাও এ উপকারিতা অর্জিত হয়ে থাকে।

মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন, কুরআন দ্বারা উপকৃত হওয়া-না হওয়ার দিক থেকে মানুষ বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। তাই রাসূল ﷺ এ হাদীসে তিলাওয়াতের উপমা দিয়েছেন। যাতে জানা যায়, কুরআনে কারীম দ্বারা পূর্ণ উপকৃত হয় ওই সমস্ত লোক, যারা সদা কুরআন তিলাওয়াত দ্বারা নিজের জিহ্বা সজীব রাখে।

আবার কিছু লোক আছে যারা কুরআন দ্বারা একেবারেই উপকৃত হয় না, এরা হল প্রকৃত মুনাফিক। কিছু লোক আছে, যারা কুরআন দ্বারা বাহ্যিকভাবে উপকৃত হয়ে থাকে। কিন্তু অভ্যন্তরীণ উপকারিতা থেকে বঞ্চিত থাকে। আবার কিছু লোক আছে, যারা এর উল্টো। যেহেতু এ ক্ষেত্রে মানুষ বিভিন্ন প্রকৃতির, তাই প্রিয়নবী ﷺ বিভিন্ন উপমা দিয়ে বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করেছেন।

٢١٥. حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ اَبُوْ بِشْرٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بُدَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِلّٰهِ اَهْلِيْنَ مِنَ النَّاسِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَنْ هُمْ قَالَ اَهْلُ الْقُرْاٰنِ ، اَهْلُ اللّٰهِ وَخَاصَّتُهُ.

সহজ তরজমা

(২১৫) আবূ বকর ইবনে খালফ, আবূ বিশর রহ. ..... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিছু লোক আল্লাহ্র পরিবার-পরিজন। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা কারা? তিনি বললেন, কুরআন তিলাওয়াতকারীরাই আল্লাহ্র পরিবার-পরিজন এবং তাঁর বিশেষ বান্দা।

٢١٦. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارٍ الْحِمْصِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ اَبِىْ عُمَرَ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ وَحَفِظَهُ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ وَ شَفَّعَهُ فِىْ عَشَرَةٍ مِنْ اَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدِ اسْتَوْجَبَ النَّارَ.

সহজ তরজমা

(২১৬) আমর ইবনে উসমান ইবনে সাঈদ ইবনে কাসীর ইবনে দীনার হিমসী রহ. ..... আলী ইবনে আবূ তালিব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে এবং এর হিফাযত করে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। সেই সঙ্গে তিনি তার পরিবার-পরিজনদের থেকে এমন দশ ব্যক্তির জন্য শাফা'আত কবুল করবেন, যাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত ছিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ হাদীসে কুরআনে কারীম হিফযকারীদের ফযীলত ও মর্যাদা এবং আল্লাহ পাকের নিকট তাদের যে মূল্য রয়েছে, তা বর্ণনা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মানুষকে কুরআন হিফয করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। যাতে মানুষ নিজেরাও কুরআন হিফয করে এবং নিজ সন্তানদেরকেও কুরআন হিফয করায়। যেন তারা শাফা'আত করে জাহান্নাম ওয়াজিব হয়েছে এমন আত্মীয়দেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারে।

উল্লেখ্য যে, এ হাদীসের মাধ্যমে মু'তাযিলাদেরকে রদ করা হয়েছে। কারণ, তাদের মতে হাফেযে কুরআনগণ শুধু মর্যাদা বৃদ্ধির ব্যাপারে সুপারিশ করতে

পারবে। যাদের উপর গুনাহের কারণে জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে তাদের ব্যাপারে তারা আদৌ সুপারিশ করতে পারবে না। কেননা তাদের মতে কবীরা গুনাহকারী ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। তাকে কোনোভাবেই জাহান্নাম থেকে মুক্ত করা যাবে না।

কিন্তু এ হাদীস দ্বারা তাদের এ দাবিকে খণ্ডন করা হয়েছে। কেননা হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, كُلُّهُمْ قَدِ اسْتَوْجَبَ النَّارَ অর্থাৎ যাদের ব্যাপারে সুপারিশ করা হয়েছে তাদের প্রত্যেকের উপর জাহান্নাম অবধারিত হয়ে গেছে।

٢١٧. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَوْدِيُّ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ مَوْلٰى اَبِىْ اَحْمَدَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعَلَّمُوا الْقُرْاٰنَ وَ اقْرَأُوْهُ وَارْقُدُوْا فَاِنَّ مَثَلَ الْقُرْاٰنِ وَ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَامَ بِهٖ كَمَثَلِ جِرَابٍ مُحْشَوٍّ مِسْكًا يَفُوْحُ رِيْحُهُ كُلَّ مَكَانٍ وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَرَقَدَ وَهُوَ فِىْ جَوْفِهٖ كَمَثَلِ جِرَابٍ اُوْكِىَ عَلٰى مِسْكٍ.

সহজ তরজমা

(২১৭) আমর ইবনে আবদুল্লাহ আওদী রহ. .... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা কুরআন শিক্ষা কর, তা তিলাওয়াত করতে থাক এবং বিনিদ্র রজনী যাপন কর। কেননা কুরআন এবং যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তার উপমা মৃগনাভী-ভর্তি মিশকের মতো যার সুবাস চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করার পর নিদ্রায় বিভোর হয়ে রাত কাটায়, তার উপমা হল সেই মিশকের মতো– যার ভিতর মৃগনাভী ভর্তি মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

٢١٨. حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ اَبِى الطُّفَيْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ لَقِىَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِعَسْفَانَ وَكَانَ عُمَرُ اِسْتَعْمَلَهُ عَلٰى مَكَّةَ فَقَالَ عُمَرُ مَنِ اسْتَخْلَفْتَ عَلٰى اَهْلِ الْوَادِىْ قَالَ اِسْتَخْلَفْتُ عَلَيْهِمْ اِبْنَ اَبْزٰى

قَالَ وَمَنْ اِبْنُ اَبْزٰى قَالَ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيْنَا قَالَ عُمَرُ فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلٰى قَالَ اِنَّهُ قَارِئٌ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ قَاضٍ قَالَ عُمَرَ اَمَا اِنَّ نَبِيَّكُمْ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهٖ اٰخَرِيْنَ.

সহজ তরজমা

(২১৮) আবূ মারওয়ান মুহাম্মদ ইবনে উসমান উসমানী রহ. .... আমির ইবনে ওয়াসিলা আবূ তুফায়েল রাযি. থেকে বর্ণিত আছে: নাফে ইবনে আবদুল হারিস রাযি. উসফান নামক স্থানে উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. এর সাথে মিলিত হন। উমর রাযি. তাঁকে মক্কার গভর্নর নিয়োগ করেছিলেন। তখন উমর রাযি. বললেন, গ্রামবাসী বেদুঈনদের জন্য তুমি কাকে স্থলাভিষিক্ত করেছ? তিনি বলেন, আমি তাদের উপর ইবনে আবযা রাযি. কে স্থলাভিষিক্ত করেছি। উমর রাযি. বললেন : ইবনে আবযা কে? তিনি বললেন, সে আমাদের একজন মুক্ত গোলাম। উমর রাযি. বললেন, তুমি লোকদের উপর গোলামকে ভারপ্রাপ্ত বানিয়েছ? তিনি বললেন, সে তো মহান আল্লাহ্‌র কিতার তিলাওয়াতকারী, ইল্‌মে ফারায়েয সম্পর্কে অভিজ্ঞ আলিম এবং কাযী। উমর রাযি. বললেন– তুমি কি জান না যে, তোমাদের নবী ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ এ কিতাবের মাধ্যমে কতক গোত্রকে উচ্চ-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবেন আর কতককে এর দ্বারা পদস্থ করবেন?

٢١٩. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ غَالِبٍ الْعَبَّادَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ زِيَادٍ الْبَحْرَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا ذَرٍّ لَاَنْ تَغْدُو فَتَعَلَّمَ اٰيَةً مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ اَنْ تُصَلِّىَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَلَاَنْ تَغْدُو فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ عَمِلَ بِهٖ اَوْ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تُصَلِّىَ اَلْفَ رَكْعَةٍ.

সহজ তরজমা

(২১৯) আব্বাস ইবনে আবদুল্লাহ ওয়াসিতী রহ. .... আবূ যর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেন : হে আবূ যর! সকালে কুরআনের একটি আয়াত শিক্ষা করা তোমার জন্য একশ রাকাত (নফল) নাম-

াযের চাইতে উত্তম। সকালবেলা জ্ঞানের কোনো অনুচ্ছেদ শিক্ষা করা তোমার জন্য এক হাজার রাকাত নামাযের চাইতে উত্তম, চাই তুমি তদনুযায়ী আমল কর বা না কর।

٧١ - بَابُ فَضْلِ الْعُلَمَاءِ وَالْحَثِّ عَلٰى طَلَبِ الْعِلْمِ

অনুচ্ছেদ : আলিমগণের ফযীলত এবং ইলম অর্জনের জন্য উৎসাহ প্রদান

٢٢٠. حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ،اَبُوْ بِشْرٍ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ

সহজ তরজমা

(২২০) বকর ইবনে খালফ, আবূ বিশর রহ. .... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে তিনি দীনের জ্ঞান দান করেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ এর ব্যাখ্যা:

আল্লাহ পাক যার কল্যাণ কামনা করেন, তাকে তিনি দীনের গভীর জ্ঞান দান করেন অর্থাৎ তাকে তালীমে দীনের ব্যাপারে এ পরিমাণ যোগ্যতা ও পারদর্শিতা দান করেন, সে কিতাব ও সুন্নত দ্বারা প্রকৃত হক বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম ও অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। মাসায়েল ও আহকামের হাকীকত ও বুনিয়াদের উপর অবগত হয়ে যায়। কেননা যখন কোনো ব্যক্তি দিন রাত কুরআন হাদীসের উলূমের মাঝে ডুবে থাকে, কিতাব ও সুন্নত থেকে আহকাম ও মাসায়েল ইস্তিম্বাতকে নিজের জীবনের মাকসাদ বানিয়ে নেয়, কুরআন হাদীসে ডুবে থাকা ছাড়া তার আর কোনো ব্যস্ততা থাকে না, এমন ব্যক্তির মাসাইল ইস্তিম্বাতের ক্ষেত্রে এক বিশেষ যোগ্যতা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে নসীব হয়ে থাকে।

ফলে সে সঠিক মাসাইল ইস্তিম্বাত করতে সক্ষম হয়। অথচ অন্যদের মেধা, বুদ্ধি-জ্ঞান এরূপ গভীরতায় পৌছুতে ব্যর্থ হয়। এরই নাম تَفَقُّه فِي الدِّيْنِ বা ধর্মীয় জ্ঞানে ব্যুৎপত্তি অর্জন আর যে ব্যক্তি এই বিশাল গুণের অধিকারী হয়, তাকে বলা হয় ফকীহুন্ নফস বা স্বভাবগত ফকীহ।

٢٢١. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ ابْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ جُنَاحٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ اَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِىْ سُفْيَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اَلْخَيْرُ عَادَةٌ وَالشَّرُّ لَجَاجَةٌ وَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ.

সহজ তরজমা

(২২১) হিশাম ইবনে আম্মার রহ. .... মু'আবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কল্যাণ একটি সু-অভ্যাস। পক্ষান্তরে মন্দ ও অকল্যাণ প্রবৃত্তির তাড়না থেকে উদ্ভূত আর আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের গভীর জ্ঞান দান করেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কল্যাণ ও মঙ্গল হল মানুষের একটি স্বভাবগত গুণ। মানুষের সৃষ্টি হয়েছে এ গুণের ওপর। তার সৃষ্টির কাঠামোর মধ্যেই প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়েছে হিদায়াত, সৎ মানসিকতা, আনুগত্য,আল্লাহপ্রেম ইত্যাদি। যেমন, কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন–

فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মানুষকে স্বভাবগত কল্যাণ দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। তদ্রূপ প্রিয়নবী ﷺ-ও বলেছেন : সৃষ্টিগতভাবেই প্রতিটি সন্তান ঈমান ও ইসলামের উপর জন্ম লাভ করে, কিন্তু তার মাতাপিতা তথা পরিবেশ-পরিস্থিতি প্রথা-প্রচলন, সামাজিকতা প্রভৃতি তাকে সেই দীন ও ঈমান থেকে সরিয়ে ইহুদি, খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজক ইত্যাদি বানিয়ে দেয়। (পরিবেশ যদি প্রতিকূল না হত, তা হলে অবশ্যই প্রতিটি মানুষ তার স্বভাবগত শক্তির বলেই মুসলমান থাকত। কারণ, তার সৃষ্টির শুরুই হয়েছে قَالُوْا بَلٰى এর স্বীকৃতি, আনুগত্যের অঙ্গীকার, স্রষ্টার পরিচয় ও মারেফাত ইত্যাদির মধ্য দিয়ে।

একথা নিতান্তই সুস্পষ্ট যে, মানুষের সৃষ্টিই যখন স্বভাবগত ইসলামপ্রীতি, কল্যাণ ও মঙ্গলের ওপর, তখন তার মানসিকতায় স্বাভাবিকভাবেই কুফর, শিরক, বিদ'আত ও গোমরাহীর ব্যাপারে ঘৃণা ও বিরক্তিভাব থাকবে। সৃষ্টিগতভাবেই নাফরমানী ও মন্দের সাথে তার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। এ কারণেই দেখা যায়, মানুষ যখন কোনো গুনাহ বা অপরাধ করে, তখন তার মনে একপ্রকার অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। মনে কোনো শান্তি থাকে না। অথচ সে যদি কোনো নেককাজ বা কল্যাণকর কোনো কাজ করে, তখন তার মধ্যে এক অপূর্ব প্রশান্তি অনুভব হতে থাকে। মনের মধ্যে সে একপ্রকার আনন্দ ও প্রফুল্লতা উপলব্ধি করতে থকে। এটাই প্রমাণ করে মানুষের প্রকৃত স্বভাব হল, কল্যাণ ও

খায়ের। আর অকল্যাণ প্রকৃত নয় বরং তা ঝগড়া করে জোর করে মানুষের মধ্যে স্থান করে নেয়।

وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِخَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ এর পূর্বের সাথে যোগসূত্র

এ বাক্যের পূর্ববর্তী বাক্যে বলা হয়েছে : اَلْخَيْرُ عَادَةٌ وَالشَّرُّ لَجَاجَةٌ আর এ বাক্যে বলা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা যে বান্দার সাথে কল্যাণের আচরণ করতে চান, তাকে আত্মশুদ্ধির তাওফীক দিয়ে **اَلشَّرُّ لَجَاجَةٌ** থেকে বাঁচিয়ে রাখেন এবং اَلْخَيْرُ عَادَةٌ এর উপরে তাকে দৃঢ় পদ রাখেন আর এর সাহায্যে তাকে ধারাবাহিকভাবে দীনী দূরদর্শিতা ও দীনি গভীর জ্ঞানের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান।

তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত

এ অনুচ্ছেদের সাথে হাদীসের মুনাসাবাত সম্পর্কে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন– وَفِى ذٰلِكَ بَيَانٌ ظَاهِرٌ لِفَضْلِ الْعُلَمَاءِ عَلٰى سَائِرِ النَّاسِ وَلِفَضْلِ التَّفَقُّهِ فِى الدِّيْنِ عَلٰى سَائِرِ الْعُلُوْمِ অর্থাৎ এ হাদীসের মধ্যে সমগ্র মানবমণ্ডলীর উপর উলামায়ে কিরামের মর্যাদা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে তদ্রুপ সমগ্র উলূমের উপর تَفَقُّه فِى الدِّيْنِ বা দীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পেয়েছে অর্থাৎ যারা আলেম এবং تَفَقُّه فِى الدِّيْنِ এর গুণে গুণান্বিত, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর সন্তুষ্ট আছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে কল্যাণের আচরণ করেছেন। সুতরাং তারাই শ্রেষ্ঠ মানব। অন্য সব মানুষকে তাদের অনুসরণপূর্বক এই ইলম অর্জন করা প্রয়োজন– যে ইলম শুধু আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যেরই মাধ্যম নয় বরং সমস্ত অনিষ্টতা ও ফিতনা থেকে মুক্তির পাশাপাশি আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বপ্রকার কল্যাণের নিশ্চয়তা প্রদান করে।

٢٢٢. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ ابْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا رَوْحُ بْنُ جُنَاحٍ اَبُوْ سَعْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ.

সহজ তরজমা

(২২২) হিশাম ইবনে আম্মার রহ. .... ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একজন ফকীহ (ইসলামী আইনে অভিজ্ঞ ব্যক্তি) শয়তানের উপর এক হাজার আবিদের (ইবাদতগুযার) চেয়ে অধিক শক্তিশালী।

٢٢٣. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ جَمِيلٍ عَنْ كَثِيرِ ابْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ اَبِى الدَّرْدَاءِ فِىْ مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا اَبَا الدَّرْدَاءِ اَتَيْتُكَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ مَدِيْنَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِحَدِيْثٍ بَلَغَنِىْ اَنَّكَ تُحَدِّثُ بِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَمَا جَاءَ بِكَ تِجَارَةٌ قَالَ لَا قَالَ وَ لَا جَاءَ بِكَ غَيْرُهُ قَالَ لَا قَالَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَاِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِى السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ حَتَّى الْحِيْتَانِ فِى الْمَاءِ وَاِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ اِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ اِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا اِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَهُ اَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ،

সহজ তরজমা

(২২৩) নাসর ইবনে আলী জাহযামী রহ. .... কাসীর ইবনে কায়স রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দামেশকের মসজিদে আবূ দারদা রাযি. এর কাছে বসা ছিলাম। তখন জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, হে আবূ দারদা! আমি মদীনাতুর রাসূল ﷺ থেকে আপনার কাছে একটি হাদীস শোনার জন্য এসেছি। আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি নবী ﷺ থেকে তা বর্ণনা করেন। তিনি বললেন : তুমি তো কোনো বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে আস নি? সে বলল : না। তিনি বললেন, সম্ভবত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে আগমন করেছ? সে বলল, না। তিনি বললেন, অবশ্যই আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি– যে ব্যক্তি ইলম হাসিলের জন্য সফর করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দেন; নিশ্চয়ই ফিরিশতাগণ ইলম অন্বেষণকারীর সন্তুষ্টির জন্য তাঁদের পাখাসমূহ বিছিয়ে দেন এবং ইলম অন্বেষণকারীর জন্য আসমান ও পৃথিবীবাসী আল্লাহ্‌র কাছে মাগফিরাত কামনা করে, এমনকি পানির মাছও। নিশ্চয়ই আলিমের সম্মান আবিদের ওপরে, যেমন চাঁদের সম্মান সমস্ত তারকারাজির ওপরে। নিশ্চয়ই আ-

লিমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী আর নবীগণ দীনার ও দিরহাম উওরাধিকার হিসাবে রেখে যান নি বরং তাঁরা মীরাস হিসেবে রেখে গেছেন ইলম দীন। যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করল, সে যেন এক বিরাট হিস্সা লাভ করল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

بَلَغَنِىْ اَنَّكَ تُحَدِّثُ بِهِ এর ব্যাখ্যা:

এখানে একটি হাদীসের জন্য রাবীর এত দীর্ঘ সফর করার উদ্দেশ্যে কী, এর দু'টি সম্ভাবনা আছে। (১) হতে পারে এ ব্যাপারের সংক্ষিপ্তাকারে শুনে থাকবেন। কিন্তু তারপরও তার ইলম তলবের সীমাহীন আগ্রহ ও উদ্দীপনার কারণে তিনি চাইলেন, যেন হাদীসখানা হযরত আবূ দারদা রাযি. থেকে বিস্তারিতভাবে শুনে নিতে পারেন। এজন্য তিনি এত দীর্ঘ সফরের কষ্ট স্বীকার করেছেন।

(২) ইতঃপূর্বে তিনি হাদীসখানা বিস্তারিতভাবে শুনেছেন, তদুপরি তিনি হাদীসখানা সরাসরি হযরত আবূ দারদা রাযি. থেকেও শোনার সৌভাগ্য অর্জন করতে চাইলেন।

"فَاِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ" হযরত আবূ দারদা রাযি. যে হাদীসটি শুনিয়েছেন, তাতে দুটি সম্ভাবনা আছে–

(১) হাদীসটির ব্যাপারে হযরত কাছীর ইবনে কায়স আবেদন জানিয়ে ছিলেন। তার সেই আবেদনের প্রেক্ষিতে হযরত আবূ দারদা রাযি. তার হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন।

(২) তা ছাড়া হতে পারে লোকটি অন্য কোনো হাদীস শোনার জন্য হযরত আবূ দারদা রাযি. এর নিকট এসেছিলেন। কিন্তু তিনি তাকে তার হাদীসের প্রতি আগ্রহ ও ইলমের প্রতি গভীর অনুরাগের দরুন এ হাদীসটি বর্ণনা করে তাকে সাহস দেন এবং উৎসাহ আরো বৃদ্ধি করেন। মূলত যে হাদীসখানা শোনার জন্য লোকটি তার কাছে এসেছিলেন, সেটি এ হাদীস নয়।

وَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهُ এর ব্যাখ্যা:

এখানে اَلْمَلَائِكَةُ শব্দের শুরুর الف لام টি হতে পারে আহ্‌দে খারেজী। তখন উদ্দেশ্য হবে– রহমতের ফিরিশতা; আবার হতে পারে জিন্‌সী (জাতিবাচক) তখন উদ্দেশ্য হবে– ফিরিশতাকুল। তবে এ উদ্দেশ্য নেওয়াই এখানে বেশী উপযোগী। তা ছাড়া তালেবে ইলমের উদ্দেশ্যে ফিরিশতাদের পাখা বিছিয়ে দেওয়ার অর্থ কি, এ ব্যাপারে কয়েকটি উক্তি পাওয়া যায়। যথা এক. এর প্রকৃত অর্থই উদ্দেশ্য অর্থাৎ বাস্তবেই ফিরিশতাগণ তালেবে ইলমের সম্মানে তাদের পাখা বিছিয়ে দেন।

আর যে ব্যক্তি আবেদ হবে সে প্রকৃতপক্ষে আলেমও হবে। কারণ, ইলম ছাড়া সত্যিকারার্থে নির্ভুল ইবাদত করা সম্ভব নয়। অন্যথায় তাকে প্রকৃত অর্থে আবেদও বলা যাবে না। সুতরাং আলেম ও আবেদ উভয়ের মর্যাদা সমান হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তারপরও সমান না বলে একজনের মর্যাদা অন্যজনের উপর অধিক করা হল কেন?

উত্তর : এখানে আলেম বলতে এমন ব্যক্তি উদ্দেশ্য, যিনি ইলম অর্জনের পর জরুরী ইবাদত, যেমন– ফরয ওয়াজিব ও সুন্নত আদায়ের উপরই ক্ষান্ত থাকেন না বরং অবশিষ্ট সময়গুলো তিনি ইলমী ব্যস্ততায় কাটান এবং দীন প্রচারে লিপ্ত থাকেন।

আর আবেদ বলতে ওই ব্যক্তি উদ্দেশ্য, যে উলূমে দীন অর্জন করার পর নিজের ব্যস্ততাকে শুধু ইবাদতের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ রাখে। ইলমের প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে তার তেমন মনোযোগ নেই। যেহেতু তার উপকারিতা তার ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে থাকে, তাই আবেদের চেয়ে আলেমই শ্রেষ্ঠ। এজন্য আবেদের উপর আলেমের মর্যাদা উন্নীত করা হয়েছে।

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ এর ব্যাখ্যা

উলামায়ে কিরাম হলেন নবীগণের উত্তরাধিকারী। অর্থাৎ যে কাজ নবীদের দায়িত্বে ছিল, সে কাজ এখন আলেমদের দায়িত্বে অর্পিত হয়েছে। যেমন : দীন ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, নিত্য নতুন জটিল সমস্যাবলীর সমাধান দেওয়া সর্বোপরি দীনের সংরক্ষণের দায়িত্ব উলামায়ে কিরামের দায়িত্বে ন্যস্ত রয়েছে। বস্তুত এ সবই ছিল নবীদের দায়িত্ব। সুতরাং আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী।

وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا এর ব্যাখ্যা:

হাদীসের এ বাক্যাংশটুকুর উপর একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়ে থাকে অর্থাৎ অনেক নবী রাসূলই তাদের মৃত্যুর সময় প্রচুর পরিমাণ অথ-সম্পদ রেখে গেছেন। সুতরাং নবীগণ কোনো অর্থ-কড়ি মীরাস হিসেবে রেখে যান না বলা কিভাবে সঠিক হতে পারে?

উত্তর : নবীগণ উত্তরাধিকার রেখে যান না এ কথার অর্থ হল, তাদের মৃত্যুর পর আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে সে সম্পদ মীরাস হিসেবে বণ্টিত হয় না বরং সেগুলো পুরা উম্মতের জন্য ওয়াকফ হয়ে থাকে। (মিরকাত : ১/২৮১)

এ প্রসঙ্গে মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন, আসলে হাদীসে উপর্যুক্ত কথা বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সমস্ত আলেম দুনিয়া প্রত্যাশী, পার্থিব সম্পদ ও পদমর্যাদা প্রাপ্তীর নেশায় দৌড়ায়, সম্পদের মোহ যাদের অন্তরে ঝেঁকে বসেছে, এমন আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী নয়। (মিরকাত : ১/২৮১)

٢٢٤. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا حَفْصُ ابْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِنْظِيرٍ. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِيْنَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ.

সহজ তরজমা

(২২৪) হিশাম ইবনে আম্মার রহ. .... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ইলম হাসিল করা প্রতিটি মুসলিমের উপর ফরয। অযোগ্য ব্যক্তিদের কাছে ইলম গচ্ছিত রাখা শূকরের গলায় মণিমুক্তা খচিত স্বর্ণের হার পরানোর শামিল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ এর ব্যাখ্যা:

হাদীসে উল্লিখিত عِلْم দ্বারা উদ্দেশ্য শরঈ ইলম; দুনিয়াবী বিদ্যা নয়। তা ছাড়া عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ এর মধ্যে প্রত্যেক মুসলমান নর-নারী অন্তর্ভুক্ত। যেমন, এক রিওয়ায়াতে مُسْلِمَةٍ শব্দ– সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে।

কোন্ ইলম এবং কতটুকু শিক্ষা করা ফরয

আলোচ্য হাদীসে যে ইলম অর্জন করা ফরয বলা হয়েছে, তা সবরকম ইলম নয় বরং বিশেষ কিছু ইলমই ফরয। তবে সেটা কোন্ ইলম এবং কতটুক, এ নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ লক্ষ করা যায়।

কোনো কোনো আলেম বলেন : সেই ইলম হল ঈমান, দীনি ফারায়েয, ওয়াজিব ও জরুরি বিষয়াবলীর ওই ইলম, যা ছাড়া কোনো মুসলমান তার দীনি দায়িত্বসমূহ সঠিকভাবে আঞ্জাম দিতে পারে না। যেমন : কেউ যদি নতুন মুসলমান হয়, তার জন্য আবশ্যক হল, প্রথমেই সে আপন সৃষ্টিকর্তা এবং তার গুণাবলীর ইলম অর্জন করবে। পাশাপাশি তার রাসূল কে? তার ধর্ম গ্রন্থ কোনটি? কোন্ কোন্ জিনিসের উপর তার পরকালীন নাজাত নির্ভরশীল তাও জানবে। এরপর ঈমানের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী, যেমন– নামাযের সময়, নামাযের শুদ্ধতা যে-সব বিষয়ের উপর মওকূফ, রোযার সময়, হজ্বের দিনসমূহ, যাকাতের জরুরি মাসাইল ইত্যাদি। এরপর কেনা-বেচার প্রয়োজনে সে সংক্রান্ত ইলম, বিবাহ শাদী করলে বিবাহ, তালাক ইত্যাদি বিষয়ক ইলম অর্জন করা জরুরি। মোটকথা, মুসলমান হওয়ার পর যে অবস্থাই সামনে আসবে, তার শরঈ আহকাম সম্বন্ধে অবগতি লাভ করা জরুরি। কেউ যদি তা অর্জন না করে, তবে সে গুনাহগার হবে। (মিরকাত : ১/২৮৪)

মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ মিরকাতের মধ্যে মোল্লা আলী কারী রহ. শায়খ সোহরাওয়ারদী রহ. থেকে কোন্ কোন্ ইলম অর্জন করা ফরয এ ব্যাপারে ৭টি উক্তি নকল করেছেন। যথা–

১. একদল উলামাদের মতে তার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ইলমুল ইখলাস এবং ওই সকল বিষয়ের ইলম, যেগুলো আমলসমূহকে নষ্ট করে দেয়।

২. অন্য একদল আলেমের মতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য ওই ইলমে মারেফাত, যদ্বারা অন্তরে ক্রমাগত কল্পনাসমূহের মাঝে পার্থক্য করা যায় অর্থাৎ তা কি আল্লাহ প্রদত্ত ইলহাম না কি শয়তান কর্তৃক কুমন্ত্রণা?

৩. কেউ কেউ বলেন, এখানে হালাল-হারাম সংক্রান্ত ইলম উদ্দেশ্য, কারণ, হালাল জীবিকার খাওয়া ও হারাম বর্জন করা জরুরি।

৪. কারো কারো মতে ক্রেতা বিক্রেতার জন্য ক্রয়-বিক্রয়ের ইলম, বিবাহকারীর জন্যে বিবাহ সংক্রান্ত ইলম অর্জন করা উদ্দেশ্য।

৫. কোনো কোনো আলেম বলেন, بُنِىَ الْإِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ এর আওতায় তাওহীদ নামায, রোযা, যাকাত ও বাইতুল্লাহ শরীফের হজ্বের ইলম উদ্দেশ্য।

৬. আবার কোনো কোনো আলেমের মতে হাদীসে উদ্দেশ্য হল ইলমে বাতেন অন্বেষণ।

এ সমস্ত উক্তির বিপরীত আল্লামা বগবী রহ. আলোচ্য হাদীসের উপর মৌলিক আলোচনা করতে গিয়ে বলেন– মূলত ইলম দুই প্রকার– (১) ইলমে উসূল (২) ইলমে ফরূ' তথা মৌলিক জ্ঞান ও শাখামূলক জ্ঞান।

ইলমে উসূল বলতে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ ও তাঁর গুণাবলীর জ্ঞান, নবী-রাসূলগণের সত্যায়ন। আর طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ এর অধীনে প্রতিটি مُكَلَّف এর জন্য এসব বিষয়ের ইলম অর্জন করা জরুরি।

আর ইলমে ফুরূ বলতে উদ্দেশ্য হল, ফিকাহ ও দীনের আহকামসমূহের ইলম। এগুলো আবার দুই প্রকার। যথা : (১) ফরযে আইন, (২) ফরযে কিফায়াহ।

১. ফরযে আইন হল পাক-নাপাক, নামায, রোযা ও দৈনন্দিনের দীনী প্রয়োজনাদীর সংক্রান্ত মাসাইলের ইলম।

২. ফরযে কিফায়াহ হল ওই ইলম, যা মানুষকে ইজতিহাদ ও ফাতাওয়া প্রদানের পর্যায়ে পৌঁছুয়ে দেয়। কেউ যদি এ ইলম অর্জন করে নেয়, তবে পূর্ণ-শহর থেকে ওই ফরয রহিত হয়ে যাবে। অন্যথায় যদি কেউই তা অর্জন না করে, তবে শহরের সকলেই গুনাহগার হবে।

মোটকথা, ইমাম বগবীর রহ. মতে হাদীসে ফরয দ্বারা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের ইল্ম, নবী রাসূলগণের সত্যায়ন, পাক-নাপাক, নামায, রোযা, যাকাত সংক্রান্ত মাসাইলের ইলম অর্জন করা উদ্দেশ্য। কাজী বায়হাকী রহ. এর মতও তাই।

উল্লিখিত উক্তিসমূহের মধ্যে ইমাম বগবী রহ. এর উক্তি অপেক্ষাকৃত বেশি শুদ্ধ এবং দলীলের বিবেচনায় অধিক শক্তিশালী। (শরেহুস সুন্নাহ : ১/২৯০, মিরকাত : ১/২৩৩; আত'তালিকুসসরী : ১/১৩৮)

٢٢٥. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ اَخِيْهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِىْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ اِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَ غَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ اَبْطَاَبِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.

সহজ তরজমা

(২২৫) আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা ও আলী ইবনে মুহাম্মদ রহ. ..... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের পার্থিব দুঃখ-কষ্ট মোচন করবে, আল্লাহ্ কিয়ামতের দিনের কষ্ট থেকে তাকে রক্ষা করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবে, আল্লাহ তার দুনিয়া-আখিরাতের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তির দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ্ তার দুনিয়া ও আখিরাতের দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিবেন। আল্লাহ সে সময় পর্যন্ত বান্দার সাহায্য করেন, যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকে। যে ব্যক্তি ইলম হাসিলের

জন্য পথে বের হয়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দেন। যখন কোনো জাতি আল্লাহ্‌র ঘরসমূহের মধ্যে কোনো ঘরে বসে কুরআন তিলাওয়াত করে, এরপর পরস্পরে তা পর্যালোচনা করে, তখন রহমতের ফিরিশতারা সেই জামা'আতকে পরিবেষ্টন করে রাখেন, তাদের উপর শান্তি অবতীর্ণ হয় এবং রহমত তাদের আবৃত করে নেয়। তদুপরি আল্লাহ তাঁর নৈকট্যে অবস্থানকারী (ফিরিশতাদের) সঙ্গে তাদের বিষয়ে আলোচনা করেন। যারা নেক আমল কম করবে, (কিয়ামতের দিন) তাদের বংশ-মর্যাদা কোনো কাজে আসবে না।

٢٢٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِى النَّجُوْدِ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ؟ قُلْتُ أُنْبِطُ الْعِلْمَ قَالَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ خَارِجٍ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهٖ فِىْ طَلَبِ الْعِلْمِ إِلَّا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا بِمَا يَصْنَعُ.

সহজ তরজমা

(২২৬) মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া রহ. .... যির ইবনে হুবায়শ রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাফওয়ান ইবনে আস্‌সাল মুরদী রাযি. এর কাছে এলাম। তিনি বললেন, কি জন্য এসেছ? আমি বললাম, ইলম হাসিলের জন্য। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যখন কোনো ব্যক্তি ইলম হাসিলের জন্য তার ঘর থেকে বের হয়, তখন এই মহৎ কাজের জন্য ফিরিশতাগণ তাঁদের পাখা বিছিয়ে দেন।

٢٢٨. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا حَاتِمُ ابْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ جَاءَ مَسْجِدِى هٰذَا لَمْ يَأْتِهٖ إِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهٗ أَوْ يُعَلِّمُهٗ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذٰلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلٰى مَتَاعِ غَيْرِهٖ.

সহজ তরজমা

(২২৭) আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা রহ. .... আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি– যে

ব্যক্তি আমার এই মসজিদে কোনো ভালো কাজের শিক্ষাদানের কিংবা শিক্ষালাভের জন্য আসে, সে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদকারীর মর্যাদা লাভ করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পার্থির কোনো স্বার্থসিদ্ধির জন্য আসে, সে ব্যক্তি ওই ব্যক্তির মতো, যে অন্যের ধন-সম্পদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে।

٢٢٨. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا صَدَقَةُ ابْنُ خَالِدٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ عَاتِكَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِهٰذَا الْعِلْمِ قَبْلَ اَنْ يُّقْبَضَ وَقَبْضُهُ اَنْ يُّرْفَعَ وَجَمَعَ بَيْنَ اِصْبَعَيْهِ الْوُسْطٰى وَالَّتِىْ تَلِى الْاِبْهَامَ هٰكَذَا ثُمَّ قَالَ اَلْعَالِمُ وَالْمُتَعَلِّمُ شَرِيْكَانِ فِى الْاَجْرِ وَلَا خَيْرَ فِىْ سَائِرِ النَّاسِ.

সহজ তরজমা

(২২৮) হিশাম ইবনে আম্মর রহ. .... আবূ উমামা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এই ইলম উঠিয়ে নেওয়ার আগে তা সংরক্ষণ অপরিহার্য মনে করে আঁকড়ে ধরো। আর 'কবয' হওয়ার অর্থ উঠিয়ে নেওয়া। এরপর তিনি তাঁর শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুল মিলিয়ে বললেন, এই-ভাবে। এরপর বললেন, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ই সওয়াবের অধিকারী। অবশিষ্ট লোকদের মাঝে কোনো কল্যাণ নেই।

٢٢٩. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ ثَنَا دَاؤُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ عَنْ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ بَعْضِ حُجَرِهِ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَاِذَا هُوَ بِحَلْقَتَيْنِ اِحْدَاهُمَا يَقْرَؤُنَ الْقُرْاٰنَ وَيَدْعُوْنَ اللّٰهَ وَالْاُخْرٰى يَتَعَلَّمُوْنَ وَ يُعَلِّمُوْنَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ كُلٌّ عَلٰى خَيْرٍ هٰؤُلَاءِ يَقْرَأُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَيَدْعُوْنَ اللّٰهَ فَاِنْ شَاءَ اَعْطَاهُمْ وَاِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ وَهٰؤُلَاءِ يَتَعَلَّمُوْنَ وَيُعَلِّمُوْنَ وَاِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا فَجَلَسَ مَعَهُمْ.

সহজ তরজমা

(২২৯) বিশর ইবনে হিলাল সাওয়াফ রহ. .... আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হুজরা থেকে বের হয়ে মসজিদে প্রবেশ করেন। তখন সেখানে দুটো সমাবেশ অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। এক সমাবেশের লোকজন কুরআন তিলাওয়াত ও আল্লাহর যিকরে মশগুল ছিল, অপর সমাবেশটি শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা দানে রত ছিল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রত্যেকেই ভালো কাজে নিয়োজিত আছে। ওই সমাবেশের লোকজন কুরআন তিলাওয়াত করছেন এবং আল্লাহ্র কাছে দু'আ করছেন। তিনি ইচ্ছা করলে তাদের দান করতে পারেন আবার ইচ্ছা করলে না-ও দিতে পারেন। পক্ষান্তরে এই সমাবেশের লোকজন শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদানে রত আছেন। আর আমি তো শিক্ষক হিসাবে প্রেরিত হয়েছি। এরপর তিনি তাদের সঙ্গে বসে পড়লেন।

بَابُ مَنْ بَلَّغَ عِلْمًا

অনুচ্ছেদ : ইল্‌মের প্রচার ও প্রসার করা

٢٣٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا لَيْثُ بْنُ اَبِىْ سُلَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ اَبِىْ هُبَيْرَةَ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَضَّرَ اللّٰهُ اِمْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِىْ فَبَلَّغَهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيْهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ اِلٰى مَنْ هُوَ اَفْقَهُ مِنْهُ. زَادَ فِيْهِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِأٍ مُسْلِمٍ اِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلّٰهِ وَالنُّصْحُ لِاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَلُزُوْمُ جَمَاعَتِهِمْ.

সহজ তরজমা

(২৩০) মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে নুমায়র ও আলী ইবনে মুহাম্মদ রহ. ...... যায়েদ ইবনে সাবিত রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার থেকে একটি হাদীস শুনে তা (অন্যান্যদের) কাছে পৌঁছুয়ে দেয়, আল্লাহ্ তাকে হাস্যোজ্জ্বল ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করে দিবেন। কেননা এমন অনেক ফিকহ বহনকারী রয়েছে, যারা

প্রকৃতপক্ষে ফকীহ্ নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমনও হয় যে, ফিকহ্ শিক্ষাদানকারীর চাইতে উক্ত বিষয়ের শিক্ষার্থী অধিকতর বুদ্ধিমান হয়ে থাকে।

আলী ইবনে মুহাম্মদ রহ. এ ব্যাপারে অতিরিক্ত বলেছেন, তিনটি বিষয়ে কোনো মুসলিম ব্যক্তির অন্তর যেন খিয়ানতের প্রশ্রয় না দেয়। (তা হল,) ইখলাসের সাথে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য আমল করা, মুসলিম নেতৃবৃন্দকে সদুপদেশ প্রদান করা এবং তাদের বিশ্বাস ও নেককাজের সাথে সম্পৃক্ত থাকা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي এর ব্যাখ্যা

বাক্যটি দু'আ স্বরূপ প্রিয়নবী ﷺ এর মুখ থেকে নিসৃত হয়েছে ওই ব্যক্তির জন্য, যে উলূমে নববী অর্জনের পাশাপাশি তার প্রসারেও আত্মনিয়োগ করে। দু'আটির মর্মার্থ হল, আল্লাহ পাক ওই ব্যক্তির মান-মর্যাদা শ্রেষ্ঠত্ব উন্নত থেকে উন্নততর করুন, তাকে উভয় জগতে আরাম আয়েশে রাখুন। কেউ কেউ এটিকে দু'আ না ধরে বরং সংবাদমূলক বাক্য ধরেছেন। কেউ আবার نضرة শব্দের অর্থ করেছেন 'পদমর্যাদা'। (দ্রঃ মিরকাত ১/২৮৮)

رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ এর ব্যাখ্যা:

কখনো কখনো কোনো ব্যক্তি কোনো হাদীস শুনে তা হুবহু মুখস্থ করে নিতে পারে ঠিক। কিন্তু সেই হাদীসের তত্ত-রহস্য ও সূক্ষ্ম মাসাইল উদ্‌ঘাটন করার মতো যোগ্যতা রাখে না। তথাপি তিনি যদি এমন কোনো ব্যক্তিকে হাদীসখানা পৌঁছান যে ইলম ও ফিকাহর অধিকারী হওয়ার দরুন উক্ত হাদীসের সমস্ত নিগুঢ় তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম, তা হলে প্রথম ব্যক্তিটি হাদীস প্রচারের সওয়াব তো পাবেই। সাথে সাথে হাদীসে বর্ণিত রাসূল ﷺ এর সেই বিশাল দু'আরও অধিকারী হবে।

এমনিভাবে কোনো ব্যক্তি হাদীস শুনে তা হুবহু মুখস্থ রাখল এবং তার মর্মার্থ বুঝল। এরপর সে তার চেয়েও অধিক ইলমের অধিকারী কারো কাছে এ হাদীসখানা পৌঁছাল। ফলে সেই হাদীসের উপকারিতা আরও বেড়ে গেল। তবে সে ব্যক্তি ওই হাদীস মুখস্থ করা, প্রচার করার সওয়াবের পাশাপাশি রাসূলের ﷺ দু'আও প্রাপ্ত হবে।

ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِأٍ مُسْلِمٍ এর ব্যাখ্যা

لَا يُغِلُّ শব্দটির মধ্যে কয়েকটি হরকত হতে পারে। (১) بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْغَيْنِ (২) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّ الْغَيْنِ এ দুই অবস্থায় অর্থ হবে খিয়ানত করা, আত্মসাৎ করা। তখন হাদীসের মর্মার্থ হবে, যে ব্যক্তি মুসলমান হবে তার অন্তর এ তিনটি বিষয়ে আত্মসাৎ করতে পারে না। অর্থাৎ সে আপন কলবের পরিচ্ছন্নতার জন্য অবশ্যই নিজের মধ্যে অর্জন করবে।

(৩) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْغَيْنِ অর্থ হল, হিংসা। হাদীসের মর্মার্থ হবে। যে মুসলমান হবে, যে যদি এ তিনটি জিনিস অর্জন করে, তার অন্তর থেকে হিংসা-বিদ্বেষ সম্পূর্ণ দূর হয়ে যাবে। ফলে সে দীনের মৌলিক দাবীগুলো থেকে এক চুলও সরে যাবে না।

وَلُزُوْمِ جَمَاعَتِهِمْ এর ব্যাখ্যা

অর্থাৎ নিজের আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি, ইবাদত ও লেনদেনের ক্ষেত্রে ওই সমস্ত আলেম ও সৎকর্মশীলদের অনুসরণ করবে, যাদের আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, ইবাদত-বন্দেগী কুরআন ও সুন্নাহর অনুকূল হয় এবং সাহাবা-তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, মুহাদ্দেসীন, আইম্মায়ে মুজতাহেদীনের আলোকিত পন্থার সাদৃশ হয়। এ ছাড়াও জুম'আর নামায, ঈদের নামায, বৃষ্টি ইত্যাদির নামায তাদের পিছনেই আদায় করবে। এমনকি কোনো মাসআলায় তাদের মত থেকে সরে গিয়ে কোনো বিচ্ছিন্নমত গ্রহণ করবে না।

٢٣١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبِىْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْخَيْفِ مِنْ مِنًى فَقَالَ نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِىْ فَبَلَّغَهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيْهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ اِلٰى مَنْ هُوَ اَفْقَهُ مِنْهُ.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا خَالِىْ يَعْلٰى ح وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيٰى قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ.

সহজ তরজমা

(২৩১) মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে নুমায়র রহ. .... জুবায়র ইবনে মুতয়িম রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিনার কাছে খায়ফ নামক স্থানে (খুতবা দেওয়ার জন্য) দাঁড়ান। তখন তিনি বলেন, আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে হাসিমুখ ও পরিতৃপ্ত রাখবেন, যে আমার একটি হাদীস শুনে তা লোকদের কছে পৌছিয়ে দেয়। কেননা অনেক ফিক্হ বহনকারী

প্রকৃতপক্ষে ফকীহ হয় না। তেমনি এমন অনেক ফিক্হ শিক্ষাদানকারী রয়েছে, যাদের চেয়ে তাদের শিক্ষার্থীরা অধিকতর বুদ্ধিমান হয়ে থাকে।

আলী ইবনে মুহাম্মদ ও হিশাম ইবনে আম্মার রহ. .... জুবায়র ইবনে মুতয়িম রাযি. সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٢٣٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَبَلَّغَهُ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اَحْفَظُ مِنْ سَامِعٍ.

সহজ তরজমা

(২৩২) মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার ও মুহাম্মদ ইবনে ওলীদ রহ. ..... আবদুল্লাহ্ রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার নিকট হতে একটি হাদীস শোনে তা অন্যান্যদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়, আল্লাহ তাকে হাস্যোজ্জ্বল ও পরিতৃপ্ত করবেন। কেননা অনেক ক্ষেত্রে প্রচারকের চাইতে শ্রোতা অধিকতর হি-ফাযতকারী হয়ে থাকে।

٢٣٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ اَمْلَاهُ عَلَيْنَا ثَنَا قُرَّةُ ابْنُ خَالِدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِي بَكْرَةَ عَنْ اَبِيهِ وَعَنْ رَجُلٍ اٰخَرَ هُوَ اَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَاِنَّهُ رُبَّ مُبَلِّغٍ يُبَلِّغُهُ اَوْعٰى لَهُ مِنْ سَامِعٍ

সহজ তরজমা

(২৩৩) মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার রহ. .... আবূ বাকরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কুরবানীর দিন খুতবা দিলেন। তখন তিনি বললেন, উপস্থিত ব্যক্তিরা যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিদের কছে (আমার বাণী) পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা এমন অনেক লোক আছে, যাদের কাছে (আমার বাণী) পৌঁছানো হলে তারা শ্রোতাদের চেয়ে অধিকতর সংরক্ষণকারী হবে।

٢٣٤. حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ ثَنَا اَبُو اُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ اَنْبَاَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ

عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.

সহজ তরজমা

(২৩৪) আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা ও ইসহাক ইবনে মানসূর রহ. .... মু'আবিয়া কুশায়রী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : জেনে রাখ! উপস্থিতরা যেন অনুপস্থিতদের কাছে (আমার বাণী) পৌঁছিয়ে দেয়।

٢٣٥. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ حَدَّثَنِيْ قُدَامَةُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ التَّمِيْمِيِّ عَنْ اَبِيْ عَلْقَمَةَ مَوْلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ يَسَارٍ مَوْلٰى ابْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ.

সহজ তরজমা

(২৩৫) আহমদ ইবনে আবদা রহ. .... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের যারা উপস্থিত, তারা যেন অনুপস্থিতদের কাছে (আমার বাণী) পৌঁছিয়ে দেয়।

٢٣٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الْحَلَبِيُّ عَنْ مُعَانِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ الْمَكِّيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَضَّرَ اللّٰهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِيْ فَوَعَاهَا ثُمَّ بَلَّغَهَا عَنِّيْ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيْهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ اِلٰى مَنْ هُوَ اَفْقَهُ مِنْهُ.

সহজ তরজমা

(২৩৬) মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম দিমাশকী রহ. ...... আনাস ইবনে মা-লিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ সেই বান্দাকে হাস্যোজ্জ্বল ও পরিতৃপ্ত করেন, যে আমার বাণী শুনে তা সংরক্ষণ করে। এরপর তা আমার পক্ষ থেকে অন্যান্যদের কাছে পৌঁছিয়ে

দেয়। কেননা অনেক ফিকহ্ বহনকারী প্রকৃতপক্ষে ফকীহ হয় না এবং অনেক ফিক্হ শিক্ষাদানকারীর চেয়ে তার কাছে শিক্ষালাভকারী অধিকতর বুদ্ধিমান হয়ে থাকে।

بَابُ مَنْ كَانَ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ

অনুচ্ছেদ : যারা কল্যাণের চাবিকাঠি তাদের বর্ণনা

٢٣٧. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ اَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى عَدِيٍّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى حُمَيْدٍ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيْحُ لِلْخَيْرِ مَغَالِيْقُ لِلشَّرِّ وَاِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيْحُ لِلشَّرِّ مَغَالِيْقُ لِلْخَيْرِ فَطُوْبٰى لِمَنْ جَعَلَ اللّٰهُ مَفَاتِيْحَ الْخَيْرِ عَلٰى يَدَيْهِ وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللّٰهُ مَفَاتِيْحَ الشَّرِّ عَلٰى يَدَيْهِ.

সহজ তরজমা

(২৩৭) হুসাইন ইবনে হাসান মারওয়াযী রহ. ..... আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই কতক মানুষ আছে, যারা কল্যাণের চাবিকাঠি এবং অকল্যাণের পথ রুদ্ধকারী। পক্ষান্তরে নিশ্চয়ই কিছু লোক আছে, যারা অকল্যাণের দ্বার উন্মোচনকারী এবং কল্যাণের পথ রুদ্ধকারী। সুতরাং সেই ব্যক্তির জন্যই সুসংবাদ, যার হাতে আল্লাহ্ কল্যাণের চাবি রেখেছেন আর ধ্বংস তার জন্য, যার হাতে আল্লাহ্ অকল্যাণের চাবি রেখেছেন।

٢٣٨. حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِيُّ اَبُوْ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ هٰذَا الْخَيْرَ خَزَائِنُ ، لِتِلْكَ الْخَزَائِنِ مَفَاتِيْحُ فَطُوْبٰى لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللّٰهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ مِغْلَاقًا لِلشَّرِّ وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللّٰهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ مِغْلَاقًا لِلْخَيْرِ.

সহজ তরজমা

(২৩৮) হারূন ইবনে সাঈদ আয়লী, আবূ জাফর রহ. ...... সাহল ইবনে সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই এই কল্যাণ

কোষাগার স্বরূপ আর এ কোষাগারের জন্য রয়েছে চাবিকাঠি। সুতরাং সেই বান্দার জন্যই সুসংবাদ, যাকে আল্লাহ্ কল্যাণের দ্বার উন্মোচনকারী এবং অকল্যাণের পথ রুদ্ধকারী বানিয়েছেন; কিন্তু সেই ব্যক্তির জন্য আফসোস! যাকে আল্লাহ্ অকল্যাণের দ্বার উন্মোচনকারী এবং কল্যাণের পথ রুদ্ধকারী বানিয়েছেন।

بَابُ ثَوَابِ مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ

অনুচ্ছেদ : লোকদের কল্যাণকর বিষয়ে শিক্ষাদাতার পুরস্কার

٢٣٩. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لِلْعَالِمِ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ حَتَّى الْحِيْتَانِ فِى الْبَحْرِ.

সহজ তরজমা

(২৩৯) হিশাম ইবনে আম্মার রহ. ...... আবূ দারদা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ﷺকে বলতে শুনেছি- বস্তুত গোটা আসমান ও যমীনের অধিবাসী আলিমের জন্য মাগফিরাত চায়, এমনকি সমুদ্রের মাছও।

٢٤٠. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى الْمِصْرِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَيُّوْبَ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ ابْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِيهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا فَلَهُ اَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ لَا يَنْقُصُ مِنْ اَجْرِ الْعَامِلِ.

সহজ তরজমা

(২৪০) আহমদ ইবনে ঈসা মিসরী রহ. ..... আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। নবীﷺবলেছেন : যে ব্যক্তি ইলম শিক্ষা দেয়, সে তদনুসারে আমলকারীর অনুরূপ পুরস্কার পাবে; এতে আমলকারীর পুরস্কার কোনোরূপ হ্রাস পাবে না।

٢٤١. حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِى كَرِيْمَةَ الْحُرَانِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى عَبْدِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنِى زَيْدُ بْنُ اَبِى اُنَيْسَةَ عَنْ

زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ مَا يَخْلِفُ الرَّجُلُ مِنْ بَعْدِهٖ ثَلَاثٌ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوْ لَهٗ وَصَدَقَةٌ تَجْرِىْ يَبْلُغُهٗ اَجْرُهَا وَعِلْمٌ يُعْمَلُ بِهٖ مِنْ بَعْدِهٖ.

قَالَ اَبُو الْحَسَنِ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ سِنَانِ الرَّهَاوِىُّ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ يَعْنِىْ اَبَاهُ حَدَّثَنِىْ زَيْدُ بْنُ اَبِىْ اُنَيْسَةَ عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهٗ.

সহজ তরজমা

(২৪১) ইসমাঈল ইবনে আবূ কারীমা হাররানী রহ. ..... আবূ কাতাদা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মানুষ তার (মৃত্যুর) পরে যা কিছু রেখে যায়, তার মধ্যে তিনটি জিনিস উৎকৃষ্ট- (১) নেক সন্তান, যে তার জন্য দু'আ করে, (২) সাদকায়ে জারিয়া, যার সওয়াব তার কাছে পৌঁছয় (৩) এবং (উপকারী) ইলম, যার উপর তার মৃত্যুর পরে আমল করা হয়।

আবুল হাসান রহ. ...... আবূ কাতাদা থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছেন...। এরপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٢٤٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عَطِيَّةَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا مَرْزُوْقُ بْنُ اَبِى الْهُذَيْلِ حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ حَدَّثَنِىْ اَبُوْعَبْدِ اللّٰهِ الْاَغَرُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهٖ وَحَسَنَاتِهٖ بَعْدَ مَوْتِهٖ عِلْمًا عَلَّمَهٗ وَنَشَرَهٗ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهٗ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهٗ اَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ اَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيْلِ بَنَاهُ اَوْ نَهْرًا اَجْرَاهُ اَوْ صَدَقَةً اَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهٖ فِىْ صِحَّتِهٖ وَحَيَاتِهٖ يَلْحَقُهٗ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهٖ.

সহজ তরজমা

(২৪২) মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া রহ. ...... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মুমিন ব্যক্তির মৃত্যুর পরে যে-সব আমল ও নেক কাজ তার সাথে যুক্ত হবে, তা হল- (১) ইলম, যা সে অন্যকে শিক্ষা দিয়েছে এবং তার প্রচার-প্রসার করেছে, (২) তার রেখে যাওয়া নেক-সন্তান,

(৩) কুরআন, যাকে এর উত্তরাধিকারী বানিয়েছে অথবা মসজিদ নির্মাণ করেছে কিংবা পথিকদের জন্য সরাইখানা তৈরি করেছে অথবা পানির নহর খনন করেছে, জীবদ্দশায় সুস্থ থাকাকালীন দান-খয়রাত করেছে; এ জিনিসগুলোর সওয়াব সে মৃত্যুর পরে পেতে থাকবে।

٢٤٣. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبِ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ عِلْمًا ثُمَّ يُعَلِّمُهُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ

সহজ তরজমা

(২৪৩) ইয়াকূব ইবনে হুমায়দ ইবনে কাসিব মাদানী রহ. ...... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, উত্তম সদকা হল একজন মুসলমান ইলম শিক্ষা করে এবং তা তার মুসলমান ভাইকে শিক্ষা দেয়।

بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُوْطَأَ عَقِبَاهُ

অনুচ্ছেদ : কারো পেছনে অন্যের চলা মাকরূহ মনে করা

٢٤٤. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَا رُئِيَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَأْكُلُ مُتَّكِئًا قَطُّ وَلَا يَطَأُ عَقِبَيْهِ رَجُلَانِ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ وَحَدَّثَنَا حَازِمُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ الْهَمْدَانِيُّ صَاحِبُ الْقَفِيزِ ثَنَا مُوسَى ابْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ.

সহজ তরজমা

(২৪৪) আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা রহ. ...... আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ কে কখনো কোল বালিশে হেলান দিয়ে খেতে দেখা যায় নি এবং কখনো তাঁর পেছনে

দু'জন লোক চলতেন না। আবুল হাসান রহ. ..... হাম্মদ ইবনে সালমা রাযি. থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٤٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا اَبُو الْمُغِيْرَةِ ثَنَا مَعَانُ بْنُ رِفَاعَةَ حَدَّثَنِى عَلِىُّ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ يَوْمٍ شَدِيْدِ الْحَرِّ نَحْوَ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ وَكَانَ النَّاسُ يَمْشُوْنَ خَلْفَهُ فَلَمَّا سَمِعَ صَوْتَ النِّعَالِ وَقَرَّ ذٰلِكَ فِىْ نَفْسِهٖ فَجَلَسَ حَتّٰى قَدَّمَهُمْ اَمَامَهُ لِئَلَّا يَقَعَ فِىْ نَفْسِهٖ شَئٌ مِنَ الْكِبْرِ.

সহজ তরজমা

(২৪৫) মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া রহ. ...... আবূ উমামা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ প্রচণ্ড গরমের দিনে 'বাকীউল গারকাদ' নামক স্থানের দিকে বের হতেন। এ সময় লোকেরা তাঁর পিছনে হেঁটে যেত। যখন তিনি জুতার আওয়াজ শুনতেন, তখন তাঁর কাছে তা অপ্রিয় মনে হত আর তিনি বসে পড়তেন। এমনকি লোকজন তাঁর আগে চলে যেত। যেন তাঁর অন্তরে বিন্দুমাত্র অহমিকা স্থান না পায়।

٢٤٦. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنْزِىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا مَشٰى مَشّٰى اَصْحَابَهُ اَمَامَهُ وَتَرَكُوْا ظَهْرَهُ لِلْمَلَائِكَةِ.

সহজ তরজমা

(২৪৬) আলী ইবনে মুহাম্মদ রহ. ..... জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন হাঁটতেন তখন তাঁর সাহাবীগণ তাঁর আগে চলতেন এবং তিনি তাঁর পেছনের দিকটা ফিরিশ্তাদের জন্য ছেড়ে দিতেন।

بَابُ الْوُصَاةِ بِطَلَبَةِ الْعِلْمِ

অনুচ্ছেদ : ইলম শিক্ষার্থীদের প্রতি উপদেশ

٢٤٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ رَاشِدٍ الْمِصْرِيُّ ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدَةَ عَنْ أَبِي هُرُونَ الْعَبْدِيِّ عَنْ اَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَيَأْتِيكُمْ أَقْوَامٌ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ مَرْحَبًا مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَاقْنُوهُمْ قُلْتُ لِلْحَكَمِ مَا اقْنُوهُمْ؟ قَالَ عَلِّمُوهُمْ.

সহজ তরজমা

(২৪৭) মুহাম্মদ ইবনে হারিস ইবনে রাশেদ মিসরী রহ. .... আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অচিরেই তোমাদের কাছে ইলম শিক্ষার জন্য অনেক গোত্রের লোকেরা আসবে, তোমরা যখন তাদের দেখবে, তখন তাদের বলবে– মারহাবা মারহাবা! রাসূলুল্লাহ্ﷺএর অসীয়ত অনুসারে এবং তোমরা তাদের উৎসাহ দিবে।

(রাবী বলেন, আমি হাকাম রহ. কে বললাম : আমরা তাদের কী উৎসাহ দিব ? তিনি বললেন, তাদের ইলম শিক্ষা দিবে।

٢٤٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ ثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ هِلَالٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى الْحَسَنِ نَعُودُهُ حَتَّى مَلَأْنَا الْبَيْتَ فَقَبَضَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ حَتَّى مَلَأْنَا الْبَيْتَ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ لِجَنْبِهِ فَلَمَّا رَآنَا قَبَضَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ سَيَأْتِيكُمْ أَقْوَامٌ مِنْ بَعْدِي يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فَرَحِّبُوا بِهِمْ وَحَيُّوهُمْ وَ عَلِّمُوهُمْ قَالَ فَأَدْرَكْنَا وَاللّٰهِ أَقْوَامًا مَا رَحَّبُوا بِنَا وَلَا حَيُّونَا وَ لَا عَلَّمُونَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ كُنَّا نَذْهَبُ إِلَيْهِمْ فَيَجْفُونَا.

সহজ তরজমা

(২৪৮) আবদুল্লাহ ইবনে আমির ইবনে যরারা রহ. .... ইসমাঈল রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হাসান রহ. এর কাছে তাঁর সেবার জন্য

গেলাম; এমনকি আমরা ঘর পূর্ণ করে ফেললাম। তিনি তাঁর পা-দুটো গুটিয়ে নিলেন এবং বললেন, আমরা আবূ হুরাইরা রাযি. এর সেবা-শুশ্রূষার জন্য গিয়েছিলাম, এমনকি আমরা ঘর পূর্ণ করে ফেলেছিলাম, তখন তিনি তাঁর পা-দু'টো গুটিয়ে নিলেন এবং বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সেবার জন্য গিয়েছিলাম, এমনকি আমরা ঘর পূর্ণ করে ফেলেছিলাম, সে সময় তিনি পার্শ্বদেশে ভর করে শুয়ে ছিলেন। তিনি আমাদের দেখে তাঁর পা-দুটো গুটিয়ে নিলেন। এরপর তিনি বললেন, অচিরেই তোমাদের কাছে আমার পরে অনেক লোক ইলম শিক্ষার জন্য আসবে। তোমরা তাদের মুবারকবাদ জানাবে, তাদের সম্মান করবে এবং তাদের ইলম শিক্ষা দিবে।

রাবী বলেন : আমরা এমন লোকদের পেলাম– আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা যখন তাদের কাছে গেলাম, তারা আমাদের মুবারকবাদ দেয় নি, আমাদের সম্মান করে নি এবং আমাদের ইলম শিক্ষা দেয় নি বরং আমরা যখন তাদের কাছে গেলাম, তখন তারা আমাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করল না।

٢٤٩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِيُّ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِىْ هُرُوْنَ الْعَبْدِيِّ قَالَ كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَنَا إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ وَإِنَّهُمْ سَيَأْتُوْنَكُمْ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ يَتَفَقَّهُوْنَ فِى الدِّيْنِ فَإِذَا جَاؤُكُمْ فَاسْتَوْصُوْا بِهِمْ خَيْرًا.

সহজ তরজমা

(২৪৯) আলী ইবনে মুহাম্মদ রহ. .... আবূ হারূন আবদী রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. এর কাছে আসতাম, তখন তিনি বলতেন– তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর অসীয়ত অনুযায়ী মা-রহাবা! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের বলতেন, মানুষ অবশ্যই তোমাদের অনুগত। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষ তোমাদের কাছে দীন শিক্ষার জন্য আসবে। তারা যখন তোমাদের কাছে আসবে, তখন তোমরা ভালো কাজের উপদেশ দিবে।

بَابُ الْاِنْتِفَاعِ بِالْعِلْمِ وَ الْعَمَلِ بِهٖ

অনুচ্ছেদ : ইলম দ্বারা উপকৃত হওয়া এবং তদনুযায়ী আমল করা

٢٥٠. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِىِّ ﷺ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ.

সহজ তরজমা

(২৫০) আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা রহ. .... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এর দু'আ ছিল এরূপ–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ .... وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ.

"হে আল্লাহ! আমি সেই ইলম থেকে আপনার কাছে পানাহ চাই, যা কোনো উপকারে আসে না; [আশ্রয় চাই] সেই দু'আ থেকে, যা কবুল করা হয় না; [আশ্রই চাই] সেই অন্তর থেকে, যা ভীত হয় না এবং সেই প্রবৃত্তি থেকে, যা পরিতৃপ্ত হয় না।"

٢٥١. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ انْفَعْنِىْ بِمَا عَلَّمْتَنِىْ وَ عَلِّمْنِىْ مَا يَنْفَعُنِىْ وَزِدْنِىْ عِلْمًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ.

সহজ তরজমা

(২৫১) আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা রহ. .... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন–

اَللّٰهُمَّ انْفَعْنِىْ .... عَلٰى كُلِّ حَالٍ.

"হে আল্লাহ! আপনি যে ইলম আমাকে শিখিয়েছেন, তা আমার জন্য উপকারী করুন। আমাকে এমন ইলম দান করুন, যা আমর উপকারে আসে এবং আমার ইলম বাড়িয়ে দিন আর সর্বাবস্থায় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।"

٢٥٢. حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يُوْنُسُ ابْنُ مُحَمَّدٍ وَشُرَيْحُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالاَ ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَعْمَرٍ اَبِىْ طَوَالَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَعَلَّمَ مِمَّا يُبْتَغٰى بِهٖ وَجْهُ اللّٰهِ لاَ يَتَعَلَّمُهٗ اِلاَّ لِيُصِيْبَ بِهٖ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِىْ رِيْحَهَا.

قَالَ اَبُو الْحَسَنِ اَنْبَأَنَا اَبُوْ حَاتِمٍ ثَنَا سَعِيْدُ ابْنُ مَنْصُوْرٍ ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ فَذَكَرَ نَحْوَهٗ.

সহজ তরজমা

(২৫২) আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা রহ. .... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ইলম দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করা যায়– যদি কেউ সে ইলমকে পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির জন্য শিক্ষা করে, সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের ঘ্রাণ পাবে না অর্থাৎ জান্নাতের সুগন্ধি পাবে না। আবুল হাসান রহ. .... ফুলায়হ্ ইবনে সুলায়মান রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি উপরিউক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٥٣. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ الْاَزْدِىُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُمَارِىَ بِهِ السُّفَهَاءَ اَوْ لِيُبَاهِىَ بِهِ الْعُلَمَاءَ ، اَوْ لِيُصْرِفَ وُجُوْهَ النَّاسِ اِلَيْهِ فَهُوَ فِى النَّارِ.

সহজ তরজমা

(২৫৩) হিশাম ইবনে আম্মর রহ. .... ইবনে উমর রাযি. সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নির্বোধের সাথে ঝগড়া করার জন্য অথবা আলিমদের উপর দম্ভ-অহমিকা প্রকাশের জন্য কিংবা সাধারণ মানুষের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য ইলম শিক্ষা করে, সে জাহান্নামী হবে।

٢٥٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ اَنْبَأَنَا يَحْيٰى بْنُ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ

النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تُعَلِّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ وَلَا لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ وَلَا تُخَيِّرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَالنَّارُ النَّارُ.

সহজ তরজমা

(২৫৪) মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া রহ. .... জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা আলিমদের উপর অহমিকা প্রকাশের জন্য, নির্বোধের সাথে ঝগড়া করার জন্য এবং মজলিসে বড়ত্ব প্রকাশ করার জন্য ইলম শিক্ষা করো না! কেননা যে ব্যক্তি এরূপ করবে, তার জন্য রয়েছে আগুন আর আগুন।

٢٥٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا الْوَلِيدُ ابْنُ مُسْلِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكِنْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ أُنَاسًا مِنْ أُمَّتِي سَيَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ وَيَقْرَؤُنَ وَيَقُولُونَ نَأْتِي الْأُمَرَاءَ فَنُصِيبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَ نَعْتَزِلُهُمْ بِدِينِنَا وَلَا يَكُونُ ذٰلِكَ كَمَا لَا يُجْتَنٰى مِنَ الْقَتَادِ إِلَّا الشَّوْكَ كَذَالِكَ لَا يُجْتَنٰى مِنْ قُرْبِهِمْ إِلَّا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ كَأَنَّهُ يَعْنِي الْخَطَايَا.

সহজ তরজমা

(২৫৫) মুহাম্মদ ইবনে সাব্বাহ রহ. .... ইবনে আব্বাস রাযি. সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আমার উম্মতের কিছু লোক ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করবে এবং তারা কুরআন তিলাওয়াত করবে ও বলবে, আমরা ধনীদের কাছে যাই এবং তাদের থেকে দুনিয়ার অংশ প্রাপ্ত হই আর আমরা আমাদের দীনকে তাদের থেকে পৃথক করে রাখি। অথচ এরূপ কখনো হতে পারে না। যেমনি কাঁটাদার বৃক্ষ থেকে ফল চয়ণের সময় হাতে কাঁটা লেগেই থাকে, তদ্রুপ তারা তাদের কাছে গিয়ে গুনাহ থেকে বাঁচতে পারে না। মুহাম্মদ ইবনে সাব্বাহ রহ. বলেন, গুনাহ ব্যতীত তারা কিছুই লাভ করতে পারে না।

٢٥٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ثَنَا عَمَّارُ بْنُ سَيْفٍ عَنْ اَبِى مُعَاذٍ الْبَصْرِيِّ ح و حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ اَبِى مُعَاذٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ جُبِّ الْحُزْنِ قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَمَا جُبُّ الْحُزْنِ؟ قَالَ وَادٍ فِى جَهَنَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمٍ اَرْبَعَ مِائَةِ مَرَّةٍ قِيلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَمَنْ يَّدْخُلُهُ قَالَ اُعِدَّ لِلْقُرَّاءِ الْمُرَائِيْنَ بِاَعْمَالِهِمْ وَاِنَّ مِنْ اَبْغَضِ الْقُرَّاءِ اِلَى اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَزُوْرُوْنَ الْاُمَرَاءَ.

قَالَ الْمُحَارِبِيُّ الْجُوْرَةَ. قَالَ اَبُو الْحَسَنِ حَدَّثَنَا حَازِمُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ النَّصْرِيِّ وَكَانَ ثِقَةً ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيْثَ نَحْوَهُ بِأَسْنَادٍ.

حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَصْرٍ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ، مَالِكُ ابْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا عَمَّارُ بْنُ سَيْفٍ عَنْ اَبِى مُعَاذٍ قَالَ مَالِكُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ عَمَّارٌ لَا اَدْرِى مُحَمَّدٌ اَوْ اَنَسُ ابْنُ سِيْرِيْنَ.

সহজ তরজমা

(২৫৬) আলী ইবনে মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল রহ. ...... আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা 'জুব্বুল হুযন' থেকে আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাও। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! জুব্বুল হুযন কি? তিনি বললেন : জাহান্নামের একটি উপত্যকা, যা থেকে বাঁচার জন্য জাহান্নাম দৈনিক চার শ' বার পানাহ চায়। বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাতে কারা প্রবেশ করবে? তিনি বললেন : সেটা ওই সব কারীর জন্য তৈরি করা হয়েছে, যারা লোক দেখানো কাজ করে। আল্লাহ্র কাছে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট কারী তারাই, যারা শাসক শ্রেণীর সংশ্রবে আসে।

মুহারিবী বলেন, এর দ্বারা যালিম ও অত্যাচারী শাসকদের বুঝানো হয়েছে।

আবুল হাসান রহ. ...... মু'আবিয়া নাসরী রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) রাবী ছিলেন। তিনি পূর্বোক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইবরাহীম ইবনে নাসর রহ. ..... আম্মার রহ. বলেছেন, আবূ মুআয রাবীর পর রাবী মুহাম্মদ ছিলেন নাকি আনাস ইবনে সিরীন ছিলেন, আমি জানি না।

٢٥٧. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَا ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ النَّصْرِيِّ عَنْ نَهْشَلٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوا الْعِلْمَ وَ وَضَعُوْهُ عِنْدَ اَهْلِهِ لَسَادُوْا بِهٖ اَهْلَ زَمَانِهِمْ وَلٰكِنَّهُمْ بَذَلُوْهُ لِاَهْلِ الدُّنْيَا لِيَنَالُوا بِهٖ مِنْ دُنْيَاهُمْ، فَهَانُوْا عَلَيْهِمْ. سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ جَعَلَ الْهُمُوْمَ هَمًّا وَاحِدًا، هَمَّ اٰخِرَتِهٖ، كَفَاهُ اللّٰهُ هَمَّ دُنْيَاهُ. وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُوْمُ فِىْ اَحْوَالِ الدُّنْيَا، لَمْ يُبَالِ اللّٰهُ فِىْ اَيِّ اَوْدِيَتِهَا هَلَكَ.

قَالَ اَبُو الْحَسَنِ حَدَّثَنَا حَازِمُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ النَّصْرِيِّ وَكَانَ ثِقَةً ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيْثَ نَحْوَهُ بِاِسْنَادِهٖ.

সহজ তরজমা

(২৫৭) আলী ইবনে মুহাম্মদ ও হুসাইন ইবনে আবদুর রহমান রহ. .... আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি আ-লিমরা ইলম হাসিল করার পরে তা সংরক্ষণ করে এবং তারা তা যোগ্য আ-লিমদের কাছে রাখে, তা হলে অবশ্যই তারা সে যুগের অধিবাসীদের নেতৃত্ব দিবে। কিন্তু তারা তা দুনিয়াদারদের কাছে পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করেছে। ফলে তারা তাদের কাছে হেয় প্রতিপন্ন হয়েছে। আমি তোমাদের নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি যে ব্যক্তি তার সমস্ত চিন্তাকে একই চিন্তার অর্থাৎ আখিরাতের চিন্তায় একীভূত করেছে, আল্লাহ্ তার দুনিয়ার চিন্তার

জন্য যথেষ্ট হবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি দুনিয়ার বিভিন্ন বিষয়ের চিন্তায় লিপ্ত থাকবে, সে যে-কোনো উপত্যকায় ধ্বংস হোক না কেন, আল্লাহ তার পরোয়া করেন না। আবুল হাসান রহ. .... ম'আবিয়া নাসরী রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) রাবী। এরপর তিনি উপরিউক্ত সনদের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٢٥٨. حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَخْزَمَ وَ عُبَادُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْهَنَائِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الْهَنَائِيُّ عَنْ اَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِغَيْرِ اللّٰهِ اَوْ اَرَادَ بِهٖ غَيْرَ اللّٰهِ فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ.

সহজ তরজমা

(২৫৮) যায়েদ ইবনে আখযাম ও আব্বাদ ইবনে ওয়ালীদ রহ. ...... ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের (সন্তুষ্টিলাভের) জন্য ইলম অর্জন করে অথবা ইলমের দ্বারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো (সন্তুষ্টির ইচ্ছা) পোষণ করে, সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।

٢٥٩. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَاصِمٍ الْعَبَادَانِيُّ ثَنَا بَشِيْرُ بْنُ مَيْمُوْنٍ قَالَ سَمِعْتُ اَشْعَثَ بْنَ سَوَارٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تُعَلِّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوْا بِهِ الْعُلَمَاءَ اَوْ لِتُمَارُوْا بِهِ السُّفَهَاءَ اَوْ لِتُصَرِّفُوْا وُجُوْهَ النَّاسِ اِلَيْكُمْ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَهُوَ فِى النَّارِ،

সহজ তরজমা

(২৫৯) আহমদ ইবনে আসিম আব্বাদানী রহ. .... হুযাইফা রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি– তোমরা আলিমগণের উপর অহমিকা প্রকাশের জন্য, নির্বোধদের সাথে ঝগড়া করার জন্য কিংবা সাধারণ মানুষের মনোযোগ নিজেদের দিকে আকর্ষণের জন্য ইলম শিক্ষা করো না। কেননা যে এরূপ করবে, সে জাহান্নামী হবে।

٢٦٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ اَنْبَأَنَا وَهْبُ ابْنُ اِسْمَاعِيْلَ الْاَسَدِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ جَدِّهٖ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ لِيُبَاهِىَ بِهٖ الْعُلَمَاءَ وَ يُمَارِىَ بِهٖ السُّفَهَاءَ وَ يُصْرِفَ بِهٖ وُجُوْهَ النَّاسِ اِلَيْهِ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ جَهَنَّمَ.

সহজ তরজমা

(২৬০) মুহাম্মদ ইসমাঈল রহ. .... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আলিমদের উপর গৌরব প্রকাশের জন্য, নির্বোধদের সাথে ঝগড়া করার জন্য এবং নিজের দিকে সাধারণ মানুষের মন আকৃষ্ট করার জন্য ইলম শিক্ষা করবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।

بَابُ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهٗ

অনুচ্ছেদ : যাকে কোনো ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় আর সে তা গোপন করে

٢٦١. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ ثَنَا اَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ثَنَا عُمَارَةُ زَاذَانَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ ثَنَا عَطَاءٌ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ يَحْفَظُ عِلْمًا فَيَكْتُمُهٗ اِلَّا اُتِىَ بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْجَمًا بِلِجَامٍ مِّنَ النَّارِ.

قَالَ اَبُو الْحَسَنِ اَىِ الْقَطَّانُ وَ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَاتِمٍ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ ثَنَا عُمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ فَذَكَرَ نَحْوَهٗ.

সহজ তরজমা

(২৬১) আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা রহ. .... আবূ হুরাইরা রাযি. সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি কোনো দীনের কথা জানার পরে তা গোপন করবে, কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো অবস্থায় উঠানো হবে। আবুল হাসান কাত্তান রহ. ... ইমারত ইবনে যাযান রহ. থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٢٦٢. حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ، مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَالْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ وَاللّٰهِ! لَوْ لَا آيَتَانِ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالَى مَا حَدَّثْتُ عَنْهُ يَعْنِيْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْئًا أَبَدًا لَوْ لَا قَوْلُ اللّٰهِ : (إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ ..... إِلَى أٰخِرِ الْأٰيَتَيْنِ).

সহজ তরজমা

(২৬২) আবূ মারওয়ান উসমানী, মুহাম্মদ ইবনে উসমান রহ. ...... আবদুর রহমান ইবনে হুরমুয আ'রাজ রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি আবূ হুরাইরা রাযি. কে বলতে শুনেছেন, আল্লাহর কসম! যদি মহান আল্লাহর কিতাবে এ দু'টি আয়াত না থাকত, তবে আমি কখনো নবী ﷺ থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করতাম না। যদি আল্লাহর এ বাণী না থাকত

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ.............الخ

"আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন রাখে ও বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে, তারা নিজেদের পেটে আগুন ছাড়া আর কিছুই ভরে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কাথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্র করবেন না; তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। তারাই সৎপথের বিনিময়ে ভ্রান্ত পথ এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করেছে। আগুন সহ্য করতে তারা কতই না ধৈর্যশীল! (২ : ১৭৪-১৭৫)

٢٦٣. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ ثَنَا خَلَفُ بْنُ تَمِيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا لَعَنَ أٰخِرُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا فَمَنْ كَتَمَ حَدِيْثًا فَقَدْ كَتَمَ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ.

সহজ তরজমা

(২৬৩) হুসাইন ইবনে আবূ সাররী আসকালানী রহ. ...... জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এ উম্মতের শেষ যমানার লোকেরা যখন পূর্ববর্তীদের লানত করবে, সে সময় কেউ একটি হাদীস গোপন করলে বস্তুত সে যেন আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত কিতাবকে গোপন করল।

٢٦٤. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْاَزْهَرِ ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ ثَنَا يُوسُفُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ.

সহজ তরজমা

(২৬৪) আহমদ ইবনে আযহার রহ. ...... ইউসুফ ইবনে ইবরাহীম রহ. বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক রাযি. কে বলতে শুনেছি– তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি : যাকে কোনো দীনের কথা জিজ্ঞাসা করা হয় আর সে তা গোপন রাখে, কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হাদীসে বর্ণিত সতর্ক বাণী কোন্ ইলমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

ইমাম সাইয়িদ রহ. বলেন, উক্ত সতর্কবাণী জরুরি ইলম ও দৈনন্দিনের প্রয়োজনীয় বিষয়াবলীর সাথে সম্পর্কিত। পক্ষান্তরে যে ইলম প্রশ্নকারী বা সাধারণ ব্যক্তিবর্গের জন্য জরুরি নয়, তা এই সতর্কবাণীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

আল্লামা খাত্তাবী রহ. ইমাম সাইয়িদের মতটিকে ব্যাখ্যা করে বলেন : কেউ যদি ইসলামের আদেশ-নিষেধগুলো ও তার চাহিদা সম্বন্ধে প্রশ্ন করে কিংবা নামায বা অন্য কোনো ফরয ও রুকন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে অর্থ বা কোনো বিষয়ের হালাল-হারাম ব্যাপারে প্রশ্ন করে আর প্রশ্নকৃত আলেম তার জবাব জানা থাকা সত্ত্বেও সদুত্তর না দেয়, তবে সে হাদীসে বর্ণিত সতর্কবাণীর পাত্র হবে।

٢٦٥. حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ حِبَّانَ بْنِ وَاقِدٍ الثَّقَفِىُّ اَبُو اِسْحَاقَ الْوَاسِطِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَاصِمٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَابٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ اَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَتَمَ عِلْمًا مِمَّا يَنْفَعُ اللّٰهُ بِهِ فِى اَمْرِ النَّاسِ، اَمْرِالدِّيْنِ اَلْجَمَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ.

সহজ তরজমা

(২৬৫) ইসমাঈল ইবনে হিব্বান ইবনে ওয়াকিদ সাকাফী, আবূ ইসহাক ওয়াসিতী রহ. ..... আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ইলমের এমন একটি বিষয় গোপন করে, যাতে আল্লাহর দীনের কাজে মানুষের উপকার হয়, তবে আল্লাহ্ তাকে কিয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পরাবেন।

٢٦٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَفْصِ بْنِ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ثَنَا اَبُو اِبْرَاهِيْمَ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْكَرَابِيْسِيُّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ يَعْلَمُهُ فَكَتَمَهُ اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّنْ نَارٍ.

সহজ তরজমা

(২৬৬) মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হাফস ইবনে হিশাম ইবনে যায়েদ ইবনে আনাস ইবনে মালিক রাযি. ...... আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যাকে দীনের কোনো কথা জিজ্ঞাসা করা হয়, যা সে জানে; কিন্তু সে তা গোপন রাখল, কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে।